আর্মি অফ দাজ্জাল
(দাজ্জাল, জীন, শয়তান, এলিয়েন ও সিক্রেট সোসাইটি)
(১ম খন্ড)
সংকলন ও সম্পাদনা: রূহ মাহমুদ

আর্মি অফ দাজ্জাল

(দাজ্জাল, জীন, শয়তান, এলিয়েন ও সিক্রেট সোসাইটি)

(১ম খন্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রূহ মাহমুদ

সূচিপত্র :

ভূমিকা:

অধ্যায়-১: (মহাপ্রতারক দাজ্জালের পরিচয় ও বর্ণনা)

দাজ্জালের আগমণ, প্রকৃতি ও পরিচয়:

দাজ্জালের বিস্তারিত পরিচয় ও কার্যকলাপ:

দাজ্জালের কোন চোখ কানা? ডান চোখ নাকি বাম চোখ?

সূরা কাহাফে লুকানো রহস্য ও দাজ্জাল:

মেসায়াহ (anti khrist/dajjal): বিভিন্ন ধর্মে প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত ত্রাণকর্তা।

কল্কি বিভ্রান্তি:

শিখ ধর্মে মাহদী ও তাগুত কল্কি:

২০০৪ সালের এ ঘটনা যারা জানেন না তাদের জন্য:

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর '৪০ দিন' এর অপব্যাখ্যা:

অধ্যায়-২: (জীন, শয়তান ও এলিয়েন)

জ্বীন (Djinn / exterrestrial beings):

শয়তান কে? (Satan / evil / demon / lucifer):

জ্বীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস (সংক্ষেপিত):

অনেকে মৃত মানুষকে যে দেখে বলে দাবী করেন, তারা আসলে কাকে দেখেন?

জিনেরা ছবি, মূর্তি ও টিভিতে প্রবেশ করতে পারে:

ভীনগ্রহীদের নিয়ে কল্পনা জল্পনা (এলিয়েন ফ্যান্টাসি):

Crop Circle:

অধ্যায়-৩: (কালো জাদু এবং কাব্বালাহ)

ব্ল্যাক ম্যাজিকের ইতিহাস:

মাছের ভিতরে তাবিজ:

কালো জাদুর মাধ্যমে মৃত ব্যাক্তির কারিন জিনকে ডেকে আনা যায়:

কাব্বালাহ: ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদের আদ্যোপান্ত

ট্যারট কার্ড রিডিং:

যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত সুবিশাল ভ্রান্তি এবং নিওমু'তাযিলা চিন্তাধারা:

অধ্যায়-৪: (শয়তান ও দাজ্জাল পূজারী)

জ্বীন-শয়তানদের উপাসক (Devil-Worshippers)

ক্যানিবালিজম (নর মাংস খেকো) এর ইতিহাস: তখন এবং এখন।

আধুনিক মূর্তি (খোদা / কালচার) খেকো:

দাজ্জালকে আসলে কারা আনতে চায় এবং কেন?

দাজ্জালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে:

দাজ্জালের অনুসারীরা আপনার পাশেই অপেক্ষা করছেঃ

কোয়ান্টাম ম্যাথড এবং দাজ্জালের স্বঘোষিত অনুসারীরা:

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না

উপসংহার:

ভূমিকা:

হযরত রসূল করিম (সা.) শেষ যুগে উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার সংশোধন ও তরবিয়তের লক্ষ্যে একজন মসীহ্ (সংস্কারক) এবং মাহদী (পথনিদের্শক)- এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর আগমনের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে সাথে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এবং চিহ্নও বর্ণনা করে দিয়েছেন তাহলো- দাজ্জালের আগমন।

দাজ্জালের আগমন সর্ম্পকে সাধারণ মানুষের মাঝে অদ্ভুত ও আশ্চর্য রকমের বিভিন্ন কাল্পনিক গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে এবং তারা দাজ্জালকে সাধারণ সৃষ্টির বহির্ভূত অসাধারণ প্রভাব ও শক্তিশালী সম্পন্ন কোন অদ্ভুত প্রাণী যে বিশাল দৈত্যকার, মোটা, কিংবা এক চক্ষু বিশিষ্ট কোন আরব্য কাহিনীর বিখ্যাত আলিফ লায়লায় দৃশ্যমান কোন দৈত্য বলে মনে করে।

আবার অনেকে দাজ্জালকে বিশ্বাসই করেনা। তারা মনে করে এগুলো কেচ্ছা কাহিনী। সুতরাং, এই কিতাবটিতে এটাই স্পষ্ট করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ, যে দাজ্জাল কোনো দৈত্য নয় আর কোনো কল্প কাহিনীর কল্পিত নায়কও নয়। বরং শেষ জমানায় সমগ্র মানব জাতির জন্য এক মহা ফেতনা ও শয়তানের চূড়ান্ত হাতিয়ার। যা দিয়ে শয়তান দলে দলে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।

আশা করি আল্লাহর ইচ্ছায় এই সংকলনটির দ্বারা উম্মতের অনেক ফায়দা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দাজ্জাল ও দাজ্জালি ষড়যন্ত্র গুলোকে চিনার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এই সংকলনটিতে দাজ্জালের পরিচয়ের পাশাপাশি জীন, শয়তান এবং জীন শয়তানের উপাসক ও বিভিন্ন সিক্রেট সোসাইটির পরিচয়, গোপন কার্যক্রম, ইত্যাদি বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

ফলে দাজ্জালের ভয়ংকর ফেতনাগুলো যে, কিভাবে পুরো মানব জাতিকে চারদিক থেকে অক্টপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে, তা বুঝতে পাঠকের জন্য সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের দোয়ায় আমাকে রাখবেন।

-Rooh Maahmood-

অধ্যায়-১: (মহাপ্রতারক দাজ্জালের পরিচয় ও বর্ণনা)

দাজ্জালের আগমণ, প্রকৃতি ও পরিচয়:

আখেরী যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানব জাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যে সমস্ত মুমিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সমস্ত নবীই আপন উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেনঃ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

“একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মাতকে বলেন নাই। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন। নাওয়াস বিন সামআন (রাঃ) বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা আমাদের কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন। বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই সে হয়ত অবস্থান করছে। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার তাঁর কাছে গেলাম। এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমণ করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমণ করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হেফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট”।[1]

দাজ্জালের আগমণের সময় মুসলমানদের অবস্থাঃ

দাজ্জালের আগমণের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানদের অবস্থা খুব ভাল থাকবে। তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী এবং বিজয়ী থাকবে। সম্ভবতঃ এই শক্তির পতন ঘটানোর জন্যই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

দাজ্জালের পরিচয়ঃ

দাজ্জাল মানব জাতিরই একজন হবে। মুসলমানদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে এবং তার ফিতনা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে সমস্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন মু'মিনগণ তা পূর্ণ অবগত থাকবে। দাজ্জাল অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। জাহেল-মূর্খ ও হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বেনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর ফলের মত উঁচু।[2] দাজ্জাল নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবেনা''।[3]

দাজ্জালের কোন্ চোখ কানা থাকবে?

বিভিন্ন হাদীছে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোন হাদীছে

আছে তার ডান চোখ অন্ধ হবে। আবার কোন হাদীছে আছে তার বাম চোখ হবে অন্ধ। মোটকথা তার একটি চোখ দোষিত হবে। তবে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার হাদীছগুলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[4] মোটকথা দাজ্জালের অন্যান্য লক্ষণগুলো কারো কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেও অন্ধ হওয়ার বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট হবেনা।

দাজ্জালের দু’চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবেঃ

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হলো তার কপালে কাফের ر كاف)) লেখা থাকবে।[5] অপর বর্ণনায় আছে তার কপালে(ك ف ر) এই তিনটি বর্ণ লেখা থাকবে। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[6] অপর বর্ণনায় আছে শিক্ষিত-অশিক্ষত সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[7] মোটকথা আল্লাহ

মু’মিনের জন্যে অন্তদৃষ্টি খোলে দিবেন। ফলে সে দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে। যদিও ইতিপূর্বে সে ছিল অশিক্ষিত। কাফের ও মুনাফেক লোক তা দেখেও পড়তে পারবেনা। যদিও সে ছিল শিক্ষিত ও পড়ালেখা জানা লোক। কারণ কাফের ও মুনাফেক আল্লাহর অসংখ্য সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখেও ঈমান আনয়ন করেনি।[৪]

দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতাঃ

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা আর নেই। সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবী করবে। তার দাবীর পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই সতর্ক করেছেন। মু’মিন বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হবে।

দাজ্জাল নিজেকে রাবব বা প্রভু হিসেবেও দাবী করবে। ঈমানদারের কাছে এ দাবীটি সুস্পষ্ট দিবালোকের মত মিথ্যা বলে প্রকাশিত হবে।

দাজ্জাল তার দাবীর পক্ষে যত বড় অলৌকিক ঘটনাই পেশ করুক না কেন মুমিন ব্যক্তির কাছে এটি সুস্পষ্ট হবে যে সে একজন অক্ষম মানুষ, পানাহার করে, নিদ্রা যায় এবং পেশাব-পায়খান করে। সর্বোপরি সে হবে অন্ধ। যার ভিতরে মানবীয় সব দোষ-গুণ বিদ্যমান সে কিভাবে রবব ও আল্লাহ হতে পারে!! একজন সত্যিকার মুমিনের বিশ্বাস হলোঃ মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন সৃষ্টজীবই তার মত নয়। আল্লাহকে দুনিয়ার জগতে কোন মানুষের পক্ষে দেখাও সম্ভব নয়।

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে?

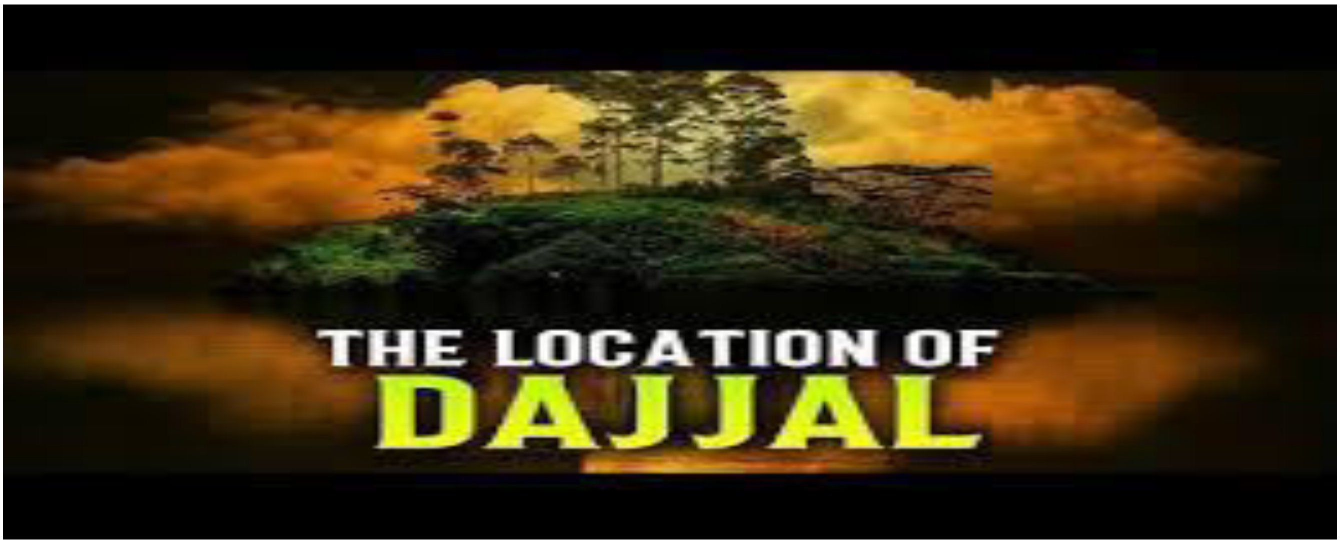

ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে গমণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে নামায আদায় করলাম। আমি ছিলাম মহিলাদের কাতারে। তিনি নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি

বললেনঃ প্রত্যেকেই যেন আপন আপন জায়গায় বসে থাকে। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয়ার জন্যে একত্রিত করেছি যে তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার কাছে আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে এমন ঘটনা বলেছে যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম। লাখ্ম ও জুযা্াম গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সাথে সে সাগর পথে ভ্রমণে গিয়েছিল।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হয়ে এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করলো। দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করে তারা মোটা মোটা এবং প্রচুর চুল বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পেল। চুল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলোনা। তারা বললঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। তারা বললোঃ কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের কাছ থেকে সংবাদ

সংগ্রহ করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তামীম দারী বলেনঃ প্রাণীটি যখন একজন লোকের কথা বললোঃ তখন আমাদের ভয় হলো যে হতে পারে সে একটি শয়তান। তথাপিও আমরা ভীত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করলাম।

সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি মানুষ দেখতে পেলাম। এত বড় আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তার হাত দু'টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালীর মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা বললামঃ মরণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ তোমরা আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছ। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও।

আমরা বললামঃ আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহন করলাম। সাগরের প্রচন্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করলো। অবশেষে তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশম বিশিষ্ট এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্রপশ্চাৎ চেনা যাচ্ছিলনা। আমরা বললামঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। আমরা বললামঃ কিসের সংবাদ

সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে দ্রুত আগমণ করলাম। হতে পারো তুমি একজন শয়তান- এ ভয় থেকেও আমরা নিরাপদ নই।

সে বললোঃ আমাকে তোমরা ‘বাইসান’ সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বাইসানের কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? সে বললোঃ আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেখানের গাছগুলো এখনও ফল দেয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ সে দিন বেশী দূরে নয় যে দিন গাছগুলোতে কোন ফল ধরবেনা। অতঃপর সে বললোঃ আমাকে বুহাইরাতুত্ তাবারীয়া সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বুহাইরাতুত্ তাবারীয়ার কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো?

সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি আছে। সে বললোঃ অচিরেই তথাকার পানি শেষ হয়ে যাবে। সে পুনরায় বললোঃ আমাকে যুগার নামক ঝর্ণা সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ সেখানকার

কি সম্পর্কে তুমি জানতে চাও? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? লোকেরা কি এখনও সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে? আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে।

সে আবার বললোঃ আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে জানাও। আমরা বললামঃ সে মক্কায় আগমণ করে বর্তমানে মদ্বীনায় হিজরত করেছে। সে বললোঃ আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ ফলাফল কি হয়েছে? আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, পার্শ্ববর্তী আরবদের উপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বললঃ তাই না কি? আমরা বললাম তাই।

সে বললোঃ তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভাল। এখন আমার কথা শুন। আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদ্বীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদ্বীনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই ফেরেশতাগণ কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে

তাড়া করবে। মক্কা-মদ্বীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে।

হাদীছের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করতে করতে বললেনঃ এটাই মদ্বীনা, এটাই মদ্বীনা, এটাই মদ্বীনা। অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবেনা। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তামীম দারীর হাদীছটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে।

তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদ্বীনা সম্পর্কে। শুনে রাখো! সে আছে সাম দেশের সাগরে (ভূমধ্য সাগরে) অথবা আরব সাগরে। তা নয় সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ "আমি এই হাদীছটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি"।[9]

দাজ্জালের যে সমস্ত ক্ষমতা দেখে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়বেঃ

ক) একস্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত পরিভ্রমণঃ নাওয়াস বিন সামআন থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাজ্জালের চলার গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “দ্রুতগামী বাতাস বৃষ্টিকে যেভাবে চালিয়ে নেয় দাজ্জালের চলার গতিও সে রকম হবে”।[10] তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে মক্কা ও মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল সে পরিভ্রমণ করবে। মক্কা ও মদ্বীনার সমস্ত প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ তলোওয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিবে।

খ) দাজ্জালের সাথে থাকবে জান্নাত-জাহান্নামঃ দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃত অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। দাজ্জালের জাহান্নামের আগুন প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট পানি এবং জান্নাত হবে জাহান্নামের আগুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ

“দাজ্জালের সাথে যা থাকবে তা আমি অবগত আছি। তার সাথে দু’টি নদী প্রবাহিত থাকবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিস্কার পানি দেখা যাবে। অন্যটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যাবে। যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পান করে। কারণ উহা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের উপরে মোটা আবরণ থাকবে। কপালে কাফের লেখা থাকবে। মূর্খ ও শিক্ষিত সকল ঈমানদার লোকই তা পড়তে সক্ষম হবে”।[11]

গ) দাজ্জাল মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবেঃ দাজ্জাল তার কর্মকান্ডে শয়তানের সহযোগীতা নিবে। শয়তান কেবল মিথ্যা ও গোমরাহী এবং কুফরী কাজেই সাহায্য করে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবেঃ আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানব। এ সুযোগে শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধরে সন্তানকে বলবেঃ হে সন্তান! তুমি তার অনুসরণ কর। সে তোমার প্রতিপালক”।[12] হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

ঘ) জড় পদার্থ ও পশুরাও দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবেঃ দাজ্জালের ফিতনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। দাজ্জাল আকাশকে আদেশ দিবে বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্যে। আকাশ তার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে ফসল উৎপন্ন করতে বলবে। যমিন ফসল উৎপন্ন করবে। চতুষ্পদ জন্তুকে ডাক দিলে তারা দাজ্জালের ডাকে সাড়া দিবে। ধ্বংস প্রাপ্ত ঘরবাড়িকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "দাজ্জাল এক জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। এতে তারা ঈমান আনবে। দাজ্জাল তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আকাশকে আদেশ দিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমিন ফসল উৎপন্ন করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে এবং পূর্বের তুলনায় বেশী দুধ প্রদান করবে।

অতঃপর অন্য একটি জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। লোকেরা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসবে। এতে তারা চরম অভাবে পড়বে। তাদের ক্ষেত-খামারে চরম ফসলহানি দেখা দিবে। দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভূমিকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের

করতে বলবে। গুপ্তধনগুলো বের হয়ে মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবে”।[13]

ঙ) দাজ্জাল একজন মু’মিন যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবেঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জা াল বের হয়ে মদ্বীনার দিকে অগ্রসর হবে। যেহেতু মদ্বীনায় দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ তাই সে মদ্বীনার নিকটবর্তর্ ী একটি স্থানে অবস্থান করবে। তার কাছে একজন মুমিন লোক গমণ করবেন। তিনি হবেন ঐ যামানার সর্বোত্তম মু’মিন। দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন।

তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেঃ আমি যদি একে হত্যা করে জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবেঃ না। অতঃপর সে উক্ত মুমিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি বলবেঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হলো। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম

হবেনা।[14] মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে উক্ত যুবক দাজ্জালকে দেখে বলবেঃ হে লোক সকল! এটি সেই দাজ্জাল যা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল তার অনুসারীদেরকে বলবেঃ একে ধর এবং প্রহার কর। তাকে মেরে-পিটে যখম করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে এখনও কি আমার প্রতি ঈমান আনবেনা?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ উক্ত যুবক বলবেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। তারপর দাজ্জালের আদেশে তার মাথায় করাত লাগিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। দাজ্জাল দু'খন্ডের মাঝ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবে। অতঃপর বলবেঃ উঠে দাড়াও। তিনি উঠে দাড়াবেন। দাজ্জাল বলবে এখনও ঈমান আনবেনা? তিনি বলবেনঃ তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এখন আমার বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর তিনি বলবেনঃ হে লোক সকল! আমার পরে আর কারো সাথে এরূপ করতে পারবেনা।

অতঃপর দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করে আবার যবেহ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার গলায় যবেহ করার স্থানটি তামায় পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই সে যবেহ করতে ব্যর্থ হবে। অতঃপর তাঁর হাতে-পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে তাকে

জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নবী (সাঃ) বলেনঃ "এই ব্যক্তি হবে পৃথিবীতে সেদিন সবচেয়ে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানকারী"।[15]

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান সম্পর্কেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন। সে পূর্ব দিকের পারস্য দেশ থেকে বের হবে। সে স্থানটির নাম হবে খোরাসান। সেখান থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা এবং মদ্বীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা। ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদ্বীনার প্রবেশ পথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "পূর্বের কোন একটি দেশ থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যার বর্তমান নাম খোরাসান"।[16]

দাজ্জাল মক্কা ও মদ্বীনায় প্রবেশ করতে পারবেনাঃ

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী দাজ্জালের জন্যে মক্কা ও মদ্বীনাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। মক্কা ও মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই সে প্রবেশ করবে। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দাজ্জালের হাদীছে এসেছে অতঃপর দাজ্জাল বললোঃ আমি হলাম

দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদ্বীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদ্বীনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে ফেরেশতাগণ আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদ্বীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে”।[17] সে সময় মদ্বীনা শরীফ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং প্রত্যেক মুনাফেক এবং কাফেরকে বের করে দিবে। যারা দাজ্জালের নিকট যাবে এবং তার ফিতনায় পড়বে তাদের অধিকাংশই হবে মহিলা। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু এবং অন্যান্য স্বজন মহিলাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে।

দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন থাকবে?

সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেনঃ সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। আমরা বললামঃ যে দিনটি এক

বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে।[18]

কারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে?

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী, তুর্কী এবং অনারব লোক। তাদের অধিকাংশই হবে গ্রাম্য মূর্খ এবং মহিলা। ইহুদীরা মিথ্যুক কানা দাজ্জালের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জাল হবে তাদের বাদশা। তার নেতৃত্বে তারা বিশ্ব পরিচালনা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী এবং মহিলা।[19] তিনি আরো বলেনঃ

“ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের সবার পরনে থাকবে সেলাই বিহীন চাদর”।[20]

গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা মূর্খতার কারণে এবং দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তারা ফিতনায় পড়বে। মহিলাদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারা সহজেই যে কোন জিনিষ দেখে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা হতে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি উম্মাতকে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেছেন। সকল প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সকল অকল্যাণের পথ হতে সতর্ক করেছেন। উম্মাতের উপরে যেহেতু দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় তাই তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং দাজ্জালের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যাতে মুমিন বান্দাদের জন্য এই প্রতারক, ধোকাবাজ ও মিথ্যুক দাজ্জালকে চিনতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

ইমাম সাফারায়েনী (রঃ) বলেনঃ প্রতিটি বিজ্ঞ মুসলিমের উচিৎ তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার এবং সকল নারী-পুরুষদের জন্য দাজ্জালের হাদীছগুলো বর্ণনা করা। বিশেষ করে ফিতনায় পরিপূর্ণ আমাদের বর্তমান যামানায়। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়গুলো নিম্নরূপঃ-

১) ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়িয়ে ধরাঃ ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং ঈমানের উপর অটল থাকাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। যে মুমিন আল্লাহর নাম ও তাঁর অতুলনীয় সুমহান গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে সে অতি সহজেই দাজ্জালকে চিনতে পারবে। সে দেখতে পাবে দাজ্জাল খায় পান করে। মু'মিনের আকীদা এই যে, আল্লাহ তাআলা পানাহার ও অন্যান্য মানবীয় দোষ-গুণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সে কখনও আল্লাহ বা রবব হতে পারেনা। দাজ্জাল হবে অন্ধ। আল্লাহ এরূপ দোষ-ত্রুটির অনেক উর্ধে। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী মুমিনগণের মনে প্রশ্ন জাগবে যে নিজের দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেনা সে কিভাবে প্রভু হতে পারে? মুমিনের আকীদা এই যে, আল্লাহকে দুনীয়ার জীবনে দেখা সম্ভব নয়। অথচ মিথ্যুক দাজ্জালকে মুমিন-কাফের সবাই দুনিয়াতে দেখতে পাবে।

২) দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ভিতরে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি"।[21] তিনি নামাযের শেষ তাশাহুদে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই"।[22]

৩) দাজ্জাল থেকে দূরে থাকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ সে এমন একজন লোকের কাছে আসবে, যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। দাজ্জালের কাজ-কর্ম দেখে সে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাবে। মু'মিনের জন্য উত্তম হলো সম্ভব হলে সে সময়ে মদ্বীনা অথবা মক্কায় বসবাস করার চেষ্টা করা। কারণ দাজ্জাল তথায় প্রবেশ করতে পারবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি দাজ্জাল বের হওয়ার কথা শুনবে সে যেন তার কাছে না যায়। আল্লাহর শপথ! এমন একজন লোক দাজ্জালের নিকটে যাবে যে

নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। অতঃপর সে দাজ্জালের সাথে প্রেরিত সন্দেহময় জিনিষগুলো ও তার কাজ-কর্ম দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

৪) সূরা কাহাফ পাঠ করাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখিন হলে মুমিনদেরকে সূরা কাহাফ মুখস্থ করতে এবং তা পাঠ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযতে থাকবে"।[23]

সূরা কাহাফ পাঠের নির্দেশ সম্ভবতঃ এজন্য হতে পারে যে, এই সূরায় আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর বড় বড় কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মুমিন ব্যক্তি এগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে দাজ্জালের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কিছুতেই বিচলিত হবেনা। এতে সে হতাশ হয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়বেনা।

দাজ্জালের শেষ পরিণতিঃ

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মক্কা-মদ্বীনা

ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মু'মিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

অতঃপর ঈসা (আঃ) ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ)কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ "তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।" ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন।

অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা

দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।[24]

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ)

‘‘ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলমানগণ ইহুদীরকে হত্যা করবে। ইহুদীরা গাছ ও পাথরের আড়ালে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিবেনা। গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে ‘গারকাদ’ নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত’’।[25]

[1] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[3] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[4] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[5] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[6] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[7] - সহীহ মুসলিম, শরহুন্ নববীর সাথে (১৮/৬১)।

[8] - ফাতহুল বারী, (১৩/১০০)।

[9] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[10]- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[11]- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[12] - সহীহুল জামে আস্-সাগীর, হাদীছ নং-৭৭৫২।

[13]- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[14]- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[15] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[16] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, সহীহুল জামে আস্-সাগীর, হাদীছ নং-৩৩৯৮। নিশাপুর, হিরাত, মরো, বালখ এবং পার্শ্ববর্তী কতিপয় অঞ্চলের নাম খোরাসান।

[17] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[18] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[19] - মুসনাদে ইমাম আহমাদ। আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন।

[20] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[21] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[22]- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।

[23] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[24] - নেহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, (১/১২৮-১২৯)

[25] - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

দাজ্জালের বিস্তারিত পরিচয় ও কার্যকলাপ:

দাজ্জালের পরিচয়

দাজ্জাল আদম আ. এর সন্তানদের মধ্য থেকে একজন সন্তান। দাজ্জাল একজন মানুষ। মহান আল্লাহ তাকে এমন সব ক্ষমতা দান করেছেন, যা অন্য কোনো মানুষকে দান করেন নি। আল্লাহ তাআলা তাকে মুমিনদের ইমানের পরীক্ষার জন্য সবিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জোরপূর্বক মুমিনদের ইমান কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা দেন নি, বরং তাকে দান করেছেন অমানবিক শক্তি ও ক্ষমতা। সে তার সেসকল শক্তিকে ব্যবহার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, চিত্ত প্রলুব্ধ করবে এবং সাধারণ ইমানবিশিষ্ট মুমিনদেরকে গোলকধাঁধা এবং সংশয়ে ফেলে কুফরে লিপ্ত করবে। ফলে মানুষ জ্ঞাতসারে কিবা অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তির তাড়নায় কিবা সংশয়গ্রস্ত হয়ে তার বিছানো জালে পা দিয়ে ফেঁসে যাবে। তার ফিতনা ইবলিসের ফিতনা সদৃশ। আর আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন—

"আমার (প্রকৃত) বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নেই। (তাদের) তত্ত্বাবধান-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।"[1]

নবিজি সা. আমাদেরকে দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে দাজ্জালের অনুসরণ করা থেকে

বারণ করেছেন। কারণ যারা তার অনুসারী হবে, তারা গলা থেকে ইসলামের রশিকে খুলে ফেলবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদির তালিকা থেকে নিজেদের নাম মুছে ফেলবে। তাই আমরা যখন দাজ্জালকে চিনবো এবং তার সম্পর্কে সবিস্তারে জানবো, তখন প্রত্যাশা রয়েছে যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন।

দাজ্জালের নাম

দাজ্জালকে 'আল-মাসিহুদ দাজ্জাল' বলা হয়ে থাকে। ইসা আ.কেও মাসিহ বলা হয়। হাদিসের শব্দানুসারে দাজ্জাল হলো 'মাসিহুদ দালালাহ' তথা গোমরাহির মাসিহ। এর থেকে অনুমেয় যে, ইসা আ. হলেন 'মাসিহুল হুদা' তথা হিদায়াতের মাসিহ।[2] দু'জনকে দু'বিবেচনায় 'মাসিহ' নামে নামকরণ করা হয়েছে। শুধু 'মাসিহ' শব্দ বলা হলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, ইসা আ.। আর যখন এর দ্বারা দাজ্জাল উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তখন এর সাথে দাজ্জাল শব্দ যুক্ত করে 'আলমাসিহুদ দাজ্জাল' বলা হয়ে থাকে।

মাসিহ শব্দটি 'আলমাসহু' ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত; যার অর্থ হলো, 'মুছে দেয়া'। ইসা আ.কে মাসিহ বলা হয়, কারণ তিনি যখন ব্যাধিগ্রস্তদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, তাদেরকে নিজ হাত দ্বারা মুছে দিতেন, তখন মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা সুস্থ হয়ে উঠতো। কিবা এর কারণ হলো, তিনি তার পা দিয়ে সারা পৃথিবী মাড়াতেন, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছিলো তার বিচরণ।

দাজ্জালকে মাসিহ বলা হয়, যেহেতু তার বাম চোখটি থাকবে মোছা। অর্থাৎ বাম চোখের জায়গাটিতে কোনো চোখই থাকবে না, চেহারার বাম পাশটি থাকবে চোখ এবং ভ্রু মুক্ত, যেনো সেখান থেকে চোখ এবং ভ্রুকে মুছে দেয়া হয়েছে। ফলে সে

হবে কানা, যে শুধু তার এক চোখ—ডান চোখ দ্বারাই দেখে। ঠিক তেমনি তার ডান চোখটিও হবে ত্রুটিপূর্ণ। দেখতে মনে হবে আঙ্গুরের মতো, যেনো তা কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

দাজ্জাল শব্দটি এসেছে 'আদ্‌দাজলু' ক্রিয়ামূল থেকে। এর শাব্দিক অর্থ হলো—

ক. ঢেকে দেয়া, যেহেতু সে মিথ্যার দ্বারা সত্যকে ঢেকে দেবে

খ. ধোঁকা দেয়া ও বিভ্রান্ত করা, যেহেতু সে মানবজাতিকে ধোঁকা দেবে এবং বিভ্রান্ত করবে;

গ. ফন্দি করা, যেহেতু সে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে রকমারি ফন্দি করবে।

মিথ্যার চূড়ান্ত স্তরকে 'আদ্‌দাজলু' শব্দে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ দাজ্জাল হবে চরম ধোঁকাবাজ, ডাহা মিথ্যুক এবং কৌশলী ফন্দিবাজ। দাগাবাজি এবং ফেরেববাজিতে তার তুলনা শুধু সে-ই।

দাজ্জাল শব্দটির বহুবচন হলো 'দাজ্জালুনা' এবং 'দাজাজিলা'। এর বহুবচনের প্রয়োজন এজন্য যে, দাজ্জাল সে একাই নয়; বরং দাজ্জাল রয়েছে আরো অনেক। তবে সে হলো, সবচে বড় এবং সর্বশেষ দাজ্জাল।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যাবত্‌ না ত্রিশজন চরম মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তার রাসুলের ওপর মিথ্যাচার করবে।"[3]

এ পর্যন্ত অসংখ্য দাজ্জালেরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের ওপর মিথ্যাচার করেছে, যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছে; যেমন মুসায়লামা কাযযাব, আসওয়াদ 'আনসি, তালিহা আলআসাদি, মুখতার আস্‌সাকাফি, সাজ্জাহ,

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি (লাআনাহুমুল্লাহ)। 'আলমাসিহুদ দাজ্জাল' সে শুধু মিথ্যা নবুওয়াতেরই দাবি করবে না, বরং সে নিজেকে 'রাব্বুল আলামিন' বলে ঘোষণা দেবে। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

কিয়ামাতের বড় আলামতগুলোর মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সর্বপ্রথম প্রকাশিত আলামত

কিয়ামাতের আলামতগুলো মোট তিন ধরনের—ছোট, মাঝারি এবং বড়।

কিয়ামাতের বড় আলামত হলো দশটি; এর মধ্য থেকে দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশ হলো সর্বপ্রথম আলামত।

একদল বিদগ্ধ আলিমের ভাষ্য হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আলামতটি হলো বড় দশটি আলামতের মধ্যে সর্বপ্রথম। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হাদিস—

"নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হবার দিক থেকে প্রথম আলামত হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং মানবজাতির ওপর পূর্বাহ্নে 'দাব্বাতুল আর্দ' নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটা। এই দু'টির যে কোনো একটি আগে এবং অপরটি এর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হবে।

আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আর আমার মনে হয়, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়টাই প্রথমে প্রকাশিত হবার কথা ছিলো।"[4]

কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বাস্তবতা হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরো তিনটি বড় আলামত প্রকাশিত হবে—

দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা আ. এর অবতরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ।

এর কতক কারণ নিম্নরূপ—

১. যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন—

“যে দিন তোমার রবের কতক নিদর্শন এসে যাবে, সে দিন এমন ব্যক্তির ইমান তার কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ইমান আনে নি কিংবা নিজ ইমানের সাথে কোনো সৎকর্ম অর্জন করে নি।”

রাসুলুল্লাহ সা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

“পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ইমান আনবে। আর সেটি হচ্ছে এমন সময়, যখন “পূর্বে ইমান আনে নি এমন ব্যক্তির ইমান তার কোনো কাজে আসবে না।”[5]

অথচ সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসা আ. উর্ধ্বাকাশ থেকে অবতরণের পর মানুষদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন এবং খ্রিস্টানদের অনেকে তার দাওয়াতে ইমান আনয়ন করবে। আল্লাহ বলেন—

“কিতাবিদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মৃত্যুর আগে ইসার প্রতি ইমান আনবে না। আর কিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।”[6]

অথচ এই ঘটনা যদি সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবার পরে হয়ে থাকে, তাহলে তো কারো ইমান তার কোনোই কাজে আসবে না। এজন্যই হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বলেন—

“দাজ্জালের অবস্থানের সময়কাল ইসা আ. তাকে হত্যা করা পর্যন্ত, এরপর ইসা আ. এর অবস্থানের সময়কাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ—এ সবগুলোই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের ওপর অগ্রবর্তী হবে। সকল বর্ণনা একত্রিত করলে যে অভিমত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়, তা হলো, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সেসকল বড় আলামতসমূহের মধ্যে প্রথম, যা পৃথিবীর বড় অংশে সার্বিক অবস্থা পরিবর্তনের

নির্দেশক। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া সেসকল বড় আলামতসমূহের মধ্যে প্রথম, যা উপরস্থ পৃথিবীর বিবর্তনের নির্দেশক। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।”[7]

ইমাম বায়হাকি তার ‘আলবা‘ছু ওয়ান নুশুর’ গ্রন্থে বলেন—

“হালিমি রহ. উল্লেখ করেছেন, সর্বপ্রথম আলামত হলো দাজ্জাল, এরপর ইসা ইবনু মারয়াম আ. এর অবতরণ। কেননা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় যদি ইসা আ. এর অবতরণের পূর্বে হয়, তাহলে তার সময়কালে ইমান আনয়ন করা আর কুফফার গোষ্ঠীর কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেসময় ইমান আনয়ন তাদের উপকারে আসবে। কারণ ইমান আনয়ন করা যদি তাদের কোনো কাজে না আসে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দ্বীন এক দ্বীনে পরিণত হবে না।”[8]

হাফিজ ইবনু কাসির রহ. বলেন—

“নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হবার দিক থেকে প্রথম আলামত হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া”—এর অর্থ হলো, যে সকল আলামত স্বাভাবিক নয়, তার মধ্য থেকে প্রকাশিত প্রথম আলামত হলো এটা; যদিও দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, উর্ধ্বাকাশ থেকে ইসা আ. এর অবতরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ এর পূর্বেই সংঘটিত হবে। এ সবগুলোই হলো পরিচিত বিষয়। কেননা তারা সকলেই মানুষ। তাদের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট জিনিসকে মানবচক্ষু পূর্ব থেকেই দেখে আসছে। ...আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয় তার স্বাভাবিক রীতি এবং আকাশের নিদর্শনসমূহের সম্পূর্ণ খেলাফ।”[9]

২. দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ এবং উর্ধ্বাকাশ থেকে ইসা আ. এর অবতরণের ঘটনা আবশ্যিকভাবেই সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হবার পূর্বেই সংঘটিত হতে হবে। কারণ দাজ্জালের হত্যা এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসের পরও

ইসা আ. পৃথিবীতে সাত বছর জীবন যাপন করবেন, যেমনটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে; কিবা চল্লিশ বছর জীবন যাপন করবেন, যেমনটি সুনানে আবি দাউদ গ্রন্থে সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। এসবের পর প্রথম সেই আলামত প্রকাশ পাবে, যার প্রকাশের অব্যবহিত পরেই পর্যায়ক্রমে অন্য সকল আলামত প্রকাশ পাবে এবং কিছুকালের মাঝেই কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"নিদর্শনসমূহ যেনো একটি সুতায় বিন্যস্ত দানা; যদি দানা ছিড়ে ফেলা হয়, তাহলে একটি দানা অপর দানার অনুগামী হয় (এবং দ্রুতই পতিত হয়)।"[10]

আবু 'আলিয়া রহ. এর 'আলমুসনাদ' গ্রন্থে মুরসাল বর্ণনায় এসেছে—

"এসকল নিদর্শনগুলি ছয় মাসে প্রকাশিত হবে।" আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "আট মাসে।"

সুতরাং এই দুই ধরনের বর্ণনার মাঝে সমন্বয়ের পন্থাই হলো, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, দাজ্জালের নিহত হওয়া এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইসা আ. সুদীর্ঘ সময় মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবেন। এ সময় তিনি কী কী মহান ব্রত পালন করবেন, তা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ। তার তিরোধানের পর কোনো এক সময়ে পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে এবং এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুতার দানা ঝরার মতো সবগুলো আলামত প্রকাশিত হবে। এই ব্যাখ্যা ছাড়া এসকল বিপরীতমুখী বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন করা দুরূহ।

দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি

আবু বাকরা রা. রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন—

"দাজ্জালের বাবা-মা'র ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। এরপর একটি কানা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে। সে হবে খুবই ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপকারী। তার দু'চোখ ঘুমাবে; কিন্তু অন্তর ঘুমাবে না।"

এরপর রাসুলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে তার বাবা-মা'র বিবরণ উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, "দাজ্জালের বাবা দৈহিক আকৃতির দিক থেকে হবে লম্বাটে, হালকা-পাতলা গড়নের এবং তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা। আর তা মা হবে স্থূলকায়, সুউচ্চ স্তনবিশিষ্টা।"[11]

দাজ্জালের আকৃতি হবে এরূপ—

"খাটো, তবে অতিকায় স্থূল এবং দানবাকৃতির বিশাল দেহবিশিষ্ট; উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত—বাম চোখটি ভ্রুসহ চামড়ার আবরণে লুকায়িত, যেনো তা মুছে দেয়া হয়েছে, আর ডান চোখটি ভাসমান আঙ্গুর সদৃশ, যেনো তা কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে; অস্বাভাবিক রকমের ঘন কোঁকড়া ও অগোছালো চুল, দেখলে বোধ হবে, যেনো গাছের কতোগুলো ডাল; কপাল অতি প্রশস্ত এবং মাথা স্বাভাবিকের থেকেও বড়; শ্বেত-শুভ্র চামড়ার দেহ; দু'পায়ের গোছার মাঝে মাত্রাতিরিক্ত দূরত্ব, ফলে চলন ত্রুটিযুক্ত; দু'চোখের মাঝামাঝিতে 'কাফির' লেখা থাকবে, যা সকল মুসলিম—শিক্ষিত হোক কিবা অশিক্ষিত—সকলেই পড়তে পারবে, তবে কোনো কাফির যতো বড় শিক্ষিতই হোক না কেনো, তা পড়তে পারবে না; সে হবে আঁটকুড়ে, নিঃসন্তান।[12]

দাজ্জাল কোথায়?

ফাতিমা বিনতু কায়স রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“আমি রাসুলুল্লাহ সা. এর মুয়াজ্জিনকে বলতে শুনলাম যে, সালাতের সময় আসন্ন। তখন আমি মসজিদের উদ্দেশে বের হলাম এবং রাসুলুল্লাহ সা. এর সাথে সালাত আদায় করলাম। আমি পুরুষদের পেছনে মহিলাদারে কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ সা. সালাত শেষে মিম্বারে আরোহণ করলেন, তার ঠোঁটে তখন ছিলো শুভ্র হাসির রেখা। অনন্তর তিনি বললেন, “সকলে যেনো ঠিক সেখানে বসে যায়, যেখানে সালাত আদায় করেছে।”

এরপর তিনি বললেন, “তোমরা জানো কি, কেনো আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি?”

তারা বললো, “আল্লাহ এবং তার রাসুল সম্যক অবগত।”

তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কোনো উৎসাহ বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করি নি। আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি—কারণ তামিম দারি খ্রিস্টান ছিলো। সে এখানে এসে বাইয়াত দিয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে এমন উপাখ্যান শুনিয়েছে, যা আমি তোমাদেরকে

‘আলমাসিহুদ দাজ্জাল’ সম্পর্কে যা-কিছু বলতাম—তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সে আমাকে জানালো যে, লাখ্‌ম এবং জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে সে একবার সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করে। এরপর ঢেউ একমাস তাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে খেলা করে। একদিন সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে তাদের জাহাজ সমুদ্রের মাঝে এক

দ্বীপে গিয়ে ভিড়ে। এরপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ওই দ্বীপে প্রবেশ করে। জাহাজ থেকে অবতরণ করা মাত্রই অধিক লোমযুক্ত কেশাচ্ছাদিত এক অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে—অত্যাধিক চুল দিয়ে সারা গা ঢাকা আথাক্য প্রাণীটির সম্মুখপশ্চাৎ ঠাহর করা যাচ্ছিলো না।

সাথিরা বললো, “হতভাগা, কে তুই?”

প্রাণীটি বললো, “আমি গুপ্তচর (জাস্‌সাসা)।”

তারা বললো, “গুপ্তচর মানে? ”

প্রাণীটি বললো, হে লোকেরা, তোমরা আশ্রমে এই ব্যক্তিটির কাছে চলো। কারণ তিনি তোমাদের সংবাদ জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত।”

তার মুখে এক লোকের কথা শুনে আমরা শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শয়তান না তো! তাই দ্রুত তার থেকে সরে পড়লাম। আমরা আশ্রমে ঢুকে এক অতিশয় দীর্ঘাকৃতির লোককে দেখতে পেলাম, যার দু'হাঁটুর মধ্য দিয়ে উভয় হাত ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে লোহার শেকলে বাঁধা।

আমরা তাকে বললাম, “তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে?”

সে বললো, “তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছো। এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কী? ”

সাথিরা বললো, “আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। অনন্তর আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। এরপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে আমরা এ দ্বীপে প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ পশমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। পশমের আধিক্যের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে পারছিলাম না। আমরা তাকে বলেছি, হতভাগা, তুই কে? সে বলেছে, সে নাকি গুপ্তচর। আমরা বললাম, গুপ্তচর আবার কী? তখন সে বললো, ওই যে আশ্রম দেখা যায়, তোমরা দেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে পড়েছি। আমরা তার কথা শুনে এ আশঙ্কা করেছি যে, সে আবার শয়তান নয় তো! ”

এরপর সে বললো, “তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো।”

আমরা বললাম, “এর কোন বিষয়ের সংবাদ জানতে চাচ্ছিস?”

সে বললো, “বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আসে কি না—এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি।”

তাকে আমরা বললাম, “হ্যাঁ, ফল আসে।”

সে বললো, “সেদিন নিকটে, যেদিন এগুলোতে কোনো ফল ধরবে না।”

এরপর সে বললো, “আচ্ছা, তাবারিয়্যা সাগরের ব্যাপারে আমাকে অবগত করো।”

আমরা বললাম, “এর কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিস? ”

সে বললো, “তাতে পানি আছে কি? ”

আমরা বললাম, “হাঁ, আছে।”

সে বললো, “সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এ সাগরে কোনো পানি থাকবে না।”

সে আবার বললো, “‘যুগার’ এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো।”

আমরা বললাম, “তুই এর কোন সংবাদ জানতে চাচ্ছিস?”

সে বললো, “এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি?”

আমরা বললাম, “হাঁ, এতে অনেক পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এই পানির মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে।”

সে বললো, “তোমরা আমাকে উম্মিদের নবির ব্যাপারে খবর জানাও। সে এখন কী করছে?”

আমরা বললাম, “তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছেন।”

সে জিজ্ঞেস করলো, “আরবের লোকেরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে?”

আমরা বললাম, “হাঁ, করেছে।”

সে বললো, “সে তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছে?”

আমরা তাকে জানালাম যে, “তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর জয়ী হয়েছেনে এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।”

সে বললো, “এটা কি হয়েই গেছে?”

আমরা বললাম, “হাঁ।”

সে বললো, “বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিলো। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি—আমিই ‘আলমাসিহুদ দাজ্জাল’ অতিসত্ত্বর আমি এখান থেকে বের হবার অনুমতিপ্রাপ্ত হবো। এখান থেকে বেরিয়ে আমি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ দিনের মধ্যে এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ করবো না। তবে মক্কা ও তাইবা—এ দুই স্থানে

আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ-দু'টির কোনোটিতে প্রবেশ করতে চাইবো, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সামনে এসে আমাকে বাধা দেবে। এ দুটি স্থানের সকল রাস্তায় ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সা. তার ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবা। সাবধান! আমি কি এ কথাটিই ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলি নি?

তখন লোকেরা বললো, "হ্যাঁ, আপনি বলেছেন।"

রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, "তামিম দারির কথাট আমার খুবই ভালো লেগেছে। যেহেতু তা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল মদিনা এবং মক্কা সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা-কিছু বলেছি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জেনে রেখো, উল্লিখিত দ্বীপটি সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত; যা পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত।"

এ সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন।"[13]

আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

"প্রাচ্যের খোরাসান থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এমন কতক জাতি তার অনুসরণ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে স্তর বিশিষ্ট চওড়া ঢালের মতো।"[14]

নাওয়াস ইবনু সাম'আন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"নিশ্চয়ই দাজ্জাল শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সড়ক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।"[15]

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"আসবাহান-এর সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে, তাদের শরীরে থাকবে 'তাইলাসান'।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা. বলেন—
“কারো প্রতি ভীষণ রাগই সর্বপ্রথম দাজ্জালকে মানুষের সামনে প্রকাশ ঘটাবে।”

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে কয়েকটি বিষয় অনুমিত হয়—

১. দাজ্জালের জন্ম হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগেই তার অস্তিত্ব ছিলো। সে এখন প্রাচ্যের কোনো এক দ্বীপে শেকলে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ যখন তাকে অনুমতি দেবেন, তখনই তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

২. কেউ কেউ বলতে চান যে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলই হলো দাজ্জালের আবাসস্থল। এটা নিশ্চিত করে বলার কোনোই সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের অবস্থানস্থল গোপন রেখেছেন। হ্যাঁ, খোরাসান থেকে, শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী কোনো সড়কে দাজ্জালের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং এরপর সে মক্কা ও মদিনা ছাড়া সারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়াবে—এ বিষয়টি হাদিসের আলোকে প্রমাণিত।

৩. দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের ক্ষণ এসেছে কি না—তা সে কিছু আলামতের মাধ্যমে বুঝতে পারবে; যেমন তাবারিয়্যা সাগর শুকিয়ে যাবে, বাইসানের খেজুর গাছগুলোতে আর খেজুর ধরবে না ইত্যাদি।

৪. দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে রাগ থেকে। এই রাগের প্রকৃতি, হেতু ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা তার আত্মপ্রকাশে উপলক্ষ্য বানিয়েছেন এক প্রচণ্ড রাগকে, যেমন ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য বানিয়েছেন ইন শা আল্লাহ বলাকে। তার রাগের একটা কারণ এটাও হতে পারে যে (হাকিকত আল্লাহই ভালো জানেন), যখন মহাযুদ্ধের কারণে কুফরি শক্তির পরাজয়

নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং নেতিয়ে পড়া পরাজিত কুফরি শক্তিগুলো তার নেতৃত্বে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবে।

ইবনু সায়্যাদই[16] কি দাজ্জাল

কারো কারো ধারণা হলো, ইবনু সায়্যাদই বোধহয় দাজ্জাল। কিন্তু এটি একটি গলদ ধারণা। এর ভ্রান্তির স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। বিশুদ্ধ মত এটাই যে, দাজ্জাল এবং ইবনু সায়্যাদ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। হাঁ, ইবনু সায়্যাদের সাথে দাজ্জালের কিছু বাহ্যিক মিল রয়েছে। 'আলমাসিহুদ দাজ্জাল' ছাড়াও যে আরো অসংখ্য ছোট দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার আলোকে কেউ কেউ ইবনু সায়্যাদকেও ছোট দাজ্জালের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে সহিহ মুসলিমের একটি বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, ইবনু সায়্যাদ একপর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো এবং সে হিদায়াতের পথে এসেছিলো। একান্ত সে যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে থাকে, তবুও তার 'আলমাসিহুদ দাজ্জাল' না হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

"একদিন ইবনু সায়্যাদ আমার সঙ্গে কিছু কথা বললো, যার কারণে আমার ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। ইবনু সায়্যাদ বললো—

"আমি মানুষদেরকে এ বলে ওযর পেশ করছি যে, হে মুহাম্মাদ সা. এর সঙ্গী-সাথিগণ, আমার ব্যাপারে তোমাদের কী হলো?

আল্লাহর নবি কি এ কথা বলেন নি যে, দাজ্জাল ইহুদি হবে? অথচ আমি তো মুসলিম!

তিনি বলেছেন, দাজ্জালের কোনো সন্তান হবে না, অথচ আমার তো সন্তানাদি রয়েছে।

তিনি তো এও বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ওপর মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আমি হজও করেছি।”

(এই অংশটি অন্য বর্ণনায় এভাবে রয়েছে—আপনি কি রাসুলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেন নি যে,দাজ্জাল মক্কা ও মদিনায় ঢুকতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। সে বললো, মনে রাখুন, আমি তো মদিনায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখন মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি।)

আবু সাইদ রা. বলেন, “সে অনর্গল এমনভাবে বলে যেতে লাগলো, যার ফলে আমি তাকে সত্যবাদী মনে করার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম।”

এরপর সে বললো, “আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমি দাজ্জালের অবস্থান সম্পর্কে জানি। আমি তার পিতামাতাকেও চিনি।”

লোকেরা ইবনু সায়্যাদকে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি যদি দাজ্জাল হও, তাহলে তুমি কি আনন্দিত হবে?”

সে বললো, “আমার সামনে যদি বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়, তাহলে আমি অপছন্দ করবো না।”

(অন্য বর্ণনায় এরপর রয়েছে—আবু সাইদ রা. বলেন, শেষ কথাটি বলে সে আমাকে দ্বিধা ও সংশয়ে ফেলে দিলো।)[17]

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের আলামতসমূহ

১. দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর সবচে বড় ফিতনা। ইমরান ইবনু হাসিন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

“আদম আ. এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত দাজ্জালের থেকে বড় কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার নেই।”[18]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“রাসুলুল্লাহ সা. আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। এরপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করছি। এমন কোনো নবি ছিলেন না, যিনি তার উম্মাহকে সতর্ক করেন নি। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দিচ্ছি, যা অন্য কোনো নবি তার সম্প্রদায়কে বলেন নি। নিশ্চয়ই দাজ্জাল হবে কানা। আর তোমাদের রব কানা নন।”[19]

নাওয়াস ইবনু সাম‘আন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

“আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ। সে যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমার অবর্তমানে যদি সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে তার প্রতিপক্ষ। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহই আমার স্থলে সহায় হবেন।”[20]

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় ঘনিয়ে আসার একটি আলামত হলো, দাজ্জালের ফিতনা এতো ভয়ানক এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষেরা তার আলোচনা পরিহার করবে এবং এই ফিতনার ব্যাপারে গাফিল হয়ে যাবে। বর্ণিত হয়েছে—

“দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে না, যাবত্ না মানুষেরা তার আলোচনা বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং ইমামগণ মিম্বারে তার আলোচনা পরিহার করবে।”[21]

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে প্রতিভাত হয় যে, দাজ্জালের আলোচনা বিস্মৃত হয়ে যাওয়া এবং আলিমদের মুখ থেকেও তার আলোচনা উবে যাওয়া দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় ঘনিয়ে আসার আলামত।

২. কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। মুআজ ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"বাইতুল মুকাদ্দাস আবাদ হওয়া মদিনা বিরান হওয়ার নিদর্শন। আর মদিনা বিরান হওয়া তীব্র লড়াইয়ের সূচনা। তীব্র লড়াইয়ের সূচনা হলো কনস্ট্যান্টিনোপল বজয়। আর কনস্ট্যান্টিনোপল বিজিত হওয়া দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।"[22]

উল্লেখ্য, এই যুদ্ধ ইমাম মাহদির অধীনে হবে। আর তার অব্যবহিত পরেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এই বিজয়ের কথা সবিস্তারে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

"তোমরা কি ওই শহরের কথা শুনেছো, যার একদিকে স্থলভাগ এবং একদিকে জলভাগ?

উত্তরে সাহাবিগণ বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমরা শুনেছি।

এরপর তিনি বললেন, কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক আ. এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক এ শহরের লোকদের সঙ্গে লড়াই করবে। তারা শহরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছাবে। তারা কোনো অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোনো তীরও চালাবে না। বরং তারা একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে, সাথে সাথে এর এক প্রান্ত ধ্বসে যাবে। বর্ণনাকারী সাওর রহ. বলেন, আমার যতোদূর মনে পড়ে, আমার কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি সমুদ্রস্থিত প্রান্তের কথা বলেছিলেন। এরপর দ্বিতীয়বার তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে। এতে শহরের অপ্র প্রান্ত ধ্বসে যাবে। এরপর তারা তৃতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে। তখন তাদের জন্য পথ প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তারা যখন শহরে প্রবেশ করে গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগিতে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ উচ্চঃস্বরে বলে উঠবে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে। এ কথা শোনামাত্রই তারা সবকিছু ফেলে রেখে ফিরে যাবে।"[23]

৩. হারমাজিদুনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, এর অব্যবহিত পরেই যুগারের ঝর্ণা, ফুরাত নদি এবং তাবারিয়্যা সাগর শুকিয়ে যাওয়া, বাইসানের খেজুরের গাছগুলোতে খেজুর না ধরা ইত্যাদি। যখন হারমাজিদুনের বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় একেবারে ঘনিয়ে আসবে।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

“অচিরেই তোমরা রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করবে। এরপর তোমরা এবং তারা একত্রিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদবর্তী একদল একদল শত্রুর মোকাবেলা করবে। তোমরা বিজয়ী হবে, গনিমত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাবিশিষ্ট একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে। এরপর খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, শোনো শোনো, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য একত্রে সারিবদ্ধ হবে। তারা আশিটি পতাকার অধীনে

তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক পতাকার সাথে থাকবে দশহাজার করে সৈন্যবাহিনী। অনন্তর মুসলিমরাও অস্ত্র হাতে জ্বলে উঠবে এবং লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। তখন আল্লাহ তাআলা সেই কাফেলাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন।”[24]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

“কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আ‘মাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদিনা থেকে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হয়ে আসবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয় সৈন্যরা বলবে, তোমরা আমাদের সেসকল সাথিদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা

আমাদের মধ্য থেকেই বন্দি হয়েছিলো। (কিবা তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও, যারা আমাদের ভাইদেরকে বন্দি করেছে।) আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তখন মুসলিমরা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আমাদের ভাইদের সাথে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ করবো না।

পরিশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের তাওবা গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বোত্তম শহিদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। যিন্দেগিতে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় করবে।

তারা নিজেদের তরবারি যাইতুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। ইত্যবসরে তাদের মাঝে শয়তান উচ্চঃস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। অথচ তা ছিলো মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন শামে পৌঁছবে, তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে।

যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করবে, তখন সালাতের সময় হবে। এরপর ইসা আ. অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামতি করবেন। আল্লাহ্‌র দুশমন তাকে দেখামাত্রই বিচলিত হয়ে পড়বে, যেমন লবণ মিশে যায় পানিতে। যদি ইসা আ. তাকে এমনিই ছেড়ে দেন, তবে সে নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ইসা আ. এর হাতে তাকে হত্যা করাবেন এবং তিনি ইসা আ. বর্শায় করে তার রক্ত তার বাহিনীকে দেখিয়ে দেবেন।”[25]

আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

“অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, অনন্তর আল্লাহ তা বিজিত করবেন। এরপর পারস্যে যুদ্ধ করবে, অনন্তর আল্লাহ তা বিজিত করবেন। এরপর রোমে যুদ্ধ করবে, অনন্তর আল্লাহ তা বিজিত করবেন। এরপর দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে, অনন্তর আল্লাহ তাতেও বিজয় দান করবেন।” বর্ণনাকারী নাফে‘ রহ. বলেন, হে জাবির, আমরা মনে করি না যে, রোম বিজয় হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।[26]

কিতাবিদের ধর্মগ্রন্থেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে হারমাজিদুনের যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন ইনজিলের ২৭শ সিপারা—‘প্রকাশিত কালামে’ এসেছে—

“হিব্রু ভাষায় যে জায়গার নাম হরমাগিদোন, ভূতেরা সেই বাদশাহ্‌দের সেখানে জড়ো করল। পরে সপ্তম ফেরেশতা তাঁর পেয়ালাটা বাতাসে উবুড় করলেন। তখন ইবাদতখানার সিংহাসন থেকে জোরে এই কথাগুলো বলা হল, “যা হবার তা হয়ে গেছে।” তখন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, ভয়ংকার আওয়াজ হতে ও বাজ পড়তে লাগল এবং এমন ভীষণ ভূমিকম্প হল যা দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে আর কখনও দেখা যায় নি। সেই ভূমিকম্প খুবই সাংঘাতিক ছিল। সেই নাম-করা শহরটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং বিভিন্ন জাতির শহরগুলো ভেংগে পড়ে গেল। পরে সেই নাম-করা ব্যাবিলনের কথা আল্লাহ্‌র মনে পড়ল, আর তিনি তাঁর গজবের ভয়ংকর মদে পেয়ালা পূর্ণ করে ব্যাবিলনকে খেতে দিলেন। তখন প্রত্যেকটা দ্বীপ পালিয়ে গেল এবং পাহাড়গুলো আর দেখা গেল না। আসমান থেকে মানুষের উপর বড় বড় পাথরের মত শিল পড়তে লাগল। তার প্রত্যেকটার ওজন ছিল ছত্রিশ কেজি। এতে লোকে শিলের আঘাতের জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কুফরী করতে লাগল, কারণ সেই শিলের আঘাত ছিল ভয়ংকর।”[27]

8. উনত্রিশজন চরম মিথ্যুক দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে 'আলমাসিহুদ দাজ্জালে'র আত্মপ্রকাশের ভূমিকা।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"আল্লাহ্‌র কসম, কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না, যাবত্‌ না ত্রিশজন মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ ঘটে; যাদের শেষজন হবে কানা দাজ্জাল।"[28]

ইমাম নববি রহ. বলেন—

"বিভিন্ন যুগে এসকল মিথ্যুক দাজ্জালের মধ্য থেকে অসংখ্যজনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, তাদের প্রভাব সমূলে উৎপাটন করেছেন। যারা অবশিষত রয়েছে, তাদের সাথেও তিনি একই আচরণ করবেন।"[29]

8. চরম দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব। আবু উমামা আলবাহেলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

"সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বহচর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তাআলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দেবেন এবং যমিনকে নির্দেশ দেবেন, ফলে তা এক-তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপন্ন করবে। এরপর দ্বিতীয় বছর তিনি আসমানকে নির্দেশ দেবেন, ফলে তা দু'-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমিনকে হুকুম দেবেন, ফলে তাও দু'-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তৃতীয় বছর আসমানকে নির্দেশ দেবেন, ফলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেবে। তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমিনকে নির্দেশ দেবেন, ফলে শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে।

তখন মাটিতে কোনো ঘাস জন্মাবে না, কোনো সবজি অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে আল্লাহ যা চাইবেন—শুধু তা ছাড়া সকল তৃণভোজী প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে।[30]

৫. ভয়াবহ ফিতনা এবং বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ। রাসুলুল্লাহ সা. অনেকগুলো ফিতনার কথা আলোচনা করে বলেন—

“এরপর ভয়াবহ ফিতনার আগমন ঘটবে। যা এই উম্মাহ্‌র এমন কাউকে ছাড়বে না, যার গালে তা সজোরে চপেটাঘাত করবে না। যখন মন্তব্য করা হবে যে, তার বোধহয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তখন তা বিস্তৃত হবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। সেসময়ে ব্যক্তি সকাল যাপন করবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা যাপন করবে কাফির অবস্থায়। অবশেষে সকল মানুষ দু’দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে—ইমানের দল, যাদের ভেতর নিফাক নেই এবং নিফাকের দল, যাদের ভেতর ইমান নেই। যখন অবস্থা এমন হবে, তখন তোমরা সেদিনই বা তার পরবর্তী দিনই দাজ্জালের প্রতীক্ষায় থাকো।”[31]

৬. আধুনিক সমরাস্ত্রের পরিসমাপ্তি এবং প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি; দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলো থেকে যা সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়। যেমন—

“তারা এমতাবস্থায় থাকবে, ইত্যবসরে তারা মহাযুদ্ধের কথা শুনতে পাবে। কোত্থেকে এক ধ্বনি ভেসে আসবে—“দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের কাছে আগমন করেছে।” এ-কথা শোনামাত্রই তারা হাতে থাকা সবকিছু ফেলে স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে। অনন্তর তারা পরিস্থিতি যাচাই করার উদ্দেশ্যে দশজন ঘোড়সওয়ারকে অগ্রে প্রেরণ করবে।” রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, “আমি ওই দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এবং অশ্বের ধরন সহ চিনি। তারাই সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বা সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদের অন্যতম।”[32]

[1] সুরা বানি ইসরাইল: ৬৫

[2] ফাতহুল বারি, ফিতান অধ্যায়, দাজ্জালের আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

[3] সুনানে আবি দাউদ: ৪৩৩৪; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৯৮১৮

[4] সহিহ মুসলিম: ২৯৪১; সুনানু আবি দাউদ: ৪৩১০; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৬৯; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৬৮৮১

[5] সহিহ বুখারি: ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৫, ৭১২১; সহিহ মুসলিম: ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯; সুনানু আবি দাউদ: ৪৩১২; জামিউত তিরমিযি: ৩০৭২, ৩৫৩৬; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৬৮; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৬৮৮১, ৭১৬১, ৮১৩৮, ৮৫৯৯, ৮৮৫০, ৯১৭২, ১০৮৫৯, ১১২৬৬, ১১৯৩৮, ১৮১০০, ২১৪৫৯

[6] সুরা নিসা: ১৫৯

[7] ফাতহুল বারি, রিকাক অধ্যায়, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। ইমাম তাবারি রহ. এর অভিমতও এটা|

[8] প্রাগুক্ত

[9] আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, আলফিতান ওয়াল মালাহিম অধ্যায়, ভূমি থেকে দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ এবং মানুষদের সাথে তার কথোপকথন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

[10] আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৭০৪০

[11] জামিউত তিরমিযি: ২২৪৮

[12] দাজ্জালের দৈহিক গুণবিশিষ্ট হাদিসসমূহ জানার জন্য দ্রষ্টব্য—সহিহ বুখারি: ১৫৫৫, ৫৯১৩, ৭৪০৮; সহিহ মুসলিম: ১৬৬, ১৬৯, ২৯৩৩, ২৯৩৪; জামিউত তিরমিযি: ২২৩৫, ২২৪৫; সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৬২০, ৪০৭৭; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২৫০১, ২৫০২, ১২০০৪, ১২১৪৫, ১২৭৭০, ১৩০৮১, ১৩১৪৫, ১৩২০৬, ১৩৩৮৫, ১৩৫৯৯, ১৩৬২১, ১৩৯২৫, ১৪০৯৪, ১৪৯৫৪, ২১৯২৯, ২৩২৭৯, ২৩৪৩৯, ২৩৬৭২, ২৫০৮৯। আরো দেখুন—সহিহ বুখারি: ৭১২৮। আরো দেখুন—সুনানু আবি দাউদ: ৪৩২০; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২২৭৬৪। আরো দেখুন—আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১৬২৬০, ১৩০৮১, ২০১৭৮, ২৩২৭৯, ২৩৪৩৯, ২৩৬৮৫। আরো দেখুন—সহিহ বুখারি: ৩৪৩৯, ৩৪৪০, ৫৯০২, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭৪০৭; সহিহ মুসলিম: ১৬৯; আলমুয়াত্তা, ইমাম মালিক: ২৬৬৬; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৬৩১২। আরো দেখুন—সহিহ বুখারি: ৪৪০২, ৪৪০৩, ৭১৩১, ৭৪০৮; সহিহ মুসলিম: ২৯৩৩; সুনানু আবি দাউদ: ৪৩১৬, ৪৩১৭, ৪৩২০; জামিউত তিরমিযি: ২২৪১, ২২৪৫; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৭৭; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৬১৮৫, ১১৭৫২, ১২০০৪, ১২৭৭০, ১৩৩৮৫, ১৩৪৩৮, ১৩৬২১, ১৩৯২৫, ১৪০৯৪, ১৪৯৫৪, ২২৭৬৪, ২৩৬৮৫

[13] সহিহ মুসলিম: ৭২৭৬

[14] জামিউত তিরমিযি: ২২৩৭; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৭২; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১২, ৩৩

[15] সহিহ মুসলিম: ২৯৩৭

[16] ইবনু সায়্যাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য—সহিহ বুখারি: ১৩৫৪, ১৩৫৫,২৬৩৮, ৩০৩৩, ৩০৫৫-৩০৫৭, ৬১৭৪-৬১৭৫, ৬৬১৮; সহিহ মুসলিম: ২৯২৪, ২৯২৮, ২৯৩০-২৯৩২; সুনানু আবি দাউদ: ৪৩২৫-৪৩৩০, ৪৩৩২;

সুনানুত তিরমিযি: ২২৪৯; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৩৬১০, ৪৩৭১, ৬৩৬০-৬৩৬৪, ১১৭৫৩, ১১৭৭৬, ২০৪১৮, ২০৫০২,

[17] সহিহ মুসলিম: ৭২৩৯, ৭২৩৮

[18] সহিহ মুসলিম: ২৯৪৬; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১৬২৫৩, ১৬২৬৭

[19] সহিহ বুখারি: ৩০৫৭, ৩৩৩৭, ৩৩৩৮, ৪৪০২, ৬১৭৫, ৭১২৭, ৭১৩১, ৭৪০৮; সহিহ মুসলিম: ১৬৯, ২৯৩৩, ২৯৩৬

[20] সহিহ মুসলিম: ২৯৩৭; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৭৫; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২১২৯৬

[21] মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৭/৩৩৫

[22] সুনানু আবি দাউদ: ৪২৯৪; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২২০২৩, ২২১২১

[23] সহিহ মুসলিম: ৭২২৩

[24] সুনানু আবি দাউদ: ২৭৬৭, ৪২৯২, ৪২৯৩; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১৬৮২৬

[25] সহিহ মুসলিম: ৭১৭০

[26] সহিহ মুসলিম: ২৯০০; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১৫৪১, ১৮৯৭৩

[27] ইনজিল, ২৭শ সিপারা—প্রকাশিত কালাম: পৃ. ৪২০, ১৬/১৬-২১

[28] আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২০১৭৮

[29] আওনুল মা‘বুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, বাবু ইবনি সায়্যাদ, হাদিস: ৪৩৩৪-৪৩৩৫

[30] সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৭৭

[31] সুনানু আবি দাউদ: ৪২৪২; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৬১৬৮

[32] সহিহ মুসলিম: ২৮৯৯; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৩৬৪৩, ৪১৪৬

দাজ্জালের কোন চোখ কানা? ডান চোখ নাকি বাম চোখ?

স্ববিরোধিতার অভিযোগঃ

কিছু হাদিসে বলা আছে দাজ্জালের (Antichrist) বাম চোখ অন্ধ বা কানা। আবার কিছু হাদিসে বলা আছে দাজ্জালের ডান চোখ কানা! এটা কি হাদিসের স্ববিরোধী তথ্য না? দাজ্জালের কোন চোখ আসলে কানা?

<u>জবাবঃ</u>

কিয়ামতের পূর্বের বড় লক্ষণগুলোর একটি হচ্ছে দাজ্জালের আগমন। অনেক সহীহ হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত। কাজেই এর উপর ঈমান রাখা একজন মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক।

সহীহ মুসলিমে হুজায়ফা ইবন উসায়েদ(রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

ذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَاطَلَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَ
رَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَنَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْ
يَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ نُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْوَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ
وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ
طْرُدُ النَّاسَ إِلَى وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَ
رِهِمْ مَحْشَ

অর্থঃ *‘‘একবার রাসূল(ﷺ) আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ যতদিন তোমরা ১০টি আলামত না দেখ ততদিন কিয়ামত হবে না।*

*(১) ধোঁয়া (২) **দাজ্জালের আগমন** (৩) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক প্রাণীর আগমণ) (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবন মারইয়ামের(আ.) আগমণ ৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস (১০) সর্বশেষে ইয়েমেন থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নেবে'।* [1]

দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদিসে বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যার কিছু বিবরণ দেখে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। আমরা এখন সেই বিবরণগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ্।

দাজ্জালের ডান চোখের ব্যাপারে হাদিসে যে বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

ال بَيْنَ ظَهْرَانَىِ نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدَّجَّعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أ سِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ ألا وَإِنَّ الْمَ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ " النَّاس فَقَالَ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ

অর্থঃ *ইবনু 'উমার (রাযি:) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। কিন্তু সতর্ক হও! **দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।*** [2]

দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ / কানা ইত্যাদি উল্লেখ করে আরো বিভিন্ন জায়গায় হাদিস পাওয়া যায়। [3]

দাজ্জালের অন্য চোখ অর্থাৎ বাম চোখের ব্যাপারে হাদিসে যে বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ
الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ"

*অর্থঃ হুযায়ফাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ** এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে (কৃত্রিম) জান্নাত ও জাহান্নাম। আসলে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম।* [4]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ
مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْىَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ
فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَتَأَجَّجُ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ
لْيُغَمِّضْ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ
عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْ
مِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ "

*অর্থঃ হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দুটি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত সাদা পানি এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নি মনে হবে। যদি কেউ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত আগুন মনে হবে এবং (এই) চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। তা হবে ঠাণ্ডা পানি। **দাজ্জালের এক চোখ বিকৃত/লেপা হবে এবং তার চোখের উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে** এবং দুই চোখের*

মাঝখানে □□□□□□□ অথবা □ □ □ লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন ব্যক্তি তা পাঠ করতে পারবে। [5]

এখানে একটি জিনিস উল্লেখ না করলেই নয়। হাদিসে দাজ্জালের চোখের ব্যাপারে মূল আরবিতে اعور শব্দটি এসেছে। এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর সব থেকে প্রচলিত অর্থঃ কানা, একচক্ষুহীন ইত্যাদি। [6] অধিকাংশ বাংলা অনুবাদে অন্ধ, কানা এই শব্দগুলো এসেছে। ইংরেজিতে শব্দটির অনুবাদে কোথাও কোথাও ‘One eyed’ এসেছে। [7] এই শব্দ দ্বারা এগুলো ছাড়াও সাধারণভাবে ত্রুটিপূর্ণ চোখকেও (পুরোপুরি অন্ধ নয়) বোঝায়। [8]

কাজেই হাদিসের বিবরণ অনুযায়ী,

১। দাজ্জালের ডান চোখ হবে অন্ধ/ত্রুটিপূর্ণ, সেটি আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।

২। দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ/ত্রুটিপূর্ণ, এর উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে।

হাদিস থেকে আমরা জানলাম যে, দাজ্জালের ডান চোখ কানা আবার বাম চোখও কানা। দাজ্জালের কোন চোখ আসলে কানা? সত্যিই কি এটি হাদিসের স্ববিরোধিতা?

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবন হাজার আসকালানী(র.) ফাতহুল বারীতে বলেছেন,

“হাদিসদ্বয়ের মাঝে কাজি ইয়াদ্ব(র.) সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উভয় বর্ণনাই বিশুদ্ধ। … … তার(দাজ্জালের) বাম ও ডান উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত। কেননা, ‘আওরা বলতে প্রত্যেক ত্রুটিযুক্ত জিনিসকে বোঝায়। আর দাজ্জালের উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত। এক চোখ তো জ্যোতিশূন্য (ডান চোখ)। কিছুই দেখতে পারে না। আর অন্যটি (হালকা) নষ্ট (বাম চোখ)।” [9]

অর্থাৎ দাজ্জালের উভয় চোখই কানা বা ত্রুটিগ্রস্ত।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, যদি উভয় চোখই কানা হয়, তাহলে কিছু হাদিসে ডান চোখ কানা আবার কিছু হাদিসে বাম চোখ কানা হবার কথা কেনো বলা হলো?

এর উত্তর হচ্ছেঃ উভয় শ্রেণীর হাদিসগুলোতে দাজ্জালের দুই চোখের কথা আলাদা ভাবে বলা হচ্ছে। কিছু হাদিসে ডান চোখের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, আবার কিছু হাদিসে বাম চোখের কথা। যেহেতু দাজ্জালের দুই চোখই ত্রুটিগ্রস্ত কাজেই কখনো কখনো ডান চোখকে ত্রুটিগ্রস্ত আবার কখনো কখনো বাম চোখকে ত্রুটিগ্রস্ত বলা মোটেও ভুল কিছু নয়। এটি স্ববিরোধিতা নয় বরং দুই চোখের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো সহজে বোঝা যাবে।

ধরা যাক, একজন লোকের দুইটি হাতই ত্রুটিগ্রস্ত এবং অকেজো। ডান হাত প্যারালাইজড এবং অত্যন্ত সরু। বাম হাতের সবগুলো আঙুল কাটা, হাতের সম্মুখভাগ গোল বলের মতো। এবং সেটিও কোনো কাজ করবার উপযুক্ত নয়।

এক জায়গায় বলা হলোঃ লোকটির ডান হাত ত্রুটিগ্রস্ত এবং সরু। ঠিক যেন সরু লাঠি।

অন্য জায়গায় বলা হলোঃ লোকটির বাম হাত অকেজো ও ত্রুটিগ্রস্ত। হাতের সামনের অংশ ঠিক যেন গোল বল।

এখানে দুই জায়গায় লোকটির দুই হাতের বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে দেয়া হচ্ছে। কেউ কি বলবে যে এখানে দুই জায়গায় স্ববিরোধী তথ্য আছে?

উত্তর হচ্ছে না। কারণ লোকটির দুই হাতই ত্রুটিগ্রস্ত, অকেজো। কাজেই কখনো ডান হাতকে অকেজো বলা আবার কখনো বাম হাতকে অকেজো বলা মোটেও স্বরিরোধিতা নয়।

দাজ্জালের চোখের হাদিসগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। কিছু হাদিসে ডান চোখের বিবরণ দিয়ে أعور বলা হচ্ছে, কিছু হাদিসে বাম চোখের বিবরণ দিয়ে أعور বলা হচ্ছে। যেহেতু উভয় চোখই أعور (কানা/ত্রুটিগ্রস্ত), উভয় চোখের জন্যই কথাটি সত্য। অতএব হাদিসে কোনো স্ববিরোধী তথ্য নেই।

কিছু হাদিসে দাজ্জালের ডান বা বাম কোনো চোখের কথা উল্লেখ না করেই তাকে সাধারণভাবে أعور বলা হচ্ছে।

قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

অর্থঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বললেনঃ তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নাবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। ***তা হল এই যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ অবশ্যই কানা নন।*** [10]

Narrated `Abdullah bin `Umar: Allah's Messenger (ﷺ) stood up amongst the people and then praised and glorified Allah as He deserved and then he mentioned Ad-Dajjal, saying, "I warn you of him, and there was no prophet but warned his followers of him; but I will tell you something

*about him which no prophet has told his followers: **Ad-Dajjal is one-eyed whereas Allah is not.**"* [11]

এ থেকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে উভয় চোখের দিক থেকেই দাজ্জাল أعور।

আবার أعور এর অন্য অর্থ 'এক চক্ষুহীন' বা 'এক চোখওয়ালা' (One-eyed) এই হাদিসের অনুবাদ হতে পারে। যেহেতু দাজ্জালের এক চোখের উপর চামড়ার আবরণ থাকবে এবং অন্য চোখ আঙ্গুরের ন্যায় ঠেলে বেরিয়ে থাকবে, তাকে বাইরে থেকে দেখে "এক চোখওয়ালা" বা One-eyed মনে হবে। কাজেই দাজ্জালকে "One-eyed" বলে বর্ণনা দেয়া মোটেও অযৌক্তিক কিছু নয়।

অতএব হাদিসে দাজ্জালের বিবরণগুলোতে কোনো প্রকারের স্ববিরোধী তথ্য বা অসঙ্গতি নেই।

তথ্যসূত্রঃ

[1] সহীহ মুসলিম হাদিস নং : ৭১৭৭

[2] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭২৫১

http://ihadis.com/books/muslim/hadis/7251

[3] সহীহ বুখারী ৭১২৩; রিয়াদুস সলিহীন ১৮২৮

http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/7123

https://hadithbd.com/hadith/link/?id=32621

[4] সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস নং : ৪০৭১ (সহীহ)

http://www.ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/4071

[5] সহীহ মুসলিম ৭১০১ ও ৭২৫৭

https://hadithbd.com/hadith/link/?id=19424

https://hadithbd.com/hadith/link/?id=54355

[6] আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (আল-ক্বামূসুল ওয়াজীয) – ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (রিয়াদ প্রকাশনী) পৃষ্ঠা ৯০

[7] https://sunnah.com/bukhari/97/37

[8] https://islamqa.org/hanafi/hadithanswers/123524

[9] ফাতহুল বারী – ইবন হাজার আসকালানী, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৮১

https://is.gd/HdASCI

[10] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭১২৭

http://ihadis.com/books/bukhari/hadis/7127

[11] ইংরেজি অনুবাদঃ https://sunnah.com/bukhari/92/74

সূরা কাহাফে লুকানো রহস্য ও দাজ্জাল:

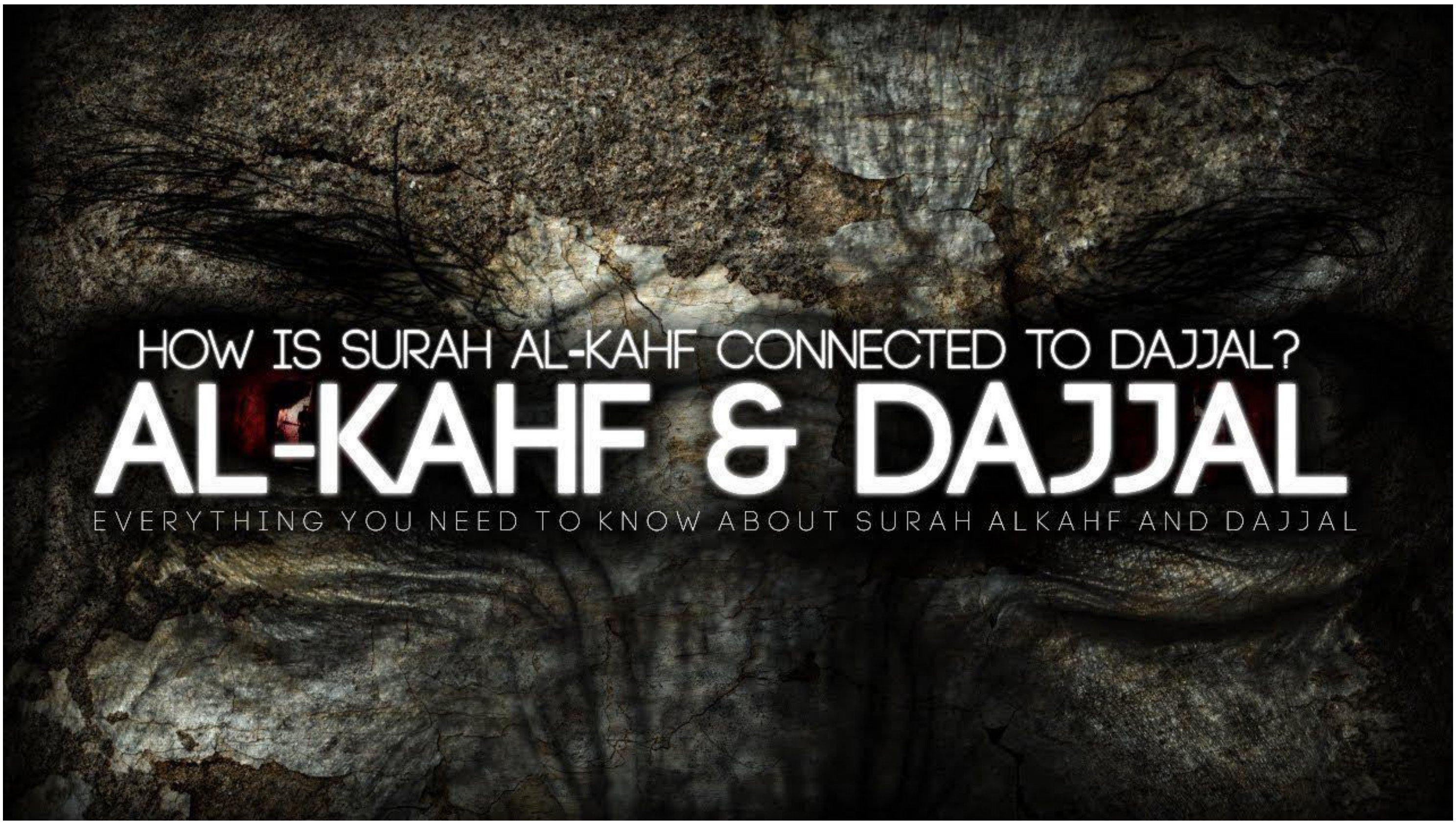

কখনো ভেবে দেখেছেন কি কেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি জুমু’আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করতে বলেছেন? আসুন জানার চেষ্টা করি,

এই সূরাটিতে মোট চারটি শিক্ষণীয় ঘটনা আছে, প্রতিটি ঘটনাতেই আছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ। আসুন সেই ঘটনাগুলো ও তার শিক্ষাগুলো কি জানার চেষ্টা করিঃ

১) গুহাবাসী যুবকদের ঘটনাঃ সূরার শুরুতেই সেই গুহাবাসী যুবকদের ঘটনার বর্ণণা দেয়া হয়েছে যারা এমন একটি জনপদে বসবাস করত যার অধিবাসীরা ছিল অবিশ্বাসী ও সীমালংঘনকারী। কাজেই যুবকেরা সেই নষ্ট সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, ‘এদের সাথে আর নয়’। তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর দীনের প্রতি ভালোবাসা থেকে উজ্জিবীত হয়ে সেখান থেকে হিজরত করলেন। আল্লাহ তাদেরকে গুহাতে আশ্রয় দিলেন এবং সূর্যালোক থেকে নিরাপদে রাখলেন। বহু বছর পর যখন তাদের ঘুম ভাঙ্গলো তাঁরা দেখলেন সেই জনপদের অবিশ্বাসী লোকেরা বিদায় নিয়েছে এবং ভালো লোকদের দ্বারা মন্দ লোকেরা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষাঃ ঈমানের উপর পরীক্ষা।

২) দুইটি বাগানের মালিক ব্যক্তির ঘটনাঃ একজন লোক যাকে আল্লাহ দুইটি প্রাচুর্যময় সুন্দর বাগান দিয়ে ধন্য করেছিলেন, কিন্তু লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে গেল এমনকি পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদার উপর সন্দেহ পোষণ করল। কাজেই, এই অকৃতজ্ঞ লোকটির বাগানকে আল্লাহ তায়ালা বিরান করে দিলেন-সে অনুতপ্ত হল, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং তার এই অসময়ের অনুশোচনা তার কোন উপকারে আসল না।

শিক্ষাঃ সম্পদের উপর পরীক্ষা।

৩) খিজির ও মুসা আলাইহি সালাম এর ঘটনাঃ যখন মূসা আলাইহি সালামের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?" তিনি উত্তর করেছিলেন, "আমি"...কিন্তু আল্লাহ তাঁর কাছে উন্মোচন করে দিলেন যে, এমন এক ব্যক্তি আছেন যাকে আল্লাহ তাঁর চেয়েও বেশি জ্ঞান দান করেছেন। মুসা আলাইহি সালাম সেই ব্যক্তির সাথে ভ্রমণ করলেন এবং দেখলেন, শিখলেন কিভাবে অনেক সময় আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে এমন অনেক ঘটনা ঘটান যেগুলো আমাদের চোখে খারাপ বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো মানুষের ভালোর জন্যেই করা হয়।

শিক্ষাঃ জ্ঞানের উপর পরীক্ষা।

৪) যুলকারনাইনঃ এটা সেই ক্ষমতাধর বাদশাহর ঘটনা যাকে একই সাথে জ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি সেই উভয় দানের শুকরিয়াস্বরুপ মানুষের উপকারে এবং কল্যাণে তা ব্যয় করতেন। তিনি জনপদের লোকদের ইয়াজুজ মাজুজ এর সমস্যার সমাধান করে দিলেন এবং একটি বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন।

শিক্ষাঃ ক্ষমতার উপর পরীক্ষা।

সূরাটির মাঝামাঝি আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ইবলিসের কথা যে এই পরীক্ষাগুলোকে আরও কঠিন করে দেয়,
“যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ ‘আদমকে সেজদা কর’, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল”। (সূরা কাহাফ ৫০)

আসুন, এবারে জেনে নেয়া যাক, সূরা কাহাফ এবং দাজ্জালের মধ্যে কিসের সম্পর্ক?

দাজ্জাল আবির্ভুত হবে শেষ সময়ে কিয়ামতের একটি বড় লক্ষণ হিসেবে,
সে এই চারটি ফিতনা একত্রে নিয়ে আসবেঃ

••▶ সে মানুষকে আদেশ করবে যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করে
ঈমানের উপর পরীক্ষা

••▶ তাকে বৃষ্টি বর্ষণ/ অনাবৃষ্টি সৃষ্টির ক্ষমতা দেয়া হবে এবং সে মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে লোভ দেখাবে
সম্পদের উপর পরীক্ষা

••▶ সে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দিবে তার 'জ্ঞান' এবং নানারকম সংবাদ প্রদান করে
জ্ঞানের উপর পরীক্ষা

••▶ সে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করবে
ক্ষমতার উপর পরীক্ষা

কিভাবে আমরা এই সকল ফিতনা থেকে বাঁচতে পারি? সূরা কাহাফেই আছে এর উত্তরঃ

• ফিতনা হতে বাঁচার প্রথম উপায়ঃ সৎ সঙ্গ

“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।

কাহাফ ২৮)

• ফিতনা হতে বাঁচার দ্বিতীয় উপায়ঃ এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করা

“তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।” (সূরা কাহাফ, আয়াত ৪৫)

• ফিতনা হতে বাঁচার তৃতীয় উপায়ঃ ধৈর্য্যশীল থাকা

“মূসা বললেনঃ আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না”। সূরা কাহাফ, আয়াত ৬৯)

• ফিতনা হতে বাঁচার চতুর্থ উপায়ঃ সৎ কর্ম সম্পাদন

“বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।.” (সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

• ফিতনা হতে বাঁচার পঞ্চম উপায়ঃ আল্লাহর দিকে আহবান

“আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে, কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয় স্থল পাবেন না।” (সূরা কাহাফ, আয়াত ২৭)

• ফিতনা হতে বাঁচার ষষ্ঠ উপায়ঃ পরকালের স্মরণ

“যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উম্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।” (সূরা কাহাফ, আয়াত ৪৭-৪৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সবাইকে যেন সকল প্রকার ফিতনা হতে রক্ষা করেন। আমিন।

মূলঃ "Muslim Heroes" থেকে অনূদিত

অনুবাদঃ সরল পথ

পরিশিষ্টঃ

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা করা হয়; জামে তিরমিযীতে তিনটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে শেষ দশটি আয়াতের বর্ণনা আছে। সুনান নাসায়ীতে সাধারণভাবে দশটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। _ ইবন কাসীর।

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম ১৭৬০ ইফা)

বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ এক ব্যক্তি ‘সূরা কাহাফ’ পড়েছিলো। সেই সময়ে তার কাছে মজবুত লম্বা দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এই সময় একখণ্ড মেঘ তার মাথার উপরে এসে হাজির হলো। মেঘ খণ্ডটি ঘুরছিলো এবং নিকটবর্তী হচ্ছিল। এ দেখে তার ঘোড়াটি ছুটে পালাচ্ছিল। সকাল বেলা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঐ বিষয়টি বর্ণনা করলো। একথা শুনে তিনি বললেনঃ এটি ছিল (আল্লাহর তরফ থেকে)

রহমত বা প্রশান্তি (সাকিনা) যা কুর'আন পাঠের কারণে নাযিল হয়েছিলো। (মুসলিম ১৭৩৩ ইফা)

আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন); রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেভাবে কুর'আন মাজীদের সূরা শিখাতেন ঠিক তেমনিভাবে এই দুয়াটিও শিখাতেন। দুয়াটি হলঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবর, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতা"- হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। (মুসলিম, ইফা ১২২০)

মেসায়াহ (anti khrist/dajjal): বিভিন্ন ধর্মে প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত ত্রাণকর্তা।

বর্তমানে মেসায়াহ অনেক বেশি আলোচিত। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নিজেদের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হিসেবে দাবি করা মানুষের সংখ্যা ঢের। অতীত ইতিহাস থেকে

নাম লিপিবদ্ধ করতে গেলেও কম দীর্ঘ হবে না তালিকা। অন্যায় আর বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ দুনিয়ায় ধর্মে প্রতিশ্রুত পাঞ্জেরীর স্বপ্নে বিভোর ধার্মিকেরা। মেসায়াহ মতবাদ তাই কেবল ধর্মে সীমাবদ্ধ নেই; মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এমনকি রাজনৈতিক আলোচনার টেবিলেও চিন্তার খোরাক।

<u>সাওশিয়ান্ত</u>

মেসায়াহ মতবাদের গোড়ার উদাহরণ <u>জরাথুস্ত্রবাদের</u> সাওশিয়ান্ত। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে পারস্যে জন্ম নেন জরাথুস্ত্র। বহুধাবিভক্ত গোত্রীয় কাল্টগুলো তার প্রচারেই আসে একটা ধর্মের ছায়াতলে। পরবর্তীতে <u>একেমেনিড সাম্রাজ্যের সময়</u> (৫৫৮-৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব) ধর্মের সাথে সংগঠিত হয় ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তা। জগৎ তাদের চোখে শুভ আর অশুভের অবিরাম যুদ্ধের ময়দান। প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা আর অশুভের নায়ক আঙরা মাইনুর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। যদিও ধর্মগ্রন্থাদি ঘেটে তিনজনের ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়; তবু সাওশিয়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে আছে ধর্মতত্ত্বে। সাওশিয়ান্ত শব্দের অর্থ 'যে শুভ আনে'। স্বর্গীয় গুণাবলী নিয়ে আহুরা মাজদার দূত হিসাবে তার আগমন। পরিচিত হবে ভিসপা তাওরুয়াইরির সন্তান বলে। স্পর্শেই

নিখুঁত আর পবিত্র হয়ে উঠবে দুনিয়া। তাকে সাহায্য করবে সাত স্বর্গীয় দূত আমেশা স্পেন্টা। বিশ্বাসীরা মুক্তি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য করতে থাকা অন্যায় আর অনাচার হবে পরাজিত। নিশ্চিহ্ন হবে দ্রুগ এবং অশুভের হোতা আঙরা মাইনু। আবেস্তার বর্ণনা মতে,

"বিজয়ী সাওশিয়ান্ত এবং সাহায্যকারীরা পৃথিবী পুনর্গঠিত করবে। আর বয়স ফুরিয়ে যাওয়া নেই, মৃত্যু নেই। অবক্ষয় নেই, পচন নেই। কেবল চিরন্তন জীবন, চিরন্তন বৃদ্ধি আর ইচ্ছাপূরণ। মৃতরা জেগে উঠবে, জীবন আর অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; পৃথিবী হবে পুনরুদ্ধার"। *(Darmesteter, 1883, Pages 306-307)*

কল্কি

প্রাচীন ভারতীয় সময়ের ধারণা সরলরৈখিক না; চক্রাকার। ক্রম আবর্তিত চিরন্তন সময়কে প্রধানত চারটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি।

বর্তমানে মানুষ কলিযুগে বসবাস করছে; যা শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর পরই। কল্কি হলো হিন্দুধর্ম অনুসারে বিষ্ণুর দশম এবং শেষতম অবতার। সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন; পদানত করবেন অসত্য। যেমনটা শ্রীকৃষ্ণের দাবি,

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,

অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অর্থাৎ *"যখনই ধর্মের গ্লানি হয়; অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। হে ভরতবংশীয় (অর্জুন), তখনই সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করতে; পুনরায় ধর্ম স্থাপন করতে যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।"* সত্যিকার অর্থেই কল্কি এই বাণী পূর্ণ করবেন। ঘোড়ায় চড়ে হাতে তরবারি নিয়ে আগমন হবে ধূমকেতুর মতো। কল্কি শব্দের অর্থই 'অন্ধকারের বিনাশকারী'। তার পিতার নাম হবে বিষ্ণুযশ এবং মায়ের নাম সুমতি।

কলিযুগে মানুষ ক্রমশ লোভ আর পার্থিবতায় নিমজ্জিত। আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি এবং ধর্মীয় অনুভূতি ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। দেবতাদের নিয়ে চলে হাসি তামাশা। ব্যক্তির জীবন থেকে রাষ্ট্রের গলা অব্দি ডুবন্ত অন্যায় আর অবিচারে। যার চরমতম অবস্থায় ঘটবে কল্কির আবির্ভাব। অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন করে দেখা দেবে আরেক সত্যযুগ। মানুষ ফিরবে সমৃদ্ধি আর স্বর্ণ সময়ের দিকে। যেমনটা বলা হয়েছে,

"কল্কি আর তার অনুসারীরা রাজ্যের কোনায় কোনায় গিয়ে দুষ্টের দমন করবেন। সময়ের ব্যবধানে যে সব মানুষ বিভ্রান্ত, অশান্ত, লোভে অন্ধ, পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এমনকি নিজের পিতামাতার সাথেও বেপরোয়া; তাদের সকলকে। নতুন করে শুরু হবে সত্য আর সততার শাসন।" (Knapp, 2016)

মৈত্রেয়ী

বোধি বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায়; যার চর্চায় দুঃখের নিবারণ ঘটে। এই জ্ঞানের জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। গৌতম বুদ্ধ এর আগে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করে মানুষের দুঃখের সমাধানে কাজ করেছেন। তখন তাকে চিহ্নিত করা হতো বোধিসত্ত্ব হিসেবে। অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব হলো নির্বাণ পূর্ববর্তী অবস্থা; যখন সকল জীবের প্রতি অসীম করুণা ও মৈত্রী অনুভূত হয়। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে মৈত্রেয়ী একজন বোধিসত্ত্ব; গৌতম বুদ্ধের উত্তরাধিকারী হিসেবে যিনি ভবিষ্যতে আগমন করবেন। অধর্মের অবসান ঘটিয়ে উত্থান ঘটাবেন ধর্মের।

মৈত্রেয়ীকে চিত্রিত করা হয়েছে সিংহাসনে বসে অবতরণের অপেক্ষায় এক মহাপুরুষ হিসেবে। গায়ে ভিক্ষুর পোশাক। তার জন্ম হবে চক্রবর্তী রাজা শঙ্খের রাজ্য খেতুমতিতে। সন্তান জন্মের পর গৃহত্যাগ করবেন নিগূঢ় জ্ঞান সাধনার জন্য। সাত দিনের মাথায় বোধি লাভ করবেন। শিষ্যত্ব বরণ করবে অশোক, ব্রহ্মদেব, সুমন, পাদুম এবং সিহা। তার আগমণের মধ্য দিয়েই গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা অপ্রচলিত হয়ে পড়বে। পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে দুনিয়ায়। গৌতম বুদ্ধের ভাষ্যে,

"ভ্রাতৃসকল, মৈত্রেয়ী নামে এক মহাত্মা আবির্ভূত হবেন। পরিপূর্ণ রূপে জাগরিত; জ্ঞান, কল্যাণ, সুখ আর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ; অতুলনীয় পথনির্দেশক, দেবতা আর মানবকূলের শিক্ষক এবং বুদ্ধ; এমনকি আমার থেকেও। তিনি নিজে থেকেই সৃষ্টিজগতের সকল কিছু দেখবেন এবং জানবেন; যেন মুখোমুখি বসা। এমনকি আমি যতটা জানি ও দেখি; তার চেয়েও স্পষ্ট।" (Dagha Nikaya xxvi.25 Pages. 73-74)

<u>মোশিয়াহ</u>

হিব্রু শব্দ মোশিয়াহ এর অভিধানগত অর্থ 'উপলিপ্ত' আর পারিভাষাগত অর্থ পরিত্রাতা। হিব্রু বাইবেলে মর্যাদাবান এবং মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সাথে মোশিয়াহ ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান যাজককে বলা হতো কোহেন হা-মোশিয়াহ। <u>তালমুদীয়</u> আলাপ আলোচনায় মোশিয়াহ বলতে ডেভিডের বংশে প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত নেতাকে বুঝানো হয়। তিনি <u>জেরুজালেমের টেম্পল</u> পুণঃনির্মাণ করবেন, ইহুদিদের একত্রিত এবং ইসরায়েলের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সারা বিশ্বের মানুষ মোশিয়াহকে বিশ্বনেতা বলে স্বীকৃতি দেবে এবং আনুগত্য করবে। সেই যুগ হবে শান্তির, উপদ্রবহীন এবং জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মূল্যবোধ আর নৈতিকতার ভয়াবহ অধঃপতন ঘটেছে। হত্যা, অপরাধ, নেশাদ্রব্য যেন খুব সাধারণ ঘটনা। মোশিয়াহ আসবেন সমস্ত সংঘাত, ঘৃণা, যুদ্ধ আর অনাচার বিলোপ করে। তোরাহের মৌখিক আর লিখিত

উভয় পারদর্শীতা নিয়ে। কোনো কোনো বর্ণনায় মোশিয়াহর সঙ্গী হিসেবে নবী এলিজাহর পুনরাগমনের কথা বলা হয়েছে। ইহুদি দীর্ঘ ইতিহাসের এই মতবাদ ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবৃতি মতে,

"কেটে ফেলা গাছের মতো ডেভিডের ধারা কেটে আছে। কিন্তু গাছে নতুন কুঁড়ি গঁজানোর মতোই নতুন রাজার উত্থান ঘটবে উত্তরাধিকারীদের থেকে। ঈশ্বর তাকে প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং শাসন ক্ষমতা দান করবেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্যক অবগত থাকবেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাবেন। সন্তুষ্ট থাকবেন আনুগত্যে। বাইরের চাকচিক্য দেখে বিচার করবেন না। গরীবদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন; অসহায়ের অধিকার সুরক্ষা দেবেন। তার আদেশেই শাস্তি হবে; হবে বিশৃঙ্খলাকারীর বিনাশ। মানুষ শাসিত হবে ন্যায় আর ভালোবাসায়।" (ইসায়াহ: ১১:১-৫)

দ্বিতীয় আগমনী

ইহুদি মেসিয়ানিক মতবাদের উপর দাঁড়িয়েই খ্রিষ্টধর্মের বিকাশ। যীশুর জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে অনুসারীদের দ্বারা বনি ইসরায়েলের প্রতিশ্রুত পুরুষ বলে পরিগণিত হন। কিন্তু শেষ অব্দি ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রত্যাশাকে যীশু পূর্ণ করতে পারেননি। পিটার এবং পলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূলধারার ইহুদিরা মুখ ফিরিয়ে নিল। পরিণামে ইহুদি ধর্মের থেকে আলাদা হয়ে পড়লো খ্রিষ্টধর্ম। পরবর্তীতে গ্রীক আর রোমানদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে মতবাদ। যীশুর পার্থিব জীবন মেসিয়ানিক

ছিল; ঠিক একইভাবে ভবিষ্যৎ পুনরাবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। (বুক অভ রেভেলেশন, ২২:১২)

খ্রিষ্ট শব্দটি হিব্রু মোশিয়াহর গ্রীক অনুবাদ; অর্থ উপলিপ্ত। ধর্ম প্রচারের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী তকমা নিয়ে পন্টিয়াস পিলেটের আদালতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা যীশুর পুনরাগমন হবে প্রকাশ্য। প্রত্যেকটা চোখ তাকে দেখতে পাবে। তার সাথে থাকবে ফেরেশতারা। মৃতরা জীবিত হবে; সৎকর্মশীলরা পাবে যথার্থ প্রতিদান। দুষ্কৃতিকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে চিরতরে। সেই সাথে ধ্বংস হবে অসন্তুষ্টি, বিশৃঙ্খলা, ক্লেশ এবং খোদ মৃত্যুও। বাইবেলের ভাষ্য,

"যখন প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠে ঈশ্বরের তূরীধ্বনি হবে, প্রভু নিজে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। যেসব খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের মৃত্যু হয়েছে; তারা আগে জেগে উঠবে। আমাদের যারা তখনো জীবিত থাকব, তাদেরকে মেঘে করে তুলে নেয়া হবে প্রভুর সাক্ষাতের জন্য। আর এভাবেই আমরা চিরকাল প্রভুর সাথে থাকব।"
(থেসালোনিকীয়-১, ১৬-১৭)

শিয়াদের ইমাম মাহদী

মুহম্মদ সা. এর নাতি হোসেনের পরিবারের উপর জুলুম এবং ৬৮০ সালে কারবালায় নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা সমর্থকগোষ্ঠীকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক পাটাতন দান করে। শিয়া বিশ্বাস তার পরে থেকেই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চায় ক্রমবর্ধমান কোণঠাসা পরিস্থিতিতে বিস্তার লাভ করে ভবিষ্যত ত্রাণকর্তা বা ইমাম মাহদি মতবাদ। সুন্নি মূলধারার সমান্তরালে ইরান ও ইরাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে তৎপরতা। ৯০৯ সালে উবায়দুল্লাহ মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন মাহদি মতবাদে ভর করেই।

লি হং

ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মতবাদ হিসাবে তাওবাদের প্রতিষ্ঠা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। আসক্তিবিহীন কর্ম এবং মহাবিশ্বের চিরন্তন সুর অনুযায়ী নিজেক গঠনের চর্চা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে দ্রুত। যার গোড়ায় রয়েছে গুরু লাওৎসে এবং মহাগ্রন্থ তাও তে চিং। লি হং তাওবাদের ভবিষ্যৎ ত্রাতা যিনি পৃথিবী ধ্বংসের আগে এসে সৎকর্মশীল মানুষদের উদ্ধার করবেন। সমৃদ্ধ থাকবেন জ্ঞান, অনুধাবনশক্তি আর চর্চায়।

খ্রিষ্টপূর্ব ২০২ থেকে খ্রিষ্ট পরবর্তী ২২০ অব্দি বিস্তৃত হান সাম্রাজ্যের সময়ে সংগঠিত হয় লি হং মতবাদ। একজন আদর্শ শাসক তিনি; যেমনটা ধর্মগ্রন্থ বর্ণনা করেছে। ক্রমবর্ধমান ভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে জমিনে শান্তি নেমে আসবে। ব্যক্তি, সমাজ আর রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দূরীভূত হবে কালিমা। কখনো কখনো লাওৎসের ভবিষ্যৎ অবতার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাকে ব্যবহার করে পরবর্তী চীনে বহু বিদ্রোহ এবং আন্দোলন বৈধতা পেয়েছে।

পৃথিবীর সমাপ্তি সংক্রান্ত আলোচনা বিধৃত 'থাইশাং তংউয়ান শেং চৌ চিং' নামক গ্রন্থে। অন্যান্য অনেক মেসিয়ানিক মতবাদের মতো, তাওবাদেও পৃথিবীর সমাপ্তি মানে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থার পরিসমাপ্তি এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনা। ইতিহাস সেখানে চক্রাকার।

অবশেষ

প্রধান ধর্মগুলোর বাইরে রাশান, লাতিন আমেরিকান এবং আফ্রিকান অনেক ধর্মেও মেসায়াহ মতবাদ ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আবেদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অঙ্কিত হয়েছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিত্র। জগতের অন্যায় আর অনাচারের পতন ঘটিয়ে পরিশুদ্ধ আর সুখী সময়ের প্রতিশ্রুতি। অধর্মের কাছে প্রতি পদে মার খাওয়া ধার্মিকদের জন্য ইহকালীন বিজয়ের আশ্বাস। আত্মানুসন্ধানীর জন্য সান্ত্বনা রাত্রিশেষের।

সব সময় মানুষ মেসায়াহর অপেক্ষায় থাকেনি। সমাজের অবিচার আর নিপীড়ন বৃদ্ধি পেলে মজলুমদের মধ্য থেকে কেউ বিদ্রোহ করেছে এই ধর্মতত্ত্ব প্রয়োগ করে। কেউ ব্যবহার করেছে নিজের স্বেচ্ছাচারী শাসনকে শক্তিশালী ও বৈধ করতে। সকল ধর্মের ইতিহাসে তাকালে তাই অজস্র মেসায়াহ দাবিকারীর নাম পাওয়া যায়। সেই জেরুজালেমে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে হিটলারের নাৎসি মেসিয়ানিজম। প্রাচীন চীনের ইয়োলো টারবান বিদ্রোহ থেকে সুদানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই মতবাদ দিয়েছে শক্তি ও সমর্থন। তাই শুধু

ধর্ম নিয়ে মেসায়াহ বুঝতে যাওয়াটা অবিচার হবে; নিপীড়িত কৃষকদের মুক্ত করতে জমিদার এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা বেগের মাহদি দাবি তার বড় প্রমাণ।

RM: শিয়াদের ঈমাম মাহদী কিন্তু আমাদের ঈমাম মাহদী নয়। ওরা গুহায় লুকানো ঈমাম মাহদী নামে যার জন্য অপেক্ষা করছে, সে মূলত দাজ্জাল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, আমরা যেমন ঈমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছি। ঠিক তেমনি সমস্ত কাফেররাও বিভিন্ন নামে দাজ্জালের অপেক্ষায় আছে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে তখন সমস্ত কাফেররা ওর প্রভুত্ব গ্রহণ করে নিবে। এবং অত্যাধুনিক মুসলমানেরাও। আর তখন তাওহীদ বাদীদের অবস্থা খুবই কঠিন হবে। খুব কঠিন। খুব।

কল্কি বিভ্রান্তি

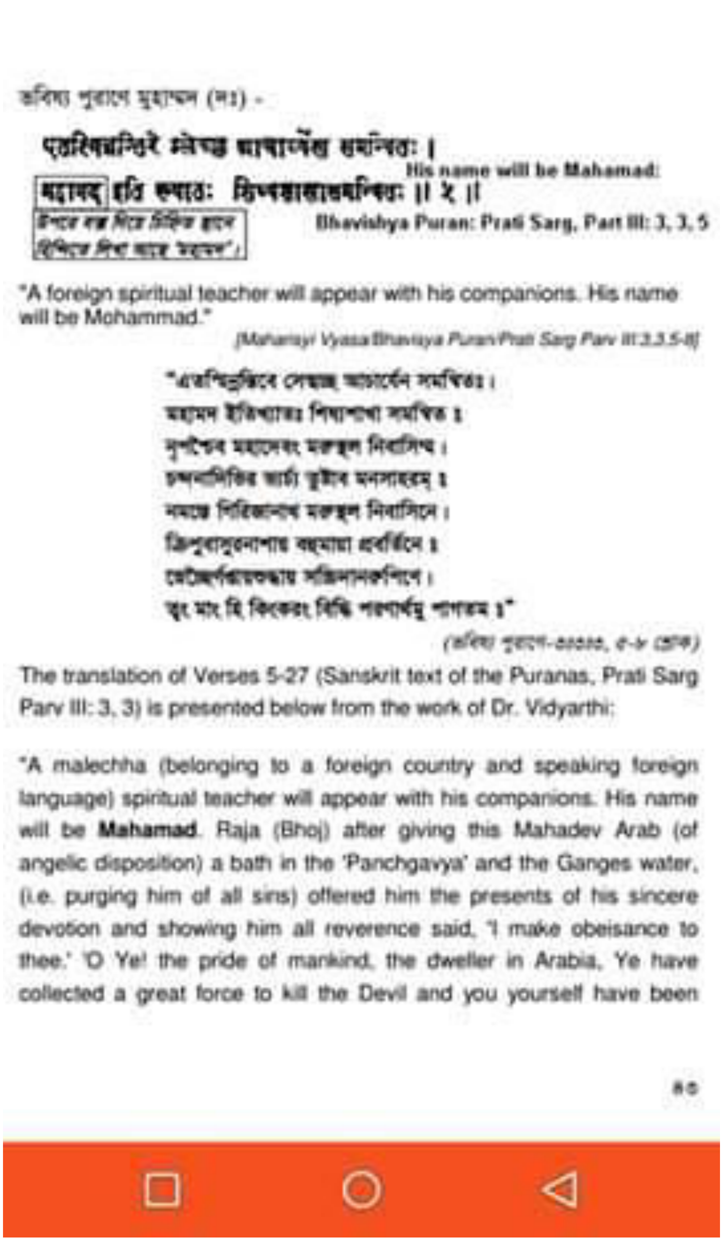

ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মদ (সঃ) -

His name will be Mahamad:

Bhavishya Puran: Prati Sarg, Part III: 3, 3, 5

"A foreign spiritual teacher will appear with his companions. His name will be Mohammad."

[Maharsyi Vyasa/Bhavisya Puran/Prati Sarg Parv III:3,3,5-8]

The translation of Verses 5-27 (Sanskrit text of the Puranas, Prati Sarg Parv III: 3, 3) is presented below from the work of Dr. Vidyarthi:

"A malechha (belonging to a foreign country and speaking foreign language) spiritual teacher will appear with his companions. His name will be **Mahamad**. Raja (Bhoj) after giving this Mahadev Arab (of angelic disposition) a bath in the 'Panchgavya' and the Ganges water, (i.e. purging him of all sins) offered him the presents of his sincere devotion and showing him all reverence said, 'I make obeisance to thee.' 'O Ye! the pride of mankind, the dweller in Arabia, Ye have collected a great force to kill the Devil and you yourself have been

অর্থঃ "হে লোক সকল! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, 'প্রশংসিত জন' লোকদের মধ্য থেকে উত্থিত হবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ জনের মধ্যে পেলাম।"

এখানে বলা হচ্ছে নরাশংস অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তির কথা। যিনি ষাট হাজার মানুষের মধ্যে অন্যতম হবেন। যিনি দশ সহস্র মানুষ নিয়ে রাজ্য বিজয় করবেন। বেদ যে নরাশংসের কথা উল্লেখ করেছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ (স)।

মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ভারত ধর্মাবলম্বীগণের উক্তি ঃ

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ইং) বলেছেন ঃ স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একবার এক দর্শক সভায় এই মর্মে মন্তব্য পেশ করেন যে, "হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন একজন মহান নবী। তিনি যেমন সাহসী

হিন্দু ধর্মের শেষ অবতার কল্কিকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দু ধরনের স্ট্রিম পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে আমাদের নবী(স) এর কথা আরেকটি দাজ্জালের। হিন্দুধর্মীয় স্ক্রিপচার গভীরভাবে পড়লে মনে হতে পারে কল্কি নাম দিয়ে আমাদের মহানবী(স) এর কথা বলা হচ্ছে। শুধু কল্কিই নয়। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রেয়বুদ্ধর ব্যাপারেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু আলেমশ্রেনীর ব্যক্তিরাও এ ব্যপারে একমত। তবে হিন্দুদের একাধিক গ্রন্থে সরাসরি 'মুহম্মদ' নামটি এসেছে যা পার্থক্য করে দেয়

কিন্তু কথা হচ্ছে বর্তমানসময়ে কল্কি বা মৈত্রেয় মসীহ বলে যার অপেক্ষা করা হচ্ছে

সে দাজ্জাল বিনা আর কেউ নয়। বিষয়টা এরূপ যে ঈসা (আ) একজন সত্য নবী। কিন্তু ইহুদীপন্থী খ্রিষ্টানরা 'লর্ড ক্রাইস্ট' নামে দাজ্জালেরই আবির্ভাবেরই অপেক্ষা করছে।তেমনিভাবে হিন্দু আর বৌদ্ধধর্মের বর্নিত নবী(সা) এর বর্ননায় চ্যুতি ঘটেছে, মুশরিকদের দ্বারা। সারাপৃথিবীতে এ মুহূর্তে কল্কি ও মৈত্রেয় মেসায়াহ এর কথা বলে দাজ্জালকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। কল্কি বা মৈত্রেয় নামে বর্তমানে যে দাজ্জালের অপেক্ষমানতার কথাই বলা হচ্ছে তার লক্ষন-প্রমানই সবচেয়ে বেশি।এর সপক্ষে কাজ করছে ইল্যুমিনাতি ও ফ্রিম্যাসনের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর সকল আধ্যাত্মবাদী-রহস্যবাদী সংগঠন। আর তাদের অর্থনৈতিক সাহায্যে আছে ইউনাইটেড ন্যাশন, এজেন্ডা ২১ ইত্যাদি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক।

______________________________(আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন)

উত্তরণ বেদে বলা হয়েছে ঃ

" La Ilha Harti Papam
Illa Ilaha Param Padam
Janma Baikuntha Par Aup-inuti
Janpi Namo Muhammadam "

(Uttarayan Vedas.)

Approximate Meaning: There is no shelter but "La Ilaha ......" to get rid of sin. The shelter of Ilah (Allah) is the actual shelter. If one is born on earth, there is no alternative to getting salvation from sin but to take shelter in Ilah (Allah). And for this, it is essential to follow the path shown by Muhammad.

**"লা-ইলাহা হরতি পাপম ইল্লা ইলহা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠ অপ সুতি তজপি নাম মুহাম্মদম ঃ"**

(উত্তরণ বেদ। আদকারি, পঞ্চম অধ্যায় ।)

অর্থঃ " লা ইলাহা কহিলে পাপ মোচন হয়। ইল্লাহা কহিলে উচ্চ পদবী যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করিতে চাও, তবে মোহাম্মদ নাম জপ কর।"

ঋগ্বেদের ২১১২১৬ এ মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে 'কীরি' সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

"যো বধ্রুসা চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাম মানস্য কীরেঃ"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ঃ ২১১২১৬)

অর্থ ঃ "যিনি তাঁর ভক্ত, তিনিই (কীরি) তাঁর প্রভুর সাথে সম্পর্কিত।"

প্রকৃতপক্ষে এ কথা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যে মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল এবং বান্দা (ভক্ত বা মানুষ) ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে যে "হে মোহাম্মদ, আপনি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট প্রত্যাদেশ ওহি অবতীর্ণ হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একক- অদ্বিতীয়।" (সুরা কাহাফ-১১০)। ঋগ্বেদে এই সম্পর্কিত মানুষটিকে 'কীরি' নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংস্কৃত 'কীরি' শব্দের অর্থ মহাপ্রভুর

সামবেদে মুহাম্মদের পরিচয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যার নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' হবে এবং গো মাংস খাওয়ার আদেশ দিবেন, সেই দেবতাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় দেবতা।

Look at the following Sanskrit Sloakas from Sama Veda:

**" 'Ma' dau bartita Deva, 'Da'-Karante Prakirtiat,
Brishanang Vakhwaet, Soda Veda Shastray Chasmrita"**

Meaning: The devota whose name starts with a 'Ma' and ends with a 'Da' and who re-estabishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.

(Translated by Mr. Abul Hossain Vattacharya, who was also a returning Muslim, and was a Brahmin by Cast from the Hindu religious denomination)

**"মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা।
বৃষানাং বক্ষয়েৎ সদা বেদা শাস্ত্রেষ্মৃতা ঃ"**

(সামবেদ সংহিতা)

অর্থঃ "যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর "ম" ও শেষ অক্ষর "দ" এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করিবেন, তিনিই হইবেন বেদানুযায়ী ঋষি।"

সর্বশেষ প্রসংসাকারী। আরবীতে যাকে বলা হয়েছে আহমদ যার অর্থ হল প্রসংশাকারী।

ব্রহ্মসূত্রে মুহাম্মদ (দঃ) -
ব্রহ্মসূত্রের ৪১, ৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় শেষ নবীর পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

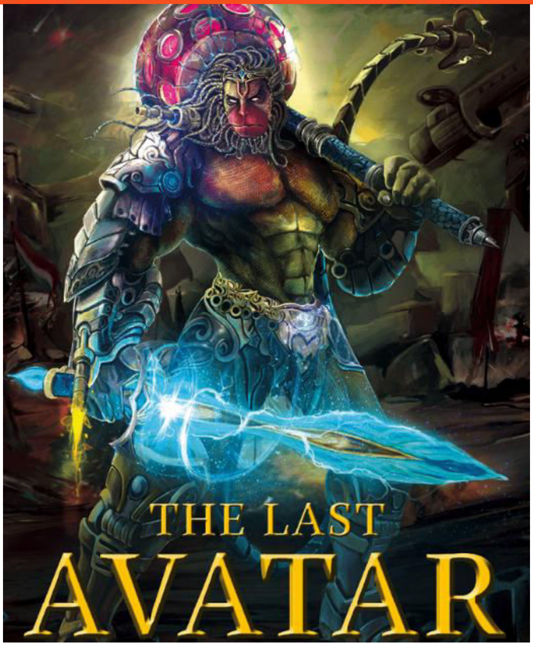

শিখ ধর্মে মাহদী ও তাগুত কল্কি

Wheel of Time Tantra

In the Buddhist text *Kalachakra Tantra*, the righteous kings are called Kalki (Kalkin, lit. chieftain) living in Sambhala. There are many Kalki in this text, each fighting barbarism, persecution and chaos. The last Kalki is called "Cakrin" and is predicted to end the chaos and degeneration by assembling a large army to eradicate the "forces of Islam".[4][5] A great war and Armageddon will destroy the barbaric Muslim forces, states the text.[4][5][6] According to Donald Lopez – a professor of Buddhist Studies, Kalki is predicted to start the new cycle of perfect era where "Buddhism will flourish, people will live long, happy lives and righteousness will reign supreme".[4] The

বৌদ্ধদের কালচক্রে কল্কি অবতারের ইসলামী শক্তি দমনের জন্য মহাযুদ্ধের বর্ননা আছে, যা উইকিপিডিয়াতেও আছে(চিত্রে দেখছেন)।

আজ আরও নতুন কিছু। শিখধর্মের এস্কেটলজি আমাদেরকে বেশ কিছু ভুল শুদ্ধ তথ্য দেয়। শিখধর্মের দশম নানক গুরু গোবিন্দ সিং 'দশম গ্রন্থে' কল্কি ও সত্যযুগ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেন তার সারবস্তু এই যে,কল্কি অবতার যখন যুদ্ধ করে সারা পৃথিবীর প্রায় সিংহভাগ দখল করে নেবে, তখন সে নিজেকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা

দাবি করবে,তখনই সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে মীর(নেতা) মাহদীকে প্রেরন করবেন। এবং অবশেষে ধর্মচক্রের(হিন্দু,বৌদ্ধ,বৈষ্ণব) শেষ অবতার কল্কিকে হত্যা করবেন!

Appearance of Mahdi and Killing of Kalki

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

TOMAR STANZA

ਜਗ ਜੀਤਿਓ ਜਬ ਸਰਬ ॥ ਤਬ ਬਾਢਿਓ ਅਤਿ ਗਰਬ ॥ ਦਿਯ ਕਾਲ ਪ□ਰਖ ਬਿਸਾਰ ॥ ਇਹ ਭਾਂਤ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰ ॥੫੮੩॥

When Kalki conquered the whole world, his pride was extremely increased; he also forgot the Kaal Purakh(Hukam) and said this;583.

ਬਿਨ ਮੋਹਿ ਦੂਸ□ਰ ਨ ਔਰ ॥ ਅਸ ਮਾਨਿਯੋ ਸਭ ਠਉਰ ॥ ਜਗ□ ਜੀਤ ਕੀਨ ਗ□ਲਾਮ ॥ ਆਪਨ ਜਪਾਯੋ ਨਾਮ ॥੫੮੪॥

Kalki Said, There is no second except me and the

same is accepted at all the place; I have conquered the whole world and made it my slave and have caused everyone to repeat my name.584.

ਜਗ ਝਸ ਰੀਤ ਚਲਾਇ ॥ ਸਿਰ ਅਤ□ਰ ਪਤ□ਰ ਫਿਰਾਇ ॥ ਸਭ ਲੋਗ ਆਪਨ ਮਾਨ ॥ ਤਰ ਆਂਖ ਅਉਰ ਨ ਆਨ ॥੫੮੫॥

I have given life again to the traditional and have swung the canopy over my head; all the people consider me as their own and none other comes to their sight.585.

ਨਹਿ ਕਾਲ ਪ□ਰਖ ਜਪੰਤ ॥ ਨਹਿ ਦੇਵ ਜਾਪ ਭਣੰਤ ॥ ਤਬ ਕਾਲ ਦੇਵ ਰਿਸਾਇ ॥ ਇਕ ਅਉਰ ਪ□ਰਖ ਬਨਾਇ ॥੫੮੬॥

No one repeats the name of the Lord-God or the name of any other God goddess;" seeing this the Kaal Purakh created another purusha.586.

ਰੱਚਿ ਅਸ ਮਹਿਦੀ ਮੀਰ ॥ ਰਿਸਵੰਤ ਹਾਠ ਹਮੀਰ ॥ ਤਿਹ ਤਉਨ ਕੋ ਬਧ□ ਕੀਨ ॥ ਪ□ਨ ਆਪ ਮੋ ਕਿਯ ਲੀਨ ॥੫੮੭॥

Mehdi Mir was created, who was very angry and persistent one; he killed the Kalki incarnation within himself again.587.

ਜਗ ਜੀਤ ਆਪਨ ਕੀਨ ॥ ਸਭ ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ॥ ਇਹ ਭਾਂਤ ਪੂਰ ਸ□ਧਾਰ ॥ ਭਏ ਚੌਬਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ॥੫੮੮॥

Those who conquered, the made it there possession they are all under the control of KAL (death) in the end; in this way, with complete improvement the description of twenty-fourth incarnation is completed.588.

ਇਤਿ ਸ□ਰੀ ਬਚਿਤ□ਰ ਨਾਟਕ ਗ□ਰੰਥੇ ਚਤ□ਰ ਬੀਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਰਨਨੰ ਸਮਾਪਤਮ ॥੨੪॥

End of the description of twenty-fourth incarnation in Bachittar natak.

কল্কির জবরদখল ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ননাঃ

After killing the king of Sambhal, Kalki Avtaar started

to conquer the world. He attacked on Kabul, Babul, Kandhaar, Iraq, Balkh, and Rome etc. and killed those who dared to fight against him: -
"Hanney Kaablee Baablee beer baankey. Kandhaaree Harevee Iraaqi nisaakey. Bali Baalkhee Roh Roomi rajeeley. Bhajey traas kai kai bhaye band dheeley.(462)." {page 601}.

Kalki killed the enemies in Kashmir, Bangas, Russia etc.: -
"Katey Kaashmeeree hanney kashatvaaree. Kupey kaashkaaree badey chhatra-dhaaree. Bali Bangasee gorbandee gadrejee. Mahaa-moorh maajindra raanee majejee.(484)

Hanney Roos Toosee kritee chitra jodhee. Hathhey Parasuyyad su khoobaan sakrodhee….(485)." {page 603}.

Kalki Avtaar killed the enemies in Bijapur, Golkunda, Dravid, Tilangaana, Vaidarbh, Bengal, Orissa (all in India) and Nepal: -
"Hanney beer Bijapuri Golkundi…..(504)." {page 604}.

"Drahee Dravarhey tej taa te Tilangi. Hatey Suratee

jang bhangee phirangee.(505). Chapey chaand raja chaley chanad baasee. Badey beer Baidarbh sanros raasee……(506)." {page 604}

"Maagadh maheep mandey mahaan. Das chaar chaar vidya nidhaan. Bangee Kuling Angee ajeet. Morang agar Naipal abheet.(508)." {page 605}

He got victory over China, and then he went to North: -
"Cheen Macheen chheen jab leena. Uttar desh payyana keena…..(548)." {page 607}.
Thus, Sri Kalki Avtaar saved the saints and killed anti-saints: -
"Sant ubaar asant khapaayey.(550)." {page 608}

Now, 'Satyug' was just coming near. All people heard about this. It pleased the minds of saints. They sang the glory of God: -
"Satjug aayo. Sabh sun paayo. Mun mann bhaayo. Gun gan gaayo.(553)." {page 608}
But unfortunately, after conquering the world, Kalki became proud. He forgot the God: -
"Jag jeeteyo jab sarab. Tab baadhhiyo at garab. Diya Kaal Purakh beesaar. Eh bhaant keen bichaar.(583).

সূত্রঃ

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Mahdi_Meer

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Kalki_Avtaar

এবং উইকিপিডিয়া।

উইকিপিডিয়াতে বিষয়টার সংক্ষিপ্ত বর্ননা ছিল। এখন মুছে ফেলা হয়েছে। আমার কাছে স্ক্রীনশট ছিল, এমুহূর্তে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। দাজ্জালের প্রত্যাশীরা এরূপ পরাজয়ের বিবরন প্রকাশ্যে দেখাতে চায় না। এজন্যই হয়ত মুছে ফেলেছে।

প্রথমেই বলেছি, গুরুগোবিন্দের ভবিষৎবাণীতে ভুলশুদ্ধের মিশ্রন রয়েছে। যাদের নূন্যতম ইল্ম আছে তারা ইতোমধ্যে টের পেয়েছেন।
সেটা নিম্নোক্ত হাদিসটি স্পষ্ট করে।

وَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا الْ
بَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُ ،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ
لى الله عليه وسلم عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صد
رُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ وَإِنْ يَخْإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ "الدَّجَّالَ فَقَالَ
هِ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْفَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَ
ا وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ قُلْنَ . "فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ
ةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَ " قَالَ

أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ . "كَأَيَّامِكُمْ
قَالَ "وَلَيْلَةٍ لَ اقْدُرُوا مَرْلاَ ابْنُ عِيسَى يَنْزِلُ ثُمَّ قَدْرَهُ هُ الْبَيْضَاءِ الْمَنَارَةِ عِنْدَ يَمَ
فَيَقْتُلُهُ لُدٍّ بَابِ عِنْدَ فَيُدْرِكُهُ دِمَشْقَ شَرْقِيَّ" .

আন-নাওয়াস ইবনু সাম‘আন আল-কিলাবী (রাঃ)

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেই তার প্রতিপক্ষ হতে হবে। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পক্ষের দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন সূরাহ আল-কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফিত্বনাহ থেকে তার নিরাপত্তার প্রধান উপায়। আমরা বললাম, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকি দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে এক দিন ও এক রাতের সলাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (সলাত পড়বে)। অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং ‘লুদ্দ’ নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং হত্যা করবেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩২১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

অর্থাৎ আল মাহদী নন বরং হত্যা করবেন ঈসা রুহআল্লাহ। এই মহান জঙ্গী সেনাপতি মাহদী(আ) দাজ্জালের শক্তির সাথে পেরে উঠবেন না। তখনই আল্লাহ হযরত ঈসা(আ) কে একটি সাদা মিনার ওয়ালা মসজিদের পাশে আসমান থেকে প্রেরন করবেন।

গোবিন্দের এরূপ ভ্রান্তির ব্যাখ্যা থাকতে পারে নিম্নোক্ত হাদিসেঃ

It was reported that ‘Aa’ishah (may Allaah be pleased with her) said: “Some people asked the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) about soothsayers. He said, ‘They are nothing.’ They said, ‘O Messenger of Allaah, sometimes they say something and it comes true.’ The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: ‘That is a word of truth that the jinn snatches and whispers into the ear of his familiar, but they mix a hundred lies with it.’” (Narrated by al-Bukhaari and Muslim).

দশমগ্রন্থের এরূপ ন্যারেশনে আরেকটি বড় মিথ্যা রয়েছে। উল্লিখিত আছে যে, আল মাহদী স্রষ্টাদাবিকারী কল্কি অবতারকে হত্যা সারাবিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করে এবং

গর্ববোধ করে, পরবর্তীতে সে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পোকার দ্বারা শাস্তির কবলে পড়ে মারা যায়।(নাউজুবিল্লাহ)

আমরা সবাই জানি, পোকার সংক্রমনে মারা যাবে অভিশপ্ত ইয়াজুজ মাজুজরা।

দুইএক% সত্যের সাথে মিথ্যা জুড়ালে যা হয়..।
নিচের হাদিসে বিস্তারিত রয়েছেঃ

بْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَ
نِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ النَّوَّاسَ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَجَابِرٍ، حَدَّ
لَيه وسلم ـ الدَّجَّالَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ، يَقُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله ع
لنَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى رَسُولِ ي طَائِفَةِ االْغَدَاةَ فَخَفَضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِ
فَقُلْنَا يَا . "كُمْ مَا شَأْنُ "اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ
فِي عْتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُرَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيهِ ثُمَّ رَفَ
خْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَ "قَالَ .طَائِفَةِ النَّخْلِ
سِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْ
عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِ كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ
جُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخْرُ
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . "اللَّهِ اثْبُتُوا وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ
وْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَ "وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ
هِ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِينَا فِي وْمُقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَ . "وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ
"هُ فِي الأَرْضِ قَالَ قَالَ قُلْنَا فَمَا إِسْرَاعُ . "فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرًا "صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ
وهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُفَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُ "قَالَ . "كَالْغَيْثِ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحُ
رْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرُ الأَ
رُوعًا وَأَمَدَّهُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ ضُ
هُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ

بَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ مَا بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرِ
لِئًا شَبَابًا مَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَكُنُوزَكِ فَيَنْطَلِقُ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُ
هَلَّلُ لْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَفَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ ا
مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ
ا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِوَاضِعً ضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِالْمَنَارَةِ الْبَيْ
ؤِ وَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُ
طَرْفُهُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يُدْرِكَهُ هُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِييَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُ
مًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ فَيَمْسَحُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى قَوْ
لِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مْ كَذَفِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُ بِدَرَجَاتِهِمْ وُجُوهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ
أَحْرِزْ عِبَادِي إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ وَ
ونَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُويَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ مِنْ .الطُّورِ
يهَا ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِ
حَابُهُ حَتَّى يَكُونَ لَقَدْ كَانَ فِي هَذَا مَاءٌ مَرَّةً وَيَحْضُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْ
يَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ ا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَرَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرً
فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ
حَابُهُ فَلاَ يَجِدُونَ أَصْوَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَ .فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
ونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ قَدْ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ فَيَرْغَبُ
حُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَ
رِ فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَ يُرْسِلُ
تَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُكَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَ
اللَّهُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ سْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُمِنَ الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَ
قْحَةَ لْبَقَرِ تَكْفِي الْقَبِيلَةَ وَاللَّاللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ تَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ ا
هُ عَلَيْهِمْ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُكَ إِذْ بَعَثَ اللَّفَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِ .مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي الْفَخِذَ
نَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى سَائِرُ ال
"تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

নাওয়াস বিন সামআন অল-কিলাবী (রাঃ)

তিনি বলেন একদা, সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই অবস্থান করছে। আমরা বিকেল বেলা পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জাল-ভীতির আলামত লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমাদের কী হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভোরবেলা আপনি আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হলো যে, সে বোধহয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেনঃ আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ। সে যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমার অবর্তমানে যদি সে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরাই হবে তার প্রতিপক্‌ষ। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহই আমার পরিবর্তে সহায় হবে। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক এবং আবদুল উযযা বিন কাতান সদৃশ। তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেনঃ চল্লিশ দিন। তবে এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক

দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনগুলোর সমান। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে একদিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেনঃ তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে? তিনি বলেনঃ বায়ু চালিত মেঘমালার গতিতে।

অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে নিজের দলে ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপর ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেল বেলা তাদের পশুপাল পূর্বের চেয়ে উচুঁ কুঁজবিশিষ্ট, মাংসল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হয়ে (খোঁয়াড়ে) ফিরে আসবে। কিন্তু তারা তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে সে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে এবং তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। অতঃপর সে এক নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের ভাণ্ডার বের করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং তথাকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে, যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। অতঃপর সে এক পূর্ণ যৌবন তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। তার দেহের প্রতিটি টুকরা দু' ধনুকের ব্যবধানে গিয়ে পড়বে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার কাছে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা বিন মরিয়ম

(আঃ) কে পাঠাবেন। তিনি হলুদ রং –এর দু, টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু' জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলে বা নোয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় মণি– মুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে কাফেরকেই স্পর্শ করবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। আর তিনি "লুদ্দ" নামক স্থানের দ্বারদেশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। অতএব তুমি আমার বান্দাদের তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলোঃ "তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুতটে আসবে" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৬)। এদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হ্রদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো।

আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীগণসহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন একটি গরুর মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের একশত স্বর্ণ মুদ্রার চেয়েও মূল্যবান (উত্তম) মনে হবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহর

দিকে রুজু হয়ে দুআ’ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের সৃষ্টি করবেন। ভোরবেলা তারা এমনভাবে ধ্বংস হবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে।

তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তারা সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে নাই। তারা মহান আল্লাহর নিকট দুআ’ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। সেই পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছামত স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি ,স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল উৎপন্ন কর এবং তোর বরকত ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ তাআলা দুধেও এতো বরকত দিবেন যে, একটি দুধেল উষ্ট্রীর দুধ একটি বৃহৎ দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকেদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাদের এ অবস্থায় আচানক আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিয়ে মৃদুমন্দ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। এ বায়ু তাদের বগলের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবয করবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যেনায় লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। [৩৪০৭]

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৭৫

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

ভুল ও মিথ্যার পাশে শিখধর্মের এস্কেটলজিতে কিছু মৌলিক সত্য নিহিত রয়েছে। আমরা জানি,

*দাজ্জাল ইসলামিক মিলিটারির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। তাতে আল মাহদী নেতৃত্ব দেবেন। যার জন্য 'মীর' শব্দটি যুক্ত করেছেন।

*দাজ্জাল নিজেকে সৃষ্টিকর্তা দাবি করবে।

*অবশেষে ইসলামি শক্তির হাতেই নিহত হবে।

*আল মাহদীর সমকালীন সময়ে পরাশক্তিরুপে দাজ্জালের জোটই ইসলামের বিরুদ্ধে লড়বে।

উপরের বিষয়গুলি শিখইজমের এস্কেটলজিতেও রয়েছে। তাছাড়া কালচক্রে কল্কির ব্যপারে এস্কেটলজিক্যাল ভার্সগুলো দারুণভাবে স্পষ্ট করে এটাই দাজ্জাল।

মনে রাখবেন কুফরের জন্ম পূর্বদিকে, এবং দাজ্জালের পূর্বদিকে থাকার সম্ভাবনাও

প্রবল। নিচের হাদিসগুলোও তারই ইঙ্গিত দেয় । আল্লাহ উত্তম জানেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকদের মধ্যে।' সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩০১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

'Behold [Dajjal] is in the Syrian sea, or the Yemeni sea. Nay, on the contrary he is in the East , he is in the East , he is in the East ,' and he pointed with his hand towards the East .
(Sahih Muslim , Book #041, Hadith #7028)

হিন্দু-বৌদ্ধদের গ্রন্থে সাম্বালা,আগার্থি শব্দ গুলো দ্বারা কল্কির গুপ্তরাজ্যকে বোঝানো হয় যা ভারত অথবা তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল অথবা মরুভূমি অথবা মাটির তলে অথবা ভিন্ন ডাইমেনশনে আছে বলে কাফেররা মনে করে। মুশরিকরা এখন তার

অপেক্ষা করছে। দেখুন 'লজিক্যাল হিন্দু' চ্যানেলের একটি ভিডিও। আমরা এ সময় সবাই অবগত যে UFO,USO,crop circle ইত্যাদি বিষয় গুলো দাজ্জালের সাথে সংশ্লিষ্ট শয়তানজ্বীন ও মানুষের কীর্তি। ভিডিওটিতে দাজ্জালের অপেক্ষমান মালু বলছে, তিব্বতীয় ও ভারতীয় অঞ্চলে যে সকল আনআইডেন্টিফাইড ফ্ল্যাইং অবজেক্ট দেখা যায় তা কল্কির আবির্ভাবের প্রস্তুতির সাথে সম্পৃক্ত এডভ্যান্স সিভিলাইজেশন বা higher being, যাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লোকাল

তিব্বতিয়রা জ্ঞাত আছে। । এমনকি এক্ষেত্রে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপও কামনা করে ওই শয়তানের পূজারী।

দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=OfhxEYb2XQk

এবং আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন।

<u>২০০৪ সালের এ ঘটনা যারা জানেন না তাদের জন্য:</u>

<u>ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসঃ</u>

.

হযরত আবু সাইদ আল খুদরি (রাঃ), নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে ইমানদারদের থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে। তার সাথে দাজ্জালের প্রহরীদের সাক্ষত হবে। তারা তাকে বলবে কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছো ? সে বলবে আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে চাচ্ছি। প্রহরীরা বলবে আমাদের রবের প্রতি তোমার ইমান নেই ?? সে বলবে আমাদের রবের কোন

গোপনীয়তা নেই। তারা বলবে একে হত্যাকরো। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবলি করবে, তোমাদের রবের অগোচরে কোন ব্যক্তিকে হত্য করতে নিষেধ করেনি ? তারপর তারা তাকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে। যখন মুমিন ব্যক্তিটি দাজ্জালকে দেখবে, তখন বলবে হে লোক সকল.!! এইতো সেই দাজ্জাল যার কথা রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন। এর পর দাজ্জালের নির্দেশে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, তার পেট ও পিঠ উন্মুক্ত করে পেটানো হবে। তুমি কি আমার উপর ইমান এনেছো ?? মুমিন ব্যক্তি বলবে তুই-ই তো সেই মাসিহ্ দাজ্জাল। এর পর তার মাথ হতে দু পায়ের মাঝ পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে ফেলা হবে। এর পর দাজ্জাল তাকে আবার জীবিত করবে এবং এখন তো ইমান পোষন করেছে ?? সে বলবে তোর সম্পর্কে এখন আমি আরো স্পট হলাম। সে মানবদেরকে সম্মোধন করে বলবে, হে মানবমন্ডলী.!! আমার পরে এ আর কাওকে কিছু করতে পারবেনা। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে। আল্লাহ্ তার ঘাড়কে গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পিতলে মুড়িয়ে দিবেন। সে তাকে আর হত্যা করতে পারবেনা, ফলে দিশে হারা হয়ে তার দু হাত,পা ধরে নিক্ষেপ করবে। সবাই দেখবে সে আগুনে নিক্ষেপ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেহেস্ত নিক্ষিপ্ত হবে। রাসুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, এই ব্যক্তি আল্লার নিকটে মানব জাতির মধ্যে সবচাইতে উন্নত স্তরের শহীদের মর্যাদা লাভ কবেন। (মুসলিম-৭০১৯)

.

বিস্ময়কর সাক্ষাতকারঃ

"এখন আপনাদেরকে আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা জানাতে চাই। গত ২০০৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্যালেস্টাইনের টিভি চ্যানেল আল আকসা টিভিতে সেখানকার একজন আলেম ঈসা বাদওয়ান এক সাক্ষাতকারে এক বিস্ময়কর তথ্য দেন। যা নিশ্চিতভাবে মুসলিম জাহানের জন্য ভাবার বিষয় এবং সতর্কবার্তা।
এখানে সাক্ষাতকারের অংশটি তুলে ধরছি।

ঈসা বাদওয়ানঃ একজন লোক, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং বিশ্বাস করি, সঙ্গত কারণেই আমি তার নাম বলতে চাচ্ছি না – তো তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাকে থামালো এবং ঐ স্ত্রীলোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কারণ, ঐ বৃদ্ধার মেয়ে ঐ হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেছে। লোকটি ঐ বৃদ্ধার অনুরোধটি রাখল এবং তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালের বাইরে প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করল। এক ঘন্টা করে ঐ বৃদ্ধা তার মেয়ে এবং মেয়ের নবজাতক শিশুপুত্রকে নিয়ে বের হয়ে গাড়িতে উঠল। যখন তারা গাড়িতে উঠল, তখন ঐ নবজাতক সবাইকে অবাক করে দিয়ে সালাম দিল। আমরা অবাক হয়ে সালামের উত্তর দিলাম।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ নবজাতক কথা বলে উঠল?

.

ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, নবজাতক শিশুটি। এবং আমরা এটা শেখ নিজারসহ অন্যান্য আলেমকে জানিয়েছিলাম তখন। তো লোকটি যা বলল তা হল যে, শিশুটি বলল, "আমিই হলাম সেই বালক যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে, এরপরে আর কাউকে সে

হত্যা করতে পারবে না।” এবং আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জাল যাকে হত্যা করে জীবিত করবে এবং আবার হত্যা করবে কিন্তু পরে আর জীবিত করতে পারবে না। সে হবে একজন যুবক। যাকে শ্রেষ্ঠ শহীদ বলা হয়েছে। আর যুবক বলতে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সকেই বুঝায়।

আমি মনে করি, এই ঘটনা আমাদের জন্য অনেক খুশির খবর বহন করে। কারণ, আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জালের আগমন ঘটবে ইমাম মাহদির উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুল জয়ের পর।

.

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ এখন সেই বাচ্চার কি অবস্থা?

.

ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, এখন আমরা আলেমরা তাকে চিনি। এবং আমরা তার খেয়াল রাখছি। আমি সব মানুষকে এবং সব আলেমদেরকে জানাতে চাই যে, বিজয় অতি নিকটে। ইমাম মাহদি এখন আমাদের মাঝেই অবস্থান করছে (এই বাচ্চার জন্মের উপর ভিত্তি করে)।

ইনশাআল্লাহ, ফিলিস্তিনবাসী, খুব শিগগিরই এ বিজয়ের সাক্ষী হবে এবং এই ধর্মকে (ইসলামকে) এর আলোকে ছড়িয়ে দিবে।

(সাক্ষাতকারের অংশ বিশেষ শেষ)

এই শিশুটির জন্ম হয় ২০০৪ সালে। আর উদ্বিগ্নের বিষয় হল, ২০০৮ সালে এই সাক্ষাতকার জনসম্মুখে প্রকাশ হবার কয়েক মাস পর ২০০৮/২০০৯ সালে ইসরাইল

রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ ও বোম্বিং শুরু করে ১৪০০ শিশু হত্যা করে এবং প্রায় ৪০০০ শিশুকে আহত করে। শুধু তাই নয়, ইসরাইল এই সাক্ষাতকারে উল্লেখিত আলেম শেখ নিজারকে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষাতকারের ১১ মাস পরে এফ ১৬ বিমান দিয়ে ২০০০ পাউন্ডের বোমা নিক্ষেপ করে। যার ফলে শেখ নিজার তার চার স্ত্রী ও এগার সন্তানসহ শহীদ হন। শেখ নিজার ছিলেন গাজার অন্যতম প্রভাবশালী আলেম। তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইমাম সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসরাইলের সাথে যুদ্ধরত আল কাসসাম মুজাহিদ ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কমান্ডারও ছিলেন।"

ভিডিও লিংকঃ

https://www.memri.org/tv/palestinian-cleric-issa-badwan-mahdi-was-born-palestine-four-years-ago-muslim-conquest-rome

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর '৪০ দিন' এর অপব্যাখ্যা:

হাদিসে এ ব্যপারে স্পষ্ট আছে যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর দুনিয়াতে ৪০ দিন অবস্থান করবে।

احدَّثَنَ ،جَابِرٍ ابْنُ حَدَّثَنَا ،لِيدُالوَ حَدَّثَنَا ،الْمُؤَذِّنُ الدِّمَشْقِيُّ صَالِحٍ بْنُ صَفْوَانُ حَدَّثَنَا
عَن ،أَبِيهِ عَنْ ،نُفَيْرٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ ،الطَّائِيُّ جَابِرِ بْنُ يَحْيَى
و سـ لم عـ لـ يه الله صـ لى اللَّهِ رَسُولُ ذَكَرَ قَالَ ،الْكِلاَبِيِّ عَانَسَمْ بْنِ النَّوَّاسِ
فِيكُمْ وَلَسْتُ يَخْرُجْ إِنْوَ دُونَكُمْ حَجِيجُهُ فَأَنَا فِيكُمْ وَأَنَا يَخْرُجْ إِنْ " فَقَالَ الدَّجَّالَ
عَلَيْهِ فَلْيَقْرَأْ مِنْكُمْ أَدْرَكَهُ نْمَفَ مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى خَلِيفَتِي وَاللَّهُ نَفْسِهِ حَجِيجُ فَامْرُؤٌ
" قَالَ الأَرْضِ فِي لُبْثُهُ مَاوَ قُلْنَا . " فِتْنَتِهِ مِنْ جِوَارُكُمْ فَإِنَّهَا الْكَهْفِ سُورَةِ فَوَاتِحَ
فَقُلْنَا . " كَأَيَّامِكُمْ امِهِأَيَّ رُوَسَائِ كَجُمُعَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَسَنَةٍ يَوْمٌ يَوْمًا أَرْبَعُونَ
اقْدُرُوا لاَ " قَالَ وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ صَلاَةُ فِيهِ أَتَكْفِينَا كَسَنَةٍ الَّذِي الْيَوْمُ هَذَا اللَّهِ رَسُولَ يَا
فَيُدْرِكُهُ دِمَشْقَ شَرْقِيَّ اءِالْبَيْضَ الْمَنَارَةِ عِنْدَ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى يَنْزِلُ ثُمَّ قَدْرَهُ لَهُ
" فَيَقْتُلُهُ لُدٍّ بَابِ عِنْدَ

আন-নাওয়াস ইবনু সাম'আন আল-কিলাবী (রাঃ)

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেই তার প্রতিপক্ষ হতে হবে। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পক্ষের দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন সূরাহ আল-কাহ্‌ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফিত্বনাহ থেকে তার নিরাপত্তার প্রধান উপায়। আমরা বললাম, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকি দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে এক দিন ও এক রাতের সলাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (সলাত পড়বে)। অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং 'লুদ্দ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং হত্যা করবেন।

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৩২১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এত স্পষ্টতার পরেও আজকে একদল মুসলিম ভাইদেরকে পাওয়া যায় যারা এই ৪০ দিনের মেটাফোরিক্যাল ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা চালায়। তারা আপনাকে বলবে, প্রথম যে দিনটি ছিল এক বছরের সমান সেটা মূলত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা। এরপরে যে দিনটি একমাসের সময়, সেটা দ্বারা বোঝানো হয় আমেরিকার নিয়ন্ত্রনে শাসন ব্যবস্থা। এক সপ্তাহের দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দিন = ভবিষ্যতে ইজরাইলের নিয়ন্ত্রনে বিশ্বব্যবস্থা। এরপরের স্বাভাবিক দিনগুলোর দৈর্ঘ্যে পৌছবার পরে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

তাদের এই ব্যাখ্যা একদমই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যা যার সাথে সালাফের কোন সম্পর্কই নেই। তাদের এরকম নব্য উদ্ভাবনের কারন হতে পারে দিবসের দৈর্ঘ্যের বর্ননাকে সাধারন দিবসের কথিত ইউনিভার্সালিটির সাথে এ্যাডজাস্ট করা। র‍্যাশোনাল করা। নতুন কিছুর প্রচার করে ইন্টেলেকচুয়ালি সাপ্রেস করা(নতুন বিদ্যাকে জাহির করা)। অথবা শুধুই অন্ধ অনুসরন। এই অপব্যাখ্যার মূলে গিয়ে পাবেন ত্রিনিদাদে অবস্থানরত আলিম শাইখ ইমরান নযর হোসেন সাহেবকে[১]। তার এদেশীয় অনুসারীই এই বিষয়টির প্রচার করে। এটা ভাল দিক যে, ইমরান নযর হোসেন সাহেব আজকের অধিকাংশ আলিমদের তুলনায় বহির্বিশ্বের ব্যপারে অনেক সচেতন। তিনি শেষ জামানার ব্যপারেও অনেকের চেয়ে বেশি কনসার্নড। তিনি হয়ত কাফিরদের ফিতনার জালগুলোর ব্যপারে উম্মাহকে অবহিত করতে চান।

যেমন, চলমান মুদ্রাব্যবস্থার ব্যপারে তার সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কিন্তু সেসবের সাথে তিনি একদমই মনগড়া কিছু চিন্তাধারা অথবা ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে এমনভাবে প্রচার করেন যেন তিনি একদম সঠিকই বলছেন,অথচ সেসব সালাফের চিন্তাধারার বিপরীতে

চলে যায়। এর একটি হচ্ছে দাজ্জালের প্রকাশকালের ব্যাপ্তি ৪০ দিনের ব্যপারে।

তিনি মূলত তরুন মুসলিম সমাজকে সুফিবাদের দিকে উৎসাহিত করেন। বাতেনি ইল্মচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এদেশীয় তার অনুসারীরা এ সময়টাতে দাজ্জাল সম্পর্কিত কিছু লিখতে গেলে এর প্রতিই খুব গুরুত্ব দেয় যেটা একদমই সাহাবীদের জামা'আতের বাহিরের চিন্তাধারা প্রকাশ করে। এটা উপরে দেওয়া হাদিসটিতেও পাওয়া যায়। উপরে বর্নিত আছে,"..আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে এক দিন ও এক রাতের সলাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (সলাত পড়বে).."।

অর্থাৎ ইমরান নযর হোসেনের অনুসারীরা যেভাবে বলে যে এই এক বছর একটা শাসনামল বা শাসন কাল বোঝায় সেরকম মোটেই না। নতুবা কখনোই অনুমান করে সালাত আদায়ের কথা বলতেন না। আমি জানি সাধারণভাবে এই দলিলের বর্ননাকে তারা অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেবেন নিজেদের অনুকূলে। কিন্তু খুব বেশি লাভ নেই।
অন্যান্য হাদিসগুলো এ ব্যপারটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট করে। এর মধ্যে একটি হাদিস নিচে তুলে ধরছি। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে ৪০ দিনের ব্যাপ্তিকাল এর বিবরণে কোন মেটাফোরিক্যাল/এ্যালিগোরিক্যাল ব্যাপার বলে কিছু নেই। বরং আক্ষরিকভাবেই দিবসের ব্যাপ্তিকাল একবছর/মাস ও সপ্তাহের ন্যায় হবে। আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল(স) দ্বীনের খুঁটিনাটি খুব সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনকেও সহজ করেছেন। কিন্তু এসব সরল

বর্ননায় সাধারনভাবে বাতেনিয়্যাহপন্থীদেরকে বক্রতা তালাশ করতে দেখা যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“দাজ্জালের গাধার (বাহনের) মাঝে চল্লিশ গজের দূরত্ব থাকবে এবং এক একটি পদক্ষেপ তিনদিনের ভ্রমণের সমান হবে। সে তার গাধার পিঠে আরোহণ করে সমুদ্রে এমনভাবে ঢুকে যাবে, যেমন তোমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পানির ছোট নালায় ঢুকে থাক (এবং নালা পার হয়ে থাক)। সে দাবি করবে, আমি বিশ্বজগতের রব এবং সূর্যটা আমার কথা মত চলছে। তোমরা কি চাচ্ছ যে আমি একে থামিয়ে দেই? তার কথায় সূর্য থেমে যাবে। এমনকি একটি দিন মাস ও সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এবার সে বলবে, তোমরা কি চাচ্ছ, আমি এটিকে আবার চালিয়ে দেই? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ দিন। তখন দিন ঘন্টার সমান হয়ে যাবে।

তার কাছে এক মহিলা আসবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি আমার পুত্র এবং স্বামীকে জীবিত করে দিন। তখন শয়তানরা মহিলার পুত্র ও স্বামীর আকৃতিতে এসে হাজির হবে। মহিলা শয়তানকে গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। মানুষের ঘরগুলো শয়তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এক গ্রাম্যলোক দাজ্জালের নিকট আসবে এবং বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের উট ও বকরিগুলোকে জীবিত করে দিন। দাজ্জাল তাদেরকে উট-বকরির আকৃতিতে কতগুলো শয়তান দিয়ে দেবে। এই পশুগুলো ঠিক সেই বয়স ও সেই শরীর স্বাস্থ্যের হবে, যেমনটি তাদের মৃত উট বকরিগুলো ছিল। এসব দেখে গ্রামের অধিবাসীরা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন,

তাহলে আমাদের মৃত উট বকরিগুলোকে কোনক্রমেই জীবিত করতে পারতেন না।...."
(আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

সুতরাং নিজেকে সৃষ্টিকর্তা প্রমানের জন্য বাহ্যিকভাবে দাজ্জালের কথায় (যাদুবিদ্যার কার্যক্ষমতাও আল্লাহর ইচ্ছাধীন) সূর্য থেমে যাবে। এমতাবস্থায় একদিন=মাস/সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এভাবে প্রথমদিনটি ১ বছরের সমান দীর্ঘ হয়ে যাবে। পরের দিন মাস, পরের দিন সপ্তাহের সমান...। এজন্যই আল্লাহর রাসূল(সাঃ) অনুমান করে স্বালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আদৌ ব্রিটিশ,ইউএস বা ভবিষ্যতে ইজরাইলাইত শাসনকালকে বোঝায় না। এবার আশা করি বুঝতে পারছেন তাদের এ নতুন ব্যাখ্যাটি কতটা ভ্রান্ত। সালাফের চিন্তা/ব্যাখ্যা/বোধের বাহিরে কুরআন সুন্নাহর কোন নতুন (তাদের সাথে)সাদৃশ্যহীন যে ব্যাখ্যাই আনা হোক না কেন না অবশ্যই বর্জনীয়।

উইকিপিডিয়া থেকে সম্ভবত সরিয়ে ফেলা হয়েছে যে, শিখধর্ম গুরুগোবিন্দের একটা বিখ্যাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন মাহদী নামের লোকের শত্রুঃ শেষ অবতার- কল্কি বের হবার পরে সূর্য থেমে যাবে এবং ১২ ঘন্টা পর পর একটু করে সরবে!
আমি এ বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই কাউকে শত্রুতার জের ধরে, অপমান করে, কিংবা ছোট করে লিখছি না। শুধুই তাদের কল্যানের জন্যই দলিলগুলো সরলভাবে উপস্থাপন করা। ইমরান নযর হোসেন সাহেবের সুন্নাহ ও সালাফের বোধ পরিপন্থী

এই ব্যাখ্যাটিই বেশি বেশি অনলাইনে প্রচার করা হয়, মানুষ এতে দ্রুত আকৃষ্টও হয়। এজন্যই এটা নিয়ে কিছু কথা লেখা। সামনে তার অন্যান্য ভুল ব্যাখ্যাগুলোকেও দলিল প্রমানের সাথে উপস্থাপন করব যদি সেসব এর ন্যায় ছড়াতে দেখি, বিইযনিল্লাহ।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

Ref:

১.https://youtu.be/Q6Ur8HMN4Yc

অধ্যায়-২: (জীন, শয়তান ও এলিয়েন)

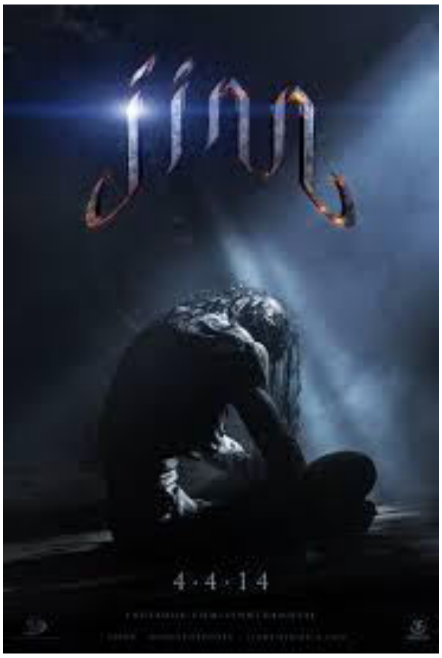

জ্বীন (Djinn / exterrestrial beings):

মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই জ্বীনরা ছিল "পৃথিবী" নামক গ্রহের বাসিন্দা। জ্বীনজাতিকে আল্লাহ প্রতিনিধিত্ব করতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তারা বেশির ভাগই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছিল তাই পরবর্তীতে আল্লাহর মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠান।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে আর জ্বীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া বিহিন আগুনের শিখা হতে এবং আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু (মাটি) হতে"। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বরঃ ৭২২৫)

ইসলাম ধর্মে 'অদৃশ্য' বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানদের উপর ফরজ। আল্লাহ বলেছেন-"এ সেই কিতাব (পবিত্র কুরআন) যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে

এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।” (সূরা আল-বাকারা, ২-৩) "ভূত" বলে কিছু নেই। সাধারনত মানুষ "জ্বীন" প্রজাতিকেই ভূত বলে সিনেমা আর গল্পে চিত্রিত করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে সব সভ্যতাতে জ্বীন সম্পর্কিত supernatural ভিন্ন ঘটনার প্রচলন ছিল।যদিও একেক সম্প্রদায়ে জ্বীনরা একেক নামে পরিচিত ছিল যেমন spirits, demigods, guardians, demons, monsters, sky gods, gods, deities, প্রেতাত্মা, অশুভ আত্মা ইত্যাদি। পাগান-পৌওোলিকরা (দেবদেবীপূজারী ও মূর্তিপূজারী), Wicca, Celtic, Satanitis, Gnosticরা জ্বীন-শয়তানদের “দেবদেবী” হিসেবে পূজা করে।

আরবি জ্বীন (Hidden one) শব্দটির অর্থ অন্তরালে বসবাসকারী গুপ্ত, আবরিত, লুকায়িত কিছু। অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে জ্বীন হল metaphysical প্রকৃতির (PLASMA Beings/ being from shadow world/ beings of other dimensions or spiritual *realms*)। অনেক ইসলামিক স্কলারদের মতে অগ্নিশিখার শেষ প্রান্ত থেকে জ্বীনরা সৃষ্টি, আবার কেউ বলে বিশুদ্ধ আগুন থেকে জ্বীন সৃষ্টি। জ্বীন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই

ভালো জানেন! মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর জ্ঞান আর কুরআনকে যাচাই বাছাই করা যাবে না। তবুত্ত এযুগে বিজ্ঞানপ্রেমী তরুণ-তরুণীরা "জ্বীন" সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আর গবেষকরা কি বলে তা জানতে আগ্রহী। শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী মহাবিশ্বে particle এর সমপরিমাণ অদৃশ্য antiparticle আছে। প্রশ্ন হল এই antiparticleকে জ্বীন বলা যায়? পদার্থবিদ্যা আর বর্তমান বিজ্ঞান কি জ্বীনের ব্যাখ্যা দিতে পারে? ইব্রাহিম বি. সৈয়দ, আমেরিকার কেনটাকিতে লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পারমাণবিক ঔষধ বিশেষজ্ঞ, তার মতে, আমাদের সূর্যের মতো নক্ষত্রে অবিশ্বাস্যভাবে গরম তাপের state of matterকে বলা হয় “প্লাজমা” যা থেকে জ্বীনদের জন্ম হয়। কোরআনের বর্ণিত ধোঁয়াহীন আগুন হিসাবে প্লাজমাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর প্লাজমা থেকে তৈরি জ্বীন 'ভিন্ন' স্পন্দনশীল হারে ' হয়। অনেকেই হয়তো জানে প্লাজমা বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে সক্ষম। বিশ বছর আগে, 'জ্বীন সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ' নামে একটি প্রবন্ধে, UFO বিষয়ে লেখক ক্রিস লাইন লিখেছিল জ্বীন সম্পর্কিত কিছু তথ্য। তার তত্ত্বটি হচ্ছে, জ্বীন হচ্ছে এমন এক সৃষ্টি যা মানুষ থেকে ভিন্ন স্পন্দনশীল হারে (vibratory rate) থাকার কারণে তারা সাধারণত মানুষের কাছে খালি চোখে দৃশ্যমান নয় অথবা আমাদের দ্বারা detectable হয় না। কেননা সাধারনভাবে মানুষ তার বাহ্যিক চোখ দিয়ে ততটুকুই দেখতে বা কান দিয়ে শুনতে পারে যতটুকু তাকে দেখা কিংবা শোনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে “সব জ্বীনই অদৃশ্য”- ভাবাটা ভুল কারণ কিছু জ্বীন মানুষের জগতে বসবাস করে। কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে জ্বীন যদি শক্তির পরিবর্তন করে কোনো প্রাণীর আকার ধারন করে তবে বিজ্ঞানীরা তত্ত্বগতভাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে তাদের পরিমাপ করতে পারে। দর্শন শক্তি, শ্রবন শক্তি, ঘ্রান শক্তি, জিহ্বায় স্বাদ ও ত্বকে অনুভূতি শক্তি-এসব কাজ করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও একটি ইন্দ্রিয় রয়েছে যে ইন্দ্রিয়টিকে অনেকে

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে যা দিয়ে তাই দেখা যায় যা বাহ্যিক চোখ দেখে না; তাই শোনা যায় যা বাহ্যিক কান শোনে না এবং তাই উপলব্ধি করা যায় যা সাধারন ভাবে মানুষ উপলব্ধি করে না। আপনার কি মনে হয় মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অদৃশ্য জ্বীনের জগত দেখা বা উপলব্ধি করা সম্ভব?

কুরআনে জ্বীনকে বলা হয়েছে 'ধোঁয়াহীন শিখা থেকে তৈরি (bodies of essential flame', 'smokeless flame', or 'smokeless fire')। অনুরূপভাবে, ক্রিস লাইনের মতে জ্বীনের শরীর ইনফ্রারেড অংশের শক্তি বিকিরণ থেকে তৈরি (radiate energy from the infrared part of the spectrum) আর অন্যদিকে ফেরেশতাদের দেহ বর্ণের বিপরীত দিকের অদৃশ্য শক্তি থেকে তৈরি হয় - অর্থাৎ, বিজ্ঞানীদের মতে অতিবেগুনী (ultraviolet) থেকে ফেরেশতারা তৈরি; এ কারনে ফেরেশতারা সাধারণত মানুষের কাছে অদৃশ্য। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালীতে (electromagnetic spectrum) ইনফ্রারেডের নীচে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বৃষ্টির সময় আয়োনাজাইশেন, বজ্রপাত ও বায়ুমন্ডলে মাইক্রোওয়েভের প্রসারের ফলে জ্বীনদের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।কিছু জ্যোতিষশাস্ত্রবিদের মতে, সোলার সিস্টেমের কিছু অংশে extraterrestrial beings "extremophile microorganisms" আকারে থাকে। আর নাসার তথ্য অনুযায়ী অন্যান্য জগতের species "microbes" ধরনের। ক্রিস লাইনের তথ্য অনুযায়ী, জ্বীনরা বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রজাতি এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা অন্তত দুটি স্তরের কাজ করে: (1) ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি ব্যবস্থার মধ্যে, এবং (2) একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক (psychic) শক্তি হিসাবে। আল্লাহর অবাধ্য জাদু অনুশীলনকারী ক্বারিন জ্বীন মানুষের মনের কিছু দিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যেমনঃ খারাপ স্বপ্ন দেখানো,

পার্থিব বিভ্রম তৈরি করা, কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা তৈরি করা ইত্যাদি যেমনটা বর্তমান প্রযুক্তি হোলিগ্রাম (holograms) তৈরি করতে পারে।

তবে অবশ্যই জ্বীন-শয়তান মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ব্যতীত। জন্মগ্রহণের সময় প্রত্যেক মানুষের সাথে চারজন ফেরেশতা (Quran 82:10-12) এবং একজন ক্বারিন জ্বীন নিয়োগ করা হয় (Muslim, 2814) । Parallel relam এ বাস করা ক্বারিন জ্বীন হল প্রতিটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত immaterial ছায়াসঙ্গী যে বেশির ভাগ সময়েই তাদের নেতা ইবলিসের জন্য কাজ করে। এই আল্লাহর অবাধ্য ক্বারিন জ্বীনের কাজ হল মানুষকে মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরন করে ফিসফিস করে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা বা খারাপ পরামর্শ দেয়া আর পাপকে আকর্ষণীয় করে দেখানোর মাধ্যমে পাপ কাজ করতে উৎসাহিত করা। যারা অতিসহজেই রেগে যায় এবং যারা তাদের ইন্দ্রিয়কে মূল্যহীন অপবিত্র কাজে বেশি ব্যস্ত রাখে তাদের ক্বারিন জ্বীন সহজেই কুমন্ত্রণা দিতে পারে কিন্তু যারা কুরআন পড়ে-শুনে এবং আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ তাদের সর্তক করার জন্য আল্লাহ তাদের জন্য সুপরামর্শদাতা ফেরেশতা নিয়োজিত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" ক্বারিন জ্বীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল অহংকারী, দুষ্টপ্রকৃতির ও একগুঁয়ে এবং সে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। ক্বারিন জ্বীন মানুষের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার সাক্ষী তাই কিছু গণক মানুষের সাথে ক্বারিন থাকা জ্বীনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সে ব্যক্তির অতীত বা জীবনের কিছু তথ্য বলতে পারে।

পৃথিবীতে দুটি জগত রয়েছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন তিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। জ্বীনের জগত মানুষের জগত সৃষ্টির আগেই পৃথিবীতে ছিল। "সুরা ফাতিহা" যদি আরবি থেকে অনুবাদ করা হয় তবে প্রথম লাইনটির অর্থ হবে "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের মালিক"। এই লাইনটি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এই জগত ছাড়াও আরো জগত আছে। মানুষের জগতের মত আরেকটা জগত তৈরি করতে সক্ষম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা। আল্লাহ বলেছেনঃ"যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ইয়াসীন) জ্বীন-শয়তান আল্লাহর কছে বিশেষ ক্ষমতা চেয়েছিল যার মাধ্যমে তারা মানুষকে দেখবে এবং তারা মানুষের সাথে থাকবে কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে তাদের দেখতে পারবে না যা ইঙ্গিত করে প্যারালাল জ্বীন জগতকে।

আল্লাহ বলেছেনঃ ... "সে (শয়তান) এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।" ... (সূরা আল-আরাফ; আয়াত: ২৭) আল্লাহ বলেছেনঃ "পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না (জ্বীন), তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন" (সূরা ইয়াসীন, 36)। দু'জগতেই আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। জ্বীন ও মানুষের উভয় জগতে ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য, সাগর, আকাশ ইত্যাদি রয়েছে।

আল্লাহ বলেছেনঃ"অতএব, তোমরা উভয়ে (জ্বীন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?"(সূরা আর রহমান) জ্বীন ও মানুষের জগতে রয়েছে দুটি পৃথক পূর্ব ও পশ্চিম দিক। আল্লাহ বলেছেনঃ "আল্লাহ দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।"(সূরা আর রহমান) রসায়নবিদ William

Crooks আবিষ্কার করে আমাদের চারপাশে অদৃশ্য ইলেকট্রিক অবজেক্ট আছে যা প্যারালাল জগত থাকার প্রমাণ দেয়। আইনস্টাইন, Stephen Hawking এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব (quantum particles, quantum mechanics, photon and wave–particle duality, PLASMA world ইত্যাদি) থেকে প্যারালাল জগত থাকার ধারণা পাওয়া যায়। অনেক পর্দার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে জ্বীনরা Parallel Universe-এ বাস করে; মানব এবং জ্বীন জগতের মধ্যে একটি পর্দা (barrier) আছে। কুরআনে উল্লেখ আছে "উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ তৈরি করেছেন এক অন্তরাল (barrier বা veil/পর্দা), যা তারা অতিক্রম করে না।"(সূরা আর রহমান) পৃথিবীতে এমন নদীর নির্দেশন দেখতে পাওয়া যায় যা পাশাপাশি বয়ে যায় কিন্তু একসাথে মেশে না যেমন Rio Negro ও আমাজন নদী।

এই নির্দশন আমাদের বুঝতে শেখায় জ্বীন ও মানুষের জগত পাশাপাশি কিন্তু তাদের মধ্যে আছে পর্দা (barrier/partition)। জ্বীন ও মানুষ উভয় জগতের বাসিন্দাকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের স্রষ্টা আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য। তাদেরকে একে অন্যের জগতের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। যেসব জ্বীন মানুষের জগতে এসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে এবং যেসব মানুষ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া জ্বীনদের জগতের সাথে যোগাযোগ করে তারা উভয়ই সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ উভয় জগত পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য জ্বীন ও মানুষের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ বলেছেনঃ "যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।" (সূরা মূলক) অনেক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে প্যারালাল জগতে প্রতিটি মানুষের মত দেখতে যমজের ন্যায় other self/dark

energy আছে যা ইঙ্গিত করে ক্বারিন জ্বীনকে। জ্বীনদের আয়ু মানুষের চেয়ে বেশি তাই অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মারা গেলেও তার মত দেখতে তার সাথে থাকা ক্বারিন জ্বীন কি প্যারালাল জগতে বেঁচে থাকতে পারে? অনেক সময় psychic mediumরা মৃত মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে দাবি করে;

<u>তারা কি আসলে মৃতের ক্বারিন জ্বীনের সাথে যোগাযোগ করে?</u>

"*I see dead people*" - এটা কতটুকু সত্য? সঙ্গীতশিল্পী জন লেননের মৃত্যুর পর তাকে নাকি অনেকে দেখেছে। মৃত মানুষ এর বেশে জ্বীনকে দেখা কিন্তু অসম্ভব কিছুই নয়। একটি হাদিস ইঙ্গিত করে জ্বীন-শয়তানরা মৃত মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবেঃ আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানব। এ সুযোগে (দাজ্জালের সহযোগী) শয়তান তার মৃত পিতা-মাতার আকৃতি ধরে সন্তানকে বলবেঃ হে সন্তান! তুমি তার অনুসরণ কর।"

আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে পরীক্ষা করার জন্য আধ্যাত্মিক জগতের কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ ও জ্বীন একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং একে অন্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে (they can shift/transfer the energy from one realm to another realm/transcend mental or spiritual barriers)। যারা এই আধ্যাত্মিক বা মানসিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা আল্লাহর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। সীমালঙ্ঘনকারী জ্বীনরা এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে অনেক কিছুকে স্থানান্তরণ করতে পারে।

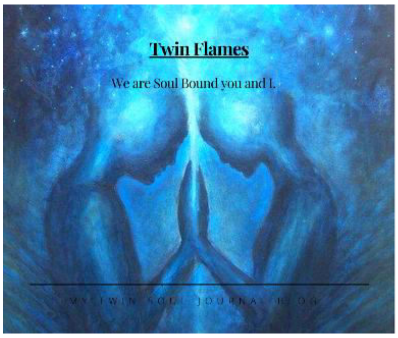

জ্বীন-উপাসকরা বিশ্বাস করে মানুষের দুইটা আত্মা থাকে যাকে তারা বলে “Twin flame” বা “যমজ আত্মা” (two souls/ mirror souls) আর এই দুটি আত্মার মাঝে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ থাকে। আসলে মানুষের আত্মা একটাই থাকে তাহলে এই “যমজ আত্মা” কে? “যমজ আত্মা” না বরং এই সত্ত্বাটি হল মানুষের সাথে থাকা ক্বারিন জ্বীন যে ইবলিসের পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের নফসকে প্রলুব্ধ করে। আল্লাহ জ্বীন-শয়তানদের মানুষের জগত দেখার আর তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতা দিলেও মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অনুমতি দেননি।

ক্বারিন জ্বীন মূলতঃ আল্লাহর অবাধ্য শয়তান তবে মানুষের সাথে থাকা জ্বীন মুসলমান হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থাকা ক্বারিন জ্বীন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাই সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কুমন্ত্রণা দিত না। মানুষের সাথে থাকা ফেরেশতা ভালো কাজ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আপনি কি ভালো কাজের সিদ্ধান্ত নেবেন না খারাপ কাজের সিদ্ধান্ত নেবেন - তা আপনার উপর। বেশির ভাগ সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ বলেছেন: মানুষ বড়ই দ্রুততা প্রিয়। [বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে”।

কিছু মানুষ বলে “আমার মন যা বলে আমি তাই করি।” সে তার মনের দাস নয়, সে শয়তানের দাস! নিজের মনের ইচ্ছাকে আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করাই মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। জেনেশুনে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যারা শয়তানের

কুপরামর্শ ও নিজের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে তারাই পথভ্রষ্ট। আল্লাহ বলেছেনঃ "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?" ইন্দ্রিয়কে অপবিত্র ও অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি নিয়োজিত করলে ফেরেশতা মানুষের সাথে থাকতে পারে না সেক্ষেত্রে ক্বারিন জ্বীনের কুমন্ত্রণায় মানুষ বেশি পাপ কাজে লিপ্ত হয়। নিজের মন্দ চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে জিহাদ। আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির (মনের কামনার) অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (সূরা আল কাসাসঃ ৫০) যখন শয়তান খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) কে খারাপ পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করত, তখন তিনি শয়তানের পরামর্শের ঠিক বিপরীত কাজ করতেন। কোরআন আর হাদিস পুড়ুন। তাহলে বুঝতে পারবেন কোনটা সঠিক কাজ এবং কোনটা ভুল সিদ্ধান্ত। মুমিন চেনে শয়তান আর ফেরেশতার কণ্ঠস্বরের পার্থক্য।

ফেরেশতা বেশির ভাগ সময় পাপ কাজ থেকে সর্তক করার জন্য মানুষকে তার নাম ধরে ডাকে কিন্তু শয়তান যখন মানুষকে পাপ করতে উৎসাহ দেয় তখন তার কণ্ঠস্বর নিজের কণ্ঠস্বরের মতই মনে হয় যেন নিজের মন নিজের সাথে কথা বলছে। "যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা হা-মীম আস সাজদাঃ ৩৬] যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহও তাকে স্মরণ করে। আল্লাহ আদমকে বলেছিলেন: "আল্লাহর বাক্যই ফেরেশতা আপনার হৃদয়ে প্রকাশ করে।" আল্লাহ পবিত্র কুরআনে

বলেছেন: "নিশ্চয় তিনি (জিবরাঈল) আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে তা প্রকাশ করেছেন।" '(২7: 97)

<u>মানুষের সাথে থাকা জ্বীন কি মানুষের মনের কথা পড়তে পারে?</u>

না।মানুষের মনের কথা এক আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। তবে মানুষের ইন্দ্রিয় দিয়ে ক্বারিন জ্বীন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। যেমনঃ আপনি কি ফোনে ম্যাসেজ পাঠালেন তা ক্বারিন জ্বীন পড়তে পারে আপনার চোখ দিয়ে; আপনি যা দেখছেন টিভিতে তা ক্বারিন জ্বীন আপনার চোখ দিয়ে দেখতে পারে; আপনি আয়নায় নিজেকে দেখলে ক্বারিন জ্বীনও আপনাকে দেখতে পারে; আপনি যা শুনছেন তা ক্বারিন জ্বীনও শুনতে পারে এ কারনে আপনি যা দেখছেন ও শুনছেন সে অনুযায়ী সে কুমন্ত্রণা দিতে পারে তবে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা সে জানে না। অনেকসময় মিডিয়ায় “একচক্ষু বিশিষ্ট” বা “all seeing eye” লোগো দেখতে পাওয়া যায় কারন এই লোগো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ক্বারিন জ্বীনও আপনাকে দেখছে আপনারই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (Those Eyes Are Watching You)।

মানুষের শরীরের বেশিরভাগ অণু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির সাথে দুর্বলভাবে যোগাযোগ করে। বিভিন্ন কারনে মানুষের দেহের জীবন্ত কোষে বৈদ্যুতিক, চৌম্বকীয় বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি উৎপন্ন হতে পারে যা Bioelectromagnetism (bioelectricity) নামে পরিচিত। বর্তমানের ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স যেমন টেলিভিশন, ল্যাপটপ, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারে Tissue heating, মস্তিষ্কের

electrical activity এর উপর প্রভাব বিস্তার এবং radiofrequency ও Ionizing radiation এর কারনে ক্যানসার হয়।

তাছাড়া আধুনিক ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নানা ধরনের রেডিয়েশন আছে যেমনঃ রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, এক্সরে, গামা রে, এবং Radiofrequency তরঙ্গ যা electromagnetic ক্ষেত্র তৈরি করে- যার মাধ্যমে জ্বীন-শয়তান মানুষের ডিজিটাল জীবনকে বেশি প্রভাবিত করে কারন জ্বীন-শয়তান ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারে। মানুষের auric ক্ষেত্রে কম্পন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এমন কাজগুলো বেশি করলে জ্বীন-শয়তানের মানুষের কাছাকাছি আসে যেমনঃ বাদ্যযন্ত্র। Aura বা জীবের প্লাজমা ক্ষেত্রের (Phantom Field Effect-high-energy electric field) ছবি তুলতে সক্ষম বর্তমানের Kirlian Photography যা জ্বীনেরও ছবি তুলতে পারে।

গবেষকরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং তার বাস্তব কাঠামোর একটি পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে জানিয়েছে যে পৃথিবীর চারপাশে অদৃশ্য বিভিন্ন ধরণের planes রয়েছে যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি দিয়ে সংযুক্ত হতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছিলেন যে ভূমিকম্প আসে শয়তানের মাথা থেকে। গবেষকরা আবিষ্কার করেছে এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্রভাবের কারনে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের একটি বিশেষ কারন জ্বীন-শয়তানের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যবহার তাই যখন কোন জাতিতে ভূমিকম্পের সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন বোঝা যাবে তাদের মধ্যে গোপনে ও প্রকাশ্যে জাদুচর্চা ও জ্বীন-শয়তান সাধনাও বেড়েছে।

<u>তাহলে যেসব মানুষ জাদুচর্চা করে কিংবা জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য প্রার্থনা করে তারা কিভাবে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করে?</u>

মানুষের মস্তিষ্কে থাকা চোখের ন্যায় "পিনাইনাল গ্রন্থি" (pineal gland) আধ্যাত্মিক জগত এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িত বলে বিশ্বাস করা হয় যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমনঃ হিন্দুদের কাছে তৃতীয় চক্ষু, অন্তচক্ষু, প্রাচীন মিশরীয়দের The Eye of Horus ইত্যাদি। ক্বারিন জ্বীনেরও তৃতীয় চক্ষু আছে। যেসব ক্বারিন জ্বীন ইবলিসের আদেশে তৃতীয় চক্ষু সক্রিয় করে, তারাই মূলতঃ তৃতীয় চক্ষু সক্রিয়কারী মানুষের সাথে সাধনার মাধ্যমে যোগাযোগ করে। কেন পিনাইনাল গ্রন্থিকে চোখের ন্যায় বুঝানো হয়? কারন চোখের retina আর pineal gland এর মধ্যে biological সাদৃশ্য আছে। মনের দেখা আধ্যাত্মিক জগতকে এই পিনাইনাল গ্রন্থির সাহায্যে দেখা যায় বলে পাগানরা একে "মনের চোখ" বা "অন্তর চোখ" (mind’s eye) বলে অভিহিত করে। কিন্তু পাগান ও পৌওোলিকদের মত ইসলাম বলে না মস্তিষ্কের ভেতরে আছে অন্তর চোখ। আল্লাহ Al-Qareeb- ال قريـ ب; তিনি নিকটেই আছেন। মস্তিস্কের তৃতীয় চক্ষুর সাথে (পিনারাল গ্রন্থি) সংযুক্ত হওয়ার সাধনার চেয়ে বরং আল্লাহের কাছাকাছি আসার জন্য Sadr- صدر (বক্ষ বা অন্তর) দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

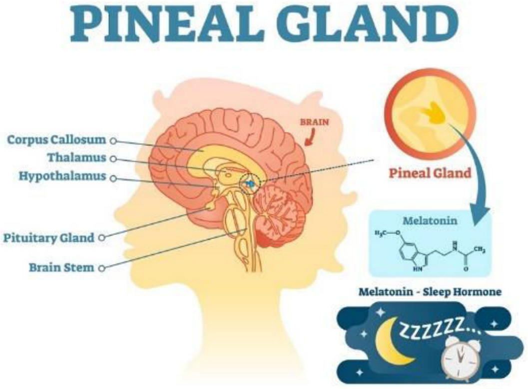

আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী দার্শনিক আর চিকিৎসকরা বলে মন বা অন্তরচোখ থাকে মস্তিষ্কে (পিনাইনাল গ্রন্থি)। কুরআন আর হাদিস মস্তিষ্কের চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে Sadr- صدر (বক্ষ বা অন্তর)কে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। [মুসলিম: ২৫৬৪] বক্ষের অন্তর চোখ না খুললে যতই পাগান আর পৌওোলিকরা মাথার ভেতরে তৃতীয় চক্ষু (পিনাইনাল গ্রন্থি) খুলুক না কেন তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না! কারন তৃতীয় চক্ষুকে সক্রিয় করে সীমালঙ্ঘনকারী মানুষ যখন জ্বীন-শয়তানের সাথে যোগাযোগ করে তখন জ্বীন-শয়তানেরা তাদের আল্লাহর পথের বদলে ভুল পথে পরিচালিত করে।আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদের অন্ধতা বাহ্যিক চোখের নয়, আল্লাহ বলেছেনঃ "বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।" [সূরা হাজ্জ, আয়াতঃ ৪৬] নবী সা: বলেছেন: "মুমিনের সাথে কাফেরের পার্থক্য হল নামায।" নামাযের বদলে যারা শয়তানের সাধনায় মন্ত্র পড়ে মস্তিষ্কের তৃতীয় চোখকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী আর তাদের অপবিত্র অন্তরের সঙ্গী হয় শয়তান। আল্লাহ বলেছেনঃ "আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে"।(Maryam: 83) যারা শয়তানকে ডাকে তারা তাদের অন্তরে শয়তানকে আমন্ত্রণ জানায় আর যারা আল্লাহকে চায় তারা আল্লাহকে ডাকে এতে শয়তান মুমিনদের অন্তর থেকে দূরে থাকে। মুসলমানরা মস্তিষ্কের তৃতীয় চক্ষুকে সক্রিয় করে জ্বীন থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে না বরং তারা মাথার তৃতীয় চক্ষুকে মাটিতে রেখে সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তায়া'লা এবং তাঁর বান্দার মধ্যে যোগাযোগের

সূত্র হচ্ছে নামায। প্রাচীন মিশরের ফেরাউনের মত আল্লাহর সব অবাধ্য জাতিই এই "তৃতীয় চক্ষু" সক্রিয় করে শয়তান সাধনার মাধ্যমে অমর হতে চেয়েছিল।

পিনাইনাল গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের তৃতীয় ভ্যান্টিকেলের উপরিভাগে যা নাকের পিছনে উপরিভাগে cerebrospinal fluid এ ভাসমান। 166২ খ্রিস্টাব্দে ডেসকার্টস পিনাইনাল গ্রন্থিকে "আত্মার আসন"(the seat of the soul) হিসেবে অভিহিত করে। আসলে কি এটা আত্মার আসন নাকি শয়তানের আসন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে উযূ করে, সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান নাকের (মস্তক সংলগ্ন) ছিদ্রের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করে।" (সুনানে আন-নাসায়ী:90) দেবদেবী ও মূর্তিপূজারীদের (পাগান ও পৌওোলিক) বিশ্বাস অনুযায়ী গভীর সাধনার (the seventh chakra, বা crown chakra; the awakening state বা তৃতীয় চক্ষু) মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কের “তৃতীয় চক্ষু” খুলে গেলে তাদের দেবতাদের (জ্বীনদের) দেখা যায় এবং গভীর সাধনার মাধ্যমে তারা পৃথিবী থেকে অন্য জগতে স্থানান্তর এবং ভ্রমণ করতে পারে। তাই যারা জাদুবিদ্যা চর্চা করে কিংবা জ্বীনদের উপাসনা করে তারা তৃতীয় চক্ষু বা পিনাইনাল গ্রন্থিকে সক্রিয় করার জন্য সাধনা করে যেন তারা জ্বীনদের সাথে আধ্যাত্মিক জগতে যোগাযোগ করতে পারে। তাদের বিশ্বাস এই মস্তিষ্কে থাকা তৃতীয় চক্ষু/পিনাইনাল গ্রন্থি খুলে গেলে মানুষের মধ্যে শ্রবণ ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি ক্ষমতার বৃদ্ধি পায় আর মানুষের সাথে থাকা ক্বারিন জ্বীন থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

তারা এই জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নিজেদের “আলোকিত”(so-called enlightenment) মনে করে। শয়তানের সাথে যোগাযোগকৃত এইসব

আলোকিত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় জ্বীন-শয়তানের আদেশে চলে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "আর এই যে মানুষের মধ্যের কিছু লোক জ্বীন জাতির কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে ওরা তাদের পাপাচার বাড়িয়ে দিত।" (সূরা জ্বীন, ৬) গভীর সাধনার মাধ্যমে তাদের তৃতীয় চক্ষু খুলেছে বলে দাবি করে তারা নানা ধরনের geometric shapes, পশু, স্পেসশীপ ইত্যাদি দেখতে পায়, ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন secret society ও অরগানাইজেশনেও এমন জ্বীনসাধনা করা হয়। ইদানীং দেশে-বিদেশে মিডিয়া আর অরগানাইজেশনগুলোর লোগোতে বিভিন্ন ধরনের পাগান ও পৌওলিকদের জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের প্রতীক, চিহ্, সংখ্যা, ভঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায় , যেমনঃ ট্রায়াঙ্গল, এক চোখের ন্যায় ইত্যাদি। এই প্রতীক ব্যবহার ইঙ্গিত করে যে বর্তমান বিশ্বের শাসক, শীর্ষধনী, বিজ্ঞানী, সেলিব্রিটিরা পাগান ও পৌওলিকদের মত পার্থিব লাভের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে জাদুচর্চা ও জ্বীন-শয়তানের সাধনা করছে। জ্বীনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ইসলামে "শির্ক" হিসেবে গণ্য। আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই শির্ক একটি মস্ত বড় অন্যায়" (সুরা লোকমান: ১৩)"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন" (সুরা নিসা: ৪৮)। "নিশ্চয় যে আল্লাহ'র সাথে শির্ক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ: ৭২) তাই মুসলমানরা প্রতি নামাযে "সুরা ফাতিহা"তে বলে "আমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি"।

মুসলমানরা কেবল এক আল্লাহর উপর ভরসা করে; আল্লাহর পরিবর্তে জ্বীন-শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করে না। আল্লাহর ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা যারা জ্বীন-শয়তানের

পূজা করত সেসব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে এখনো অভিশপ্ত জ্বীন-শয়তানেরা অবস্থান করে।ফেরাউনের মত প্রাচীন সভ্যতার কাফের শাসক যারা বিচারদিবসে বিশ্বাস করত না, তাদের মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহের সাথে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ দিয়ে দেয়া হত যেন তারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসলে তা ভোগ করতে পারে।সেসব অভিশপ্ত মৃতদেহের সাথে রাখা সম্পদগুলো এখনো পাহারা দেয় কিছু জ্বীন-শয়তানেরা। তাই যারা জ্বীন-শয়তানের উপাসনা করে তারা সমস্ত অভিশপ্ত স্থানে গিয়ে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের জন্য গভীর সাধনা করে যেখানে তাদের তৃতীয় চক্ষুর সক্রিয়তা বেশি থাকে।

যেমনঃ জ্বীনসাধকরা গিজার পিরামিডে গিয়ে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের জন্য ধ্যান করে। আল্লাহ বলেছেনঃ “তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।” মানুষের জ্বীনদের সাহায্যের নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং জ্বীনদের আল্লাহ আদমকে সেজদা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সাহায্যকারী হিসেবে একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। বেশির ভাগ জাদুবিদ্যাচর্চাকারী, জ্বীন উপাসকরা বিশ্বাস করে জ্বীনরা গায়েব ও ভবিষ্যত জ্ঞানের অধিকারী যা শির্ক।আল্লাহ ব্যতীত কেউ পুরোপুরি গায়েবের খবর জানে না, এমনকি নবীরাসূলদেরও ততটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে যতটুকু আল্লাহ দিতে চেয়েছেন। কুরআনে বর্নিত আছে যে নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) এর অধীনসহ জ্বীনরা নবীর মৃত্যুর পরও বুঝতে পারেনি যে সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) বহু আগেই মারা গেছেন সুতরাং জ্বীনরা সব গায়েবের যদি গায়েবের খবর জানত তবে আগেই বেহেশতে প্রবেশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত!

বেশ কিছু পশুপাখির পিনাইনাল গ্রন্থি সক্রিয় থাকে যেমনঃ ব্যাঙ, কুকুর, ঠান্ডা রক্ত বিশিষ্ট সরীসৃপ ও অন্যান্য। তৃতীয় চক্ষু সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও এই প্রাণীরা "আশরাফুল মাখলুকাত" (সৃষ্টির সেরা জীব) নয়। যেসব পশুপাখির তৃতীয় চক্ষু সক্রিয় থাকে শয়তান তাদের উপর ভর করতে পারে সহজেই। এ কারণে ঘরে কুকুর ও কিছু বিশেষ পশু ঘরে রাখলে ফেরেশতারা প্রবেশ করতে পারে না। অনেক পশুপাখি অন্যান্য জগত অনুভব করতে পারে, শ্রবণ করতে পারে এবং দেখতে পারে যা সাধারন মানুষ দেখতে অথবা অনুভব করতে পারে না। যেমনঃ অনেক পশু কবরের আযাব শুনতে পায়। Al-Barzakh বলতে বুঝানো হয় শারীরিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যে পৃথকীকৃত পর্দাকে। মৃত্যুর পর মানুষ যে (Barzakh) জগতে যায় সে জগত ও পৃথিবীর মধ্যেও একটি পর্দা থাকে যেখানে রুহ অপেক্ষা করে বিচারদিবস পর্যন্ত। সেই (Barzakh) জগতে এ রূহ দেখতে পায়; শুনতে পায় ও তার ইন্দ্রিয় থাকে তাই কবরের আযাব পৃথিবীর মানুষেরা না বুঝলেও তা মৃতরা অনুভব করতে পারে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তোমরা গভীর রাতে খুব কম বাইরে বের হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার কতক (ক্ষতিকর শয়তান) জীবজন্তুকে এ সময় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমাদের কেউ কুকুরের ঘেউঘেউ এবং গাধার ডাক শোনলে যেন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখো না।" (আবু দাউদ, আহমাদ) সব কুকুর বা সব পশু জ্বীন-শয়তান না, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কালো কুকুর শয়তান। সব জ্বীন তাদের নিজের আকৃতি পরিবর্তন করে অন্য প্রাণীর আকার ধারন করতে পারে না এবং তাদের জগত থেকে মানুষের জগতকে দেখতে পারে না, কেবল আল্লাহর অবাধ্য জ্বীন-শয়তান যারা ইবলিসের কথা মেনে চলে এবং জাদুবিদ্যা চর্চা করে তারাই কেবল নিজেদের তৃতীয় চক্ষু ব্যবহার করে তৃতীয় চক্ষু

সক্রিয় থাকা কিছু বিশেষ প্রাণী যেমনঃ বাঘ, কালো কাক, সিংহ, হাতি, সরীসৃপ, কালো কুকুরের দেহে ভর করে মানুষের জগতে বিচরণ করে।

এজন্য অনেক পাগান-পৌত্তলিকরা নানা ধরনের জীবজন্তু পূজা করে। প্রাচীন মিশরীয় ফেরাউন মৃত কুকুর আর বিড়ালকে মামিফিকেশনের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখত। কারন তারা বিশ্বাস করত কুকুর আর বিড়ালের সক্রিয় তৃতীয় চক্ষু ব্যবহার করে তাদের দেবতারা (জ্বীন-শয়তান) সেসব প্রাণীর উপর ভর করে পৃথিবীতে পুনরায় আসতে পারবে। যদিও বর্তমানে অনেক মনোচিকিৎসকরা জ্বীন-শয়তানের প্রভাবকে "মনের রোগ" বলে অভিহিত করে একগাদা ওষুধ প্রেসক্রাইভ করে কিন্তু বেশ কিছু Functional MRI ও Positron Emission Tomography (PET) রিপোর্ট ইঙ্গিত করে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক আচরণের জন্য দায়ী external কিছু বা outside force (জ্বীন)।যেমনঃ alien hand syndrome যেখানে রোগীর হাত নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যেখানে জ্বীনরা রোগীর motor activityকে ও nerve cell activity নিয়ন্ত্রণ করে; আবার কিছু ব্যক্তির শরীর অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাপতে থাকে; Seizures (epilepsy) যেখানে অস্বাভাবিক electrical activity হয় ফলে মানুষের electrolyte imbalances হয়ে পড়ে; অনেকে অবেচতন হয়ে যায়, jinn possession এর কারনে multiple personality disorder হয়; schizophonia, মিথ্যা স্মৃতি, hallucinations, delusions ও স্মৃতিভ্রম হয় জ্বীনের কারনে; Foreign accent syndrome হয় যেখানে ব্যক্তি জ্বীন ভর করার কারনে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জ্বীন ভর করেছিল তখন তারঁ নানা মিথ্যা কল্পনা বা স্মৃতির তৈরি হত যা তিনি করেননি।এ ধরনের মিথ্যা স্মৃতি মানুষকে হতাশ ও

আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে। তখন নবীজী কোন তাবিজ কিংবা ওষুধের উপর নির্ভর করেননি বরং এক আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছিলেন। আল্লাহই নবীজীকে সাহায্য করেছিলেন শয়তানকে দূর করতে।

নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) ব্যতীত আর কোনো নবীকে জ্বীনদের দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেননি আল্লাহ এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও জ্বীন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ধর্মহীনতা ও দুর্বল ঈমান সকল রোগের উৎস। আল্লাহ বলেন"আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আল-ইসরা; আয়াত: ৮২) জ্বীন-শয়তানের আসরে মানুষ মোহাবিষ্ট হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি অসুস্থ বালকের সাক্ষাত পেয়েছিলেন যার ওপর জ্বীনের ভর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটির দিকে ফিরে জোরে বলেন- "ও আল্লাহর শত্রু, বের হয়ে আসো। ও আল্লাহর শত্রু, বের হয়ে আসো। ছেলেটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।" (ইবনে মাজাহ, ৩৫৪৮। আহমদ ৪/১৭১, ১৭২) ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আমি আমার বাবাকে বললাম- কিছু মানুষ মানুষের শরীরে জ্বীনের ভর করাকে বিশ্বাস করে না। তিনি বলেন- ও আমার সন্তান, তারা মিথ্যা বলছে। আসর করা অবস্থায় অসুস্থ লোকের মুখ দিয়ে জ্বীন কথাও বলতে পারে।" (মাজমু আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়াহ ১৯/১২) শয়তান মানুষের কল্পনাকে কলুষিত করে আর তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়"। (Al-Hajj: 52) যদিও বর্তমানের

মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে চায় না যে অনেক সময় মানুষের সাথে থাকা ক্বারিন জ্বীন-শয়তান তার বিপরীত লিঙ্গ হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ সমকামী হয়।

যা কিছু আত্মাহীন (soulless) তাতেই জ্বীন-শয়তানেরা ভর করতে পারে যেমনঃ মূর্তি। খালিদ বিন ওয়ালিদ এর জ্বীন সংক্রান্ত ঘটনা রয়েছে। যখন 'Uzza নামক মূর্তিটি ধ্বংস করা হয়েছিল, তখন মূর্তির ভেতর থেকে একটি জ্বীন এক কালো মহিলার আকারে বেরিয়ে এসেছিল। খালিদ তার তলোয়ার দিয়ে দুই ভাগে তাকে ভাগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তারা এই জ্বীনকে Uzza হিসেবে এবাদত করত। এখন আর তারা জ্বীনকে পূজা করবে না। " (Qadi Iyad, ash-Shifa, 1:362; Khafaji, Sharhu’sh-Shifa, 3:287; Ali al-Qari, Sharhu’sh-Shifa, 1:738; Ibn Kathir, al-Bidaya wa’n-Nihaya, 4:316; al-Haythami, Majmau’z-Zawaid, 6:176.) জ্বীন কখন সহজে একজন ব্যক্তির উপর ভর করে? যারা সহজে রাগ করে তাদেরকে জ্বীন-শয়তান সহজেই ভর করে। তাছাড়া যারা জ্বীনসাধনা, জাদুবিদ্যা চর্চা বা এ ধরনের ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে তৃতীয় চক্ষু সক্রিয় করে তারা তাদের জাগ্রত সত্ত্বাকে বাস্তবতা থেকে সরিয়ে এমন state নিয়ে যায় যেখানে তারা ঘুম ও জাগ্রত-এর মাঝামাঝি অবস্থায় অবস্থান করে। নফসের (Unconscious mind) এরূপ অসজাগ, অসর্তক ও অবচেতন অবস্থায় জ্বীন-শয়তান ভর করে। মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনে মানুষ তার জাগ্রত মনকে অবচেতন অবস্থায় নিয়ে যায় যখন মানুষের ভালো-মন্দ এর পার্থক্য, বুদ্ধিবিবেচনা ও যুক্তি ক্ষমতা লোপ পায় আর এরূপ অসচেতন অবস্থায় (thought and visual/auditory changes in an altered state of

consciousness) জ্বীন-শয়তান মানুষকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ত্র কারনে ইসলামে মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা নিষিদ্ধ। যারা জাদু অনুশীলন করে তারা বিশ্বাস করে যে চন্দ্র ও সূর্য (রাত ও দিন) মানুষের মানসিক কার্যকলাপে প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন তিনি রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের ঘুমের জন্য।

শয়তান রাতে ছড়িয়ে পড়ে। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্কের electrical activity তে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় সুতরাং রাত জাগলে বা নিদ্রাহীন অবস্থায় জ্বীন-শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় বেশি।ত্রছাড়া অলস ও আল্লাহর স্মরণে বিমুখ ব্যক্তি যখন মিউজিক শুনে, টিভি দেখে অহেতুক নিজের ইন্দ্রিয়কে অপবিত্র কাজে ব্যস্ত করে রাখে আর নিজের বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগায় না জ্বীন-শয়তান এই ধরনের মানুষ পাপ কাজ করতে উৎসাহিত করে। যেমনঃ টিভিতে আপনার চোখ যা দেখে যে তথ্য আপনার মস্তিষ্কে পাঠাচ্ছে তা ক্বারিন জ্বীন মস্তিষ্কের কোড হ্যাক এবং এনকোড ও ডিকোড করে আপনাকে পাপ কাজকে "ভাল" ভাবতে উৎসাহিত করতে পারে। এটা অনেকটা আয়নার মত। অধিকাংশ সময় বাদ্যযন্ত্রযুক্ত গান ও টিভিতে চলমান ভিডিওচিত্রগুলো এত দ্রুত শোনানো ও দেখানো হয় যে মানুষ তার মস্তিষ্কের বিচার ও যুক্তি ক্ষমতা সে সময় ব্যবহার করতে পারে না আর তাই মানুষ টিভিতে মিথ্যা বা পাপ কাজ দেখলে তা স্বাভাবিক বলে মনে করে। যে ব্যক্তি জেনে শুনে গানবাজনা আর টেলিভিশনের মিথ্যা জগতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে নিজেই জ্বীনকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, জ্বীন যেমন মানুষের মস্তিষ্কের মেমরির কোডকে crack করতে পারে তেমনি জ্বীনউপাসক বিজ্ঞানীরাও নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের কোডকে bypass করতে সক্ষম। মানুষ তার ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে টিভি দেখলে, মিউজিকের লিরিকস

শুনলে, বা ভিডিও গেমস খেললে তাদের মস্তিষ্কের কোষে মিথ্যা স্মৃতি ভুলে যায় যে আসলে বাস্তবে ঘটে নি।

Dr. Robert Hampson এবং Ted Berger এর মত অনেক neuroscientist ও neural engineerরা মস্তিষ্কে নতুন "মিথ্যা" স্মৃতি সংযোজন করতে পারে mathematical model এর মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে মানুষ এমন একটি জীবনের স্মৃতিকে মনে করবে যা তার জীবনে আসলে হয়নি কিন্তু তা কৃত্রিমভাবে মস্তিষ্কে সংযোজন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র pacemaker সংযোজন করার মাধ্যমে মস্তিষ্কে ইচ্ছামতন স্মৃতি আপলোড করে নেয়া যায় আর মস্তিষ্ককে রিপ্রোগাম করা যায়। প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন একজন মানুষের পুরো স্মৃতিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব যা অনেক সময় দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বের স্মৃতি হারিয়ে ফেলা মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে।সেক্ষেত্রে এই স্মৃতিহীন মানুষকে নতুন করে কৃত্রিম স্মৃতি তৈরি করে দেয়া যায়। AI ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে algorithm দিয়ে মস্তিষ্কের নিউরনের electrical signals কে অনুবাদ করে নেয়া যায় এবং জানা যায় আগের কিছু স্মৃতি ও তথ্য। মানুষের মনের সিদ্ধান্ত জ্বীন জানে না তবে মানুষ যখন তা প্রকাশ করে তখনই তা জ্বীন জানতে পারে।

আলফ্রেড দাবি করে যে, মানুষের শরীরের জৈবিক কোষের মতো জ্বীনদের জৈবিক শরীর আছে যাতে জটিল প্লাজমা একটি তরল-স্ফটিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। মানুষের কার্বন-ভিত্তিক শরীরের একটি মস্তিষ্ক যা কোটি কোটি নিউরন এবং নিউরোলজিক্যাল নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা গঠিত হয় যা বিপুল সংখ্যক তথ্য এনকোড করতে পারে, অন্যদিকে জ্বীনদের বায়োপ্লাজমস শরীরটি অত্যাধুনিক হ্যালোগ্রাফিক মেমরি সিস্টেমের (holographic memory systems) অধিকারী হতে পারে যা রক্তরস তরল স্ফটিকের (plasma liquid crystal) কাজ করে।

অস্ট্রেলিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভি এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান গবেষক হিউম্যান ওল্ড ফিল্ডের মতে জ্বীনদের মানুষের মত শারীরিক অস্তিত্ব আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এক জ্বীন-শয়তান উত্ত্যক্ত করতে আসলে তিনি শয়তানের গলা চেপে ধরেন এবং তখন তার থুথুর শীতলতা নিজের হাতে অনুভব করেন। (মুসনাদে আহমাদ) এই হাদিস থেকে জ্বীন-শয়তানের শারীরিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্বীনরা তাদের শক্তিকে এক রূপ বা আকার থেকে পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে সক্ষম। যেমনঃ কিছু জ্বীন মানুষের বেশ ধারন করতে পারে আবার কিছু জ্বীন পশুর আকার ধারন করতে সক্ষম। জ্বীন অনেক ধরনের হতে পারে: বায়ুর মধ্যে চলাচলকারী একটি প্রকার, একটি সাপের মতো প্রকার, স্কর্পিয়ানস টাইপের, পৃথিবীর পোকামাকড়ের মতো এবং মানবজাতির মতো; মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন ধরনের জ্বীন রয়েছে, একদল যারা সর্বদা আকাশে উড়ে বেড়ায়, আরেক দল যারা সাপ ও কুকুরের আকার ধারণ করে থাকে এবং তৃতীয় দল পৃথিবীবাসী যারা কোনো এক স্থানে বাস করে বা ঘুরে বেড়ায় (বায়হাকি ও তাবরানী)। এক ধরনের জ্বীন পানির নিচে থাকে যারা আল্লাহর আদেশে নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) এর জন্য কাজ করত।

জ্বীনদের গায়ের রং, আকার আকৃতি আর গঠন একেক জনের একেক রকম। এক প্রকার জ্বীন খাটো ও ছোট আকৃতির।

এক প্রকার জ্বীন-শয়তানের গায়ের রং নীলচে। কিছু জ্বীন অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশু/পাখির ন্যায় (Humanoid/human-animal hybrid)। কিছু জ্বীন উট বা সাপের আকৃতিতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নব্যুয়তের খবর পৌঁছানোর পর মদীনায় জ্বীনরা মুসলমান হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার কিছু সাহাবীরা একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। সাহাবীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে ধীরগতির একটি সাপকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন এবং সাপটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কানের কাছে আসে এবং সেখানে কিছুক্ষণের জন্যই সাপটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন যে সাপটি একটি জ্বীন ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠানো আয়াতগুলোর সর্বশেষ আয়াতটি জিজ্ঞাসা করতে সাপটি এসেছিল কারণ জ্বীনেরা তা ভুলে গিয়েছিল। এখনও মদিনার কিছুটা দূরে অবস্থিত "ওয়াদিউল জ্বীন" যাকে "জ্বীনের আবাসভূমি" বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,' নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্যে একজন লোক জ্বীনের মধ্যে থেকে একজন লোকের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তারা লড়াই করে, এবং মানুষ জয়ী হয়। মানুষ তাকে বলল, 'তোমাকে আমার কাছে ছোট ও শুকনা বলে মনে হচ্ছে, এবং তোমার বাহুগুলি কুকুরের সম্মুখ প্যাডের মত দেখাচ্ছে। তোমরা সব জ্বীন কি দেখতে এমন, নাকি কেবল তুমি দেখতে এমন? 'জ্বীন বলল,' না, আল্লাহর কসম, আমি তাদের মধ্যে শক্তিশালী, তবে আমাদেরকে আবার লড়াই করতে দাও, আর যদি আমি আবার পরাজিত হই তবে আমি তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দেব যা তোমার ভাল করবে। 'মানুষ বলল,' উত্তম। 'জ্বীন বলল,' শোন, 'আল্লাহ ব্যতীত কেউই এবাদত করার অধিকার রাখে না। তিনি চিরঞ্জীব, যিনি সকলকে রক্ষা করেন ... '[আয়েত আল কুরসী - আল বাকারাহ ২: ২55]। মানুষ বলল, 'উত্তম।' জ্বীন বলল, 'তুমি তোমার ঘরে এই কথা পাঠ করলে শয়তান বেরিয়ে যাবে যেমন গর্দভ

বাতাসের মধ্যে যায়, আর শয়তান আগামীকাল ভোর পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না।' (আল-দারিমি দ্বারা, 3247)।

কিছু জ্বীন (Ghouls) আবার খানিকটা মানুষের মত। ইবনে মাসউদ বলেছেন: "আমি সে রাতে জ্বীনকে দেখেছি যে রাতে তারা বাটন আন-নাহলে এসে আল্লাহর রসূলের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমি তাদের Zut (লম্বাকৃতির সুদানী উপজাতি) এর মত দেখতে ছিল (Musnad (tahqiq: Ahmad Shakir), 6:165, no. 4353; Suyuti, al-Khasaisu'l-Kubra, 1:343, 2:361) । বিভিন্ন দেশে জ্বীনরা মানুষের বেশে থাকে তারা জাতি অনুযায়ী সাধারন মানুষের মত কথা বলে মানুষের ভাষায় আর তাদের গায়ের রং মানুষের মতই। মানুষের মতই জ্বীনদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, প্লাজমা ভিত্তিক সভ্যতা, সমাজ, সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। জ্বীনের নফস (প্রবৃত্তি) এবং অন্তর আছে। মানুষের মতই জ্বীনদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে, তারাও বিচারের সম্মুখীন হবে এবং কর্ম অনুযায়ী তারা জান্নাত বা জাহান্নাম যেতে পারে। জ্বীনদের একটি দল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তবে তাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী। জ্বীনরাও বিবাহ করতে পারে, তাদের সন্তান আছে, তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ আছে, খাওয়া, খেলা, ঘুম ইত্যাদির প্রয়োজন তাদেরও হয়। জ্বীনদের বংশবিস্তারের হার মানুষের তুলনায় বেশী। শয়তানের ১০ টা সন্তান হলে আদমের ১টা সন্তান হয়। তাদের জগতে নিজস্ব প্রাণী এবং পাখি আছে। প্রাচীন যুগে বিশ্বাস করা হত নাসনাস হল অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক জ্বীন। তারা "শিক" নামের এক জ্বীন (দানব) ও এক মানুষের বংশধর।

সব জ্বীন শয়তান নয় তবে শয়তান জ্বীনের সংখ্যাই বেশি। মানুষের মত জ্বীনদের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই থাকতে পারে। জ্বীনরা মিথ্যা কথা বলতে পারে এবং আল্লাহর কথার অবাধ্য হতে পারে। জ্বীনদের মধ্যেও আল্লাহ জ্বীন-সর্তককারী প্রেরণ করেছেন যারা তাদের আল্লাহর আদেশ মেনে চলার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যেসব জ্বীনরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে ইবলিসের কথা মেনে নিজেদের জগত ও মানুষের জগতকে পরিচালিত করে তারাই "জ্বীন-শয়তান"। তাদের বন্ধু মানুষের জগতের মানুষ-শয়তানেরা। উভয় শয়তানেরা তাদের নেতা ইবলিসের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তার আদেশ পালন করে কারন ইবলিস তার সহযোগী ও জ্বীন মানুষদের নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেসব কাফের জ্বীন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে মানুষ-শয়তান, কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করে তারাই জ্বীন-শয়তান। মুসলমান জ্বীনেরা মানুষকে অকারনে উত্ত্যক্ত করে না।

জ্বীন বিশালাকৃতির স্থাপত্য তৈরি করতে সক্ষম। বর্তমানের ঐতিহাসিকবিদরা বিশ্বাস করে প্রাচীন সভ্যতার পিরামিড, stoneheng ইত্যাদি এলিয়েনদের (জ্বীনদের) তৈরি। জ্বীনদের আছে ক্ষেপণাস্ত্র, জাহাজ বা সাবমেরিনের মত উন্নত প্রযুক্তি। বর্তমানের বেশির ভাগ আবিষ্কারগুলো জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই পেয়েছে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। জ্বীনরা খুব কম সময়ে দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করতে পারে। জ্বীনরা কি মানবসম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? মানুষের জগতের কিছু স্থানে জ্বীন জগত থেকে যাতায়াত করার জন্য পোর্টাল রয়েছে। এইসব পোর্টাল ব্যবহার করে সীমালঙ্ঘনকারী জ্বীনরা মানুষের জগতে আসতে পারে।প্রাচীন সুমেরীয়, ইনকা, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক জাতি বিশ্বাস করত তাদের দেবতা জ্বীন-শয়তানেরা তারা(star) থেকে পৃথিবীতে আসে আবার তারায় ফিরে যায়।

বর্তমানের ufologistদের মতে জ্বীনরা (alien) নিজেদের জগত থেকে বিশেষ ধরনের যান (UFO) দিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে সক্ষম।

ধ্বংসপ্রাপ্ত মায়ান সভ্যতার দেবতারা ছিল অন্য জগত থেকে আসা জ্বীন-শয়তান যারা স্পেসশিপ ও স্পেসস্যুট ব্যবহার করত যা তাদের প্রাচীন কাঠে খোদাই করা তথ্য ও হায়ারোগ্লাফিক থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে মহাকাশ প্রযুক্তির মত পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত উন্নত সভ্যতার শাসকরা তাদের দেবতাদের জ্বীন জগতের সাথে যোগাযোগের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করত ও মহাকাশ ভ্রমণ করত।অনেক সময় শোনা যায় জ্বীনরা মানুষকে অপহরণ করে এবং তাদের যানে করে তাদের জগতে নিয়ে যায় আবার পরবর্তীতে কিছু মানুষকে জ্বীনরা পৃথিবীতে ফেরত দিয়ে যায়। Shaykh al-Islam বলেছেন : জ্বীন মানুষকে নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ সময় সেসব মানুষদের মনে থাকে না কিভাবে তাদের নেয়া হয়েছিল (An-Nubuwwaat 2/804) কিন্তু এই অন্য জগত থেকে জ্বীন-শয়তানের আসার সহজ পথ কোনটি? পৃথিবীর বিভিন্ন মরুভূমি, সমুদ্র ইত্যাদিতে বেশ কয়েকটি পোর্টাল (প্রবেশপথ) ছড়িয়ে আছে যা ব্যবহার করে অন্য জগত থেকে আসা যায় এবং হিমায়িত সমুদ্রের গভীরে, মাটির গভীরে ইত্যাদি স্থানে আছে তাদের ঘাঁটি। যেমনঃ মিশরের পিরামিড, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল/ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল, মেক্সিকোর Zone of Silence ইত্যাদিতে আছে জ্বীন-শয়তানের আসার পথ এবং তাদের ঘাঁটি।

মুহাম্মদ ইবনুল মূসান্না (রহঃ) ... আমির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলাম জ্বীন-এরজনী (অর্থাৎ যে রজনীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্বীনদের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল) কি ইবনু

মাসউদ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, আমি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছি, জ্বীন-রজনী তে কি তোমাদের মধ্য হতে কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিল? তিনি বললেন, না! কিন্তু একরাত্রি আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। এবং তাঁকে পর্বতের উপত্যকা ও ঘাঁটিসমূহে খোঁজাখুজি করলাম। আমরা ভাবলাম জ্বীনেরা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে কিংবা গুপ্ত ঘাতক তাকে মেরে ফেলেছে। আমরা রাত্রটি দ্বারুন উদ্বেগে কাটালাম। ভোরবেলা আমরা (দেখলাম যে,) তিনি হিরা পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে আমরা হারিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু কোথাও পাইনি। ফলে দারুন উদ্বেগের মধ্যে আমরা রাত কাটিয়েছি। তিনি বললেন, জ্বীনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গেলাম এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করলাম। এরপর তারা আমাকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং তাদের নিদর্শন ও তাদের আগুনের নিদর্শনগুলো দেখাল।

এই পৃথিবীতেও কিছু জ্বীন দ্বীপে, পানির নিচে, মরুভূমিতে, পাতালে, গর্তের মধ্যে, কবরস্থানে ও জনশূন্য স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যেসব অপবিত্র স্থানে ফেরেশতাদের বিচরণ নেই সেখানে জ্বীনদের অবাধ বিচরণ, যেমন: কিছু খারাপ জ্বীন (Ifrit) নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত স্থানে কিংবা প্রস্রাব করার জায়গায় থাকে যাদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলমানরা টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্বীন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝখানের পর্দা (barrier) হল পায়খানায় প্রবেশকালে তার “বিসমিল্লাহ” বলা [সুনানে ইবনে মাজাহ , হাদিস নাম্বার:২৯৭] রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

যখন পায়খানা—পেশাবের স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন পড়তেনঃ (আরবি) “হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি – পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে।” (সুনানে আন-নাসায়ী:19) যারা আয়নায় নিজেকে বেশি দেখে; বা বেশিরভাগ সময় নগ্ন থাকে কিংবা বাথরূমে জোরে গান গায় তাদের প্রতি কিছু খারাপ জ্বীন আকৃষ্ট হতে পারে। কিছু জ্বীন-শয়তান মানুষের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাদের সাথে পানাহার করে (বিশেষ করে যাদের ঘরে মূর্তি থাকে)।

মানুষ নামায পরতে শুরু করলে কিছু জ্বীন-শয়তান তার চারপাশে ভীড় করে এবং তাকে অপ্রাসঙ্গিক পার্থিব বিষয় স্মরণ করিয়ে নামায থেকে বিমুখ করতে চায়। শয়তান সাধারনতঃ রাতে ছড়িয়ে পড়ে তাই রাতে ভ্রমন এড়িয়ে চলাই ভালো। যদি কেউ “বিসমিল্লাহ” বলে কোন ভালো কাজ শুরু করে তবে শয়তানের প্রভাব থাকে না। প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

জ্বীন ও মানবসম্প্রদায়কে বিপথগামী করতে আর পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে হলে ইবলিসের প্রয়োজন তাদের সম্প্রদায়ে তার অনুগত শাসক বা নেতা নিয়োগ করা যারা সেই জাতিকে পরিচালিত করবে ইবলিসের পরিকল্পনামাফিক।

এর একটি উদাহরন হল প্রাচীন মিশর। অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মত প্রাচীন মিশরে জ্বীন-শয়তানেরা যাতায়াত করত এবং প্রাচীন মিশরের ফেরাউনের বদৌলতে সেসময় বনী ইসরায়েলরা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ভুলে গিয়ে শয়তানের দেয়া বিনোদন আর প্রযুক্তি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক সময় কাফের জ্বীন-শয়তান মানুষের বেশে শাসকের স্থানে বসে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে চায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন, “আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব

হবে, যারা আমার হেদায়েতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অনুসরণ করবে না। তাদের মধ্যে এমন মানুষ থাকবে যাদের দেহ হবে মানুষের আর অন্তর হবে শয়তানের।” (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন, হাদিস নম্বরঃ ৪৬৩২] নবী সুলাইমান আঃ এর শাসনামলে এক জ্বীন-শয়তান নবী সুলাইমানের বেশে সিংহাসনে বসে মানুষকে জাদুচর্চা করা শিখিয়েছিল।

এ ধরনের জ্বীন-শয়তান মূলতঃ “জাদুকর জ্বীন” যারা প্রাচীন মিশরে ফেরাউনের সময়, প্রাচীন ব্যাবিলনে নিমরুদের সময় ও অন্যান্য আল্লাহর অবাধ্য সম্প্রদায়কে জাদুবিদ্যা চর্চা করা শিখিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, “তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দেয় জাদু ....। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২] এ ধরনের জাদুবিদ্যা আধ্যাত্মিক জগত, জ্বীন ও মানুষের জগতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র, তারকা, stargate, জ্যোর্তিবিদ্যা, horoscope, knot, প্রতীক, অঙ্গভঙ্গি, সংখ্যা ইত্যাদির সাথে জড়িত। হারুত ও মারুত নামে আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতারা জাদুকরদের জন্য পরীক্ষাসরূপ যে ফেরেশতারা নিজেরা কখনোই জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয় না তবে যারা শয়তানের কাছ থেকে জাদুবিদ্যা শেখে তারা সেসব ফেরেশতাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শক্তি লাভ করে। জাদুবিদ্যা চর্চায় আধ্যাত্মিক বা মনস্তত্ত্বিক জগতের উপর নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের বিশেষ প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে জাদুকররা। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, অর্ধচন্দ্র, সুপার মুন, নিউ মুন, রক্তিম চন্দ্র- জাদুচর্চার অংশ কারন জাদুচর্চাকারীরা জ্বীন ও মানুষের জগতের চন্দ্র আর সূর্য একত্রীকরণ এর মাধ্যমে শক্তি লাভ করে।। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে,” সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের দু’টি নিদর্শন, কারো মৃত্যু এবং কারো জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ হয়

না, এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন"। (সুনানে আন-নাসায়ী: 1459) জাদু ও ভাগ্যগণনা কুফর ও শির্ক। আল্লাহ বলেন, "তারা এমন জিনিস (জাদু) শিক্ষা করে, যা তাদের অপকারই করে, কোনো উপকার করে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

আগেও উল্লেখ করেছি জ্বীনদের মধ্যে জাদুচর্চাকারী Shapeshifter জ্বীন-শয়তানরা তাদের অবয়ব পরিবর্তন করতে পারে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় এক জ্বীন-শয়তান মানুষের বেশে কুরাইশের মূর্তিপূজারীদের সাহায্য করে।Bani Mudlij গোত্রের প্রধান Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham এর বেশে হাজির হয়েছিল শয়তান যে তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করেছিল। এই ঘটনাটি বদর যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। আরবের একটি মূর্তিপূজারী গোত্র নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে একসময় যুদ্ধ করতে নিরুসাহিত হয়ে পড়েছিল। তখন শয়তান মানুষের বেশে তাদের কাছে বলে: "আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষা করব যাতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" তাই আবার মূর্তিপূজারীরা তাদের যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়। বদরের যুদ্ধে জ্বীন-শয়তানরা মূর্তিপূজারীদের সাথে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তারঁ সাহাবীদের সহায়তা করে ফেরেশতারা। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের জয় দেন। কোন ব্যক্তি যদি কোন জ্বীনকে ক্ষতিকর, আক্রমণাত্নক ও হিংস্র প্রাণীর বেশে মারে তাহলে তাতে দোষ নেই বলেই বিশ্বাস করেন অনেক ইসলামিক স্কলাররা। কারন যেসব জাদুকর জ্বীন নিজের প্রকৃত আকৃতি পরিবর্তন করে অন্য প্রাণীর অবয়ব ধারণ করে বা রূপান্তরিত হয় তারা সীমালঙ্ঘনকারী শয়তান।

জাদুচর্চাকারী জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তান উভয়ই কাফের। তৃতীয় চক্ষু বা পিনাইনাল গ্রন্থির সংক্রিয়তার সাথে জাদুকর কাফের জ্বীন-শয়তানের সম্পর্ক আছে তাই এই সমস্ত "গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে" রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানরা "সূরা ফালাক" পাঠ করে। এক প্রকার জাদুকর জ্বীন রয়েছে যারা মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয় এবং যাদের দেখলে নবীজী (সাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু জাদুকর জ্বীন-শয়তান বয়সকে কমাতে পারে যেমনঃ বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে তারুণ্য লাভ করা। তাই জ্বীনউপাসক সেলিব্রিটিরা বিশ্বাস করে জ্বীন সাধনার মাধ্যমে তারুণ্যতা ধরে রাখা সম্ভব।

<u>জাদুকর জ্বীন-শয়তানরা জাদুবিদ্যা ও প্রযুক্তিতে খুবই উন্নত।</u>

এ ধরনের কাফের জ্বীন-শয়তান কাফের মানুষ ও যারা জ্বীনদের উপাসনা করে তাদের প্রযুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে সহযোগীতা করে। জাদুকর জ্বীন-শয়তানদের সহায়তায় এখন বিজ্ঞানীরাও epigenetic reprogramming মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি কোষকে ম্যানুপুলেশন করে মানুষের বয়স কমাতে সক্ষম যা reverse aging নিয়ে নতুন গবেষণা "The Salk study" থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন: "..তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।" (সূরা আল বাক্বারাহ) ইহুদি Arthur Welsh আর রাইট ব্রাদারসের মত উদ্ভাবকরা জাদুচর্চার মাধ্যমে জ্বীনদের থেকে পাওয়া তথ্য থেকে বিমান আবিষ্কার করেছিল। মহাকাশযান, বিমান, সাবমেরিন, নিউক্লিয়ার অস্ত্র - এসব তৈরির জ্ঞান জ্বীন-শয়তানেরা প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর জ্বীনউপাসকদেরও দিয়েছিল। জ্বীনরা সৃজনশীল হতে পারে। এজন্য অনেক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, খেলোয়াড়,

লেখক, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, মিউজিশিয়ান, পরিচালক, ডিজাইনার ও অন্যান্য স্রেলিবিটিরা গোপনে জ্বীনসাধনা করে।

তারা জ্বীন-শয়তানদের অনুমতি দেয় তাদের দেহে ভর করার। এজন্য জ্বীনউপাসক স্রেলেব্রিটিদের "ডেভিলস হর্ণ" এর মত নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি ত্রবং প্রতীক ব্যবহার করতে দেখা যায় যার মাধ্যমে তারা কারিন জ্বীনকে দেহে ভর করতে আহবান করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে জ্বীন-শয়তানরা তাদের দেহে ভর করলে তারা আরো বেশি সৃজনশীল ও পারদর্শী হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যে কিছু কাহিনীর প্রচলন আছে যে প্রথমদিকে মিউজিশিয়ান আর বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবকরা পার্থিব লাভের জন্য শয়তানের উপাসনায় নিজের আত্মাকে নিয়োজিত করে পেয়েছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তৈরির তথ্য যেমন Faust, Tartini, Johannes Sebastian Bach, Beethoven ও অন্যান্য। আল্লাহ বলেন: "যার (পার্থিব লাভের) বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ।" জ্বীন-শয়তান ভর করা সংগীতশিল্পীর গানের কথা backwards করা হলে অনেক সময় Speech recognition systems মাধ্যমে শয়তানের কণ্ঠস্বর ও লুকানো ম্যাসেজ ডিকোড করা যায়। যেমন: Eagle band এর "hotel california" গানের backward করলে হয় "Yes, Satan organized his own religion!" জ্বীন-শয়তানের কণ্ঠস্বর আর মানুষের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বর্তমানের AI software মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। জ্বীনসাধক Salvador Dali ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকর্মেও জ্বীন-শয়তানের লুকানো ম্যাসেজ থাকত যা বর্তমানের গবেষকরা ডিকোড করেছে।

<u>মুসলমান জ্বীনেরা কি খায়?</u>

হাড়! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্বীনেরা তার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, যে সমস্ত প্রাণী আল্লাহর নামে যবেহ হবে, তাদের হাড্ডি তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা গোস্তে পরিণত হয়ে যাবে, এবং সকল উষ্ট্রের বিষ্ঠা (গোবর) তোমাদের জীবজন্তুর খাদ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঐ দুটি জিনিস (হাড় এবং গোবর) দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না। কেননা, ওগুলো তোমাদের ভাই (মুসলমান জ্বীন ও তাদের জানোয়ারদের খাদ্য) [সহীহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৮৯১) অন্যদিকে, ইবলিসের সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানরা তাই খায় যা কিছু অপবিত্র, মৃত জীব ও যা কিছু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়নি, যেমন: শূকরের মাংস, আল্লাহর নাম ব্যতীত যেসব মৃত পশু পাখি ইত্যাদি।

আর আল্লাহ মুসলমানদের জন্য জ্বীন-শয়তানের খাবার হারাম করে দিয়েছেন কারণ এইসব অপবিত্র খাদ্য খেলে নানা রকমের রোগ হয়; উদাহরণ স্বরূপ, শূকরের মাংসে Yersinia bacteria এবং **Trichinella** spiralis worm থাকে। আল্লাহ বলেনঃ “মৃত প্রানী, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা — শুধুমাত্র এগুলোই তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন” (আল-বাক্বারাহ ১৭৩) যারা জ্বীনদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে সেসব মূর্তিতে জ্বীন-শয়তানেরা প্রবেশ করে প্রসাদ ও তাদের জন্য উৎসর্গ করা খাদ্য খায়। আরেক ধরনের জাদুকর জ্বীন-শয়তান মৃত মানুষের হাড় আর রক্তপান করে। এ ধরনের জ্বীন-শয়তান সুদর্শন পুরুষ বা নারীরূপে রূপান্তরিত হতে পারে যারা গল্প-সিনেমায় "ভ্যাম্পায়ার" নামে পরিচিত। জাদুবিদ্যার (magic, necromancy,

sorcery) সাথে যারা জড়িত তারা এই রক্তপায়ী জ্বীন-শয়তানকে উপাসনা করে যেমনঃ Lilith, Hecate দেবী, প্রাচীন মিশরীয় দেবতা Osiris, গ্রীক ভ্যাম্পায়ার Vrykolatios, Ba'al of Ba'al Moloch ইত্যাদি।

এই জ্বীনের সাহায্য কামনার উদ্দেশ্যে জাদুচর্চাকারীরা মানুষ বলিদান করে তাদের কাজ হাসিল করে। এসব জাদুবিদ্যা চর্চাকারীরাও তাদের রক্তপায়ী জ্বীন-দেবীর (Blood drinking deity) মত মানুষের রক্তপান করে কারন তারা বিশ্বাস করে রক্তপানে তারা ক্ষমতাশালী হবে এবং তারুণ্য ধরে রাখতে পারবে। এ কারনে জাদুচর্চাকারী ওয়ালাচিয়ার শাসক ড্রাকুলা আর মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান ও তাদের বংশধরের মত শাসকরা মানুষের রক্ত পান করত।

<u>অনেক মানুষ বলে জ্বীনের সাথে মানুষের প্রেম হতে পারে।</u>

যদি এমন দাবি সত্যি হয় তবে জ্বীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন কতটুকু গ্রহণযোগ্য? মানুষ আর জ্বীন ভিন্ন প্রজাতি (species)। সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মানুষের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে রেখেছেন যেন সবসময় তারা একে অন্যের অনুভূতি ভাগ করে নেয়। জ্বীনের জন্য জ্বীনসঙ্গী আর মানুষের জন্য মানবসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত কেননা আল্লাহ স্ত্রীকে স্বামীর পাজর থকে তৈরি করেছেন তাই স্বামী বা স্ত্রী তাকে ব্যতীত অন্য কারো সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করবে না। আল্লাহ বলেছেনঃ "আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সূরা আর-রূম, 21]

এখন প্রশ্ন হল জ্বীনদের সাথে মানুষের কি সন্তান থাকতে পারে?

আল্লাহই ভালো জানেন! ডিএনএ ম্যাপিং এর মাধ্যমে বর্তমান গবেষকরা জানিয়েছে যে পৃথিবীর অনেকের ডিএনএ সাধারন মানুষের মত নয়; এরাই জ্বীন ও শয়তানের বংশধর যারা Star children, Human-alien hybrid, শয়তানের বংশধর ইত্যাদি নামে পরিচিত। কুরআনে আর হাদিসে "এলিয়েন" বলে কিছু নেই। কিন্তু গবেষণা অনুযায়ী এলিয়েন (an advanced extraterrestrial civilization-GREYS, REPTOIDS : ELs,DRACONIANS, E.T.) আছে। Ufologistরা প্রাচীন hieroglyphics ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসে প্রমাণ পেয়েছে কিছু ত্রিভুজাকৃতির যান এবং কিছু জ্বলন্ত ডিস্ক (fiery disc - এলিয়েন/ জ্বীনদের যান) ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কাছে আসা-যাওয়া করত যা এখনো অনেক দেশেই আসা-যাওয়া দেখা যায়। আমাদের জানা উচিত বিজ্ঞানীরা কাদের "এলিয়েন" নাম দিয়েছে? " এলিয়েন" মানে ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন species। মানুষ এবং পশুপাখি থেকে ভিন্ন জাতি হতে পারে জ্বীন এবং ফেরেশতা।

আল্লাহর দৃশ্য আর অদৃশ্য অনেক সৃষ্টি আছে। অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে মাটির নিচে, পানির নিচে, পৃথিবীতে আর নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান এলিয়েন যদি মানুষের চোখের সামনে ঘুরাঘুরি করে বা নাসার হাবল টেলিস্কোপে ধরা পড়ে তাহলে তার কথা কেন কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি? কেমন হবে যদি জানেন যে কুরআনে বর্ণিত জ্বীন আর ফেরেশতাদের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নামের এলিয়েন হিসেবে ডাকে। তথ্য অনুযায়ী প্রাচীনকাল থেকেই এইসব extraterrestrial beings বা এলিয়েনেরা মানবসভ্যতায় আসা-যাওয়া করত এবং বংশবিস্তার করত। ফেরেশতাদের মানুষের সাথে সন্তান তৈরির প্রয়োজন নেই।

গবেষণা অনুযায়ী এসব “মানব এলিয়েন হাইব্রিড” হল অবাধ্য জ্বীন- শয়তানের বংশধর। এইসব শয়তানের বংশধররা পৃথিবীতে শীর্ষ সেলিব্রিটি, খেলোয়াড়, শীর্ষ বিজ্ঞানী, শাসক, শীর্ষ ধনী হওয়ায় মিশনে আসে যেন মানুষ তাদের অনুসরন করে পথভ্রষ্ট হয়। কুইয়ের সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক জিনোমিক্সের একজন সহকারী প্রফেসর স্টুয়ার্ট ফ্লাইচম্যান এবং তাঁর দল সম্প্রতি একটি দীর্ঘ ৭-বছর প্রাচীন মিশরীয় ফারাওদের জিনোমগুলি ম্যাপ করেছে জানিয়েছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারী প্রাচীন মিশরের ফারাওরা ছিল মানব-জ্বীন হাইব্রিড।

আল্লাহ বলেছেনঃ “অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে (শয়তানকে) এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল” (সুরা কাহফ)। এধরনের মানব-জ্বীন হাইব্রিডদের সাথে শয়তানের যোগাযোগ থাকে এবং তারা ইবলিসের পরিকল্পনায় গোটা মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করে। এসব মানব- জ্বীন হাইব্রিডদের পরবর্তী বংশধররাও DNA, gene ও রক্তের মাধ্যমে জ্বীন-শয়তানের বৈশিষ্ট্য ধারন করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের শরীরে শয়তান রক্তের মত প্রবাহিত হয়।” [সহীহ আল-বুখারী, খন্ড ৫, ৫৭৭৮] মায়ান সভ্যতার মত পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক শক্তিশালী সভ্যতার রাজা ছিল মানব-জ্বীন হাইব্রিড; যারা নিজেদের দেবতার(জ্বীন-শয়তানের) সন্তান বলে বিশ্বাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সাবার রানী বিলকিসের পিতা-মাতার মধ্যে একজন ছিল জ্বীন।"

জ্বীন-শয়তানেরা কিভাবে মানুষের সাথে বংশবিস্তার করতে পারে?

কিছু abductee যাদের জ্বীন অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল কিছু দিনের জন্য তারা তথ্য দিয়েছিল যে তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল।David Huggins, Jose Inacio Alvaro, Pamela

Stonebrooke এর মত অনেকেই এমন দাবী করেছে। তবে অনেক জীব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াই বংশবিস্তার করতে সক্ষম যেমন: yeast। অন্য তথ্য বলছে জ্বীনরা পুরুষদের থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে, তারপর তা তাদের ডিএনএ এর সাথে মিশ্রিত করে; পরে অনেক নারী অপহরণ করে তাদের মধ্যে গর্ভে কৃত্রিম উপায়ে তা প্রবেশ করায় এতে অনেকে নিজের অজান্তেই গর্ভবতী হয়। এই প্রক্রিয়া বর্তমানের "ক্লোনিং" প্রযুক্তির মত যার মাধ্যমে অনেক বেশি মানব-জ্বীন হাইব্রিড তৈরি করা সম্ভব। ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় মৃত মানুষ বা জীবিত মানুষ থেকে কোষ নিয়ে হুবহু তার মতন আরেক জন মানুষের জীবন দেয়া সম্ভব। ক্লোনড ব্যক্তি অনেকটা যমজের ন্যায় যাকে সাধারনভাবে দেখে বুঝার উপায় নাই কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে তফাত পাওয়া যায়। এছাড়া ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় এক ব্যক্তির কোষের সাথে জ্বীনজাতির কোষ মিলিয়ে তৈরি যেতে পারে ক্লোনড সে ক্ষেত্রে মানুষের মত চেহারা হলেও ভেতরে থাকে আত্মাহীন শয়তান! আজকাল বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং, gene therapy, টেস্টটিউব বেবি, ডিজাইনার বেবি, Genome editing বা genome engineering ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ের মাধ্যমে মানুষের ডিএনএ, gene ও জেনেটিক কোড ম্যানিপুলেশন ও পরিবর্তন করচ্ছে। এতে মানব-জ্বীন হাইব্রিড এর সংখ্যা বাড়ছে!

জ্বীন-শয়তানের জাদুচর্চা থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞানের আধুনিক নাম “বিজ্ঞান” আর প্রযুক্তি হল সেই জ্ঞানের প্রয়োগ। কি অবাক হচ্ছেন? বিজ্ঞান কম জানলে এই তথ্য শুনে মজা পাবেন আর বিজ্ঞান বেশি বুঝলে বিজ্ঞানকে ভয় পাবেন! বর্তমানে প্রযুক্তির নামে জাদুর উপকরনগুলো মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর Francis Bacon যে ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা সে জাদুবিদ্যা চর্চা করত। Galileo Galilei, Newton, Nicola tesla, Aristotle, Archimedes, Galileo, Stephen Hawking,

Albert Einstein এর মত জনপ্রিয় বিজ্ঞানীরা জাদুবিদ্যা চর্চার মাধ্যমে পেয়েছিল তাদের জ্ঞান। জ্বীন-শয়তানের সাথে যোগাযোগ হওয়া প্রাচীন সব সভ্যতায় উন্নত প্রযুক্তির প্রচলন ছিল। যেমন: প্রথম রোবটিক ড্রোন তৈরি হয় ৩৫০বি.সি. তে।যদিও আপনার বই আপনাকে শেখায় ইহুদি টমাস আলভা এডিসন ছিল বাল্বের আবিষ্কারক কিন্তু প্রাচীন মিশরে ফেরাউনের সময় বিদ্যুৎ ছিল। 2,000 বছর আগেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ছিল প্রাচীন ব্যাবিলন (বর্তমান ইরাক) যা পরে 1938 সালে জার্মান পুরাতত্ত্ববিদ উইলহেম ম্যানিং আবিষ্কার করে।

২০০০ বছর আগে ছিল উড়োজাহাজের নকশা।শয়তানের যোগাযোগের পর জুল ভার্ন, বাবাভাঙ্গা, নস্ট্রডেমাস ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছিল আর তা জানিয়ে তারা পেয়েছে সমাজে পরিচিতি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "অনেক মানুষ অনেক জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বীনদের আত্নম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।" জ্বীনজাতির কাছে সাহায্য নিতে আল্লাহ বলেননি, সাহায্যকারী হিসেবে এক আল্লাহই যথেস্ট। শুধুমাত্র জ্বীন-শয়তানেরা মানুষ-শয়তানদের সহযোগীতা করে মানবজাতিকে বিপথগামী করে। আল্লাহ বলেছেনঃ "যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে ভুল পথে চালিত করেছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী"। (সূরা আল-আনাম; আয়াত: ১২৪)

<u>জ্বীনরা মানুষের সাথে কিভাবে তথ্য আদান প্রদান করে?</u>

গণিত হল জ্বীনের সাথে কথা বলার সর্বোত্তম উপায়।এলিয়েন বিশেষজ্ঞ আর গবেষকরা দাবি করে যে মানুষের ভাষার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সূত্র ও গাণিতিক সমীকরণগুলির সাথে extraterrestrial beings (জ্বীনদের) পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বর্তমান রেডিও আবিষ্কারের আগে Carl Friedrich Gauss জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের জন্য সিগন্যাল পাঠাতে একটি বড় ত্রিভুজ (triangle), তিনটি স্কয়ার সাইবেরিয়ার তুন্দ্রার উপর আঁকার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা।

প্রতীকের সাহায্যে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব যাকে Symbol Based Language (SBL-the Micro-Macro Cosmic Universal language) বলে। প্রাচীন হিয়েরোগ্রাফি ও বর্তমানে অরগানাইজেশনে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। IMAGE DATA COMPRESSION SYSTEMS এর মাধ্যমে জ্বীন ও মানুষের যোগাযোগের প্রতীকের অর্থ বের করে গবেষকরা। Denise Herzing গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারলে জ্বীনের সাথে যোগাযোগ সহজ। আমাদের নবী সুলাইমান (আঃ) কে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছিলেন জ্বীন এবং পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারার। প্রাণী আচরণবিদগণ একটি ডিভাইস (পোষা প্রাণীর অনুবাদক ডিভাইস) আবিষ্কার করেছে যে ডিভাইস দিয়ে মানুষ তাদের পোষা প্রাণীদের সাথে কথা বলতে পারবে। ইতালীয়, ব্রিটিশ ও স্প্যানিশ গবেষকদের একটি গ্রুপ উদ্ভিদের সাথে তথ্য আদান প্রদানের জন্য একটি মাইক্রোসেন্সার নেটওয়ার্ক আর সেন্সিং ডিভাইস তৈরি করেছে, যা দিয়ে গাছ পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু দূষণ, রাসায়নিক এবং অন্যান্য পরিবেশে পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে পারে। এখন গাছে লাগানো সেন্সরগুলি দিয়ে মানুষ শুনতে পাবে গাছ কি বলছে! বিভিন্ন মাধ্যম, আকৃতি, গণিত ইত্যাদির

মাধ্যমে পশুপাখি এবং জ্বীনের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।যেমনঃ Paul Fitzpatrick এর CosmicOS, Brian McConnell এর LGM ভারচুয়াল মেশিন ইত্যাদির মত কিছু মেশিন জ্বীনদের radio waves আর তথ্য ডিকোড করে।ডাচ কম্পিউটার বিজ্ঞানী Alexander Ollongren "Lincos" নামক একটি যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি করে যার মাধ্যমে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করা যেত।

এখন the University of Arizona in Tucson এর গনিতবিদ Carl DeVito একটি নতুন যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে তার নাম 'plausibly universal scientific concepts' যা দিয়ে এলিয়েনের সাথে আরো বেশি যোগাযোগ করা সম্ভব। Pseudoscientist Semir Osmanagić বসনিয়ায় খুঁজে পেয়েছিল ৩৪০০০ বছর আগের অনেক ত্রিভুজাকৃতির পাহাড় (triangular-shaped hills) যেগুলো কৃত্রিম পিরামিড।বসনিয়ার এই Pyramid of the Sun নামক পিরামিড প্রাচীন মিশরের চেয়েও বড়। পিরামিড হল শক্তিবৃদ্ধকারী (energy boosters) যা সূর্যের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।। নিকোলা টেসলার একটি তত্ত্ব অনুযায়ী এলিয়েন (জ্বীন) আলোকে তুলনায় দ্রুত ভ্রমণ করে, যার মানে তারা "শক্তি নষ্ট না করে অন্য মহাজাগতিক বস্তুগুলি অতিক্রম করে"। ১৮৮৮ সালে নিকোলা টেসলার "torison fields of standing energy" অনুযায়ী কৃত্রিম পিরামিড ব্যবহার করে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করতে যায়। জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ এবং সনাক্তকরনে Communication with extraterrestrial intelligence (CETI) ব্যবহার করে গাণিতিক ভাষা, pictorial systems যেমন: the

Arecibo message, Lincos, Astraglossa, Carl Sagan approach, algorithmic communication systems (ACETI), Carl Devito & Richard Oehrle's approach, Algorithmic messages এবং computational approaches ; worldwide network এবং scalar-wave প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান বিশ্বের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন দেখে বোঝা যায় জ্বীন-শয়তানদের সাথে মানুষ-শয়তানের সাথে যোগাযোগের সফলতা। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কথা বলার প্রয়োজন হয় না। সাংকেতিক মাধ্যমে কিংবা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমেও তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব। তাহলে প্রাচীন মিশরের ফেরাউন ও প্রাচীন ব্যবলিয়নের নিমরুদ কিভাবে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করত? সেসময়ও জ্বীন-শয়তানেরা কাফের ফেরাউন ও নিমরুদের মত মানুষ-শয়তানদের দিয়েছিল প্রযুক্তি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা, প্রতীক, অঙ্গভঙ্গি, তৃতীয় চক্ষু সক্রিয়তার জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা হল জ্বীনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় ইসলাম ধর্মকে চিহ্নিত করার জন্য কোন সংখ্যা বা প্রতীকের ব্যবহার ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে জাদুবিদ্যা চর্চার জন্য প্রতীক আর সংখ্যাকে নামের সাথে সংযুক্ত করা হত। আল্লাহর সৃষ্টি একেক সম্প্রদায় আর জাতির ভাষা ভিন্ন ধরনের হতে পারে কিন্তু সংখ্যা, চিহ্ন আর প্রতীকের সিগন্যাল পশুপাখি, জ্বীন আর অন্য সব প্রজাতির কাছে এক।এমনকি পৃথিবীর সব কম্পিউটার চালানোর প্রোগ্রামের কোড তৈরি 0 আর ১ সংখ্যা দিয়ে।সংখ্যা মানে শুধুমাত্র সংখ্যা নয়; এটি একটি অর্থবহ সিগন্যাল (Number symbolism)। বর্তমানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কিত খবরের মত প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রাও যখন গ্রহ আর অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণ করত, তখন তারা তা সংখ্যা হিসাবে

রেকর্ড করত।প্রাচীন মিশরেও ছিল সংখ্যার ব্যবহার যা গ্রহ, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য আর নীলনদের বন্যার ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হত।প্রাচীন গ্রিসের গণিতবিদ Pythagoras বিশ্বাস করত যে, সংখ্যাগুলিই সমগ্র মহাবিশ্বের ভিত্তি ছিল,আর সংখ্যা দিয়েই পৃথিবীকে চালানো হয়।এমনকি মিউজিকের(হারমোনি) সূচনা থেকেই তা সংখ্যার আর whole-number ratios এর সাথে জড়িত ছিল।যেমনঃ Amadeus Mozart এর মিউজিকে সংখ্যা ম্যাসেজ বহন করত।তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র (যেমনঃ বেহালা, গিটার ইত্যাদি) একটি বিশেষ pitch সাথে মিউজিকাল নোট তৈরি করে যা octave নামে পরিচিত।

এই ভিন্ন ধরনের নোট আর হারমোনি মানুষের ব্রেন আর শরীরে ভিন্নমাত্রার কম্পন (vibrating strings which move in patterns of waves) যা মানুষকে সাধারন ভাবে বিচারবুদ্ধি ব্যবহারে বাধা দেয়।যখন মিউজিকের সংখ্যাগুলি একটি সাধারণ অনুপাত তৈরি করে না, তখন সংশ্লিষ্ট নোটগুলি একটি বিশেষ "বিটস" তৈরি করে যা মানুষের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে তোলে।আর এ কারনে ইসলামে তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ। Plato আর Pythagoras দুজনেরই দাবি ছিল মিউজিক (হারমোনি) আর জোর্তিবিদ্যার জ্ঞান সংখ্যার সাথে জড়িত।আর Pythagoras এর মতবাদ আজকের আধুনিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

জ্বীনদের সাহায্য অনেকেই (গণক, জ্যোতিষী, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চাকারী (zodiac signs), ভবিষ্যদ্বক্তা, ম্যাজিশিয়ান, fortune-teller, জ্যোতির্বিদ, রাশিফল নির্ণয়কারী ও অন্যান্য) নিয়ে থাকে যা ইসলামে শির্কসরূপ। আয়িশাহ রা: বলেন, “কয়েকজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গণকদের (ভবিষ্যতবাণী) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেনঃ ওরা কিছুই না। তারা আবার বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেনঃ ওরা কিছুই না। তারা আবার বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কোন সময় এমন কথা বলে দেয়, যা বাস্তবে ঘটে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাদের কথা জ্বীন থেকে পাওয়া। জ্বীনেরা তা আসমানের ফেরেশতাদের থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়, যেভাবে মুরগী তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। তারপর এ গণকরা এর সঙ্গে আরও শতাধিক মিথ্যা কথা মিলিয়ে দেয়।" [সহীহ বুখারী (তাওহীদ)৩২১০; মুসলিম ৩৯/৩৫, হাঃ ২২২৮,আহমাদ ২৪৬২৪]

বর্তমানে বাংলাদেশেও কিছু লোক নিজেকে পীর বলে দাবি করে যারা জ্বীনের সাহায্যে মানুষের কাজ হাসিল করে যা বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি গণক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করে।" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯৫৩২) আল্লাহ ব্যতীত জ্বীন বা মানুষকে ভাগ্য পরিবর্তন বা কোন কিছুতেই সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) কখনো নিজে জ্বীনদের আনার জন্য জ্বীনচর্চা বা কারো কাছে দারস্থ হননি, তিনি আল্লাহ থেকে একটি আংটি লাভ করেছিলেন যা দ্বারা জ্বীনদের আল্লাহর আদেশে তিনি কাজ করাতেন; উদাহরনসরূপ, জ্বীনদের দিয়ে নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। নবী সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম) এর সেনাবাহিনীতে জ্বীন, মানুষ ও পশুপাখির ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। শুধুমাত্র কাউকে জ্বীন-শয়তান আক্রমণ করলে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য রুকাইয়াসরূপ কুরআন পাঠ করা যায়। তবে অনেক পথভ্রষ্ট কবিরাজরা তাবিজকে রুকাইয়া বলে যা শির্ক কেননা তাবিজের

ব্যবহার আসছে অমুসলিমদের রীতি থেকে।রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, সে যাদু করলো, আর যে যাদু করলো, সে মুশরিক হলো। আর যে ব্যক্তি গলায় কিছু ঝুলায় [তাবিজ], তাকে সেই জিনিসের উপর ন্যস্ত করা হয়। (সুনানে আন-নাসায়ী; হাদীস: ৪০৭৯) যদি কেউ প্রতিদিন সূরা বাক্বারা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ইখলাস, আয়তুল কুরসী তেলাওয়াত করে, আল্লাহর রহমতে জ্বীন কোন তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না যে ঘরে প্রতিদিন সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত হয়।” (মুসলিম এবং আত-তিরমিযী)।

ইবন আবী আল-দুনয়া বর্নিত এক মুজাহিদ বলেছিলঃ যখন সে নামায পড়তে শুরু করে তখন এক বালকের বেশে জ্বীন-শয়তান নামাজের সামনে উপস্থিত হয়, মুজাহিদ তখন জ্বীন-শয়তানটিকে চেপে ধরে তখন জ্বীন-শয়তানটি আর বালকের বেশে উত্যক্ত করা বন্ধ করে। মুহাজিদ বললঃ মানুষ যেমন জ্বীনকে ভয় পায় জ্বীনও তেমনি মানুষকে ভয় পায়। ঈমানদার ব্যক্তিকে জ্বীনরা বেশি ভয় পায়। জ্বীনকে কোন ঈমানদারের ভয় পাওয়া উচিত নয় কারন ভয় পেলেই জ্বীন বেশি আসে....।(Waqayah al-Insan min al-Jinn wa al-Shaytan, Page: 33) ঈমানদাররা জানে আল্লাহর হুকুম ছাড়া জ্বীনরা মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ বলেছেনঃ “এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের সঙ্গীদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।” (সূরা আলি-‘ইমরান; আয়াত: ১৭৫) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "লা-

হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ" অর্থাৎ- আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া কারো ভাল কর্ম করার এবং খারাপ কর্ম থেকে বিরত থাকার সামর্থ্য নেই।(সহীহ মুসলিম, ৬৭৫৭)

শয়তান কে? (Satan / evil / demon / lucifer)

মানুষ সৃষ্টি করার আগে, আল্লাহ জ্বীন (extraterrestrials beings), ফেরেশতা এবং অন্যান্য অনেক জীবজন্তু ও জড়কে সৃষ্টি করেছেন। ইবলিস ছিল একজন জ্বীন, যাকে আগুনের ধোঁয়াহীন শিখা থেকে তৈরি করা হয়। পৃথিবীবাসী জ্বীনজাতিকে আল্লাহ তাঁকে মাবুদ হিসেবে মেনে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আল্লাহ জ্বীনদের মাঝে রসূল প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। কিন্তু পৃথিবীতে তারা দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। জ্বীনরা তাদের নিজেদের মধ্যে কে বড় এবং কে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক জ্বীন ভালো ছিল, এবং ইবলিস তাদের মধ্যে একজন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ছিল। পৃথিবীতে অনিষ্ট সৃষ্টিকারী জ্বীনদের বিরুদ্ধে ইবলিস যুদ্ধ করেছিল যে কারনে আল্লাহ ইবলিসকে ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তখন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাবেন এবং জ্বীন জগতের অবাধ্য জ্বীনদের নির্মূল করবেন। জ্বীনদের মাঝে মাত্র কয়েকজন জ্বীন বাকি ছিল এবং এদের থেকে পরে আবার জ্বীনদের বংশ শুরু হয়। আগেও উল্লেখ করেছি, জ্বীনদের জীবনকাল মানুষ থেকে দীর্ঘ।

একদিন হঠাৎ, আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আমি পৃথিবীতে নতুন খলিফা (উত্তরাধিকারী) বানাতে

যাচ্ছি।" ইবলিস বিস্মিত হয় যখন সে জানতে পারলো যে, পৃথিবীতে জ্বীন জগতের পাশাপাশি আরেকটি নতুন জগত সৃষ্টি করবেন এবং আল্লাহর নতুন সৃষ্টি “মানুষ” পৃথিবীর সেই জগতের উত্তরাধিকারী হবে। ইবলিস হাজার বছর আল্লাহর উপাসনা করেছিল কারণ সে সমগ্র পৃথিবীর দায়িত্বে থাকার ক্ষমতা চেয়েছিল। আল্লাহ জানতেন ইবলিসের মনের কথা এবং তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ইবলীস ও ফেরেশতাগণকে যখন প্রথম মানব আদমের দিকে নত হতে বলা হল তখন প্রত্যেক ফেরেশতা সিজদা করেছিলেন শুধুমাত্র ইবলিস ব্যতীত। এটি শুধুমাত্র একটি সিজদা ছিল নয়; এটি আল্লাহর তৈরি অন্য সৃষ্টিকে সম্মান দেখানো যার দেহে আল্লাহ নিজে ফুঁ দিয়ে “আত্মা” দিয়েছেন। ইবলিস বিশ্বাস করত সে মাটির তৈরি মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ তাই সে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল।

কিন্তু আল্লাহ গর্ব এবং অহংকার অপছন্দ করেন, এবং তাই ইবলিস ফেরেশতাদের কাছাকাছি থাকার মর্যাদা হারালো। ফেরেশতারা মেনে নিয়েছিল মানুষকে পৃথিবীর নেতা/প্রতিনিধি হিসেবে কিন্তু ইবলিস তা চায়নি। ইবলিস ও জ্বীনজগতের কিছু সংখ্যক জ্বীন তখন “মানুষের চেয়ে জ্বীনরা শ্রেষ্ঠ” -প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর অবাধ্য হয়ে জাদুবিদ্যা শিখলো যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন-এই চারটি শক্তি বা উপাদানকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করল। এভাবেই ইবলিস আল্লাহর অবাধ্য “কাফের” শয়তানে পরিণত হত। আল্লাহ ইবলিস ও তার সহযোগী সেই কাফের জ্বীনদের পৃথিবীর জ্বীন ও মানুষ উভয় জগতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করলেন এবং তাদের জাহান্নামী করলেন। কিন্তু ইবলিস ও তার সহযোগী জ্বীন-শয়তানরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করে বরং তারা মানব ও জ্বীনজাতিকে আল্লাহর অবাধ্য করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। ইবলিস আল্লাহর কাছে জ্বীন এবং মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য সময় চাইলো বিচারের দিন পর্যন্ত এবং আল্লাহ তাতে রাজি হন। তারপর শুরু হল মানব ও জ্বীন-এই দুই পৃথিবীবাসীর পরীক্ষা। আল্লাহ

মানব ও জ্বীন উভয় জগতে ভিন্ন ভিন্ন নদী, সাগর, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: "অতএব, তোমরা উভয়ে (মানুষ ও জ্বীন) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে ?" (সুরা রাহমান) ত্রবার এই পরীক্ষায় আগুনের তৈরি জ্বীন ও মাটির তৈরি মানুষকে প্রমাণ করতে হবে তাদের মধ্যে কে কর্মে অধিক শ্রেষ্ঠ!

আল্লাহ বলেছেন:"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়"। (সূরা মুলক, ১-২)

<u>আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত ইবলিস তার সারা জীবনের ইবাদাতের বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু জিনিস প্রার্থনা করলঃ</u>

১) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত জ্বীন এবং মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য দীর্ঘ আয়ু ও বিশেষ কিছু ক্ষমতা,

২) পৃথিবীতে আদম সন্তানের চেয়ে বেশি সন্তানের অধিকারী,

৩) তার সহযোগী হিসেবে আল্লাহর অবাধ্য মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তান এবং আল্লাহর বান্দা "মুসলমান"দের আক্রমণ করার জন্য মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তানদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী (অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী),

৪) মানুষের সাথে জ্বীন-শয়তানদের বংশবিস্তার ও পার্থিব সম্পদ ভোগ,

৫ মানবদেহে জ্বীন-শয়তানদের প্রবেশ করার ক্ষমতা,

৬) ইবলিস ও তার সহযোগী জ্বীন-শয়তানরা তাদের জগত থেকে মানুষকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা এবং

৭) মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতা। যখন মানুষের জগতে কোন মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে তখন জ্বীনদের জগতে তার মতই একটি ক্বারিন জ্বীনশিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর প্রতিটি মানব ও জ্বীন শিশু মুসলমান থাকে কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজের সিদ্ধান্তে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারন করতে পারে। মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ শয়তানকে ক্ষমতা দিলেন এবং বললেন "মানুষের বুক (অন্তর) হবে তোর বাসা", যেখানে ক্বারিন জ্বীন-শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতা দিলেও আল্লাহ ক্বারিন জ্বীনকে কুমন্ত্রণা দিতে আদেশ দেননি। যেসব সীমালঙ্ঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও জাদুচর্চাকারী ক্বারিন জ্বীন তাদের জগত থেকে মানুষের জগত দেখার চেষ্টা করে এবং মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাদের নেতা ইবলিসের পরিকল্পনামাফিক মানুষকে এক আল্লাহর সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ্ সুবহানওয়া তা'আলা বলেছেন: "আমি তো বহু জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শুনে না, তারা জন্তু জানোয়ারের মত, বরং এর চেয়েও পথভ্রষ্ট, তারাই হল উদাসীন।" (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৯) যখন ক্বারিন জ্বীন-শয়তান মানুষকে মন্দ কাজ করায় উৎসাহিত করে তখন মুমিনরা আল্লাহকে স্মরণ করে। *আল্লাহ বলেন, 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'(সুরা আ'রাফ)*। প্রতিটি কাজের আগে মুসলমানরা ““আ'উযু বিল্লাহিমিনাশ-শাইতানির রাযীম বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহিম” বলে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাদের অন্তর ও নফস দূরে থাকতে পারে।যারা আল্লাহর আদেশের বদলে শয়তানের কুমন্ত্রণায় সাড়া দেয় তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ “নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায়

এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।” (Muhammad: 25) “শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।” (Al-Mujaadila: 19) আল্লাহ উল্লেখ করেছেন: “মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তো তুমি টালবাহানা করতে। এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন।

প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ন। তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ আমার কাছে যে, আমলনামা ছিল, তা এই। তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। ‘ক্বারিন’ (তার সঙ্গী জ্বীন-শয়তান) বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেনঃ আমার সামনে বাকবিতন্ডা করো না, আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।” (সুরা ক্বাফ)

জ্বীন এবং মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ শয়তানকে বললেন: ”তুই সত্যচ্যুত কর মানুষের মধ্য থেকে যাকে পারিস নিজের কণ্ঠস্বরে প্রলোভন দ্বারা, তোর নিজের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক বা ভাগ বসা এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান মানুষকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমার বান্দাদের উপর

তোর কোন ক্ষমতা নেই।” শয়তান বললঃ “আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া আদমের বংশধরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেব। আমি তাদের বিভ্রান্ত করব। তারা আপনার অবাধ্য হবে।” আল্লাহ বললেনঃ ”যারা তোকে অনুসরন করবে তারা তোর সাথে জাহান্নামে যাবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল) আল্লাহ পৃথিবীতে মুসলমানদের শয়তানের উপর জয় দিয়েছেন। তার মানে কোন মুসলমান যদি ধৈর্য ধারন করে আল্লাহর আদেশ মান্য করে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করে তবে মুসলমানরা জয়ী হবে আর শয়তানরা পরাজিত হবে। অন্যদিকে, আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে যেভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন তা অমান্য করে যারা ইবলিসের কথা অনুযায়ী চলে আল্লাহ সে সমস্ত জালিমদের পথপ্রদর্শক করেন না।

আল্লাহর নিজের কোন ”সময়” নেই- তিনি অনন্ত। ‘নির্দিষ্ট সময়” জিনিসটাই তৈরি করা হয়েছে মানুষ আর জ্বীনকে পরীক্ষার করার জন্য। ক্বারিন জ্বীন-শয়তান মানবজাতির শত্রু। শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল: আল্লাহকে অমান্য করা, আল্লাহকে দোষারোপ করা, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিশোধপরায়ণ, প্রতিহিংসাপ্রবণ এবং অহংকার। ক্বারিন জ্বীন-শয়তান সর্বদা এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে, যেন মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারে। মানবজাতিকে ছলনা করাই শয়তানদের মূল উদ্দেশ্য; তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা, তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনের জন্য আরও বেশি আগ্রহী করে তোলা, তাদের ধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া, মানবজাতিকে এক আল্লাহর বদলে জ্বীন, মানুষ বা কোন বস্তুকে শরীক সাবস্ত করানো এবং আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাতে মানবজাতিকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করা।

অন্যদিকে, আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন রূহ; এবং প্রতিটি মানুষের সাথে নিয়োজিত করেছেন ফেরেশতাগণ। আল্লাহ মানব ও জ্বীনজাতিকে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রকৃত

স্রষ্টাকে চিনতে পারা ও শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করা।শয়তান থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ত্রবং পার্থিব পরীক্ষায় সফলতা লাভ করার জন্য আল্লাহ জ্বীন ও মানবজাতিতে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশিকা কিতাবসমূহ আর প্রেরণ করেছেন সর্তককারী নবী ও রাসূলগণ। প্রকৃত স্রষ্টায় বিশ্বাসী মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। তিনি মানবজাতির একটা ভাল কর্ম ১০ গুণ বাড়িয়ে গণনা করবেন। এছাড়াও আল্লাহ মানবজাতিকে দিয়েছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তওবা করার সুযোগ।আল্লাহ বলেছেন: "আর যে নিজের অপরাধ বুঝে তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে। নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" যখনি মানুষ প্রকৃত স্রষ্টার দিকে ফিরে আসবে তখনি আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন।

পৃথিবীবাসীর সবচেয়ে বড় শত্রু বিতাড়িত শয়তানেরা।

শয়তান শুধুমাত্র জ্বীনের মধ্যে নয়, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে। আল্লাহর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী মানুষ- শয়তানেরা হল ইবলিস ও জ্বীন-শয়তানের সহযোগী ত্রবং জাদুচর্চাকারী কাফের। তারা দুষ্ট প্রকৃতির। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “হে আবুজর, তুমি মানুষ ও জ্বীন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ কি? উত্তরে আবুজর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, শয়তান কি মানুষের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, মানুষ শয়তানের অনিষ্টতা জ্বীন শয়তানের চেয়ে বেশি হয়।” আল্লাহ বলেছেনঃ “হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?”[সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬০]“ এই প্রকাশ্য শত্রু হল মানুষ-শয়তান।মানুষ-শয়তানের দলভুক্ত হল কাফের শাসক, কাফের বিজ্ঞানী, জাদুচর্চাকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, কিছু মানব-জ্বীন হাইব্রিড এবং যেসব মানুষ যারা ইবলিসের পরিকল্পনায় মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করে। “শয়তান”

সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারনা থাকা প্রয়োজন কারন প্রাচীন ও বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ যুদ্ধ, আন্দোলন, সমস্যা, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের পেছনে লুকানো কারন হল "শয়তান"।

আমরা জানি পৃথিবীতে একটাই ধর্ম ছিল যখন আদম (আঃ) আর হাওয়া পৃথিবীতে আসেন যা হল এক স্রস্টার এবাদাত করা আর তারপর নানান সম্প্রদায়ে শয়তানেরা এসে ধর্মে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। শয়তানরা তাদের ক্ষমতা দেখিয়ে সেসব জাতিকে এক আল্লাহর বদলে শয়তানদের, তাদের বংশধরদের এবং জ্বীনদের রহস্যময় প্রাণীদের উপাসনায় নিয়োজিত করেছিল। পাগান-পৌওোলিকরা (দেবদেবীপূজারী ও মূর্তিপূজারী), Celtic, Wicca, Satanitis বিভিন্ন Humanoid/Hybrid আকারের জ্বীন-শয়তানদের তাদের "দেবদেবী" হিসেবে পূজা করে। যেমন: জ্বীন-শয়তান "আনুবিশ"কে উপাসনা করত প্রাচীন মিশরীয় ফেরাউন; এছাড়াও হিন্দুরা সাপদেবী Pāli, প্রাচীন মিশরীয়রা Apep, প্রাচীন সুমেরীয়রা Ningizzidaকে সাপদেবী হিসেবে পূজা করে। অর্ধেক মাছ আর অর্ধেক মানুষ এমন চরিত্র যদিও শিশুদের কাছে "মৎসকন্যা"(the mermaid) নামে পরিচিত তা মূলত: জ্বীন। আল্লাহ বলেন: "মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে শরীক বানিয়েছে এবং তাদেরকে এমনভাবে ভালবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত, আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালবাসে"। (সূরা আল বাকারা: ১৬৫) তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেনঃ"তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে; অথচ জ্বীনদেরকে তিনিই সৃস্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে"।(সূরা আন আনাম ১০০) আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন "তারা যাদেরকে (জ্বীনদেরকে) আহবান করে তারাই(জ্বীনরা) তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদা

একদল জ্বীন মুসলমান হলো। তাদের পূজা করা হতো। কিন্তু পূজাকারী এ লোকগুলো তাদের পূজাই আকড়ে থাকলো।

অথচ জ্বীনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করেছে। [সহীহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৭২৭৩] পাগান ও পৌওোলিকদের উপাসনালয়ে জ্বীন-শয়তানদের যাতায়াত বেশি দেখা যায়। এমনকি জ্বীন-শয়তানরা মূর্তির ভেতরেও প্রবেশ করতে পারে কারন জ্বীনরা আত্মাবিহীন দেহে প্রবেশ করতে পারে সহজেই। আল্লাহ বলেছেন: "শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি"? [সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬২] আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই।"(সূরা হুদ)

আল্লাহ ও তার বাহিনী (ফেরেশতা) যদি আল্লাহর বান্দাদের বন্ধু হন তাহলে তিনি কেন অবাধ্য ইবলিস ও তার সেই জ্বীন-শয়তান বাহিনীকে খাদ্য, পানি দিয়ে শক্তিশালী হতে সহায়তা করবেন? না, ফেরেশতারা জ্বীন-শয়তানদের সহায়তা করে না; তারা শুধুমাত্র আল্লাহয় বিশ্বাসী মুসলমান জ্বীন, মানুষ ও আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য জীবজন্তুকে আল্লাহর আদেশে সহায়তা করে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ফেরেশতারা বলেন: "আল্লাহ পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের(জ্বীন উপাসকদের) পক্ষে নই, বরং তারা জ্বীনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।" (Saba: 41) ইবলিস ও তার সহযোগী সেই জাদুচর্চাকারী জ্বীন-শয়তানরা পৃথিবীর উভয় জগতের রহমত থেকে বিতাড়িত। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ইবলিসরা আল্লাহর কাছে মানুষের সম্পদ, সন্তান ভাগ বসাতে চেয়েছিল আর আল্লাহ বলেছিলেন: "আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।" (সূরা আল-ইসরা; আয়াত: ৬৫)।

যা কিছু হারাম, অপবিত্র, কৃত্রিম এবং যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তাতেই জ্বীন-শয়তানরা শরীক হয়। আল্লাহ বলেছেনঃ “হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” জ্বীন-শয়তানেরা মানুষের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কারো লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। তারপর তাতে যে আবর্জনা স্পর্শ করেছে তা যেন দূরীভূত করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য সেটি যেন ফেলে না রাখে। আর তার আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তার হাত রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাত রয়েছে”। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫১৯৬)

অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই কারন তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপব্যয়ের মাধ্যমে বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানদের তা ভোগ করার ব্যবস্থা করে দেয়। আর জাদুচর্চাকারী কাফের ও জ্বীনউপাসক মুশরিকরা বিতাড়িত ইবলিস ও তার সহযোগীদের বন্ধু। কারণ যখন জ্বীন উপাসক (মূর্তিপূজারী ও দেবদেবীপূজারীরা) নানা ধরনের খাদ্য তাদের দেবদেবীর মূর্তিকে প্রদান করে তখন জ্বীন-শয়তানেরা মূর্তিতে প্রবেশ করে প্রসাদ ও উৎসর্গ করা খাদ্য যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। কাফের-মুশরিকরা (জ্বীনসাধক, জাদুকর, মূর্তিপূজারী, দেবদেবী/ পাগান-পৌওোলিক) মুসলমানদের শত্রু কারন তারা মানবজাতির শত্রু জ্বীন-শয়তানদের বেচেঁ থাকতে ও শক্তিশালী হতে সহায়তা করে। তেমনি ইবলিসের সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানরাও কাফের জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তানদের আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে সহযোগীতা করে। আল্লাহ বলেছেনঃ “তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য (জ্বীন-শয়তানদের) গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। অথচ এসব উপাস্য

তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে ধৃত হয়ে আসবে।' (সূরা ইয়াসীন) নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ কর।' (সুরা ফাতির : ৬) "হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রুদের এবং আপনার শত্রুদের (কাফের/ জাদুচর্চা ও মুশরিকদের/দেবদেবী পূজারী/মূর্তি পূজারী/ জ্বীন-শয়তান উপাসক) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না এবং তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করো না "[আল মুমতাহানাহ 60: 1]

হারাম অর্থ ও নিষিদ্ধ সময়ে/নিষিদ্ধ রীতিতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে বিতাড়িত শয়তান মানুষের সম্পদ ও সন্তানে শরীক হয়ে যায় এবং সেই সন্তানের ক্ষতি করে। বিতাড়িত শয়তানরা রাত্রিবেলায় মানুষের ঘরে আশ্রয় ও খাদ্য খুঁজে। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন যে যখন কোন ব্যাক্তি তার ঘরে প্রবেশের এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে- তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতে আহারের ব্যবস্থা হলো। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫১৫৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যদি তোমরা কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন "বিসমিল্লাহ্‌। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ" পড়ে, তাহলে তাঁদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।" (বুখারী-মুসলিম) ঘরে প্রবেশ করার আগে, পানাহারের আগে, পোশাক পরার সময় ও সহবাসের আগে "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে শুরু করছি) বললে শয়তান থেকে দূরে থাকা সম্ভব। কেন

“বিসমিল্লাহ” বললে বিতাড়িত শয়তান মুসলমানদের কাছে আসতে পারে না?

কারণ মানুষের প্রতিটি কথা, বিশ্বাস, কাজ, নিয়ত ও দোয়ার শক্তি আছে। জাপানিজ বিজ্ঞানী Masaru Emoto এর গবেষণা ইঙ্গিত করে যে পানিরও প্রাণ আছে। এই প্রাণ বলতে মানুষের মত প্রাণ বুঝানো হচ্ছে না, বুঝানো হচ্ছে পানিও সংবেদনশীল। বিজ্ঞানী Masaru Emoto আবিষ্কার করেছে জমজম পানির সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হলে পানির বিন্দুগুলো ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শুরু করে। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নাম নিলে পৃথিবীর পানি, মাটি, বায়ু ও আগুনের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হয় আর সেসময় শয়তান তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

পৃথিবী একটি যুদ্ধক্ষেত্রসরূপ। ইবলিসের পদাতিক বাহিনীতে আছে মানুষ-শয়তান (জাদুবিদ্যাচর্চাকারী কাফের, জ্বীনউপাসক মুশরিক, মানব-জ্বীন হাইব্রিড) ও জাদুবিদ্যাচর্চাকারী কাফের জ্বীন-শয়তান যারা আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের আক্রমণ করে ইবলিসের পরিকল্পনায়। মুসলমানদের বন্ধু ফেরেশতারা আর যেসব ধর্মালম্বীরা জ্বীনদের দেবদেবী হিসেবে পূজা করে তাদের বন্ধু আল্লাহর অবাধ্য জ্বীন-শয়তানরা। আল্লাহ বলেছেনঃ “একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।” (সূরা আল আরাফ,৩০) ” “যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।”(সুরা নিসা-১১৯) যারা জ্বীন-শয়তানের বন্ধু তারা আল্লাহর বান্দা মুসলমান ও ফেরেশতাদের শত্রু। আল্লাহ বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর

ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।”(সুরা বাকারাহ, ৯৮)।

শয়তানেরা মুসলমানদের উপর আক্রমন করবে তাই মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য মুশরিক আর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: ..আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" [সুরা তাওবা ৯:৩৬] “যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” (An-Nisaa: 76) মুসলমানরা যদি শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ না করে ঘরে বসে আরাম করে তবুত্ত ইবলিসের আদেশে শয়তানেরা তাদের আক্রমণ করবে। আল্লাহ বলেছেন: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?

অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। [সুরা তাওবা ৯:৩৮]"আল্লাহ বলেছেন: “হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।” (Luqman: 33) "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও

মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" [সুরা তাওবা ৯:১৬] ইসলাম ধর্ম মানেই শান্তি।

কিন্তু শয়তানদের হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব থাকলে তারা পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে তাই এই পৃথিবীর উওরাধিকারী মুসলমানদের আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহর দেয়া পৃথিবীর সম্পদ, আল্লাহর সৃষ্টি গাছপালা,জীবজন্তু, মাটি, আকাশ ইত্যাদিকে মন্দ শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করতে।

ইবলিস সবসময়ই চায় মুসলিম সম্প্রদায়ে “মুসলিমের বেশে” তার সহযোগী কাফের, জ্বীন উপাসক কিংবা শয়তানের বংশধরদের “নেতা” হিসেবে বসাতে যেন তারা মুসলমানদের সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সেসব মানুষ-শয়তান শাসকদের কাজ হল এমন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করা যা আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করে আর সমাজে পাপ, শিরক ও অরাজকতার প্রচার করা ও প্রসার ঘটানো যেন মুসলমানরা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে। আল্লাহ বলেছেন: “তারা মুখে বলে “আমরা মুসলিম”, অথবা অন্য ধর্মাবলম্বী কিন্তু তারা আসলে ইবলিসের আদেশ মান্যকারী। আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।” (Al-Baqara: 14) মুহাম্মাদ ইবনু সাহল ইবনু আসকার তামীমী ও আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান দারেমী (রহঃ) ... হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে; তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললাম

এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমি বললাম, এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমি বললাম, তা কিভাবে?

তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হেদায়েতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অনুসরণ করবে না। তাদের মধ্যে এমন মানুষ থাকবে যাদের দেহ হবে মানুষের আর অন্তর হবে শয়তানের। রাবী বলেন, তখন আমি বললামঃ তখন আমরা কি করবো ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতীর সম্মুখীন হই? বললেনঃ তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি (আল্লাহর) আনুগত্য করবে। [সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন, হাদিস নম্বরঃ ৪৬৩২] কাফের শাসকরা ক্ষমতায় আসলেই মানবজাতিকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ বলেন: “তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করি।” (Al-Hashr: 16)
বর্তমানে সব দেশের পতাকা আর সংস্থাগুলোয় জ্বীন উপাসকদের মত বাঘ, সিংহ, শাপলা, পদ্ম , ঈগল, সূর্য, অর্ধচন্দ্র, চোখের মণির ন্যায় বৃও ইত্যাদি নানা ধরনের প্রতীক ব্যবহার, নেতাদের মূর্তি (প্রতিমা) স্থাপন আর কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখলেই বোঝা যায় মুসলিম জাতির শাসকরা আসলে “মুসলিম” নয়! জ্বীন ও মানুষ শয়তানেররা চায় সমাজে শির্ক আর কুফুরীকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন উপায়ে ছড়িয়ে দিতে যেন সাধারন মানুষ বুঝতে না পারে।এতোটাই সূক্ষ্ম তাদের ছড়ানো শির্ক যা মানুষ অহরহ করে আর তাতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার

কিছু কাফের-বিজ্ঞানী ও গবেষকরা যা কিছু ইসলাম বলেছে তার বিপরীত প্রমাণ দেয়ার জন্য মিথ্যা গবেষণা উপস্থাপন করে।

যেমনঃ একদল বিজ্ঞানী বলছে জমজম পানি দেহের জন্য নাকি খুবই ক্ষতিকর আর অন্যদিকে বলছে জেনেটিকালি মোডিফাইড আর কৃত্রিম খাদ্য খেলে নাকি দেহের কোন ক্ষতি হয় না। হাস্যকর ব্যাপার! কাফের কিংবা মুশরিক শাসকরা ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে সমাজে চালু হবে জ্বীনউপাসকদের মত শ্রেণীবৈষম্য ব্যবস্থা। জ্বীনউপাসক হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্য-শুদ্র এরূপ শ্রেণীবৈষম্য চালু আছে তেমনি বর্তমানের সব দেশেই চালু আছে যারা যত বেশি কাফের/মুশরিক শাসকদের সহায়তা করবে তার মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীবিষম্য এবং সুবিধা। যেমনঃ শিক্ষিত পন্ডিতগণ- প্রথম সারির, তারপর কর্পোরেটের ব্যবসায়ী, তারপর শাসকের আদেশের দাস সেনাবাহিনী ও পুলিশ, আর যারা আল্লাহর ভূমি দেখাশোনা করবে আর পশুপাখি চরিয়ে জীবনযাপন করবে তারা সমাজের শ্রেণীবিষম্যে সর্বনিম্ন যদিও আমাদের নবীরা পশুপালন করতেন এবং তারাই ছিলেন আল্লাহর কাছে মর্যাদার অধিকারী।

যেসব শিক্ষিত পন্ডিতরা কাফের/মুশরিক শাসকের আদেশে ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে সাহায্য করে আর পুলিশরা শাসকের আদেশে জনগণকে পেটায় তারাই কাফের/মুশরিক শাসকের সহকারী। শয়তানেরা বিভিন্ন পাপ কাজকে নাম পরিবর্তন করে সমাজে ছড়ায় যেন মানুষ পাপ কাজকে সহজভাবে গ্রহণ করে। যেমনঃ এখন সুদকে fixed deposit নামে ডাকা হয় তাই মানুষ সুদ যে পাপ তা ভুলে যায়। আজকাল মদ আর নেশাজাতীয় দ্রব্যগুলোকে বিভিন্ন কোমল পানীয়ের নামে মানুষ পান করে কিন্তু আজকে যদি কোমল পানীয়ের label এ ব্র্যান্ডের নামের পরিবর্তে “জাহান্নামের পানীয়” লেখা থাকত তবে অনেকেই তা থেকে বিরত থাকত।

আল্লাহ মানুষের জগতের সম্পদের উওরাধিকারী করেছেন আল্লাহর বান্দা মুসলমান মানুষদের আর জ্বীনজগতের সম্পদের অধিকারী করেছেন মুসলমান জ্বীনদের যেন

লোহা ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহার করে পৃথিবীর কাফের মানুষ ও জ্বীনদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়। আল্লাহর রহমতে মুসলিম জাতিগুলোর মাটি ও পানির নিচে আছে অফুরন্ত সম্পদ। যেমনঃ ইউরেনিয়াম, সোনা, খনিজ তেল ইত্যাদি। মাটি ও পানির নিচে থাকা এই সম্পদ মহাকাশযান এবং অনেক শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি এবং মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এখন মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তানেরা সমবেতভাবে পদাতিক বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করে সম্পদ নিজেদের আওয়াতাধীন করে শক্তিশালী হচ্ছে। প্রকৃত মুসলমান শাসক সে দেশের বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সম্পদ উত্তোলন করে সে জাতির মানুষের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কথা; বরং এখন শাসকরা আল্লাহর সম্পদ দখল করে সে জাতির মানুষদের দিয়ে পাশাপাশি গ্যাস, বিদ্যুতের বিল দেয়ায় কিন্তু গ্যাসক্ষেত্রের মালিক কি শাসক বা ব্যবসায়ী নাকি আল্লাহ? মানুষের কর থেকেই তো গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা যায়। একজন প্রকৃত মুসলমান শাসক পৃথিবীর মালিক এক আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে শান্তি আনয়নে নেতৃত্ব দেবে। কুরআন হল পৃথিবীতে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য পথনির্দেশিকা। কুরআন ও সুন্নত না মেনে চললে সহজেই শয়তানেরা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেনঃ" আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।..." কিন্তু আজ শয়তানের প্ররোচনায় মুসলমানরা নানা দলে ও মতবাদে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদিও শয়তানেরা মানুষকে এক আল্লাহর আদেশ পালন করতে বাধা দেয় কিন্তু শয়তানেরা ইবলিসের world order অক্ষরে অক্ষরে পালন করে!

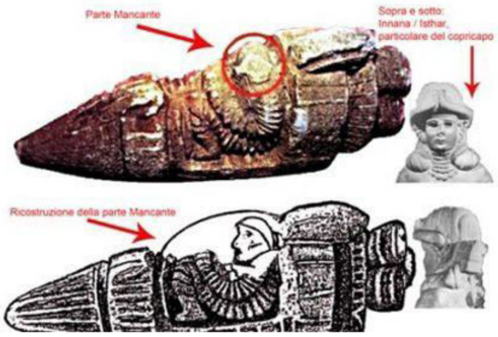

পৃথিবীর মহাকাশ স্টেশনগুলো বিলিয়ন ডলার খরচ করছে কেন? মহাকাশ প্রযুক্তি আর স্পেসশীপ তো কোন নতুন আবিষ্কার নয়, প্রায় ২৫০০ বছর আগেও তৈরি করা হয়েছিল Toprakkale স্পেসশাটল। আর জ্বীনরা প্রযুক্তিতে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। ইবলিসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জ্বীন-শয়তানেরা মানুষ-শয়তানদের প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করে। প্রাচীন মিশরে জ্বীন-শয়তানেরা ফেরাউনদের space travel technology সহায়তা করত। প্রাচীন মিশরে ছিল the anti-gravity, winged scarab beetle "the celestial boat" যা ব্যবহৃত হত the satellite বহন করতে (eye of Horus) যাকে প্রাচীন মিশরীয়রা আকাশে বহনে ব্যবহৃত স্বর্গীয় নৌকা হিসেবে দেখতো।

প্রাচীন মিশরে ছিল The Eye of Horus টেলিস্কোপ, বর্তমান সময়ের স্পেস শাটল এবং বড় বুস্টার রকেট এর মত দেখতে। মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তান উভয়ই আকাশের ঘাঁটিতে কর্মরত আল্লাহর আদেশপালনকারী ফেরেশতাদের কথা চুরি করে শুনতে চায়, জানতে চায় স্রষ্টার পরিকল্পনা এবং খুঁজে বের করতে চায় বেহেশত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শয়তানেরা তখন

একে অপরের কাছে সমবেত হয় (ঊর্ধ্ব জগতের কথা শুনার জন্য)। (সহিহ বুখারী:7481) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর আল্লাহ উর্ধ্বাকাশ এবং নিচের আকাশের মাঝে একটি পর্দা (barrier) দিয়ে দিলেন। সেই সময় থেকে শয়তানেরা আর শুনতে পারে না ফেরেশতাদেরা কি আদেশ পালন করছে কিন্তু এখনও তারা শুনতে চেষ্টা করে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ "আমি সর্বনিম্ন আকাশকে তারা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।" আল্লাহ বলেছেন: "হে জ্বীন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।" (সূরা আর-রহমান, ৩৩) "ছাড়া হবে তোমাদের (শয়তানদের) প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না।" (সূরা আর-রহমান)

আল্লাহ আকাশকে অতি উচ্চ করেছেন যেন অবাধ্য জ্বীন ও মানুষ নিজেদের সীমা অতিক্রম করে তাদের জগত থেকে বের হতে না পারে। জ্বীন ও মানবজগতের গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছু আমরা দেখি তা সবই নিম্ন আকাশ। "We Discovered Alien Bases on the Moon" বইয়ের তথ্য অনুযায়ী চাদেঁ এলিয়েনদের ঘাঁটি খুজেঁ পাওয়া গেছে।"এলিয়েন" মানে মানুষ আর পশুপাখি থেকে ভিন্ন প্রজাতি যা হতে পারে জ্বীন কিংবা ফেরেশতা। আমরা জানি ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে চাদঁ আর সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে কি এই ঘাঁটি ফেরেশতাদের? এর চেয়েও বড় সংবাদ হল ন্যাশনাল এ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) ২ টন বোম মেরেছে চাদেঁ!!! তাহলে কি ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা?

আল্লাহ বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।”(সুরা বাকারাহ, ৯৮) বর্তমানে meteors বা shooting stars এর পরিমান যে হারে বেড়েছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে শয়তানেরা আকাশবাসী ফেরেশতাদের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আল্লাহ যত অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন সেসব জাতির শাসকেরা জ্বীন-শয়তানদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করত। সেসব শাসকদের মাটির নিচে জ্বীন-শয়তানদের সাথে কাজ করার জন্য লুকানো ঘাঁটি (Underground Bases) ছিল। মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কামান, বন্দুক আর তীরই যথেস্ট; কিন্তু ফেরেশতাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় মহাকাশপ্রযুক্তি আর ক্ষেপণাস্ত্র। শয়তানেরা ফেরেশতাদের ঘাঁটির দিকে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ছুঁড়ে মারত তাতে অনেক সময় ক্ষেপণাস্ত্র মাটির উপরের জাতিগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করত আর তাই শয়তান আর তার অনুসারী লোকরা মাটির নিচে (ভূগর্ভস্থ জায়গায়) নিরাপদে অবস্থানে আশ্রয় নিত। আল্লাহ বলেছেন: “আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার।

এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।”(সূরা হাজ্জ্ব) ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে বর্তমানের পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের প্রাচীন একটি শহর মোহেনজো দারোকে ধ্বংস করে পারমাণবিক বোমা যা ইঙ্গিত করে মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তানে উভয় মিলে আক্রমণ করেছিল আকাশবাসী ফেরেশতাদের কিন্তু ফেরেশতাদের ঘাঁটির দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়লে সেসমসত জাতির মাটিতেই কিছু ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ায় তারা ধ্বংস হয়েছিল। যেমনটা ২য় বিশ্বযুদ্ধের নামে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিকে ধ্বংস করে দেয় পারমাণবিক বোমা। “আমরা(আল্লাহ ও

তাঁর ফেরেশতাগণ) নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়েছি: আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য/সীমালঙ্ঘনকারী শয়তান) থেকে নিরাপদ থাক।অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল।সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।”

শয়তানের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া এবং গণমাধ্যম সবসময় মুসলমানদের যুদ্ধপ্রিয় আর আল্লাহর অবাধ্যদের শান্তিপ্রিয় দেখায় যদিও বাস্তবে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের পরিচালিত গণমাধ্যমগুলোকে বিশ্বাস করলে ভুল করবেন কারণ গণমাধ্যমের কাজ হল মানুষকে বিভ্রান্ত করা। মানুষের ব্রেনওয়াস করে নতুন করে ব্রেন প্রোগ্রামিং করার টুল হল টেলিভিশন। আপনি ঈদে কি পরবেন, কি রান্না করবেন, কোন খবর বিশ্বাস করবেন, কিভাবে ভাববেন, কি দেখলে ভয় পাবেন, কি দেখলে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকবেন আর কি করলে ভুলে থাকবেন মৃত্যুর কথা-তার নামই মিডিয়া। আল্লাহ বলেছেন “শয়তানরা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়।” ইবলিসের আদেশে ক্বারিন জ্বীন-শয়তান যেমন মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় তেমনি মিডিয়ায় মানুষ-শয়তান এবং তাদের সহযোগীরা সবসময়ই মানুষকে এক আল্লাহর কথার অবাধ্য হয়ে পাপ কাজ করতে উৎসাহিত করে এবং কুমন্ত্রণা দেয়। শয়তানরা মানুষকে চোখের, কানের, অন্তরের যিনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেছেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র

করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।” (An-Noor: 21) আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসাছিলেন।সেসময় আমরা একটা সোরগোল ও শিশুদের হৈচৈ শুনতে পেলাম।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী নারী নেচেকুদে খেলা দেখাচ্ছে আর শিশুরা তার চারদিকে ভীড় জমিয়েছে।

.....ইত্যবসরে উমর(রাযিঃ) আবির্ভূত হন এবং মুহুর্তের মধ্যে সমস্তলোক তার কাছ হতে সটকে পড়ে।আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি দেখলাম জ্বীন ও মানব বেশধারী শয়তানগুলো 'উমারকে দেখেই সরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তারপর আমি ফিরে এলাম।(সূনান আত তিরমিজী-হাদিস নাম্বার:৩৬৯১) শয়তানরা মানুষকে বিনোদন দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী যেন মানুষ আল্লাহর পথ ছেড়ে পার্থিব কাজে মনোনিবেশ বেশি করে। শয়তান নারীদের ব্যবহার করে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়। সমাজে নগ্নতা, অবৈধ প্রেম বাড়িয়ে দিয়ে তরুণসমাজকে আল্লাহর ইবাদাত ও জিহাদ থেকে দূরে রাখতে চায়।

জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা সবসময় মানুষকে পার্থিব কারণে আতঙ্কিত করে রাখতে চায় কারন ভয় হল অস্ত্রস্বরূপ যা মানুষকে আল্লাহর কাজে নিয়োজিত হওয়ার সাহসকে বাধা দেয়। জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা প্রচারের জন্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উগ্রবাদীদের খবরগুলো দেখা যায় যেন মুসলমান তরুণরা “জিহাদ” সম্পর্কে ভুল ধারনা পোষণ করে এবং তাদের ধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। অবশ্যই কাফেররা মুসলমানদের ভয় পায়। আল্লাহ বলেছেন: “শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।” (Az-Zukhruf: 37) "হে মুমিন গন, আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তার পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (আল মায়ীদা ৬,

আয়াত-৩৫) "তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।" [সুরা তাওবা ৯:১৩]

জ্বীনউপাসকরা বিতাড়িত শয়তানদের থেকে নানা ধরনের প্রযুক্তি ও সৃজনশীল কর্ম তৈরি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে যা তাদের পার্থিব খ্যাতি এবং অর্থ লাভ করতে সাহায্য করে। কিন্তু বিতাড়িত শয়তানের কি লাভ মানব ও জ্বীনজাতিকে প্রযুক্তি দিয়ে? কারন শয়তানরা ভালো করেই জানে এই নির্দিষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন পরীক্ষা দেয়ার জন্য।সুরা হিজরে আল্লাহ বলেছেনঃ“ আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে।আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি।” শয়তান প্রযুক্তি দিয়ে মানুষ ও জ্বীনকে ভুলিয়ে রাখে যে এই অস্থায়ী পৃথিবী আর স্থায়ী বেহেশত এক নয় এবং বোকা মানুষ ও জ্বীনরা শয়তানের প্রতারণায় অস্থায়ী পৃথিবীকে নিজের মনের মত বেহেশত বানাতে শুরু করে।

যেমনঃ গাছ কেটে পছন্দসই আসবাবপত্র আর আকাশছোয়া দালান বানাচ্ছে পৃথিবীতে, এতে গাছ কমে যাওয়ায় পৃথিবীর নির্দিষ্ট অক্সিজেন কমে যাচ্ছে।আর গবেষকরা ধারনা করছে ২০৩০ সালে অক্সিজেনের অভাবে অনেক প্রানী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর পৃথিবীতে মানুষ আর প্রানী একে অন্যকে আহার করে জীবনধারন করে।যত নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে তত বেশি বিদ্যুতের ব্যবহৃত হচ্ছে।যেভাবে আল্লাহর দেয়া তেল, কয়লা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে ব্যবসায়ীরা আপনার স্বপ্নের পার্থিব বেহেশত তৈরিতে গ্যাস বিল, বিদ্যুত বিল ইত্যাদি নিচ্ছে তাতে অচিরেই পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।আল্লাহ মানুষকে অনেক সৃষ্টি থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধিবিবেচনা। মানুষের হাতে পৃথিবী তুলে দিয়েছেন আর তাকে বুদ্ধিবিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন: “তিনিই তোমাদেরকে(মানুষকে) পৃথিবীতে স্বীয়

প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে।কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” যে আল্লাহর পৃথিবীতে সম্পদ আর প্রানীদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবে না, সে বেহেশতেও আল্লাহর সৃষ্টির অপব্যবহার করবে।তাই বেহেশতে সেই যাওয়ার যোগ্য যে পৃথিবীতে আল্লাহর সম্পদকে নিজের ভেবে অপচয় করে না।পৃথিবী শুধুমাত্র পরীক্ষার জায়গা।বিশ্বাসীরা তাই পৃথিবীতে করে যা তার মৃত্যুর পরের জীবনে কাজে লাগবে।সুতরাং শয়তান চায় মানবজাতি নিজেই প্রতারিত হয়ে আল্লাহর দেয়া পৃথিবীর নিদিষ্ট সম্পদ অপব্যয় করে নিজেই পৃথিবীকে ধবংসের দিকে নিয়ে যায়।আল্লাহ তাআলা বলেছেন:“শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।” (Faatir: 6)

<u>আল্লাহর নিয়ামত থেকে বিতাড়িত ইবলিস মানুষকে দোজোখে নেওয়ার জন্য চারটি প্রতিশ্রুতি করেছিল এবং আল্লাহকে বলেছিল:</u>

১) “আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।” (সুরা নিসা -১১৮) এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে শয়তান ও তার বংশধররা এই দুনিয়াতে আল্লাহর মত প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে যেন মানুষ ভুলবশত: শয়তানকে এই পৃথিবীর অধিপতি হিসেবে উপাসনা করে। কিন্তু কিভাবে? আমরা জানি, আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে এবং এই নামগুলি আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করে। শয়তানরা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন অবস্থানে রাখবে যা আল্লাহ কর্তৃত্ব বা মহিমার সাথে সংযুক্ত/অংশীবাদিতা হয় যেন মানুষ আল্লাহর সাথে তাদের শরীক করে। যেমনঃ শয়তানের সহযোগী শাসক যদি পরিবর্তন করে ফেলে আল্লাহর আইন আর মানুষ তা মেনে নিলে তারা শয়তানকে গ্রহণ করল। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য

শয়তানকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে বুঝতে পারবেন কে আল্লাহর অবাধ্য আর কে বাধ্য।

২) শয়তান আল্লাহকে বললঃ "মানুষকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।"(সুরা নিসা -১১৯)

আল্লাহর একটি নাম হল আল-মুসাওয়ের (المصور। যার অর্থ সৌন্দর্য এর গড়নদাতা। আল্লাহ যাকে যেভাবে তৈরি করেছেন তাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। শয়তান চেষ্টা করবে মানুষ যেন নিজেকে নিয়ে অসুখীবোধ করতে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে নিজেকে পরিবর্তন করতে উদাহরণস্বরূপ প্লাস্টিক সার্জারি। মনে রাখবেন আপনার শরীর আপনার নয়। এর মালিক আল্লাহ। শয়তান আপনাকে কখনোই আল্লাহ যা দিয়েছে তা নিয়ে শুকরিয়া করতে দেবে না। কিছু মানুষ ছেলে থেকে মেয়ে এবং মেয়ে থেকে ছেলে হওয়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি (sex reassignment surgery) করে।এভাবে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেয়। আজকাল বিজ্ঞানীরা গরুর কান কেটে তার কোষ নিয়ে আরেকটি প্রানীর কোষের সাথে মিশিয়ে ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় নতুন ধরনের প্রাণী তৈরি করছে। তারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর নামে পশুর সাথে মানুষের সংমিশ্রণে মানব-পশু হাইব্রিড (human-animal hybrid) তৈরি করছে। জ্বীন-শয়তান ও মানব-শয়তানরা বয়স কমাতে ও পৃথিবীতে অমরত্ব লাভের আশায় আল্লাহর তৈরি দেহের কোষ ও DNAকে পরিবর্তন ও বিকৃত করছে gene therapy, ডিজাইনার বেবি, gene modification ইত্যাদির নামে। আল্লাহর তৈরি সৃষ্টিকে বিকৃত করার বুদ্ধি বিতাড়িত ইবলিস ছাড়া আর কে দেবে? ইবলিস ও তার সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানেরা শুধুমাত্র মানবজাতিকে নয়, তারা

জ্বীনজাতিকেও আল্লাহর আইন, নিয়ম ও সৃষ্টিকে পরিবর্তন আদেশ দেয়। তাদের আদেশ মেনে জাদুচর্চাকারী কাফের জ্বীনরা নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করে অন্য প্রাণীর বেশে মানবজগতে প্রবেশ করে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ ও জ্বীনজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীর নানা কর্মে ফেরেশতাদের নিয়োজিত করেছেন যেমনঃ বৃষ্টিবর্ষণ করা ইত্যাদি। ইবলিস ও বিতাড়িত শয়তানরা মানবজাতি ও জ্বীনজাতিতে তাদের অনুসারীদের ফেরেশতাদের কাজে বাধা দিতে আদেশ দেয়। এখন জিও ইঞ্জিনিয়ারিং (geo engineering) আর ক্লাইমেট ইঞ্জিনিয়ারিং (Climate engineering) প্রযুক্তির মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন ও ম্যানিপুলেশন করা হচ্ছে। বর্তমানে কাফের জ্বীন ও মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেরাই মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করছে।

৩) শয়তান মানুষকে মিথ্যা আশা দেবে। "পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" (An-Nisaa: 60)

আল্লাহ বলেনঃ "শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ কিছু নয়।"(সুরা নিসা, ১২১)। শয়তান সবসময় আপনাকে পৃথিবীর জিনিস নিয়ে ব্যস্ত রাখতে চায় যেন আপনি আপনার মরণের কথা ভুলে যান যেমন: মিডিয়া, সঙ্গীত, ভিডিও গেমস ইত্যাদি আপনাকে মিথ্যা জগতে আটকে ফেলছে। শয়তান মন্দ কাজকে মানুষের কাছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দেখায়। শয়তানের এসব মোহের জাল থেকে দূরে না সরলে বাস্তবতা বোঝা কঠিন।

৪) "অতঃপর শয়তান উভয়কে (আদম ও হাওয়া) প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ

কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।” (সুরা আরাফ-১২১)

আদম (আলাইহি-আস-সালাম) এবং তার স্ত্রীকে শয়তান মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়েছিল আজীবন বেহেশতে থাকার। শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করে এমনভাবে যেন তারা ভাবে পৃথিবীতে তারা আজীবন বেঁচে থাকবে। কেয়ামতের আগ পর্যন্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ইবলিস মানুষ-শয়তান, জ্বীন-শয়তান, শয়তানের বংশধর ও জ্বীনসাধকদের অমরত্ব দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাই তারা অমরত্ব লাভ ও পৃথিবীতে পুনর্জন্মের ধারণায় বিশ্বাসী; তারা মৃত্যু ও বিচারদিবসে বিশ্বাসী নয়। আর শয়তানেরা সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশায় ইবলিসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। আল্লাহ বলেছেনঃ “যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জ্বীনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল।(সুরা কাহফ, ১৮:৫০) সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে মানুষের মস্তিষ্ক একটি রোবটের শরীরের মধ্যে স্থানান্তর করা সম্ভব, এতে নাকি মানুষ রোবটের ভেতর আজীবন বেঁচে থাকবে। তার মানে অর্ধেক রোবট আর অর্ধেক মানুষ ! এদের বলা হচ্ছে ট্রান্সহিউম্যান (transhuman)। এইসব রোবট-মানবদের নাকি ফেরেশতাদের মত খাওয়া বা ঘুমের দরকার হয় না। এগুলো শয়তানের প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়! এভাবে রোবট হয়ে পৃথিবীতে কতবছর বাঁচবে? কেয়ামতের আগে তো পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে!

কেন মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তানেরা ইবলিসের আদেশ মেনে চলে?

যখন কোন সরীসৃপ তার লেজ হারায় তখন সেখানে একটি নতুন লেজ (নতুন কোষ) তৈরি হয়। এরকে "regeneration" বলে। ইবলিসের সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তান যারা আল্লাহর অনুমতিতে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ আয়ু লাভ করেছে তারা এই সরীসৃপ টিকটিকির মতই REGENERATIVE BEINGS, যাদের ক্ষতিগ্রস্ত কোষ নিজেই পুনরায় তৈরি হয় আল্লাহর আদেশে। সুতরাং জ্বীন ও মানবজাতি কেয়ামতের আগে এই বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানদের হত্যা করতে পারবে না। তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মানুষ ও জ্বীন শয়তানেরা যদি তাদের আদেশ মেনে চলে তবে তারাও লাভ করবে তাদের মতই অমরত্ব। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন শয়তান কিভাবে মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহি-আস-সালাম)কেও অমরত্ব ও চিরস্থায়ী হত্তয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল "অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?" (Taa-Haa: 120) "হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, , যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।" (Al-A'raaf: 27) এই বিতাড়িত শয়তানরা মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তানদের বহু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর মানুষ ও জ্বীন শয়তানেরা সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশায় ইবলিসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে মানুষ ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের প্রতারিত না করে। এবং সেই প্রতারকও (শয়তান) যেন কিছুতেই

তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো, সে তো তার দলবলকে শুধু এজন্য ডাকে, তারা যেন দোযখবাসী হয়।" (সূরা ফাতির, ৫-৬) "শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়"। (An-Nisaa: 120)

বিতাড়িত ইবলিস ও তার সহযোগী জ্বীন-শয়তানেরা নিজেদের বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়ে মানব ও জ্বীন জগতের বাসিন্দাদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছে তারাই মানব ও জ্বীনজাতিকে সৃষ্টি করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে শয়তানকে স্রষ্টা হিসাবে দেখানো হয়। যারাই বিতাড়িত শয়তানদের কথা বিশ্বাস করে তাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয় বিতা্ড়িত শয়তানরা যেন তারা মানব ও জ্বীনজগতের সীমারেখা অতিক্রম করে সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ বলেছেনঃ "...অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে শয়তান এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল।"(সুরা কাহফ, ১৮:৫০)

তারপর বিতাড়িত শয়তানরা তাদের জানায় মানব ও জ্বীনের পৃথিবীতে আসার মূল লক্ষ্য হল ধ্যানের মাধ্যমে ক্বারিন জ্বীনের সত্ত্বার সাথে মানব সত্ত্বাকে মিলিত করা তাহলে তারা পাবে ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা ত্রবং অমরত্ব। জ্বীন ও মানুষের মধ্যে যারা ইবলিসের সহযোগী বিতাড়িত শয়তানদের কথা মেনে চলে তাদের শয়তানরা জাদুবলে সহযোগীতা করে। ফেরাউন ও নিমরুদের মত কাফেররা ইবলিসের কথা মেনে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আল্লাহর বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে ত্রবং তারা বিশ্বাস করে ইবলিসের কথা মনে চললে তারা পৃথিবীতে বারবার পুনর্জন্ম লাভ করবে। বর্তমানে জ্বীন-শয়তানদের সাহায্যগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরাও পৃথিবীতে চিরজীবী হওয়ার জন্য digital immortality এর মত নানা প্রযুক্তির আবিষ্কার করছে এবং হিমায়িত করা মৃতদেহকে ক্লোনিং করে জীবন দেয়ার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি

আমেরিকান সোসাইটি ফর সেল বায়োলজির বার্ষিক সভায় একটি গবেষণামূলক দল বিবৃত করেছে নতুন gene "MORF4" অমর করবে।

ইবলিস ও সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানেরা জ্বীন ও মানুষকে ফেরেশতাদের ঘাঁটিতে হামলা চালানোর আদেশ করে যেন পৃথিবীর নেতৃত্ব ইবলিস দিতে পারে। একারনেই প্রাচীন ব্যবিলিয়নের শাসক নিমরুদ আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ও ইবলিসের আদেশে ফেরেশতাদের ঘাঁটির দিকে আধুনিক space weapon এর মতো arrow নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতাদের হামলা করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তখন আল্লাহর আদেশে মশা নিম্রোদকে ধ্বংস করে দেয়। ইবলিস কাফের জ্বীন ও মানুষদেরকে এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে মানুষ ও জ্বীনরা যদি বেহেশত যাওয়ার পোর্টাল খুঁজে পায় তবে এখনি তাতে প্রবেশ করতে পারবে। তাই জ্বীন ও মানুষ শয়তানেরা মহাকাশে বেহেশতের সন্ধান করছে।

সবশেষে ইবলিস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মানুষের জগতের সাথে যদি জ্বীনজগতের পর্দা (barrier) ভেঙ্গে উভয় জগতকে এক করে ফেলতে পারলেই পৃথিবীতে "সময়" বলে কিছু থাকবে না তখন মানুষ ও জ্বীন সময়হীন এক জগতে অমরত্ব লাভ করবে। তাই মানুষ ও জ্বীন-শয়তান দুই পৃথিবীকে এক করার চেষ্টায় মত্ত আর যেদিন তাদের কারনে দু'জগতের পর্দা (barrier) ভেঙ্গে এক হবে সেদিন কেয়ামত আসবে। জ্বীন ও মানব জগত একত্র হয়ে গেলে পৃথিবীর মাটি, আকাশ, পাহাড় ধ্বংস হয়ে যাবে কারন প্রকৃতিতে সব কিছুই তার নিয়মমাফিক চলে। কেয়ামতের দিন পৃথিবী ভিন্ন মাটি, ভিন্ন আকাশে পরিনত হবে।আল্লাহ বলেছেনঃ"যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এবং আল্লাহর সামনে পেশ হবে।"(সূরা ইব্রাহীম) আল্লাহ কারো উপর জুলুমকারী নন বরং তারাই নিজেদের উপর জুলুমকারী। আল্লাহ বলেছেনঃ, "হে মানুষ! তোমাদের অনাচার তোমাদের ওপরই পতিত হয়ে থাকে।

পার্থিব জীবনের সুখ (সাময়িক) ভোগ করে নাও; পরে আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।” [সুরা : ইউনুস, আয়াত : ২৩) আল্লাহ আরও বলেছেনঃ “তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না।জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।”(সূরা ইব্রাহীম) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। [55:53] “যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, ...যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।” (সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্)

বর্তমানে ওয়ার্মহোল, ব্ল্যাকহোল, particle, টেলিপোর্টেশন, টাইম ট্রাভেল আর The Large Hadron Collider এর গবেষণার প্রকৃত কারন কি ইবলিসের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা নয়? নিউক্লিয়ার বোমের বিস্ফোরণ তৈরি করে মাশরুমের ন্যায় মেঘের (mushroom cloud) যার বিস্ফোরণে জ্বীনদের জগতকে মানুষের জগতের সাথে এক করা যেতে পারে। এমন “মাশরুম মেঘ” দেখা গিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের সময়। পারমাণবিক শক্তি জ্বীনজগতের “পোর্টাল" খুলতে সহায়তা করে বলে ধারণা অনেক গবেষকদের। কেয়ামতের আগের একটি লক্ষণ হল ধোয়াঁ। কারন কেয়ামতের পূর্বে মানুষ ও জ্বীন-শয়তানেরা নিউক্লিয়ার বোম (atomic weapon) ব্যবহার করে উভয়ের জগতের আবরণকে ভেঙে এক করে ফেলতে চাইবে। আল্লাহর বান্দারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর কাফেররা চায় ইবলিসের আদেশ মেনে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে।

আগেও আল্লাহ যেসব অবাধ্য সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছিল নিজেদের সীমালঙ্ঘন ও কুফরের কারনে। আল্লাহ বলেছেনঃ “তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পুর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।” (সুরা আন’য়াম ৬:৬) সেসব জ্বীন ও মানুষ শয়তান নিজেরাই আল্লাহর অবাধ্যতাবশত সীমা অতিক্রম করে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের পূর্বে আল্লাহ সর্তককারী প্রেরণ করেছিলেন।আল্লাহ বলেনঃ“আমি কোন জনপদ ধবংস করিনি; কিন্ত তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল" [সুরা হিজর, ২-৪]।” “আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” (বাকারাঃ৩৯) অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।”(সুরা আন’য়াম)

ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে আল্লাহ এইসব পাপাচারী এবং অভিশপ্ত সভ্যতার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ, স্থাপত্য ও শৈল্পিক বস্তু এখনো পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, স্যাক্সাহুয়ামান, মিশরীয় পিরামিড, স্টোনহেঞ্জ, টৌটিহুয়াকানের পিরামিড(মেক্সিকো), ময়ইইস্টার দ্বীপের ঘাসঘরের পাহাড়ের প্রাচীন দুর্গ।এমন অনেক অবাধ্য জাতি এবং সম্প্রদায় ধবংস হওয়ার পর সেখানে আবার নতুন সম্প্রদায় বসবাস শুরু করে।বিতাড়িত শয়তানরা আবার একই কৌশলে তাদেরকেও ধোকা দিতে চেষ্টা করে।

যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সাড়া দেয় ত্রবং যারা জ্বীন-শয়তানদের দেবদেবী হিসেবে পূজা করে তাদের উদ্দেশ্যে কেয়ামতের দিন বিতাড়িত শয়তান কি বলবে?

"যখন সব কাজের ফয়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি৷ তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ৷ অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর৷ আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই৷ এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও৷ ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি৷ নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি৷ (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ২২) সেদিন আল্লাহ বলবেনঃ "হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেনি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবেঃ আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম৷ পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে৷ তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল৷" (সূরা আল-আনআ'ম, ১৩০)

শয়তান কি বন্ধু সেজে মানুষকে ধোকাঁ দিতে পারে?

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্নিত শয়তান সম্পর্কিত একটি ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনাটি শেয়ার করলাম যা হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আরাবী (রাঃ)র বই শাজরত আল-কান ("The Tree of Being") থেকে সংগ্রহিত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্নিত একটি হাদিস: একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

চারপাশে আনসারদের এক বাড়িতে অনেকে সমবেত হয়। সেসময় বক্তব্যের মাঝখানে বাইরে থেকে নবী একটি কুশ্রী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেবেন? আমার সাথে আপনার কাজ আছে! " নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবাইকে বললেন, "তোমরা কি এই কণ্ঠস্বরটি কার জানো?" সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা শয়তান। উমর রাঃ এ কথা শুনে বললেনঃ”রাসূল আপনি অনুমতি দিলে আমি শয়তানের মাথা কেটে ফেলবো! আমি তার মাথার খুলি ভাঙ্গাবো এবং মানুষকে তার কষ্ট থেকে মুক্ত করিব! "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না উমার, তুমি কি জান না যে তুমি শয়তানকে হত্যা করতে পারবে না?” আল্লাহ কেয়ামতের আগ পর্যন্ত তাকে সময় দিয়েছেন।” তারপর তিনি বললেন, "দরজা খুলে দাও এবং তাকে আসতে দাও, কারন শয়তান আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসতে পারে না। আর সে যা বলে তা শোনো, এবং বুঝতে চেষ্টা করো।

" শয়তান মানুষকে পরীক্ষা করতে আসতে পারে, মানুষের বেশে (কণ্ঠস্বরে) বিভ্রান্ত করতে পারে। অনেকসময় আল্লাহ মানুষের ঈমান পরীক্ষা করেন। নবী শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “আমাকে বলো, সৃষ্টির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে ঘৃণা করো?'শয়তান উত্তর দিল, 'হে মুহাম্মদ! ['এবং সমস্ত নবী'] পুরো সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “আমাকে ছাড়া অন্য কাকে তুমি ঘৃণা করো?' শয়তান বলল, 'অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের যারা আল্লাহর কথামত চলেছে এবং জ্ঞানী মানুষ যারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর কাজ করছে এবং যারা শয়তানের ধোঁকাকে প্রত্যাখ্যান করছে। যারা ওযু করে; তারপর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায় না, কাউকে কোন অভিযোগও করেন না; যারা আল্লাহর

ইবাদাতের জন্য মানুষকে ডাকে, যারা জেনাকে বর্জন করে; আর গরীবদের আল্লাহর কথা অনুযায়ী দান করে।”বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত! (An-Nisaa: 83)

<u>আরেকটি কাহিনী শেয়ার করছি।</u>

এক গ্রামে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল যে গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে একটি গাছকে পূজা করত। আল্লাহর বদলে গাছকে পূজা করতে দেখে একজন ধার্মিক ব্যক্তি পরিকল্পনা করে এক রাতে সেই গাছটিকে সে কেটে ফেলবে। তখন শয়তান মানুষের বেশে হাজির হয় তার সামনে। তারপর শয়তান লোকটিকে বলল, “তুমি গাছটি কাটতে পারবে না।” ধার্মিক লোকটি বলল, “হ্যাঁ, গাছটি আমি অবশ্যই কাটব”। শয়তান লোকটিকে বিভ্রান্ত করার জন্য আবার বলল, “তুমি গাছটা নিশ্চয়ই মন থেকে কাটতে চাও না।” সাহসী লোকটি বলল, “অবশ্যই আমি গাছটি কাটব কারন গাছটির জন্য মানুষ শিরকে লিপ্ত হচ্ছে।” শয়তান লোকটিকে তার সাথে লড়াই করার প্রস্তাব দেয় আর লড়াইয়ে ধার্মিক লোকটি জয়ী হয়।

শয়তান তখন লোকটাকে বলল, “দেখো যারা গাছটিকে পূজা করছে তারা এমনিতেই জাহান্নামী; তুমি নিজে বরং আল্লাহর প্রতি ইবাদতে মনোনিবেশ করো।আর তুমি যদি গাছ না কাটো তবে আমি প্রতিদিন তোমাকে কিছু দিনার দেব। এ কথা শুনে লোকটি খুশি হল এবং গাছটি কাটতে গেল না।প্রথম কিছুদিন লোকটিকে শয়তান দিনার দিলেও পরবর্তীতে শয়তান অঙ্গীকার ভঙ্গ করে লোকটিকে দিনার দেয়া বন্ধ করল।লোকটি দিনার না পেয়ে আবার রাতে বের হল সেই গাছ কাটার জন্য। শয়তান আবার মানুষের বেশে সামনে দাড়ালো। শয়তান আবার লোকটিকে

লড়াই করার প্রস্তাব করল। কিন্তু এবার লোকটি হেরে গেল শয়তানের কাছে। লোকটি অবাক হল কেন সে প্রথমবার জয়ী হল কিন্তু দ্বিতীয়বার তার কাছে হেরে গেল। জবাবে শয়তান বলল, "প্রথমবার তুমি আল্লাহর জন্য গাছটি কাটতে গিয়েছিলে তাই আল্লাহ তোমাকে বিজয় দিয়েছেন। আল্লাহর বান্দাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। আর দ্বিতীয়বার তুমি গাছটি কাটতে চেয়েছিলে দিনারের জন্য (পার্থিব লাভের জন্য) তাই আমি জয়ী হয়েছি।" সুতরাং যাদের অন্তরে ঈমান (আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস) তাদের শয়তান ক্ষতি করতে পারে না।কিন্তু যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও যাদের অন্তর পার্থিব বিষয়াদিতে মগ্ন তাদের শয়তান তাদের সহজেই কাবু করে ফেলে।

হাদিস অনুযায়ী শয়তান মানুষের বেশে থাকতে পারে। এসব শয়তান সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবো না। তার প্রতি আমার দয়া হলো, এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল হলে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার- পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার। সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল।

আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হল তিন বারের শেষ বার। তুমি প্রত্যেকবার বলো যে আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কি বলল?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সে আমাকে বলল, যে সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বেএবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা, তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, না। তিনি (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে ছিল শয়তান। [সহীহ বুখারী]

যখন মানুষ ঘুমায় তখন রূহ আল্লাহর কাছে চলে যায়। সেসময় মানুষের নফস (unconscious mind) তাদের সাথেই থাকে যা অন্য জগতের (জ্বীনজগতের) জানলাসরূপ। তখন ক্বারিন জ্বীন-শয়তান দুঃস্বপ্ন দেখায়। প্রাচীন পাগান মিশরীয়, চীন, রোমান ও গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল ঘুমের সময় তাদের দেবতারা (জ্বীন-শয়তান) স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের তথ্য পাঠায় এবং ঘুমের মাধ্যমে অন্য জগতে যাত্রা করা যায়। রাবী মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, .. “স্বপ্ন তিন প্রকার, মনের কল্পনা, শয়তানের তরফ থেকে ভয় দেখানো এবং আল্লাহ্‌র তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়।” (সহিহ বুখারী:7017) শয়তানের কারনেই sleep paralysis ত্রবং sleepwalking এর ঘটনা ঘটে আর

একারণে মুসলমানরা ঘুমের পূর্বে আল্লাহকে স্মরণ করে। জাবের (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে অথবা তার বিছানায় আশ্রয় নেয় তখন একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয়। ফেরেশতা বলেন, কল্যাণের সাথে (তোমার দিনটি) শেষ করো, আর শয়তান বলে, অনিষ্ট সহকারে শেষ করো। অতএব সে যদি আল্লাহর প্রশংসা করে, তার যিকির করে তাহলে সে শয়তানকে বিতাড়িত করলো এবং রাতটি (আল্লাহর) হেফাজতে কাটালো।

অনুরূপভাবে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয় এবং তারা পূর্বানুরূপ কথা বলে। সে যদি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বলে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার জীবনটা আমার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ঘুমের মধ্যে মৃত্যুদান করেননি।সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে রুখে রেখেছেন। যদি এই দুটি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউই এদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম ক্ষমাশীল” (সূরা ফাতিরঃ ৪১)।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, “যিনি আসমানকে প্রতিরোধ করে রেখেছেন যাতে তা তার অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হতে না পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়” (সূরা হজ্জঃ ৬৫)। সে মারা গেলে শহিদী মৃত্যুবরণ করলো, অন্যথা উঠে নামায পড়লে মর্যাদাপূর্ণ নামায পড়লো। (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ ঘরে প্রবেশকালে কেউ আল্লাহকে স্মরণ না করলে সেই ঘরে শয়তান রাত যাপন করে।কোন লোক তার আহার গ্রহণকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর জায়গা এবং রাতের আহার উভয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। (মুসলিম, হাকিম, ইবনে হিব্বান, আবু আওয়ানা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে? কেননা শয়তান তার বাম হাতে

পানাহার করে। রাবী বলেন, নাফে (রহঃ) তাতে আরো যোগ করেন যে, বাম হাতে কিছু গ্রহণও করবে না এবং বাম হাত দ্বারা কিছু দিবেও না। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নতুন গবেষণাও বলছে বামহাতী (left-handed) মানুষেরা ডানহাতীর চেয়ে ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, আচরণ, বিবেচনায় ভিন্ন ধরনের। যারা বামহাতী তারা খেলাধুলা, মিউজিক, অঙ্কন, আর সৃজনশীলতায় বেশি পারদর্শী যেমনঃ মার্ক টোয়েন, মোৎসার্ট, নিকোলা টেসলা,বিল গেটস, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, অ্যারিস্টটলের মত ব্যক্তিরা ছিল বামহাতী যাদের cognitive ও psychological profiles ডানহাতীদের চেয়ে ভিন্ন এবং তাদের অনেকে মস্তিষ্কের উভয় বাম ও ডান hemispheres ব্যবহার করতে সক্ষম। তবে বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী বামহাতী লোকদের মানসিক সমস্যাও ডানহাতীদের চেয়ে বেশি থাকে। বর্তমানে অনেক বিখ্যাত সেলিব্রিটি, বিজ্ঞানী, লেখক, গণিতবিদ, মিউজিশিয়ান, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য অনেকেই বিশ্বাস করে জ্বীনসাধনার মাধ্যমে বেশি সৃজনশীল হওয়া যায়, নৃত্য-বাদ্যযন্ত্র-গান- গণিতে দক্ষতা অর্জন করা যায়, ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে আরো জ্ঞান লাভ করা যায়। আসলে জ্বীন-শয়তান মানুষকে সেই পার্থিব জ্ঞানই দেয় যা আল্লাহর স্মরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

শয়তান আল্লাহকে বলেছিল: “আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য মানুষের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো।এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।” (সূরা আল আ’রাফ) জ্বীন-শয়তান আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যবহার করে মানুষের জগতে প্রবেশ করে এবং সে প্রবেশ করতে পারে মানুষের মুখ, পায়ুপথ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দেহে। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে (আলহামদুলিল্লাহ বললে) এবং অপর মুসলমান ব্যক্তি তা শোনতে পেলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) বলা তার কর্তব্য হয়ে যায়।

আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তার হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে"। (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ, আবু আওয়ানা) তবে মানুষ ওযু করলে পানি শয়তানকে দেহ থেকে বের করে দেয়।শয়তান বন্ধ কিছুতে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তোমরা (রাতে ঘুমানোর পূর্বে) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করো, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুড় করে রেখে বা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে না, পানির পাত্রের বন্ধ মুখ খোলতে পারে না এবং উপুড় করা বা ঢেকে দেয়া থালাও উন্মুক্ত করতে পারে না। (আলো নিভিয়ে না দিলে) দুষ্ট ইঁদুর মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়"। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী হাঃ ১৭৫৮)

<u>শয়তান পানি এবং বায়ুবাহিত রোগজীবাণু ত্রবং প্রাণীর বেশে আসতে পারে।</u>

ময়লা-অপরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং যা কিছু অপবিত্র, খাঁটি নয়, নিষিদ্ধ ও বর্জিত খাদ্যের মাধ্যমে শয়তান রোগ ছড়াতে পারে। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে অনেক রোগজীবাণু বহনকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অন্য জগতে (জ্বীন জগতে) সৃষ্টি হয়েছে যা Blood rain এবং অন্যান্য কারণে মানবজগতে প্রবেশ করে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আইয়ুব (আলাইহি-আস-সালাম) শয়তানের কারনে রোগে ভুগেছেন বহুদিনঃ “স্মরণ করুণ, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা, যখন সে

তার পালনকর্তাকে আহবান করে বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে”। (Saad: 41) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যখন তোমাদের কেউ তার ঘরের দরজার নিকট আসবে সে যেন সালাম দেয়। কারণ এতে তার সাথী শয়তান যে তার সাথে ছিল সে ফিরে যাবে।

অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম দাও। কারণ ঘরের মাঝে অবস্থানকারী শয়তানরা বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন সফরে যাবে তখন তোমরা তোমাদের বাহনের জন্য ব্যবহৃত চতুস্পদ জন্তুর উপরে প্রথম কাপড়টি রাখার সময় বিসমিল্লাহ্ বল। তাহলে তোমাদের বাহনে শয়তান অংশীদার হতে পারবে না। আর তোমরা যদি তা না কর তাহলে শয়তান তোমাদের সাথে অংশীদার হয়ে যাবে। তোমরা যখন খাবে তখন বিসমিল্লাহ্ বল যাতে করে শয়তান তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে না পারে।

কারণ তোমরা যদি তা না কর তাহলে সে তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করবে। তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের সাথে ময়লা আবর্জনা রেখে রাত যাপন করো না। কারণ সেগুলো হচ্ছে শয়তানের অবস্থান স্থান। তোমরা তোমাদের সাথে তোমাদের গৃহে রুমাল (যা ময়লা) রেখে রাত যাপন করো না। কারণ তা তার (শয়তান রোগবাহিত জীবাণুর) বিছানা। তোমরা পশুর পিঠের নিচের অংশের ব্যবহৃত কাপড় বিছায়ো না। তোমরা বাড়ির (দরজা) বন্ধ না করে বাস কর না। না-ঘেরা ছাদের উপর তোমরা রাত যাপন করো না। তোমরা যখন কুকুরের ডাক শুনবে অথবা গাধার আওয়াজ শুনবে তখন (শয়তান হতে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ একমাত্র শয়তানকে দেখেই গাধা আওয়াজ করে আর কুকুর ডাকে।"

শয়তান পশুপাখি কিংবা মানুষ যে কারো আকার, রূপ বা বেশেই আসতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখলেন। তিনি বলেনঃ "এক শয়তান আরেক

শয়তানের পিছে লেগেছে"। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ) জ্বীন-শয়তান বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কুরাইশদের কাছে বনু কিনানাহর সর্দার সূরাক্বা ইবনে যুশাম এর আকার ধরে গিয়ে তাদেরকে রাসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্ররোচনা দিয়েছিল। (ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৫/৬২)

আমাদের চারপাশের মানুষের মধ্যে কারো কারো সঙ্গী শয়তান আবার কারো কারো সঙ্গী ফেরেশতা।

যাদের সঙ্গী শয়তান তারা নিজেরাও অন্য মানুষকে পাপ কাজে কুমন্ত্রণা দেয়। গানবাজনা, অহেতুক হাসিতামাশা, গীবত, অপ্রয়োজনীয় কথা (বাচলতা), অহেতুক আলাপ, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচারন, সৃষ্টিশীল-সৃজনশীল কর্ম দ্বারা মানুষকে মোহিত বা আকৃষ্ট করার চেষ্টা, নিষিদ্ধ কাজ-এসবের কাছাকাছি থাকে তারা যাদের সঙ্গী শয়তান। উম্মু আলকামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ)-র ভ্রাতুষ্পুত্রীদের খতনায় এক গায়ককে ডেকে পাঠানো হলো। আয়েশা (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে তাকে মাথার পর্যাপ্ত চুল ঝাকড়িয়ে গীত পরিবেশন করতে দেখেন।আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আহ! এ(গায়ক) একজন শয়তান, একে বের করে দাও, একে বের করে দাও!" (আল-আদাবুল মুফরাদ ১২৫৯) যারা অধিকারভুক্ত নারী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর সাথে দেখা করে তাদের সঙ্গী শয়তান। “তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।” (An-Nisaa: 117) জাবির বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসায়াম বলেছেনঃ “যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা, তোমাদের সকলের মাঝেই শয়তান রক্তের ন্যায় বিচরণ করে ...” (জামে’ আত-তিরমিজি; হাদিস নং: ১১৭২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততম জায়গা পেতে চায় সে যেন জামায়াতের সাথে থাকে। কেননা যে একাকী থাকে, শয়তান তারই সঙ্গী হয় এবং সে (শয়তান) দু'জন থেকে অধিকতর দূরে থাকে। কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একাকী সাক্ষাত না করে। কেননা সেখানে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় ব্যক্তি (যে যিনা করতে উদ্বুদ্ধ করে)। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে তার ভালো কাজ আনন্দ দেয় এবং তার মন্দ কাজ দুঃখ দেয়, সেই মুমিন"।[ইবনু হিব্বান, ইবনু মাজাহ]

মানুষ তার চারপাশের মানুষ দেখে শিখে তাই বর্তমানে মানুষের সঙ্গী "টেলিভিশন" ও "ইন্টারনেট"- তার শিক্ষা ও কর্মে ব্যপক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানের স্রেলিবিটিরা গান, সিনেমা ও মিউজিক ভিডিওতে নানা ধরনের জ্বীন উপাসকদের মত প্রতীক, প্রতিমা ব্যবহার করে এবং মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়।

অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (Al-Maaida: 90) "শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?" (Al-Maaida: 91) "এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা"। (Al-Mujaadila: 10) এজন্য মুসলমানদের বন্ধু নির্বাচনে শুধুমাত্র এমন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা উচিত যে আল্লাহর বাধ্য। প্রতি সালাতে মুসলমানরা আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর অবাধ্য কারো সাথে কোন সম্পর্ক তারা রাখবে না। আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা অনুসরণ কর,

যা তোমাদের প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না।”(সুরা আরাফ) তবে যে মানুষ আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে আত্মসমর্পণ করে দেয় তখন তার সাথে থাকা শয়তান সরে পড়ে এবং ফেরেশতা সঙ্গী নিযুক্ত হয়।যতক্ষণ না মানুষ খারাপ সঙ্গী আর ক্ষতিকর জিনিসকে না বর্জন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা উপলব্ধি করতে পারবে না। সহিহ বুখারী (৫০১০) হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে- “যে আয়াতুল কুরসী পড়বে, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য একজন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত করে দিবেন এবং কোন পুরুষ এবং নারী জ্বীন-শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।”

“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা’বুদের, তার(শয়তান) অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।” (সূরা নাস)

হাত এবং যবান দ্বারা শয়তান মানুষকে বেশি পাপ করায় তাই হাত ও যবান ব্যবহারের পূর্বে মানুষকে অন্তর দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইয়াদ ইবনে হিমার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি আমাকে গালাগালি করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান, তারা বাজে কথা বলে এবং তারা মিথ্যুক "(ইবনে হিব্বান; আল-আদাবুল মুফরাদ ৪২৮) শয়তান মানুষকে শিরক করতে উৎসাহিত করে।সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। শয়তানের প্ররোচনায় একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত প্রশংসা করে যা শিরকসরূপ। মুতাররিফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বললেন, আমি আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। লোকেরা

(রাসূলকে) বললো, আপনি আমাদের সাইয়েদ (নেতা)। রাসূল সা: বললেনঃ সাইয়েদ তো হচ্ছেন আল্লাহ। লোকেরা বললো, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা নিজেদের কথা বলো এবং শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করতে পারে (আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ; আল-আদাবুল মুফরাদআল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নাম্বার:২১০) "বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি,এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (সূরা আল-মু'মিনূন; আয়াত: ৯৭-৯৮)

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর যিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর যিকির করে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) একপ্রকার শয়তান জ্বীন (ওলহান) মানুষকে ওযুর সময় ওয়াসওয়াসা দেয় যেন তারা ওযুতে ভুল করে বেশি। আযান শোনার পর সালাত আদায় করতে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য পার্থিব চিন্তায় ব্যস্ত রাখে শয়তান। আবার নামায পড়ার সময় একদল শয়তান (খানজাব) সালাতে আদায়কারীর কাছাকাছি হাজির হয় এবং তাকে পার্থিব বিষয়াদি স্মরণ করিয়ে এক আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে বাধা দেয়। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ও ইসহাক ইবনু মানসূর (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গতরাতে একটি দুষ্ট জ্বীন আমার সালাত (নামায) নষ্ট করার জন্য হানা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে আমার আয়ত্তাধীন করে দিলেন। আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাকে মসজিদের কোনও একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সবাই ভোর বেলা

তাকে দেখতে পাও। পরে আমার ভাই সুলায়মানের প্রার্থনা মনে পড়ে গেল। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন- "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যা আমার পর অন্য কেউ না পায়।" এরপর আল্লাহ তাকে (দুষ্ট জ্বীনকে) লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার:১০৯২]

নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম)কে আল্লাহ এমন এক সাম্রাজ্য দান করেছিলেন যা অন্য কোন রাজাকে দেয়া হননি। হযরত সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা দিয়ে মেঘ ও বাতাসকেও নিয়ন্ত্রণ করেতে পারতেন। তিনি জাদুচর্চা বা জ্বীনদের উপাসনা করেন নি। আল্লাহ জ্বীনদের নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর অনুগত করে দিয়েছিলেন যারা তাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগীতা করত। যেমন: এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অল্প সময়ে যাতায়াত করা, মসজিদ তৈরি করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেছেন: "আর সকল শয়তানকে তার(নবী সুলায়মান আলাইহি-আস-সালাম এর) অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।" (Saad: 37)

একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর একটি আংটি ছিল যা পড়লে তিনি দৃশ্যমান জগত থেকে জীনদের অদৃশ্যমান জগতে প্রবেশ করতে পারতেন, পশুপাখির কথা বুঝতে পারতেন।

একবার নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) তার সেই আংটি তার অধীনস্থ ও বিশ্বস্ত এক সঙ্গীর কাছে দিয়ে গোসলখানায় যান, তখন এক শয়তান নবী সুলায়মান-এর বেশে হাজির হয়ে সেই সঙ্গীর কাছ থেকে সুলায়মান নবীর আংটি নিয়ে নিজের আঙুলে পড়ে। তারপর সেই শয়তান সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর সিংহাসনে বসে নিজেকে রাজা সুলায়মান বলে দাবি করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেনঃ "অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু স্থির করেছি –

মানুষ-শয়তান ও জ্বীন-শয়তান"। (সূরা আন'আম, আয়াত ১১২) যখন সত্যিকারের সুলায়মান নবী গোসলখানা থেকে বের হয়ে বুঝতে পারেন তার সিংহাসনে যে বসে আছে সে আসলে শয়তান তখন নবী সবাইকে বললেও সবাই সত্যিকারের সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) কে পাগল ভাবে আর শয়তানকে সবাই সুলায়মান রাজা হিসেবে বিশ্বাস করে৷

কুরআনে আছে নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) তার সিংহাসনে একটি দেহ (নবী সুলায়মান -এর রূপ ধারণ করা শয়তান) দেখে অস্বস্তি বোধ করে৷ সুলায়মান আ:-এর রূপ ধারণ করা শয়তান রাজ্যশাসন শুরু করে এবং সত্যিকারের সুলায়মান আ: -কে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে৷ সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর বেশে সেই শয়তান স্রামাজ্যের মানুষকে জাদুচর্চায় উৎসাহিত করে আর তাই কুরআনে আছে, "সুলায়মান (আল্লাহর প্রতি) অবিশ্বাসী ছিল না; অবিশ্বাসী ছিল শয়তান৷" সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর বেশধারী শয়তান ম্যাজিক শেখানোর কারনে কিছু পাগান- পৌত্তলিক এবং ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে রাজা সুলায়মান শয়তানের (Asmodeus) সাহায্য নিয়ে জাদুচর্চা করত৷

ইহুদিরা সেই জাদুবিদ্যার বইগুলোকে চর্চা করত৷ আল্লাহ বলেছেনঃ "তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত৷...যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে৷ তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই৷ যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত৷" (সূরা আল বাক্বারাহ, 102) পরে সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর আংটিটি হারিয়ে যায় এবং একটি মাছ তা গিলে ফেলে৷ সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য৷ সুলায়মান (আলাইহি-আস-

সালাম) রাজ্য হারিয়ে সমুদ্রতীরে একাকী বসবাস শুরু করেন এবং এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। একদিন এক মৎস্যজীবী তাকে একটি মাছ দেন।

তিনি মাছের পেটে এসমে আজমখচিত তার আংটিটি পান। তখন তিনি আবার তার রাজ্য নিজের হস্তগত করেন এবং ওই শয়তান জ্বীনকে একটি বিশেষ পাত্রে আবদ্ধ করে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর মত সমস্ত নবীকে পরীক্ষা করেছিলেন। সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) এর অবর্তমানে শয়তানের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের মানুষ জাদুবিদ্যা চর্চা শুরু করেছিল তাই নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) আবার ক্ষমতায় এসে রাজ্যের সব জাদুবিদ্যার বই সংগ্রহ করে লুকিয়ে রাখেন তার সিংহাসনের মাটির নিচে এবং তিনি রাজ্যের জাদুচর্চাকারীদের মৃত্যুদন্ড দেয়ার আদেশ করছিলেন।

আর সেসময় কিছু অমুসলিমরা বিশ্বাস করত নবী সুলায়মান (আলাইহি-আস-সালাম) জাদুচর্চার মাধ্যমে জ্বীনদের নিয়ন্ত্রণ করতেন যা সত্যি নয়। নবী সুলায়মানের মৃত্যুর পর আবার রাজ্যে সেসব জাদুবিদ্যা চর্চা শুরু হয়।সেসব জাদুবিদ্যার বই তারপর বংশপরম্পরায় বিভিন্ন secrect societyতে প্র্যাকটিস করা হত। প্রশ্ন হল আংটিটি এখন কার কাছে?

জ্বীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস (সংক্ষেপিত):

জ্বীন জাতি সম্পর্কে অনেকেরই আগ্রহ। জ্বীনরা কেমন কি খায়, তাদের জীবন যাত্রা কিরকম। বিশেষ করে আল-কোরানে সূরা জ্বীন নাযিল হবার পর সাহাবীদেরও জ্বীনদের প্রতি কৌতূহল দেখা গিয়েছিল। আমি এখানে মুসলিম বিশ্বের প্রবাদ পুরুষ

তাফসীরে জালালাইনের সম্মানিত লেখক 'আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)' জ্বীন জাতিকে নিয়ে উনার লেখা "**লাক্বতুল মারজ্বানি ফী আহকামিল জ্বান্**" নামক আরবী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "জ্বীন জ্বাতির বিস্ময়কর ইতিহাস" বইটি থেকে ও আরো কিছু সহীহ হাদীস থেকে জ্বীন জাতি সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করব।

জ্বীনদের শরীর মূলত খুব সূক্ষাতি সূক্ষ। জ্বীনরা চাইলে যেকোন কঠিন পদার্থের বাধা অতিক্রম করতে পারে। জ্বীন দের কে আল্লাহপাক বিশেষ কিছু কথা ও কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা জ্বীনরা চাইলে এক আকার থেকে আরেক আকারে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে জ্বীন দের কাছে সবচেয়ে প্রিয় আকার হল সাপের আকার। জ্বীনরা বেশিরভাগ সময় সাপের আকারে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। জ্বীনদের খাবার হল শুকনা হাড় ও গোবর। সহীহ হাদীসে শুকনা হাড় ও গোবর দ্বারা এসেঞ্জা করতে নিষেধ করা আছে। হাদিসে বলা হয়েছে এ দুটা হল জ্বীনদের খাবার। জ্বীন দের সাথে মানুষের বিয়ে হওয়া সম্ভব। সহীহ হাদিসে বলা আছে যে রাণী বিলকিসের পিতা মাতার মধ্যে একজন ছিল জ্বীন। তবে জ্বীনদের সাথে মানুষের বিয়ে হালাল না হারাম এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ আছে। তবে বেশিরভাগ আলেমদের মতে জ্বীন বিয়ে করা মাকরুহ। অনেক অন্ধ বুযুর্গ জ্বীন মেয়েকে বিয়ে করেছেন যেন সফরে ঐ বুযুর্গের হাটা চলায় সুবিধা হয়। তবে জ্বীনরা যদি চায় তাইলেই মানুষ জ্বিনদেরকে দেখতে পারে। জ্বীন দের সাথে মানুষের উটাবসা, বিয়ে শাদি এটা পুরাটাই জ্বীনদের ইচ্ছা। মানুষের মাঝে যেমন বিভিন্ন ফেরকা, মাযহাব আছে ঠিক তেমনি জ্বীন দের মাঝেও বিভিন্ন দল মত আছে।
অনেক জ্বীন সাহাবী ছিলেন। সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে প্রথমে ফেরেশতারা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম দেয় এরপরে জ্বীনেরা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম দেয়।

জ্বীনকে_বশে_আনার_কৌশলঃ

কোরআন হাদিস দ্বারা জীনের অস্তিত্ব এবং উপকার অপকারের কথা প্রমাণিত। "তাদের অবস্থান বাথরুম,কবরস্থান,সমুদ্র হয়ে থাকে।"(আবু দাউদ ১ম খন্ড ৪/৬ নং পৃষ্ঠা,হায়াতুল হাইওয়ান)।

তাদের স্ত্রী লিঙ্গধারীদের কে পরী বলা হয়।পরীরা ছেলে মেয়েদেরকে তাদের স্হানে নিয়ে যাওয়ার সত্যতা পাওয়া যায়।

জীনদেরকে বশে আনা সম্ভব তবে পন্থাটা ভিন্ন রকম। আমাদের সমাজে জ্বীন বশে আনার কিছু প্রচলিত নিয়ম আছে যেমন:

কেউ কেউ বলে সুরা জ্বীন গভীর রাতে 7 বার পাঠ করে ঘুমালে পর দিন জ্বীন তার সাথে দেখা দেয়।

এরকম আরও আছে যে, সুরা জ্বীন একবারে 300 বার পাঠ করলে জ্বীনের বাদশা ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়ে যায়।

এছাড়াও বিভিন্ন তাবিজের বইতে দেখা যায় বিভিন্ন আয়াত লেখা থাকে এবং সেই আয়াত মেস্ক জাফরানের কালি দ্বারা সাদা কাপড়ে লিখে সেই কাপড় আগুনে পোরালে নাকি জ্বীন এবং পরী বশে আসতে বাধ্য।

সত্যি বলতে কি, এভাবে কখনো জ্বীন বশে আসে না। এই পন্থাগুলো অবলম্বন করে নিজে নিজে বশে আনার চেষ্টা করা মানে নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে আনা।

এই জন্য একজন জীন সাধক বা তাবিজ প্রদানকারী আলেম থেকে অনুমতি আনতে হবে এবং তার বাতলে দেয়া পন্থায় সাধনা করতে হবে। যখন তারা বশে চলে আসে তখন সে ঐ ব্যক্তির ভিতর দিয়ে হাজির হতে পারে।

মনে রাখতে হবে,মানুষের রক্তের সাথে জীনরা মিশতে পারে।

বিধায় অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

সূরা জ্বীনের শানেনুজুল এবং এর তাফসীর পড়লে পরিষ্কার হয়ে যাবে, হযরত সুলাইমান আঃ এর বশে জ্বীন ছিলো।

মিশকাত শরীফে উল্লেখিত রাসূল (সাঃ) এর জামানার একটি বাচ্চার ঘটনা আছে, যার জ্বীন বশে ছিলো এবং রাসুল (সাঃ) ও মেনে নিয়েছিলেন।
সুতরাং, জীনকে বশে আনা যায়না ইহা স্রেফ মনগড়া কথা।

 # জ্বীন_জাতির_স্থায়ী_বসতি_কোথায়ঃ

ইবনে কাসিম বলেন,
একবার কাইম বিল হারিস (রা:) এর চাচার এক নিকট বন্ধুর বাণিজ্য সহকারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন,
ইয়া রাসূলুল্লাহ, জ্বীন জাতির স্থায়ী বসতি কোথায়?
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সন্ধ্যায় যে তারকাকে পশ্চিম আসমানে এবং ভোর রাত্রিতে পুনরায় পূর্ব আসমানের দিকে উদিত হইতে দেখা যায় সেই তারকাতেই জ্বীন জাতির স্থায়ী বসতি।
উল্লেখিত হাদিস শরিফ থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এলিয়েনের ধারণাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআনের আলোকে ১৪০০ বছর আগেই জীন হিসাবে উল্লেখ করে গিয়েছেন।

#হিজড়া_জন্মায়_কিভাবে

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন হিজড়া জ্বীন দের সন্তান। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিগ্গেস করলো এরকম কিভাবে হতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন -আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন যাতে কেউ তার স্ত্রীর সাথে মাসিক চলাকালে সঙম না করে কারন তখন শয়তান আগে থাকে , এবং ঐ শয়তানের দ্বারা ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়ে হিজড়া সন্তান প্রসব করে।
জ্বীন জাতির মাঝে নবী রাসূল এসে ছিল কিনা এটা নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ। এ ব্যাপারে আল-কোরআনে সূরা আনআমের ১৩০ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে

যে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন, আমি জ্বীন ও মানুষ উভয়ের মাঝে নবী রাসূল প্রেরন করেছি তাদের মাঝ থেকে যারা তাদের আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। তাহলে এখন জ্বীনদের নবী রাসূল কারা ? আদম (আঃ) এর আগমনের পূর্বে থেকেই জ্বীনরা পৃথিবীতে বসবাস করতো। ঐ সময় তাদের মাঝেও আল্লাহর বিধি বিধান নাযিল হত। তাই জ্বীনদের মাঝে জ্বীনদের কাছ থেকেই নবী রাসূল এসেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত আল-কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর এক খন্ডে এক সময় বাংলাদেশে দেয়া হয়েছিল বিনামূল্যে এটা হল তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন। আপনি যে কোন মসজিদে বা পাবলিক লাইব্রেরীতে এই অখন্ড তাফসীর গ্রন্থটা পাবেন। তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের ৪১৩-৪১৪ নং পৃষ্টায় সূরা আনআমের ১৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তা হল ভারত বর্ষের হিন্দুরা বলে তাদের ধর্ম গ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো। বেদে একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ, মুহাম্মাদ এই শব্দ গুলিও বেদে আছে। হিন্দুরা যাদের পূজা করে এই সব দেবতাদের রয়েছে অনেক গুলি হাত পা, হাতির মত শুড়, অনেক গুলি চোখ। জ্বীন দের পক্ষে এরকম আকৃতি ধারন করা কোন ব্যাপারই না। দূর্গা, কালি, গণেশ এরা হতে পারে জ্বীন। হয়ত জ্বীনদের মাঝে থেকে এসব আকৃতির নবী হিসাবে কেউ এসেছিল। কালের বিবর্তনে মানুষ বা অন্য জ্বীনেরা তাদেরকেই পূজা শুরু করে। ঠিক অনেকটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত। খ্রিষ্টানরা যেমন ঈসাকে আল্লাহর ছেলে বানিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) জাহেলিয়াতের যুগে আরবরাও বিভিন্ন জ্বীনের মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। ইসলাম আসার পর ঐ জ্বীনেরা মুসলমানরা হলেও ঐ কাফেররা কিন্তু তাও ঐ জ্বীনের পূজা করত। জ্বীনরা সাধারন ১৫০০-২০০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। আপনারা যে কোন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তাফসীরে মা আরেফুল কোরআনে সূরা আন আমের ১৩০ নং আয়াতের তাফসীর দেখলেই জ্বীনদের নবী রাসূল সম্পর্কে এসব তথ্য খুজে পাবেন। তবে শেষ

নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসার পর ঐ সব নবী রাসূল বা আগের ধর্ম গ্রন্থের বিধিবিধান রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু ইসলামের কথাই মানতে হবে। সাহাবীরা যখন ইরাক,ইরান,সিরিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করতে জিহাদে অংশ গ্রহন করেছিলেন তখন অনেক জ্বীন সাহাবীও ঐ জিহাদে অংশগ্রহন করেছিল। দেখা গেছে যে সাহাবীরা সর্ব সাকুল্যে মাত্র ১০০০০ আর কাফেররা প্রায় ২ লাখের মত। তাও দেখা গেছে ঐ সব জিহাদে কাফের সৈন্যরা দাড়াতেই পারেনি। সেই সময় জ্বীন সাহাবীরা অসাধারন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখাঃ

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান জ্বিন জাতির অস্তিত্ব অস্বিকার করে না। অস্বিকার করার মত কোন যুক্তি বা মতবাদও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং **এ্যান্টি ম্যাটার** সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্বিনের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি ততই প্রগাড় হচ্ছে।

আসুন জানি এ্যান্টি ম্যাটার কিঃ

পৃথিবীতে যেমন বস্তু রয়েছে। তেমনভাবে অবস্তুও থাকতে পারে। আসুন দেখি এন্টিম্যাটার সম্পর্কে উইকিতে কি বলা হয়েছেঃ

“**পার্টিক্যাল ফিজিক্সে** এ্যান্টি ম্যাটারেরর ধারণা প্রতিপদার্থের ধারণা রুপ নিয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যেভাবে কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত হয় ঠিক তেমনিভাবে প্রতিকণা দ্বারা প্রতিপদার্থ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরুপ, একটি **প্রতিইলেকট্রন (পজিট্রন)** এবং একটি **প্রতিপ্রোটন** মিলিত হয়ে গঠন করে একটি **প্রতিহাইড্রোজেন পরমাণু,** যেমন করে একটি **ইলকট্রন** ও **প্রোটন** মিলে তৈরি করে একটি **হাইড্রোজেন পরমাণু।** উপরন্তু কণা এবং প্রতিকণা মিলিত হলে যেভাবে পূর্ণবিলয়ের মাধ্যমে সকল শক্তি বিমুক্ত হয়, তেমনি পদার্থ এবং প্রতিপদার্থের মিলনে পূর্ণবিলয়ের সৃষ্টি

হয় বলে ধারণা করা হয়েছে। এ ধরণের পূর্ণবিলয়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শক্তির **ফোটন (গামা রশ্মি)** এবং বহু কণা–প্রতিকণা জোড়ার সৃষ্টি হয়। এই পূর্ণবিলয়ে বিমুক্‌ত কণাগুলোর মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে। এই শক্তির মান পূর্ণবিলয়ের ফলে সৃষ্ট বস্তুসমূহের নিশ্চল ভর এবং মূল পদার্থ–প্রতিপদার্থ জোড়ার অন্তর্ভুক্ত বস্তুসমূহের নিশ্চল ভরের পার্থক্যের সমান। ” (en. wikipedia. org/wiki/Antimatter)

অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্বে যত পার্টিক্যাল আছে ঠিক তত পরিমান **এ্যন্টি পার্টিক্যাল** আছে। **শক্তির নিত্যতা** সূত্রানুযায়ী।

এ্যান্টিপার্টিকেল অদৃশ্য। এগুলোর মুভমেন্ট কোন যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষন করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান এগুলোর অস্তিত্বকে অস্বিকার করতে পারছে না।

পৃথিবীতে ৬৫০ কোটি মানুষ আছে। এ্যান্টি পার্টিকেল থিওরি অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জন্যে একটি করে প্রতিমানুষ থাকলে সেগুলোর সংখ্যা হবে ৬৫০ কোটি। এগুলো মানুষের মতই কিন্তু অদৃশ্য।

এগুলোকেই জ্বিন বলা হয় যা বিজ্ঞান সম্মত বললে কি খুব বড় ভুল হবে?।

খুব কম মানুষই তার চোখে 60-৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পারে এবং যা সেকেন্ডে প্রায় ১৫০ টি ফ্রেমের সমান। এর বেশী গতির বস্তু মানুষ দেখতে অপারগ। অপর দিকে মানুষ দৃষ্টির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 390 to 700 nm সীমার মধ্যে আলো দেখতে পায় যাকে ফ্রিকুয়েন্সীও বলে যা 430-770 THz এর একটি ব্যান্ড এর অনুরূপ। আমরা ১২০ ডেসিবল পর্যন্ত শব্দ শুনতে পাই। তাই আমরা অনায়াসেই বলে দিতে পারি যে জ্বীনের অস্তিত্ব আছে। যারা ঐ সীমা বা তার বেশী সীমায় চলাফেরা করে।

গুগল করে জানতে পারলামঃ

মানুষের দৃষ্টির গতি সীমা কত?

মানুষের গতিশীল দৃষ্টি সীমা হলোঃ **20 stops** অথবা **1,000,000:1** এত কম 😦:(শুধু তাই নয় মানুষ প্রতিটি দৃশ্যের 8 সাইকেল ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পারে,

আমরা যারা প্যারানরমাল এক্টিভিটি নিয়ে পড়ালেখা করেছি তারা কিছু ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে জানি। যেমন:

১) EDI RESEARCH DEVICE:

a) **Ambient Temperature Sensor** (±½ degree within 3 seconds) এটা LED ফ্রিকুয়েন্সি send করে যা ডিগ্রি তে টেম্পারেচার মেজার করে।

b) **Electromagnetic Field Sensor** (below 30 Hz to above 30 kHz) এটা আগেরটার মতই তবে এটা ইলেক্ট্রোমেগনেট মানে ইলেক্ট্রিসিটি মেজার করে।

c) **Geo-phone** (from .024 to .122 G's) এটা কোনো কিছুর নড়াচড়া মেজার করে।

২) **Para-scope** (Measures 2.5" wide by 3.5") এটা উচ্চতা জাচাই করে। খুবি কাজের :)

৩) **REM-POD** (Mini telescopic antenna provides 360 degree coverage) এটা দিয়ে পুরো যায়গাটাকে মেজার করে। যদি কোনো কিছুর এক্সিস্টেন্স থাকে এটা সাইরেন দেয়।

৪) **GHOST HUNTING PARTY** এটা 4 EMF পর্যন্ত ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড জাচাই করে।

এছাড়াও অনেক গেজেট আছে যেমনঃ সাউন্ড ক্যাপচারিং, লেজার লাইট এলার্ট, ফ্রিকুয়েন্সি হান্টিং মিটার আরো অনেক। এসবই প্যারানরমাল অস্তিত্ব প্রমান করতে সাহায্য করে।

জ্বীন থেকে এনার্জি কব্জা করার সূত্র দেওয়া হচ্ছে এই লেখার: **Why Does the Muslim World Lag in Science?** লেখকের নাম **অ্যারন সেগাল (Aaron Segal)**। এই লেখাতে অ্যারন সেগাল কোরআন ও বাইবেল সম্পর্কে লিখেছেঃ-

"One verse (6:1) reads, "He created the heavens and the earth in six days, and then mounted his throne." Were this verse, borrowed from Genesis I, interpreted literally, it would devastate astrophysics, cosmology, geology, and other disciplines. But Muslims have neither interpreted the verse (as have most Christians and Jews) to understand that a "day" means some length of time to God other than twenty-four earth hours, nor have they given it a metaphorical meaning."

সোর্সঃ www. meforum. org/306/why-does-the-muslim-world-lag-in-science

অ্যারন সেগাল এখানে দুটি মিথ্যাচার করেছে। প্রথমত, তার দাবি অনুযায়ী বাইবেলের জেনেসিস থেকে কোরআনের উপরোক্ত আয়াত ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তার দাবি অনুযায়ী মুসলিমরা কোরআনে '**দিন**' বলতে আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর সময়ে 'চব্বিশ ঘন্টা' বোঝে! হা-হা-হা! বোকারাম পুরাই উল্টো দাবি করেছে!

একই লেখাতে অ্যারন সেগাল পাকিস্তানে জ্বীন নিয়ে গবেষণা সম্পর্কে বলেছেনঃ-

"The regime organized international conferences and provided funding for research on such topics as the

temperature of hell and the chemical nature of jinns (demons).১৪"

প্রথমত, অ্যারন সেগালের লেখা অনুযায়ী পাকিস্তানে **জিয়াউল হক** সরকারের সময়ে জাহান্নামের তাপমাত্রা ও জ্বীনের রাসায়নিক প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য ফাণ্ড দেওয়া হয়। সত্য-মিথ্যা আমার জানা নেই। এটিকেই বাংলা মহাবিজ্ঞানী সাহেব – বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়ে যার কোনো পেপার আছে কি-না সন্দেহ – জ্বীন ধরে তা থেকে এনার্জি কব্জা করার কথা বলে এবং পাকিস্তানী বিজ্ঞানীকে **'উন্মাদ'** আখ্যা দিয়ে মুসলিমদের নিয়ে অনেকদিন ধরে বেশ হাসিঠাট্টা করে আসছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের কারো লেখায় জ্বীন বিষয়ে পাকিস্তানী কোনো বিজ্ঞানীর রেফারেন্স টানা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, অ্যারন সেগালের লেখাতে উল্লেখিত ১৪ নং সূত্র ধরে যেয়ে দেখা যাচ্ছে সেটি আরেক পাকিস্তানী বিজ্ঞানী **পারভেজ হুডবয়** এর লিখা একটি বই **(Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality)**। পারভেজ হুডবয় জন্মসূত্রে ইসমাইলী হওয়ার কারণে মূলস্রোতের মুসলিমদের পেছনে লেগে থাকেন। ইসলামেরও সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, পারভেজ হুডবয় ইসলাম বিদ্বেষীমনাদের কারো কারো কাছে বেশ প্রিয় পাত্র। অন্যদিকে **প্রফেসর আব্দুস সালাম** একজন **আহমেদিয়া** মুসলিম হলেও উনি কিন্তু মূলস্রোতের মুসলিমদের পেছনে লেগে থাকেননি কিংবা পরোক্ষভাবে ইসলামের সমালোচনাও করেননি। **প্রফেসর সালাম** বরং ইসলামে বিশ্বাসীই ছিলেন। এজন্য প্রফেসর সালামের উপর ইসলাম-বিদ্বেষীমনারা চরম ক্ষিপ্ত। যাহোক, যদিও ইসলাম ও মুসলিম বিরোধীদের কাছে পাকিস্তান একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তথাপি জ্বীন নিয়ে পাকিস্তানে কী হচ্ছে আর না হচ্ছে সেটিকে এক পাশে রেখে ব্যাপারটাকে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক।

ইসলাম অনুযায়ী জ্বীনেরা আগুনের **(Flame of fire)** তৈরি, তবে অদৃশ্য। প্রশ্ন হচ্ছে আগুন থেকে এনার্জি বা শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব কি-না? এই প্রশ্নের জবাব জানার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকার কোনোই দরকার নাই। কেননা বিষয়টা সর্বজনবিদিত। আগুন থেকে যদি শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় তাহলে আগুনের তৈরি জ্বীন থেকে শক্তি উৎপন্ন করার প্রস্তাব হাস্যকর হয় কী করে? নাকি মনারা ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে কথা বলার সময় নাকে লাফিং গ্যাসের মাস্ক লাগিয়ে নেয়? তবে এখানে শর্ত হচ্ছে জ্বীনের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে হবে। জ্বীনের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এটি একটি তত্ত্ব বা প্রস্তাব হিসেবেই থেকে যাবে।

যেখানে এলিয়েনের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে যদিও ফলাফল শূন্য, মানুষ হত্যার জন্য মারণাস্ত্র তৈরিতে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, এ'রকম কত কিছু নিয়ে যুগের পর যুগ ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে গবেষণা চলছে — সেখানে জ্বীন নিয়ে কেউ গবেষণার প্রস্তাব দিলেই উন্মাদ হয়ে যায়। কেন? কারণ, এটি ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত উন্মাদ ও অন্ধ বিদ্বেষী যে কারা, তা সচেতন ও যুক্তিবাদী পাঠক মাত্রই বুঝতে পারার কথা।

আজকাল যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, ডিসকাভারি চ্যানেল **(আজকাল মুক্তমনারা এগুলাকে বিজ্ঞানের অথেনটিক সোর্স হিসাবে মনে করে)** গুলোতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে ভূতপ্রেতের বিষয় নিয়ে ডকুমেন্টারি বানানো হচ্ছে এবং হলিউড, বলিউড, ছবিগুলোর কাহিনী বিষয় বস্তু যে ভূতপ্রেত, সেগুলোর কথা কি বাংলার মহা বিজ্ঞানীর মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে?

এই মহাবিশ্বের স্রষ্টায় অবিশ্বাস করে [স্রষ্টায় অবিশ্বাসের জন্য সবচেয়ে বড় কল্পকাহিনীতে বিশ্বাসী হতে হবে], বিবর্তনবাদের মতো অবাস্তব ও হাস্যকর রকমের

কল্পকাহিনীতে বিশ্বাস করে, জ্বীনে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে হলে জ্বীন-পজেসড হতে হবে কিংবা ইসলাম-বিদ্বেষী ভাইরাসে আক্রান্ত হতে হবে।

মনাদের কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে ফেরেশতা ও জ্বীনে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করে আসছে। তাদের মধ্যে কতজন জেনেবুঝে হাসিঠাট্টা করে আর কতজন বহুব্রীহি নাটকের মামার মতো অন্যের হাসি দেখে হাসে, তা অবশ্য বলা মুশকিল।

যাহোক, বিজ্ঞানের উপর আস্থা থাকলে ফেরেশতা ও জ্বীনে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করার কথা না। অধিকন্তু, **যাদের বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে পুরো জীবজগত বিবর্তিত হয়েছে, তাদের কি ফেরেশতা ও জ্বীনে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করার ন্যূনতম কোনো অধিকার আছে? কেউ যদি বিবর্তনবাদের কল্পকাহিনীতে বিশ্বাস করে ফেরেশতা ও জ্বীনে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করে তাহলে সেটা হবে কালের শ্রেষ্ঠ বিনোদনমূলক কৌতুক।** ব্যাপারটা "চালুনি হয়ে সুঁচের পেছনে ছিদ্র নিয়ে হাসিঠাট্টা করা" কিংবা "গান্ধীর বিরুদ্ধে হিটলারের গণহত্যার অভিযোগ" এর মতোই হাস্যকর শুনায়।

ইসলাম অনুযায়ী ফেরেশতা হচ্ছে নূর তথা আলোর তৈরী এবং জ্বীন হচ্ছে আগুনের শিখার তৈরী ক্রীয়েচার। তবে উভয়েই অদৃশ্য – খালি চোখে দেখা যায় না। তাহলে আলো ও আগুনের তৈরী অদৃশ্য ক্রীয়েচারে বিশ্বাস নিয়ে নাস্তিকদের হাসিঠাট্টা করার কারণ কী? কারণ মূলত তিনটি:

১. ফেরেশতা ও জ্বীনকে দেখা যায় না! **{কোনো কিছুকে দেখা না গেলেই নাস্তিকদের কাছে সেটি 'কাল্পনিক' ও 'হাসিঠাট্টার বস্তু' হয়ে যায়।** নাস্তিকদের এই ধরণের বিজ্ঞান-বিরোধী ও শিশুসুলভ মনোভাবের জবাব অনেকেই অনেকবার দিয়েছেন – আচ্ছামতোই দিয়েছেন। নতুন করে আর বলার কিছু নাই। কোটি কোটি বছর আগের

একটি কাল্পনিক ব্যাকটেরিয়া থেকে পুরো জীবজগতের বিবর্তনে বিশ্বাস করে যারা স্বচক্ষে না দেখে কোনো কিছুতে বিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করে তারা হয় বদ্ধ উন্মাদ না-হয় অতি ধূরন্ধর।}

২. ফেরেশতা ও জ্বীন ধর্মীয় বিশ্বাস! {প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ পাদ্রী/পুরোহিত/মোল্লা বলেছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস মানেই সেটি এমনি এমনি মিথ্যা বা হাসিঠাট্টার বস্তু হয়ে যায়? বড় বড় বিজ্ঞানীরা এই ধরণের কোনো কথাবার্তা বলেছেন বলে মনে হয় না। **সকল প্রকার কল্পকাহিনীর সমাহার বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে এই ধরণের কথাবার্তা বলতে লজ্জা করা উচিত।**}

৩. ফেরেশতা ও জ্বীনের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই! **{কোনো কিছুর অস্তিত্বের পক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকা মানেই সেটি অবৈজ্ঞানিক বা হাসিঠাট্টার বস্তু হয়ে যায় নাকি? বিজ্ঞানের কোথায় এই কথা লিখা আছে? অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত মানুষের কাছে ব্যাকটেরিয়া-জাতীয় কোনো অণুজীবের অস্তিত্ব ছিল না। তার মানে কি ব্যাকটেরিয়া-জাতীয় অণুজীবের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়নি? অতিবেগুনি রশ্মিকে খালি চোখে দেখা যায় না বলে কি তার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়নি?**

অতএব, প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞানের উপর নাস্তিকদের আদৌ কোনো আস্থা আছে কি? নাকি তারা ধর্মীয় বিশ্বাসকে হেয় করার জন্য বিজ্ঞানের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তড়িঘড়ি-পরিমরি করে বিজ্ঞান-বিরোধী সব উপসংহার টানছে?

সোর্সঃ **গুগোল**

জীনকে বিজ্ঞানীরা প্রমান করেছে তবে তা এলিয়ান রূপে। বিশ্বাস না হলে আমার লেখা জ্বীন আর বিজ্ঞানের তৈরী এলিয়েন কে মিলিয়ে দেখতে পারেন। হিস্টোরি বা ডিস্কোভারি থেকে ভূত/এলিয়েন না আমি কোরান হাদিস দিয়ে জ্বীণ ব্যাখ্যা করবো রেফারেন্স সহো।

আপনারা এলিয়েন এর সাথে জীন জাতির সম্পর্ক খুজে দেখেন সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

আল্লাহ জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন "লু" নামের আগুন থেকে:

এই "লু" আগুন অতি সূক্ষ এবং এমনই সূক্ষ যা বায়ুতে পরিনত হয়েছে। এবং আল্লাহ আরো বলেন যে আল্লাহ জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন বিশূদ্ধ ধোয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে।

সোর্সঃ কোরআন (https:// habibur. com/quran/15/) ও (https:// habibur. com/quran/55/)

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

[সুরা হিজর: ২৭] এ সূরার ২৬-৩৩ নম্বরে ডিটেইলে সব বলা আছে।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

[আর-রহমান: ১৫]

জ্বীনরা মূলত কোমল ও সূক্ষ দেহী হয় যার কারনে আমরা তাদের দেখতে পাইনা। অবশ্যই আল্লাহ তাদের দৃশ্যমান করে সৃষ্টি করেছেন তাই যারা বলে তারা জ্বীন দেখেছে তারা সত্য বলেছে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ জ্বীণ জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের সবুজ ও হলুদ স্তর থেকে যা আমরা আগুন জ্বলার সময় উপরের স্তরে দেখতে পাই।

সোর্সঃ তাফসীরে ইবনে জারীর ত্ববারী।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যা দিয়ে জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই "লু" এর আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ এবং এই দুনিয়ার আগুন "লু" এর আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ।
সোর্সঃ ত্ববারানী ও হাকীম, ফারিয়াবী, বায়হাকী।

হযরত উমার বিন দীনার (রহঃ) বলেনঃ জ্বীন ও শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে।
তাই আমরা অনায়াসেই বলে দিতে পারি সূর্যের আগুনই "লু" এর আগুন আর সূর্যের আগুনের ৭০ গুন বেশী ত্যাজী আগুন হলো জাহান্নামের আগুন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর থেকে (৭০^৭০) বেশী শক্তিশালী।
সোর্সঃ ইবনে আবী হাতিম।

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে আগুনের তৈরি জ্বিনকে আগুনে জ্বালাবে কী করে? এর উত্তর আবু ওয়াফা এবনে আকীল (রহঃ) বলেছেনঃ একব্যক্তি জ্বিনদের ব্যাপারে প্রশ্ন করল যে, আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের বিষয়ে বলেছেন যে ওদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে যে উল্কা ওদের ক্ষতি করে ও জ্বালিয়েও দেয়- তা আগুন আগুনকে কীভাবে জ্বালায়?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা জ্বিনজাতি ও শয়তানকে আগুনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন ওই অর্থে, যে অর্থে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি, কাদা ও শুকনো ঝনঝনে মাটির সাথে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান কাদামাটি হলেও (মানুষ) প্রকৃতপক্ষে কাদামাটি নয়, তেমন্ই জ্বিনরাও আগুনের উপাদানে সৃষ্টি কিন্তু জ্বিন মানেই আগুন নয়।
এর প্রমান রাসূল (সাঃ) এর বাণীঃ
"শয়তান নামাজের মধ্যে আমার মুকাবিলা করেছে তো আমি তার গলা টিপে দিয়েছি

এবং তার থুথুর শীতলতা নিজের হাতে অনুভব্ও করেছি।"
এর দ্বারা বোঝা যায় জ্বীন আগুনের তৈরি হলেও তাদের শরীর উত্তপ্ত নয়।
(মুসনাদে আহমাদ- ৫:১০৪,১০৫ ও বায়হাকী- ২:২১৯)

ইদানিং কিছু মুসলমান নামধারীও আল্লাহ তা'আলার এই সৃষ্টি কে অস্বীকার করে, তা 'বৈজ্ঞানিক' ভাবে প্রমাণিত নয় বলে ও চোখে দেখা যায় না বলে! এবং যারা বিশ্বাস করে অথচ এসম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা নেই, তাদের বিশ্বাসকে শিথিল করারা জন্য ইসলাম-বিদ্বেষীদের ভাড়া করা কিছু নামে মাত্র মুসলমান উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন বানোয়াট কাহিনী বলে যেন জ্বিন বিষয়ে আল্লাহর বাণীকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছে।
যেমন রেডিও ফূর্তির 'ভূত FM' আর ডর ট্যারট যদিও রাদবি রেজা জ্বীন সম্পর্কে যা বলে তা ৮০% ঠিক হলেও বাকি ২০% ই নিজের মত করে। উনি রেফারেন্স হিসেবে কিছুই দেন না।
অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, মানুষ নিজেদের মন-গড়া ভূত-পেত্নী, আত্মা, ভ্যাম্পায়ার ও এলিয়েন বিশ্বাস করে অথচ আল্লাহর এই সৃষ্টি কে অস্বীকার করে! অথচ এরা সবাই জ্বীন জাতির অন্তরভুক্ত।

<u>জ্বীনদের আকার আকৃতি পরিবর্তন, জাদুকর জ্বীন ও তার প্রতিকার এবং বামন জ্বীন)</u>

জ্বীন জাতিরা তাদের আকার বদলাতে পারে। মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ

''নামাজির সামনে দিয়ে যদি কালো কুকুর যায় তবে নামাজ ভেঙে যায়।''

সাহাবীদের জিজ্ঞাস করলেনঃ

"লাল ও সাদার তুলনায় কালো কুকুর (**أسود ك لب**) কি অপরাধী জনাব?"

হুজুরে পাক (সাঃ) বললেনঃ **কালো কুকুর হলো শয়তান।**

সোর্সঃ সহীহ মুসলিম ২৬৫, সুনানে নাসাঈ ১০৯। মুসনাদে আহমাদ

৫ঃ১৪৯,১৫১,১৫৬,১৫৮,১৬০,৬ঃ১৫৭,২৮০

অন্য এক সূত্রে জেনেছি **কালো কুকুর হলো জ্বীনদের বাহন।**

জ্বীনেরা যে কোনো মানুষের রূপ ধারন করতে পারে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চেহারা মুবারাক ছাড়া। তা ছাড়াও চতুষ্পদ সকল

জন্তু, সাপ বিচ্ছু, পশুপাখির ইত্যাদি তা ছাড়াও মৃত ব্যাক্তির রূপ ও নানা ভয়ঙ্কর রূপও নিতে পারে।

জ্বীনদেরও মৃত্যু আছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদারী (রহঃ) থেকে বর্নিত, (সাঃ) বলেনঃ

"মদীনায় যে সকল জ্বীন ছিলো তারা মুসলমান হয়ে গেছে। এবার তোমরা ওদের মধ্যে কাউকে দেখলে ৩ বার সতর্ক করে দিবে, তা সত্ত্বেও যদি সামনে আসে তবে হত্যা করবে।"

এখানে জ্বীন সামনে আসা মানে কোনো জীবের রূপে আসা, আর হত্যা করতে বলা হয়েছে এ কারনে যে ৩বার যেতে বলার পরও যদি কোনো জ্বীন সামনে আসতে থাকে তো সে ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়েই সামনে আসে। তাই নিজেকে বাচানোর জন্যে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে।

আমার লেখা জ্বীন ৩ নম্বর পর্বে আমি এই হাদীস টি উল্লেখ করতে ভুলে গেছি প্রমান হিসেবে।

সোর্সঃ মুসলিম শরীফ ১৩৯,১৪০। মুসনাদে ঈমাম আহমাদ ৩ঃ১২। সুনানে আবূ দাউদ ১৬১।

আমি জ্বীন ৩ পর্বের শুরুর দিকে বলেছিলাম আল্লাহ জ্বীনদের সৃষ্টি করার পর তাদের বিশেষ কিছু আমল শিখিয়ে দেন যা দ্বারা তারা কিছু অমানবীয় শক্তি লাভ করে, তবে আল্লাহ যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া এর বাইরে জ্বীনদের আর কোনো ক্ষমতা নাই। জ্বীনেরা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তাদের রূপ পরিবর্তন করতে পারেনা। আল্লাহ তাদের যে আমল শিখিয়ে দিয়েছেন তারা শুধু ঐ আমল করে ঐ নির্দিষ্ট রূপই ধারন করতে পারে, এর বাইরে নিজের ইচ্ছায় নতুন কোনো রূপ ধারন করা জ্বীনদের পক্ষে অসম্ভব। কারন তারা যদি নিজে থেকেই নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারতো তাহলে সৃষ্টির নিয়মই পালটে যেতো। নিজের রূপ নিজেই পরিবর্তন করা মানে সৃষ্টির মূল উপাদানের পরিবর্তন করা যা কখনই সম্ভব নয়। শুধু জ্বীনই না ফেরেশতারাও আল্লাহর আদেশ ছাড়া রূপ পরিবর্তন করতে পারেনা। ইবলিস শয়তান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাজী আবূ ইয়ালা বলেন যেঃ

'' শয়তান 'সুরাকাহ' নামের এক ব্যাক্তির রূপ ধরে বের হয়েছে এবং হযরত জিবাঈল (আঃ) এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে জিব্রাঈল 'দিহইয়া কালবী' নামের এক সাহাবীর রূপ ধরে আসতেন।''

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

''আর আমি জিবরীল (আঃ) কে 'দিহইয়া (কালবী)' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাই।''

(وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ , فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ)

সোর্সঃ সহীহ শামায়েলে তিরমিযী হাদিস নং ১০ ও আল খাসায়েসুল কুবরা ১ম খন্ড, পৃ ২০৪

প্রশ্নঃ জ্বীনরা কি জাদু করতে পারে?

উত্তরঃ হ্যা পারে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর সামনে "**গইলান**"(জ্বীনদের প্রকারভেদের ভেতর

আরেক প্রকার জ্বীন যারা জাদু করে) এর কথা জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ "কারও ক্ষমতা নেই যে আল্লাহর দেয়া আকৃতি (সম্পুর্নরূপে) বদলে দিতে পারে, কিন্তু মানব সমাজের মত জ্বীনদের মাঝেও জাদুকর জ্বীন রয়েছে৷ তাদের দেখলেই আযান দিবে৷"
সোর্সঃ আল-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক পৃষ্ঠা ৪৩০।

এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ
"ওরা হলো জাদুকর জ্বীন"
"গইলান" জ্বীন দেখলেই আযান দেবার কথা বলা হয়েছে কারন এ জ্বীন আযানের শব্দ শুনতে পারেনা।

হযরত জাবীর (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন- তোমরা রাতের বেলা সফর করবে কেননা রাতে জমীনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়৷ আর জাদুকর জ্বিন (গইলান) তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেবে তখন তোমরা আজান দেবে৷
সোর্সঃ মাকাদিয়ুশ শাইতান ২, আকামুল মারজান পৃষ্ঠা ৩৩৷ মাকায়িদুশ শায়ত্বান হাদীস ১০, আকামুল মারজান পৃষ্ঠা ৩৩,৩৪৷ মুসনাদে আহমাদ ৩ঃ৩০৫, ৩৮২৷ জামিই সগীর ৫৫২৩ নং হাদীস৷

বি.দ্রঃ আমরা জানি তাপের কারনে বস্তুর সম্প্রসারন ঘটে৷ রাতে যেহেতু অন্ধকার থাকে তাই ঐ অন্ধকার যুক্ত যায়গা সংকুচিত হয়ে যায়৷

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি নামায শুরু করলে শয়তান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর রূপ ধরে আমার সামনে আসত৷ পরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর একটি কথা আমার মনে পরায় আমি নিজের কাছে একটি ছুরি রেখে দিলাম৷ তারপর সেই শয়তান আমার সামনে আসলে আমি তার উপর চড়াও হলাম ও তাকে ছুরিবিদ্ধ করলাম, সে পড়ে গেলো আর কোনোদিনও তাকে দেখা যায়নি৷

এ থেকে বোঝা যায় যে জ্বীন ছুরি বা লোহা জাতীয় বস্তুকে ভয় পায়।
সোর্সঃ আবূ বাকার বাকিলানী

হযরত উকবার বলেছেন যে,
"হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একবার এমন এক মানুষকে **হাওদার** (জ্বীনদের এক বামন জাতি) কাপড়ের উপরে দেখলেন যার উচ্চতা মাত্র ২ আঙুল, উনি তাকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কে? সে বলল আমি বামন জ্বীন (ق زم ماريـ ان) বা (اذب) উনি জ্বীনটির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতেই জ্বীনটি পালিয়ে গেলো।"

এ থেকেও বোঝা যায় সাহসের সাথে যে কোনো উপায়েই জ্বীনদেরকে ভয় দেখানো যায়।
সোর্সঃ জালালুদ্দিন সূয়তি (রহঃ)

কাজী আবূ ইয়ালা হামবালী (রহঃ) বলেছেন, রাসূল (সা:) বলেছেনঃ
"কুকুর হলো শয়তান, যদিও কুকুর কুকুরের থেকে জন্ম হয়। তেমনি উট হলো জ্বীন যদিও উট উটের থেকে জন্ম নেয়"

ব্যাখ্যাঃ হুজুরে পাক (সাঃ) কুকুর ও উটকে জ্বীন বলেছেন দৃষ্টান্ত বা উপমা দিয়ে। অর্থাৎ তিনি কুকুর ও উটকে জ্বীনের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা কালো কুকুর সাধারনত অন্যান্য কুকুরের চাইতে বেশী দুষ্ট ও সবচাইতে কম উপকারী হয় (তবে সব না) এবং উট ভারী বোঝা বওয়ার দিক দিয়ে জ্বীনদের সাথে মিল রাখে। তাই সরাসরি সব কুকুর বা উটকে জ্বীন মনে করা ভূল, এটি জ্বীনদের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর একটি উপমা মাত্র।
সোর্সঃ জালালুদ্দিন সূয়তি (রহঃ)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিতঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ
"সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বীন, যেমন বনী ইসরাঈল রূপান্তরিত হয়েছিলো বাদর আর

শুকরে।"

সোর্সঃ মুসনাদে আহমাদ ১ঃ৩৪৮ তবারানী, কাবীর ১১ঃ৩৪১ ও দূররে মানসূর ২ঃ২৯০ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ **সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বীণ যেমন বাদর ও শূকর রূপান্তরিত মানুষ। জ্বীনেরা হয় সাদা রঙের সাপ।**

সোর্সঃ ইবনে আবী হাতিম।

আমরা সবাই আদম (আঃ) এর বেহেশত থেকে বের করে দেবার কথা জানি। শয়তান তাকে জান্নাতি সেই ফল গাছের ফল খেতে বুদ্ধি দিয়েছিলো সাদা সাপের রূপ ধরে এসে। আর আমি আগেও একটি কথা বলে ছিলাম যে আল্লাহর আজাব হিসেবে কিছু মানুষদের বাদর ও শূকরে পরিনত করা হয়, তাই বাদর ও শুকর খাওয়া হারাম।

মজার বিষয় হলো "চার্লস ডারউইনের এর বিবির্তনের মতবাদে বলা হয়েছে বানর থেকে মানুষের জন্ম। উনার ভূল হওয়াটাই স্বাভাবিক কারন বানর আর মানুষের মধ্যে অনেক মিল আছে।

নবী দাউদ (আঃ) এর সেই ঘটনা। আল্লাহর কথা অমান্য করে মাছ শিকারের কারনে আল্লাহর গজবে মানুষের বানর হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো আমরা সবাই জানি।

না জানলে বিস্তারিত পাবেন এখানেঃ (https:// goo. gl/8fAyBC)

ডারউইনের মতবাদ যে ভূল তা যুক্তি দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

অনেকে মৃত মানুষকে যে দেখে বলে দাবী করেন, তারা আসলে কাকে দেখেন?

হ্যাঁ, সত্যি সত্যি অনেকে মৃত্যুর পরেও তাকে দেখেন। তবে তারা মৃত ব্যক্তিকে দেখেন না, দেখেন তার রুপকে। আর সে রুপ নেয় জীন।

প্রশ্ন আসতে পারে, জীন কেনই বা মৃত ব্যক্তির রুপ নিবে?

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা দিনে ও দুজন ফেরেশতা রাতে থাকে (তাফসীরে ইবনে কাসীর)। ফেরেশতা ছাড়াও একজন জীন থাকে, এই জীনকে ক্বারিন জ্বিন বলা হয়।

প্রসঙ্গত বলা উচিত, শয়তান জীনদেরই একজন। তবে সব জীন শয়তান না।

আল্লাহ বলেন "আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। (সুরা কাহফ: ৫০)

এই ক্বারিন জীন হল একটা শয়তান জীন, যার কাজই হল সবসময় মানুষের সাথে থেকে তাকে কুমন্ত্রণা দেওয়া।

সব মানুষের সাথেই এই জীন রয়েছে, এমনকি আমাদের নবী (সা) এর সাথেও ছিল। তবে আল্লাহর বিশেষ রহমতে শুধুমাত্র নবী (সা) এর ক্বারিন জীনই ছিল ভাল জীন।

রাসুল (সা) বলেন, “তোমাদের প্রত্যেককে জীনদের মধ্য হতে একজন সঙ্গী দেয়া হয়েছে"। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “এমনকি আপনাকেও ইয়া আল্লাহর রাসুল

(সা)"? তিনি বলেন, "হ্যাঁ, তবে এখন সে আমাকে শুধু ভাল করতে বলে।"
(সহিহ মুসলিম)

একজন মানুষের সাথে সবসময় সাথে থাকায়, এই ক্বারিন জীন সে মানুষটির নাড়ি নক্ষত্র, সকল কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত থাকে।

কোন গণক বা ফকিরের কাছে গেলেন। আপনাকে দেখেই তিনি বললেন, "তুই গত সপ্তাহে এই কাজ করেছিস।"

আপনি অবাক হয়ে গেলেন, সত্যি তাই তো, আমি এই কাজই করেছিলাম।

কিন্তু, আসলে ফকির বা গণকের এসব জানার ক্ষমতা নেই। তারা সেই মানুষটার ক্বারিন জীনের সাথে যোগাযোগ করে এর মাধ্যমে জেনে বলে দেয়।

তবে, গায়েবি বা অদৃশ্য খবরগুলো জানার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মানুষ-জীন কারোরই নেই। সুলাইমান (আ) এর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও জীনরা গায়েবিভাবে বুঝতে পারেনি তিনি মারা গেছেন কি না, যতক্ষণ না উইপোকার কারণে লাঠি ভেঙ্গে তিনি পরে যান।

যারা শয়তানের পুজারি হয়, তাদের বিভিন্ন কাজে শয়তান সাহায্য করে, যাতে তাদের এগুলোকে কারামতি বা বুজুর্গের কাজ মনে করে মানুষ তাদের ভক্ত হয়ে যায় ও শয়তানের পথে তারাও চলতে শুরু করে।

জীনদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে আছে। এর একটি হল তারা মানুষের রুপসহ যেকোনো প্রাণীর রুপ নিতে পারে (শুধুমাত্র রাসুল (স) এর রুপ নিতে পারে না)।

বদরের যুদ্ধে শয়তান সুরাকা বিন মালিকের রুপ নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া অদৃশ্য থেকেও জীনরা বিভিন্ন কথা বলতে পারে বা শব্দ করতে পারে।

তবে, জীনরা কখনোই তাদের আসল রুপ (যেরুপে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন), সে রুপে মানুষের সামনে আসতে পারে না।

কেউ যখন আত্মহত্যা করে বা মারা যায়, তার ক্বারিন জীন সঙ্গীহারা হয়ে যায়। তখন সে মাঝে মাঝে সে ব্যক্তির রুপ নিয়ে চলাফেরা করে। এমনকি কখনো কখনো সে মৃত ব্যক্তির রুপে কারো সামনে এসে বিভিন্ন কথাও বলে।

প্রত্যেক মানুষেরই ক্বারিন জীন সে মানুষ সম্পর্কে তার সব কিছুই জানে। তাই, অনেক সময় মৃত ব্যক্তির রুপ নিয়ে এসে এমনভাবে কথা বলে বা এমন তথ্য দেয়, তখন মনে হয় সত্যিই মৃত ব্যক্তিটির আত্মাই এসেছে।

শুধু ক্বারিন জীনই নয়, অনেক সময় অন্য শয়তান জীনও মৃত মানুষের রুপ নিয়ে আসে। যেকোনো শয়তান জীনের উদ্দেশ্যই হয় মানুষকে কষ্ট দেওয়া, ভয় দেখানো, মানুষকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে বিশ্বাসকে ভিন্নপথে নিয়ে যাওয়া।

কোরআন হাদিস অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মা কখনোই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না। এটা বিশ্বাস করাই ঈমান। অথচ শয়তান জীন মৃত ব্যক্তির রুপ ধরে এসে মানুষের মধ্যে আত্মা ফিরে আসার ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকে দেয়।

তবে, বাস্তবে জীনকে মানুষ খুব খুব খুব কম দেখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ ভুল দেখে বা কল্পনায় মৃত মানুষকে দেখে, যাকে হ্যালুসিনেশন বলে।

শয়তান সব সময় মানুষকে ধোঁকা দেওয়ায় লিপ্ত থাকে। শয়তান জীন সবসময় দুর্বল মানুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও ভয় দেখাতে পছন্দ করে।

এই জন্য আল্লাহর উপর বিশ্বাস শক্তিশালী করতে হবে ও সবসময় একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

রাসুল (সা) বলেন, "সকাল সন্ধ্যা সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস তিনবার করে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে"। (আবু দাউদ)

Writer- Dr. Taraki Hasan Mehedi

রেফারেন্সঃ

১. The world of Jinns & Devils By Dr. Umar Sulaiman Ashqar (বই)

২. লাকতুল মারজানু ফি আহকামিল জান্ন By আল্লামা সুয়ুতী (র) (অনুবাদ বই- জ্বীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস)

৩. মানুষের উপর জীন জাতির আছড় By আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রাহমান (অনুবাদ বই)

জিনেরা ছবি, মূর্তি ও টিভিতে প্রবেশ করতে পারে:

যা কিছু হারাম, অপবিত্র, কৃত্রিম এবং যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তাতেই জ্বীন-শয়তানরা শরীক হয়। যখন জ্বীন উপাসক (মূর্তিপূজারী ও দেবদেবীপূজারীরা) নানা ধরনের খাদ্য তাদের দেবদেবীর মূর্তিকে প্রদান করে তখন জ্বীন-শয়তানেরা মূর্তিতে প্রবেশ করে, প্রসাদ ও উৎসর্গ করা খাদ্য যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা খেয়ে নেয়। । তাদের দেবতারা জ্বীন-শয়তানরা হল মুসলমানদের শত্রু।

আল্লাহ বলেছেনঃ “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ কর।' (সুরা ফাতির : ৬)

কুরআন মজীদের স্পষ্ট নির্দেশ-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ ۝٣٠

‘তোমরা পরিহার কর অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মূর্তিসমূহ এবং পরিহার কর মিথ্যাকথন।’ -সূরা হজ্জ : ৩০

আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আলী ইবনে আবী তালেব রা. আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে, তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দিবে।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে,... এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে।’ -সহীহ মুসলিম হা. ৯৬৯

আলী ইবনে আবী তালেব রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো প্রাণীর মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দিবে?’ আলী রা. এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে কেউ পুনরায় উপরোক্ত কোনো কিছু তৈরী করতে প্রবৃত্ত হবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী।' -মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৫৭

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, '(ফতহে মক্কার সময়) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহয় বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন তখন তা মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি।' -সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫২

ঘরে প্রাণীর ছবি, কার্টুন, প্রতিকৃতি, মূর্তি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হারাম। যে ঘরে এসব থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এ মর্মে একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ
"ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। (সুনানে আন-নাসায়ী হা/৫৩৪৭-সহিহ)

ইবনে 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী মাইমূনাহ রা. আমার নিকট বর্ণনা করেন:
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল আলাহিস সালাম আমার সাথে রাতে সাক্ষাত করার ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু সাক্ষাত করেননি।
অতঃপর তাঁর মনে পড়লো যে, আমাদের খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা আছে।

তিনি এটাকে বের করে দিতে আদেশ দিলে তা বের করা হলো। অতঃপর তিনি নিজেই পানি দিয়ে সে স্থানটা ধুয়ে ফেলেন।

এরপর জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় বললেন: "যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না।

সকালবেলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর মারতে আদেশ দিলেন। এমনকি ছোট বাগান পাহারার কুকুর হত্যা করারও আদেশ দেন, বড় বাগানের পাহারাদার কুকুর ছাড়া।

(সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ-৪৭ ছবি সম্পর্কে, হা/৪১৫৭-সহিহ)

➤ উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণ বলেন: উল্লেখিত হাদিসগুলোতে যে সকল ফেরেশতা প্রবেশ করবে না বলা হয়েছে সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রহমত ও বরকতের ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ কোনো ঘরে প্রাণীর ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি ও কুকুর থাকলে ঐ সকল প্রবেশরতাগণ তাতে প্রবেশ করে না যারা রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে আগমন করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের দায়িত্ব পালনার্থে অবশ্যই প্রবেশ করে- ঘরে যতই ছবি, মূর্তি ও কুকুর থাকুক না কেন। যেমন: প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিয়োজিত মালাকুল মওত বা মৃত্যু দূত, তাঁর সঙ্গে আগত ফেরেশত মণ্ডলী, মানুষের কার্যবিবরণী লেখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাবৃন্দ ইত্যাদি।

সাহাবায়ে কেরাম, প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের ইমাম ও সব আলেমের ঐকমত্যে কোনো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা হারাম। ভাস্কর্য, হস্তশিল্প, অঙ্কন, ক্যামেরা বা আধুনিক যেকোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে কারো ছবি বানানো হারাম। হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর বিধান অভিন্ন। (ইমদাদুল মুফতিয়িন : ৮২৫-৮২৬)

আধুনিক যুগে কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো আলেম মনে করেন, ছবি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, মূর্তিপূজা ও ব্যক্তিপূজার পথ রুদ্ধ করা। তাই তাঁদের মতে, যেসব ছবি পূজা করা হয় না, অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা করা হয় না, সেগুলো বৈধ। এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের বক্তব্য ফুটে উঠেছে ইমাম নববীর লেখনীতে। তিনি বলেন, আমাদের শাফেয়ি মাজহাব ও অন্য মাজহাবের আলেমরা বলে থাকেন, কোনো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটি কবিরা গুনাহ। কেননা এ ব্যাপারে হাদিসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই ছবি দিয়ে কাউকে সম্মান করা হোক বা অপমান, উভয় অবস্থায় তা হারাম। কেননা এর ফলে আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন হয়ে যায়। কাপড়, বিছানা, মুদ্রা, বাসনকোসন, দরজা বা অন্য যেকোনো কিছুতে ছবি আঁকা হারাম। প্রাণীর ছবি ছাড়া অন্যান্য ছবি হারাম নয়। যেমন—গাছপালা, উটের গদি (অশ্ব-জিন) ইত্যাদির ছবি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। (শরহে নববী : ১৪/৮১)

ইসলামী শরিয়ত মতে, কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা হারাম। তবে প্রাণহীন বস্তু যেমন—বৃক্ষ, পাহাড়, ঝরনা ইত্যাদির ছবি বৈধ। (আল- বাহরুর রায়েক : ২/ ২৯, মেরকাতুল মাফাতিহ : ৪৪৮৯)

RM: উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম। জীন শয়তানেরা ছবি, মূর্তি ও কুকুরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

হাদীসে এসেছে "কালো কুকুর শয়তান" {সহীহ মুসলিম, হা/২৬৫, সুনানে আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাযাহ; সহীহা, হা/১৫৭৯}

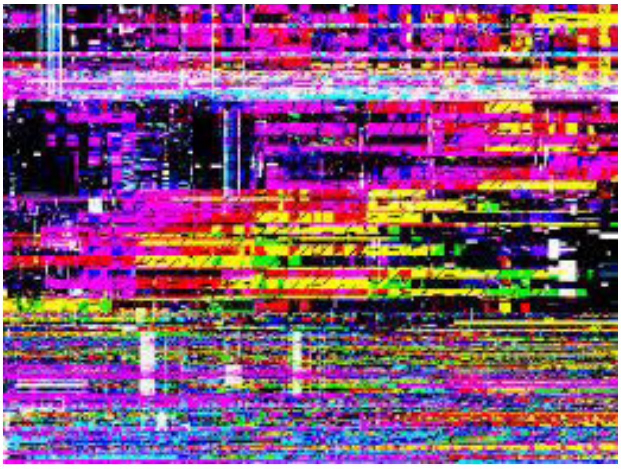

যেহেতু জিনেরা এগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে সেহেতু, টিভির ভিতরেও প্রবেশ করা অসম্ভব কিছু নয়। আর তাছাড়া আমরা দেশে টিভিকে শয়তানের বাক্স হিসেবেই ধরা হয়। এবার আসুন দেখি কাফেররা এ ব্যাপারে কি ধারণা রাখে? কাফেররা তো জীন পূজারী। ওরা ভালো করেই জিনদের খবর রাখে। ওরাও জানে যে জিনেরা টিভিতে প্রবেশ করতে পারে।

হরোর (ভৌতিক) মুভিগুলোতে এটা খুব দেখানো হয়। কোনো এক কারণে হঠাৎ করে টিভিতে সমস্যা দেখা দেয়, ঝির ঝির করতে থাকে। এবং আবার হঠাৎ করে সেটার মধ্যে প্রেতাত্মা টাইপের কিছু দেখা যায়। ওটাই জীন। সে টিভির ভিতরে প্রবেশ করে মানুষকে ভয় দেখায়। আর

কিছু দুষ্ট বা বখাটে জীন আছে, যারা শুধু শুধু মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে।

ঘুল জীন বনাম মাজার পূজা:

পৃথিবীতে কত প্রকারের জিন রয়েছে এবং তা কী কী?

জিন শব্দের অর্থ হলো গোপন। জিনেরা মানুষের দৃষ্টিতে অদৃশ্য থাকে বলেই এর নাম জিন। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তারপর যখন রাত তার ওপর আচ্ছন্ন হল। [সূরা আল আনআম : ৭৬] এ আয়াতে ব্যবহৃত জান্না শব্দের অর্থ হল, আচ্ছন হওয়া, ঢেকে যাওয়া, গোপন হওয়া। জিনকে আমরা দেখতে না পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদের দেখে যেখানে তোমরা তাদের দেখ না। [সূরা আল আরাফ : ২৭] মানুষের মধ্যে যেমন প্রকারভেদ রয়েছে, নানা জাতি উপজাদি ও সম্প্রদায় রয়েছে, তেমনি জিন জাতির মধ্যে ভিভক্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ সম্পর্কে বলেন : জিন জাতি তিন প্রকার। এক. যারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দুই. কিছু

সাপ ও কুকুর। তিন. মানুষের কাছে আসে ও চলে যায়। [তাবারানি] প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। জিনদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে তারা, বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। জিনদের একটি গ্রুপ সর্বদা সাপ ও কুকুরের বেশ ধারণ করে চলাফেরা করে মানব সমাজে। এটা তাদের স্থায়ী রূপ। হাদিস বিশারদদের মতে জিনদের কয়েক টি শ্রেণি আছে। যেমন সাধারন জিন, আমির জিন (এরা মানুষের সাথে থাকে), শয়তান- এরা অবাধ্য, উদ্ধত, ইফরিত জিন এরা শয়তানের চাইতেও বিপদজনক। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে হজরত আদম আ. এর ২০০০ বছর পূর্বে। হাদিসের ভাষ্যমতে জিন জাতির আদি পিতা (আবুল জিন্নাত) সামুমকে আল্লাহ তায়ালা আগুনের শিখা দ্বারা তৈরি করার পর আল্লাহ সামুমকে বলেন তুমি কিছু কামনা কর। তখন সে বলে, আমার কামনা হল আমরা মানুষকে দেখব কিন্তু মানুষরা আমাদের দেখতে পারবে না। আর আমাদের বৃদ্ধরাও যেন যুবক হয় মৃত্যুর পূর্বে। আল্লাহ সামুমের দুটি ইচ্ছাই পূরণ করেন। জিনরা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে আবার যুবক হয়। জিনেরা আগুণের তৈরি হলেও এরা মূলত আগুণ নয়। যেমন মানব সৃষ্টির মূল উপাদান কাদামাটি হলেও মানুষ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাদামাটি নয়। ঠিক তেমনি জিনের

পূর্ব পুরুষ আগুণের তৈরি হলেও জিন মানেই আগুন নয়। এর প্রমাণ মুসনাদ আহমদে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. একটি হাদিস। তিনি বলেছেন, শয়তান নামাজের মধ্যে আমার সাথে মুকাবেলা করতে আসে তখন আমি তার গলা টিপে দেই। ইসলামপূর্ব আরব উপকথাগুলোতে জিনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন সেমাইট জাতির জনগণ জিন নামক সত্ত্বায় বিশ্বাস করতো। তাদের মতানুসারে জিন কয়েক প্রকারে বিভক্ত।

যেমন, ঘুল (দুষ্ট প্রকৃতির জিন যারা মূলত কবরস্থানের সাথে সম্পর্কিত এবং এরা যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারে),

সিলা (যারা আকৃতি পরিবর্তন করতে পারতো) এবং ইফরিত (এরা খারাপ আত্মা)। এছাড়া মারিদ নামক এক প্রকার জিন আছে যারা

জিন দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। মাওলানা রোকন রাইয়ান সহ-সম্পাদক, ইসলামি চিন্তার কাগজ

https://www.priyo.com/i/%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A7%80

জ্বিন জাতির কিছু তথ্য

সুপারন্যাচারাল এর প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রাচীনকাল থেকেই। হাজার হাজার বছর আগে থেকেই এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আসছে মানুষ। এতোদিন আপনারা জ্বিন সম্পর্কে অনেককিছু জেনেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য বের করেছেন জ্বিন সম্পর্কে। এসব বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, জ্বিনদের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি,উপজাতি রয়েছে এবং তাদের কাজ ও আচরণের ধরণও আলাদা আলাদা।

যাই হোক, আজকে জ্বিনদের কিছু জাতি এবং প্রজাতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করবো-

জ্বিনদের মধ্যে প্রধান ৩টি জাত আছে। যেমন-

(১)ইফরিত(I f r eet)

(২)মারীদ(Mar i d)

(৩)শয়তান বা শায়াত্বিন(Sai t an)

জ্বিনদের উপরোক্ত জাতি ছাড়াও এদের মধ্যে বেশ কিছু উপজাতি লক্ষ্য করা যায়। নিচে এগুলো সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া হলো-

* ঘুল (Ghoul) : এরা সাধারণত উত্তর থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে।এদেরকে বিভিন্ন ধর্মে "Undead Monster" বলা হয়েছে ।এরা সাধারণত কবরস্থানের আশেপাশে থাকে ও মানুষের মাংস এরা খুব পছন্দ করে। এরা বড়দের চেয়ে বাচ্চাদেরকে বেশি আক্রমণ করে।এরা শক্তিশালী হয় তবে বোকা টাইপের জ্বিন হয়ে থাকে।

* সিলা (SI LA) : জ্বিনদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট জ্বিন হচ্ছে সিলা জ্বিন। এরা অতি দ্রুত আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম। বেশিরভাগই মেয়ে জ্বিন হয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। এরা খুব কমই মানুষের সামনে আসে। এরা সাধারণত মানুষের তেমন ক্ষতি করে না। তবে এরা অনেক সময়ই মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

* ভেতালা(VETALA) : ভেতালা দিয়ে মূলত ভ্যাম্পায়ারদের বুঝানো হয়। তারা মানুষের মৃতদেহ ধারণ করে এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রোধ করতে পারে, এবং ভেতরের বিশ্বাসকে তিরস্কার করে মানুষকে সাধারণ মানুষ বলে। এরা মানুষের রক্তের সাথে খুব দ্রুত মিশে যেতে পারে এবং মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয়। এরা প্রচন্ড শক্তিশালী জ্বিন হয়ে থাকে। ভেতেলা জ্বিনও অন্যান্য জ্বিনদের মতো আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম। অনেক সময় এদেরকে ভবিষ্যৎবাণী করার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং অতীতের কোনো তথ্য লাভ করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়। এরা মানুষের ব্রেইনে অতি দ্রুত চলে যেতে পারে।

* হিন(Hi nn) : এরা জ্বিনদের মধ্যে এমন এক জাতি যারা খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির হয়। এরা বেশিরভাগই কুকুরের রূপে থাকে। এরা মানুষের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। এদের মুখটা শিয়ালের মতো কিংবা কখনও কখনও ইঁদুরের মতো, হাতের আঙ্গুল তিনটা করে থাকে,গায়ের রঙ কুৎসিত। এরা খুবই বোকা প্রকৃতির হয়। এরা মূলত শয়তান এবং ইবলিশের অনুসারী। এদের প্রধান কাজ মানুষকে জ্বালাতন করা।

* নাসনাস(NasNas) : এরা একটু অদ্ভুত ধরণের জ্বিন। এরা Half Jinn এবং Half Animal হয়। অর্ধেক জ্বিন হয় আর বাকি অর্ধেক কোনো পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদির রূপ নেয়। এরা নোংরা জায়গায় বেশি থাকে। এদের অর্ধেক দেখা যায় আর বাকি অর্ধেক অদৃশ্য থাকে। এরা বেশিরভাগই মানুষের ক্ষতি করে থাকে এবং তেমন কোনো বড় ধরণের ক্ষমতা না থাকা সত্যেও মানুষকে হুমকি দেয়। এরা মিথ্যা বলায় খুব পটু।

* পালিশ (Paal i s) : সাধারণত এরা মরুভূমিতে বেশি থাকে। দেখতে প্রচন্ড কুৎসিত, শরীর খুব দুর্গন্ধময় এবং অন্ধকার ও জনমানবহীন জায়গায় বেশি থাকে। এরা বসবাসের জন্য কিংবা কোথাও লুকানোর জন্য অপবিত্র জায়গা পছন্দ করে। এরা মানুষের ক্ষতি করতে সক্ষম এবং ভয় দেখাতেও বেশি এক্সপার্ট হয়ে থাকে।

* খান্নাস(Khannas) : খান্নাস বিশেষ ধরণের এক জ্বিন। এরা সাধারণত মানুষকে পজেসড করে না তবে ক্ষতি করে। এরা অপবিত্র জায়গায় এবং পানিতে থাকতে বেশি পছন্দ করে। আমাদের ওয়াশরুমে খান্নাস টাইপের জ্বিন থাকে। এরা সকলেই শয়তান টাইপের হয়।

* যাথুম(Ja` t hoome) : এসব জ্বিনকে ওভারপাওয়ারড জ্বিন বলা হয়। এরা খুবই ভয়ংকর জ্বিন। এদের প্রধান আবাসস্থল বটবৃক্ষ। এরা যদি কোনো মানুষকে একবার পজেসড করে তাহলে এদের ছাড়ানো কঠিন। কোনো প্রকার তাবিজে কাজ হবে না গ্যারান্টি। এরা মেয়েদেরকে বেশি পজেসড করে। এরা মানুষের সাথে থাকলে

তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করে। এরা মানুষের ক্ষতি করার পাশাপাশি মানুষের উপকারও করে থাকে।

ডেইলি বাংলাদেশ/আরএজে

https://www.daily-bangladesh.com/feature/19336

R:M: ঘুল জিনের ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন? এরা কবরে থাকে। তাহলে কি এই জিনকে খুশি (নাচ, গান, সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে) করার জন্যই কবর পূজা বা মাজার পূজার প্রচলন হয়েছে?

ভীনগ্রহীদের নিয়ে কল্পনা জল্পনা (এলিয়েন ফ্যান্টাসি):

ম্যাসনিক হলিউড; স্পেস আর এলিয়েন প্রোপাগান্ডা:

এবার আসা যাক এলিয়েন প্রসঙ্গে। যখন থেকে যাদুকরদের অকাল্ট ফিলসফির অন্তর্গত বিষয়ঃ আউটার স্পেস তথা "মহাশূন্য"কে বিজ্ঞানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়,

মানুষ কল্পনা প্রবণ হয় এতে ভ্রমণের ব্যপারে। পৃথিবীকে মহাশূন্যের অতিক্ষুদ্র কণার মত ঘুর্নায়মান বর্তুলাকার 'গ্রহ' হিসেবে প্রচার করা হয় এবং বলা হয় কোটি কোটি গ্রহ আছে, হাজারো গ্রহ হতে পারে বাসযোগ্য, অন্য গ্রহগুলোয় জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে রহস্যঘন কল্পনায় ডুবিয়ে রাখতে শুরু করে কথিত বিজ্ঞানী নামধারী অপবিজ্ঞানীরা। শুরু হয় ভীনগ্রহীদের নিয়ে কল্পনা জল্পনা। এখন শুধু পাশ্চাত্যে সীমাবদ্ধ নয়,সারা বিশ্বের মানুষদের এসব নিয়ে কল্পনায় ভাসানো হয়। বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেন উন্নত বুদ্ধির প্রানীদের। শুরু হয় মানুষের চেয়েও উন্নত কোন সভ্যতার কল্পনা। শুরু হয় এলিয়েন ফ্যান্টাসি। বিজ্ঞানী থেকে রাজনীতি সবজায়গায়ই এলিয়েন রহস্য। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান মানুষকে এলিয়েন থ্রেটের কথা শোনায়। তিনি সরাসরি বলেন, এলিয়েনদের আগ্রাসন হয়ত ভবিষ্যতে মানবজাতির ধর্মবর্ণের বিভেদ ভুলে একজাতিতে পরিনত করবে।এরপর থেকে ঠিকই নিয়মিত অচেনা বিচিত্র আকৃতির নভোযান পৃথিবীর আকাশে ভাসতে দেখা যায়। সারাপৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এলিয়েনদের দ্বারা মানুষ অপহরণের ঘটনা ঘটতে শোনা যায়। এই এলিয়েনদের আসল পরিচয় কি??

ইনফিনিট স্পেস আর অগণিত গ্রহ,গ্যালাক্সি,নিহারিকার কনসেপ্টটি যাদুকর-দার্শনিক এন্যাক্সিম্যান্ডার, ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস এবং ব্রুনোর কস্মিক প্লুরালিজমের প্রাচীন ধারনাকে নতুন করে জাগিয়ে দেয়[১১]। এরপরে শুরু হয় বহির্জগতের বুদ্ধিমান প্রানীদের নিয়ে ফ্যান্টাসি। অজস্র বই,গল্প,উপন্যাস

,পত্রিকা ম্যাগাজিন এই প্লটের উপর লেখা হয়। পাঠকদের অধিকাংশই এসকল সায়েন্স ফিকশনকে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা/কল্পনা মনে করে সমর্থন দিতে শুরু করে। টেলিভিশন ছড়িয়ে পড়বার পর ব্রেইনওয়াশিং এবং মাইন্ডকন্ট্রোল এর আওতা আরো বেড়ে গেল। সেই নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত ম্যাসনিক হলিউড; স্পেস আর এলিয়েন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। যতগুলো সায়েন্সফিকশন সিনেমা নির্মান করছে তার সবই আউটারস্পেস এর কন্সেপ্ট ভিত্তিক। আর স্পেস থাকা মানেই স্পেস ট্রাভেল,এলিয়েন থাকবে। এরপরে যে সিনেমা গুলো বের হতে শুরু করে তার অধিকাংশ হয় এলিয়েন ইনভ্যাশন নিয়ে। বহির্জগতের বুদ্ধিমান প্রানীরা উন্নত প্রযুক্তিসমেত পৃথিবীতে হামলা করেছে, সমস্ত দেশগুলো এক হয়ে প্রতিরোধ করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।[১২] এখনকার ফিল্মগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, মেটাফিজিক্যাল(origins of existence) ব্যপার গুলোয় এলিয়েন হস্তক্ষেপ দেখিয়ে। ওরা দেখাচ্ছে মানুষের অস্তিত্বটাই এলিয়েনদের দান। মানুষের ডিএনএ'তে এলিয়েন ডিএনএ মিশে আছে। ওরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। প্রমিথিউজ,ট্রান্সসফরমার এই ম্যাসেজগুলোই দিচ্ছে। অন্যদিকে এসবে আছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সমর্থন [১৩]। মিডিয়ায় হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমি ও এলিয়েনের অস্তিত্বের প্রমোশন পাবার সাথে সাথে মানুষও Unidentified flying object(UFO) এবং Unidentified submerged object(USO) দেখা শুরু করে।

মেক্সিকো আমেরিকায় বিষয়টা এমন স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওটা খুবই সাধারন বিষয়। এ বিষয়গুলোর সূত্রপাত খুজতে গিয়ে মেলে জগদ্বিখ্যাত যাদুকর এ্যালিস্টার ক্রোওলির ১৯১৮ সালে করা 'অমলন্ত্র' রিচুয়াল(amalantra working)[১৪]। ক্রোওলি Lam নামের এক এলিয়েন এন্টিন্টির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করত। তিব্বতীয় ল্যাম শব্দের অর্থ পথ অথবা পথদাতা।

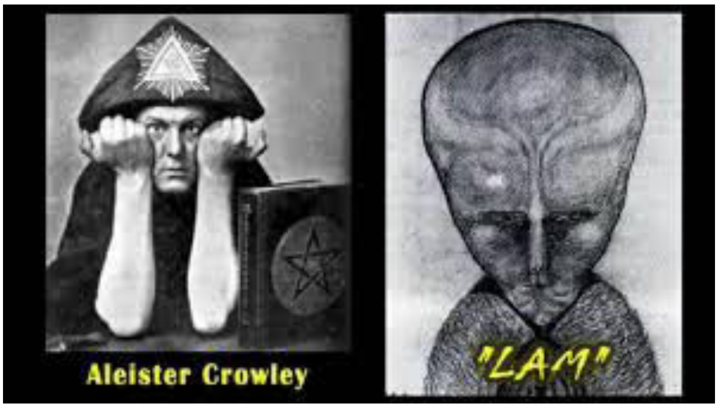

ল্যাম দেখতে অনেকটা গ্রে এলিয়েন যেমনি দেখতে, তেমনি। অধিকন্তু, ল্যাম হচ্ছে মূলচক্রের একটি মন্ত্র(যোগসাধনায় ষড়চক্রের একদম নিম্নে অবস্থিত)। বলা হয় ক্রোওলির এই রিচুয়ালের উদ্দেশ্য ছিল এলিয়েন এন্টিটির জন্য ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টাল[৩২] খুলে দেওয়া যাতে তারা ইচ্ছেমত আমাদের ডাইমেনশনে প্রবেশ করতে পারে। এরপরে ১৯৪৬ সালে আরেকটি বড় পরিসরের ম্যাজিক্যাল রিচুয়াল পালিত হয়। এর নাম দেওয়া হয় "Babalon Working"[৩৬]। এতে ক্রোওলির সাথে যোগ দেয় বর্তমান স্পেস এজেন্সি নাসা এবং সাইন্টোলজি কমিউনিটির ফোরফাদারগন। সেটাতেও সিরিমোনিয়াল এবং সেক্স রিচুয়াল পালিত হয় অমলন্ত্রের মত। সমস্ত অকাল্ট কমিউনিটির মধ্যে এ কথা

প্রচলিত আছে যে এ রিচুয়াল দ্বারা আগের ডাইমেনশনাল গেইটওয়ে এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল এন্টিটির জন্য আরো প্রশস্ত করা হয়। এ ঘটনার পর দিয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইউএফও সাইটিং শুরু হয় ব্যাপকহারে। এলিয়েনদের দ্বারা অপহরণ, এমনকি সেনাবাহিনীরাও আক্রান্ত হবার ডকুমেন্ট পাওয়া যাচ্ছিল।

এ্যালিস্টার ক্রোওলির সাথে জেট প্রপালশান ল্যাব এবং সাইন্টোলজির প্রতিষ্ঠাতার ল্যাম বা গ্রে এলিয়েন বিংদের আহব্বান এবং পরবর্তীতে অগনিত ইউএফও/ইউএপির উপদ্রব, সেই সাথে জেট প্রপালশান ল্যাবের রকেট আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের মনে একটা ধারনাকে গেঁথে দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে Outer Space(মহাশূন্য)! অর্থাৎ উপর থেকে বহির্জাগতিক প্রানীরা আসতে পারে আর আমরাও উপরে(আসমানে) যানবাহন বহির্বিশ্বে পাঠাতে পারি। "মহাশূন্যের" ধারনাকে মানুষ ইয়াক্বিন করে নেয়।যাহোক, হঠাৎ করে ইউএস প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘে বললেন, **"হয়ত আমাদের কোন একটা সার্বজনীন বহির্জাগতিক হুমকির প্রয়োজন যা আমাদের মধ্যকার সাধারন ঐক্যকে জাগ্রত করবে, আমি মাঝেমধ্যে ভাবি কতটা দ্রুত আমাদের মধ্যকার এই (জাতিগত) ভেদাভেদ চলে হয়ে যাবে, যদি আমরা কোন ধরনের এলিয়েনদের হুমকির মুখোমুখি হই।" [১৫]**

১৯৯৪ সালে জার্নালিস্ট এবং কন্সপিরেসি থিওরিস্ট সার্জ মোনাস্ত নাসার প্রজেক্ট ব্লুবিম[১৬] নিয়ে কথা তোলেন। এ নিয়ে একটি বইও পাব্লিশ করে ব্যাপক সাড়া

ফেলেন। এতে দাবি করা হয় নাসা বিশ্বের মোড়লদের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফেইক এলিয়েন ইনভ্যাশন ঘটাতে চায় যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের জাতি,ধর্ম,বর্নের ভেদাভেদ ভেঙে এক সরকারবিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থা গঠন করা যায়।

মোনাস্তের কথা অনেকে একদম কন্সপাইরেসি থিওরি বলে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু স্যাটানিস্ট ক্রোওলির ল্যামের সাথে কন্টাক, ইনভোকেশন এবং ম্যাজিক্যাল ডাইমেনশনাল রিফট তৈরি, হঠাৎ ইউএফও সাইটিং শুরু এবং আশংকাজনক বৃদ্ধি, রোনাল্ড রিগ্যানের আশংকার কথা, এবং হলিউডের প্রোপাগান্ডা মেলালে সেই কন্সপিরেসি থিওরিস্টের কথা সত্য হবার আশংকা চলে আসে। এটা আরো প্রগাঢ় হয় আজকের সাইন্টিফিক কমিউনিটি থেকে সমর্থন পাওয়া যায়।পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের এলিয়েন থ্রেট দিয়ে ন্যাশনাল ব্যারিয়ার ভেঙ্গে সমগ্র দেশ গুলো এক করার বক্তব্যকে পূর্ন সমর্থন দিয়ে তিনি এলিয়েন ইনভ্যাশনের আশংকা করেন[১৭]।

<u>এলিয়েনবাদি ধর্ম</u>:

এলিয়েন নিয়ে ফ্যান্টাসি এখানেই সমাপ্ত না, বেশ কিছু ধর্মও তৈরি হয়েছে[৩১]। যেমন রায়েলিজম, হ্যাভেন্স গেইট,ব্রহ্মকুমারী ইত্যাদি আরো অনেক। এসকল নতুন ধর্মগুলো এলিয়েনের হস্তক্ষেপকে হলিউডের ফিল্মের ন্যায় মানবজাতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের কারন হিসেবে মানে। আমাদের দেশেও রায়েলিজমের অনুসারী রয়েছে অনেক। এরা এলিয়েনদেরকে 'এলোহিম' শব্দ দ্বারা বোঝায়, যার জন্য ইজরাইলের টেম্পল তৈরির জন্যও তাগিদ দিয়েছে।তারা শীঘ্রই

আসছেন! রায়েলিজমের শাখা বাংলাদেশেও আছে। উইকিপিডিয়া অনুসারে: *"Raëlians believe that scientifically advanced extraterrestrials, known as theElohim, created life on Earth through genetic engineering, and that a combination of human cloning and "mind transfer" can ultimately provide eternal life."***(উইকিপিডিয়া)**

আরেকটি এলিয়েনবাদি ধর্ম, ইথারিয়াস। এর প্রতিষ্ঠাতা, ইথারিয়াস নামের এক এলিয়েনের সাথে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের পরে প্রতিষ্ঠা করেন। উইকিপিডিয়া অনুসারে: *The Aetherius Society was founded in theUnited Kingdom in 1955. Its founder, George King, claimed to have been contacted telepathically by an alien intelligence called Aetherius, who represented an "Interplanetary Parliament.* **(উইকিপিডিয়া)**

ব্যাবিলন প্রজেক্টের পরের বছরেই রাজওয়েলে ইউএফওর ক্রাশ ঘটে ; যার ধ্বংসবশেষ এরিয়া ৫১ তে পাঠানো হয়। এভাবে হাজারো ফ্লাইং ডিস্ক এবং বিচিত্র

মডেলের আকাশযানের ছবি ও ভিডিও পৃথিবী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাইরাল হতে লাগলো। হাজারো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তৈরি হতে লাগলো। ৫০০ বছর আগে যখন জিওসেন্ট্রিক ফ্ল্যাট ষ্টেশনারী পৃথিবীর মডেলটি ভ্যালিড ছিল, তখন এই ইউএফওর উপদ্রব একদম অচেনা ছিল। সাধারণ কেউ এসব ফ্ল্যাইং ডিস্ক কল্পনাও করতে পারতো না। কেউ এলিয়েনদের দ্বারা অপহরনের স্বীকারও হত না। কিন্তু তখন জ্বীনদের দ্বারা কাউকে লুকিয়ে ফেলা বা নিয়ে যাবার ঘটনা জানাশোনা ছিল। ব্যবিলন ওয়ার্কিং এর দ্বারা আহব্বান করা ল্যামের গ্রে এলিয়েন বাহিনীর আসল পরিচয় অনেকেই বুঝে গেছেন। এরপরেও আরো স্বচ্ছ ধারনা প্রয়োজন।

ইউএফওলজিস্ট জ্যাকুয়েস ভ্যালি সর্বপ্রথম ইউএফও ফেনোমেননগুলোকে ইন্টারডাইমেনশনাল এন্টিটির কারসাজি বলে উল্লেখ করেন। পরে এর সপক্ষে John Ankerberg এবং John Weldon এরও বক্তব্য রয়েছে। তারা বলেনঃ**"the UFO phenomenon simply does not behave like extraterrestrial visitors."** অর্থাৎ কথিত স্পেসক্রাফট ও এলিয়েনগন এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালের মত আচরণ করে না। অন্যান্য যুক্তির দিক দিয়ে ইউএফও ফেনোমেনন এর ব্যাখ্যা Interdimensional hypothesis এর দিকেই যায়। একারনে অনেক ইউএফলজিস্টরা ETH এর চেয়ে IDH কে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।তাদের কেউ কেউ এগুলোকেই প্রাচীনকাল থেকে প্যারানরমাল/সুপারন্যাচারাল ঘটনাগুলোর ভিন্নধর্মী

ম্যানিফেস্টেশন বলে মনে করেন। যেমন ইউএফওলজিস্ট জন কিল UFO গুলোকে Ghost/spirit/demon এর ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন।[২১]

<u>ক্রপসার্কেল, ফ্লাইং সসার, সাইকাডেলিক ম্যাজিক মাশরুম, & এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ</u>:

২১ শতকে জিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমির বিপ্লব সৃষ্টিকারী প্রকৃতিপূজারী প্যাগান এরিক দুবেঙ্গ বলেন, **"আজকে যেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্লাইং সসার দেখা যায় যাকে আমরা ইউএফও বলে অভিহিত করি, একই জিনিস সেই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমাজন জঙ্গলের মানুষগুলো যারা আইয়োহুয়াস্কা, পাইয়োডি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সাইকাডেলিক উপাদান গুলো সেবন করে, তারাও ঠিক একই জিনিসের ব্যপারে বলে এবং যেগুলো দেখতে এলিয়েন ও ফ্লাইং সসারগুলোর মত। যারা সেসব ক্র্যাফট থেকে বের হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়। এরা মূলত ইন্টারডাইমেনশনাল জীব। আর সবচেয়ে শক্তিশালী সাইকাডেলিক উৎপন্ন করে আমাদের ঘুমন্ত মস্তিষ্কের পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড যাকে থার্ড আই বলা হয়। এজন্য স্বপ্ন হচ্ছে এরই একটা প্রোডাক্ট।ঘুমন্ত অবস্থায় অনেকে এমন এলিয়েন এবডাকশনের স্বপ্ন দেখে যা তাদের কাছে খুবই সত্য বলে মনে হয়। হয়ত তখন তার মস্তিষ্কে অভ্যিজেনাস ডিএমটি সাইকাডেলিক ড্রাগের বিস্ফোরণ ঘটে। একই**

সাইকাডেলিক ম্যাজিক মাশরুম ব্যবহার করত মিথ্রাইক কাল্টে। আদিম সভ্যতাগুলো নিজেদেরকে নক্ষত্রের বংশোদ্ভূত বলত। তারা মূলত ইন্টার ডাইমেনশনাল রেল্মে ঘুরে বেড়াতো , অথচ আজকে ফেইক কস্মোলজি শেখানো হয়, এলিয়েনদের অস্তিত্বের জন্য ভ্রান্ত আউটার স্পেস কন্সেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে।"

বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট ট্যারেন্স ম্যাকেনা বলেন, **"আমি মনে করি এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালদের সাথে যোগাযোগের চেয়ে আসল কাজ হচ্ছে এটা জানা যে আপনার সাথেই একজন রয়েছে। এটা একদমই বোকামি যে একটা রেডিও ব্যবহারকারী সভ্যতাকে খুজতে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে ছায়াপথে খুজে বেড়ানো।"** তিনি মনে করে সাইকাডেলিক মাশরুম গুলোই এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ এর একটা মাধ্যম[২৩]। তাছাড়া ম্যাজিক মাশরুম ব্যবহার করে হাজারো কথিত এলিয়েনদের[২৭] সাথে যোগাযোগ এর রিপোর্ট পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকে জঙ্গলের বিভিন্ন প্যাগান সভ্যতার মাঝে এই জিনিস ব্যবহার চলত। তারা অবশ্য স্পিরিট/এ্যান্সেস্টর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত

করতো [২২]। ইউএফও সাইটিং এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। সেটা হচ্ছে, ক্রপ সার্কেল। অনেকে হয়ত এ ঘটনার সাথে পরিচিত নন। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ক্রপসার্কেল হচ্ছে বিচিত্র জটিল জ্যামিতিক নকশা বা প্রতীক যা মাঝেমধ্যে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশগুলোর গ্রামগুলোর শস্যক্ষেতে দেখা যায়। হঠাৎ কৃষক জমিতে গিয়ে দেখেন ক্ষেতের মাঝে বিশাল অঞ্চল জুড়ে ফসল উপড়ে কিছু একটা করা হয়েছে। মাটিতে দাড়িয়ে কিছু বোঝা যায়না। কিন্তু উচু স্থান থেকে, বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে পূর্নরূপ দৃশ্যমান হয়। ১৯৭০ সালের পর দিয়ে ক্রপসার্কেল এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসবের কিছু মানবসৃষ্ট, কিছু আবার এক রাতে হয়ে যায়। অনেকে ক্রপসার্কেলের সাথে ইউএফওর সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্য সবার বদ্ধমূল ধারনা,এসব এলিয়েনদের স্পেসশিপ দিয়ে তৈরি। এটা সত্য যে অনেক জটিল জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা রাতারাতি নিখুঁতভাবে মানুষের দ্বারা করা কঠিন। অধিকাংশই অকাল্টিস্টদের স্যাক্রিড জিওমেট্রিক নকশা! কখনো, কাব্বালার সাজারাতুল খুলদের নকশা,কখনো বা ফ্লাওয়ার অব লাইফ,কখনো গ্রে এলিয়েনদের ছবি, কখনো বা ডলারের উপরের পিরামিডের উপর এক চোখের নকশা। ১৯৯৭ সালের মে মাসে Barbury Castle এর শস্যক্ষেতে কাব্বালার ট্রি অব লাইফের ক্রপ সার্কেল পাওয়া যায়। বাবেল শহরের এই বিদ্যার নকশা কোন ধরনের বুদ্ধিমান প্রানীরা দেখাতে পারে? এরাই নিজেদের রূপকে(গ্রে এলিয়েন) ক্রপসার্কেলে দেখায়। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ রাব্বী বিন হালিমা

আব্দুর রউফ এক রুকইয়ার সময় রোগীর সাথের শয়তান জ্বীন তাকে জানায় এই ক্রপসার্কেল গুলো তাদের কাজ। একারনেই এলিস্টার ক্রোওলির শয়তান পূজার ধর্ম থেলেমার সিম্বল ক্রপসার্কেলে কথিত এলিয়েনগন অঙ্কন করে।

আশাকরি এবার বুঝতে পারছেন, 'এলিয়েন' শুধুই একটা নতুন শব্দ। নতুন কস্মোলজি দিয়ে ভিন্ন নামে নতুন চেহারায়[গ্রে এলিয়েন(২৬)]শয়তান জ্বীনদেরকেই দেখানো হচ্ছে। প্রাচীন মিশরীয় হাইরোগ্লিফিকে যে আনুনাকিদের দেখা যায় এরা এই একই ইন্টারডাইমেনশনাল এলিয়েন(কথিত) রেস[২৫]। এরা যে এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল নয় মোটেই সেটা তারা নিজেরাই স্বীকার করে। হিস্টোরি চ্যানেলের এক ডকুমেন্টারিতে বলছিল ওরা ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি/ডাইমেনশনে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদেরই সহবস্থানে আছে।[২৪]

<u>শয়তানের (alien) সাথে মানুষ এক হয়ে এরিয়া ৫১ তে কাজ করছে৷</u>

আজকে যারা মিস্টিসিজম/ প্যাগান এস্ট্রোথিওলজিতে বিশ্বাস করে এরা আজ বিচিত্র পদ্ধতি শেখায় এই হায়ার ডাইমেনশনাল রেস তথা শয়তানের সাথে যোগাযোগের।[২৮]। বৈদিক এস্ট্রলজির বিদ্যা দিয়েও নাকি এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব[৩০]। এক ডিএমটি সেবকের ডিএমটি গ্রহনের পরে কথিত এলিয়েনদের সাথে দেখা করার বর্ননাটি শুনুন৷ সহজেই বুঝবেন, সে কাদের কথা

বলছেঃhttps://m.youtube.com/watch?v=qb-PgFwPwhc

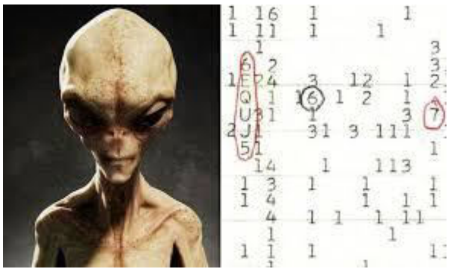

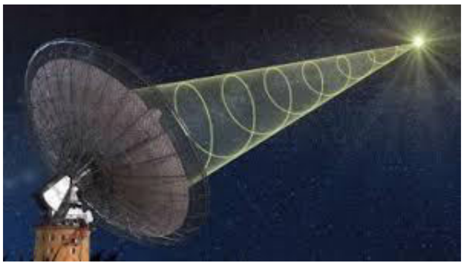

সকল থিওসফিস্ট(প্যাগান) বিশ্বাস করেন পৃথিবীর দায়িত্বে থাকা সকল স্পিরিচুয়াল এন্টিটির রাজা সনৎ কুমার হচ্ছে এলিয়েন বিং। আর বেঞ্জামিন ক্রিম বিশ্বাস করতেন সনৎ কুমারের আদি নিবাস-শুক্র গ্রহ। শুক্র গ্রহের সাথে তার দুনিয়ার রাজ্য শাম্বালায় ফ্লাইং সসারের ট্রাফিক রয়েছে। ক্রিমও বিশ্বাস করতেন যে ইউএফও-ই ক্রপসার্কেল গুলোর জন্য দায়ী। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, *"It is also believed by the Theosophists in general as well as Creme in particular that the governing deity of Earth, Sanat Kumara (who is believed to live in a city called Shamballa located above the Gobi desert on the etheric plane of Earth), is a Nordic alien who originally came from Venus 18,500,000 years ago.[20] The followers of Benjamin Creme believe there is regular flying saucer traffic between Venus and Shamballah and that crop circles are mostly caused by flying saucers."*

(উইকিপিডিয়া)

সনৎ কুমারকে 'Satan kumar' বলতে শুনি কিছু খ্রিষ্টান প্রিস্টদের। কুম্বেইর যুক্তি, সনৎ কুমার যেহেতু ভেনাসের চির কুমার, সেহেতু শুক্রের আদি গ্রীক নাম লুফিফারই হচ্ছে এই সনৎ কুমার। অর্থাৎ sanat kumar=satan kumar!

"Bailey goes on to explain that Sanat Kumara is the "life and the forming intelligence", presiding over the Council of Shamballa [the Heaven of Earth according to New Age doctrine]. (The New Age Dictionary, p. 172) Further, Sanat Kumara is "the eternal youth from the Planet Venus". The name Lucifer is one of the ancient Greek names for Venus. Therefore, according to Cumbey, Sanat Kumara is merely another name for Satan or Lucifer. (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow) "[Wikipedia]

এদিকে কল্কি অবতারের অপেক্ষায় থাকা হিন্দুর কল্কিঅবতারের সাথে এলিয়েন ও ইউএফওর মেলবন্ধনটা ছিল দেখার মতনঃ https://m.youtube.com/watch?v=OfhxEYb2XQk

তার মানে বুঝতে পারছেন(?) এই এলিয়েন শব্দ দিয়ে যাদেরকে বোঝানো হয় তারা এ দুনিয়ায় ১৯,২০ শতকের নতুন আগন্তুক কেউ নয় বরং মানব সভ্যতারও আগে থেকেই এখানে আছে। থিওসফিস্ট, যারা কিনা শয়তানেরই থেইস্টিক পূজারী এদের সাথেও এদের সম্পৃক্ততা রয়েছে! প্রাচীন বৈদিক যুগের 'বিমান'গুলো এদেরই। সর্বশেষ অবতার কল্কি কে তার ব্যপারে আগেই একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম[৩৩]। এর সাথে শয়তানজ্বীনদের অন্তর্ভুক্তি খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়টা প্রজেক্ট ব্লুবিম এর সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয় যার ইঙ্গিত রোনাল্ড রিগ্যান, মিচিও কাকু দিয়েছিলেন। আমরা জানি দাজ্জাল ব্যাপকভাবে শয়তান জ্বীনদের

সাহায্য নিয়ে মানুষকে কুফরের দিকে আহব্বান করবে। শয়তান জ্বীনরা এমনকি মৃত মানুষের আকৃতি ধারন করে সাধারণ মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করবে।

এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আজ ওপেন সিক্রেট ; যে শয়তানের সাথে মানুষ এক হয়ে এরিয়া ৫১ তে কাজ করছে। এফবিআইও এখন এ কথা স্বীকার[২৯]। সুতরাং আন্দাজ করুন, কতটা ভয়াবহ বিষয়গুলোকে আজকে স্বাভাবিক করা হয়েছে।

আজকের শেখানো কস্মোলজি ওই ডায়াবোলিক্যাল এন্টিটিদেরই শেখানো[৩৫]। এই মহাকাশতত্ত্ব শয়তানদের জন্য মানুষের জগতে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য প্রবেশাধিকার তৈরির জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বকে পালটে ওদের উপর বিশ্বাসকে একটা স্বতন্ত্র দ্বীনের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য গড়া হয়েছে[৩৭]। আজ এই শয়তান জ্বীনদের এলিয়েন সাজিয়ে হাজার মুভি তৈরি করা হচ্ছে মনোরঞ্জনের জন্য। বিজ্ঞ সাইন্টিস্টগন এদেরই অস্তিত্ব এবং এ্যারাইভালের সম্ভাবনা জোড় দিয়ে বলেন। ক্রোওলির সাথে মিলে বিচিত্র শয়তানি রিচুয়াল পালন করে এদেরকেই আহব্বান করে রকেটের আবিষ্কারক এবং space age এর পিতা জ্যাক পার্সন্স। আজকের নাসার কার্যক্রম কতটা বিস্তৃত, অথচ এদের গোটা প্লটটাই শয়তানের পরিকল্পনার উপর দাঁড়িয়ে। স্বপ্নযোগে স্পেস এজের পিতাকে যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত শয়তানি অপবিজ্ঞানকে আরো বিস্তৃত করার জন্য সরাসরি উৎসাহ দিয়েছিলেন দাজ্জাল নামের ওই মহান এন্টিটি। এরই ধারাবাহিকতায় তার হাতে জেট প্রপালশান ল্যাব এবং পরে নাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গোটা আউটার স্পেস/হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি(প্যান্থিয়ন)/স্ফেরিক্যাল প্ল্যানেটারি নোশন

/বিগব্যাং/এলিয়েন প্রভৃতি সকল তত্ত্বের মূলে আছেন বেলেরিয়ন আর্মিলাস আল দাজ্জাল[৩৮]। তার জন্যই যতসব প্রস্তুতি।

ইসলামে পৃথিবীর বাহিরে প্রানীর অস্তিত্বের ব্যপারে নিশ্চিত দলিল আছে কিন্তু এর দ্বারা এলিয়েন আর তাদের স্পেসশিপদের বোঝায় না

আজকের মোডারেট মুসলিম এবং মু'তাযিলারা এই দাজ্জালি সাইন্টোলজি দ্বারা একদম অন্ধ। এদের কাছে সব কিছু তুলে ধরলেও তাদের কাছে দাজ্জালের বিদ্যাকেই পছন্দনীয় মনে হয়। আর আমাদের আলিমগন? তাদের অনেকেই এই এলিয়েন কন্সেপ্টকেও সবুজ বাতি দেখিয়ে গ্রহন করেছে অনেক আগেই। কাব্বালিস্টিক কস্মোলজি গ্রহনে যেখানে সমস্যা নেই, সেখানে এলিয়েনদের অস্তিত্ব গ্রহনে কিসের সমস্যা!? কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেই অনেককে দেখি; এদের অস্তিত্বের বিষয়টিকে ইতিবাচক উপস্থাপন করে ইসলামিক বই,প্রবন্ধ, নিবন্ধ লেখে! সেদিন মার্সিফুল সার্ভেন্ট চ্যানেলটিকেও দেখলাম সরাসরি না বললেও ইউএফও, এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালের ব্যপারে ইতিবাচক ভিডিও বানিয়েছে। মা'আযাল্লাহ! ওটা দেখলে যে কেউ এদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে শুরু করবে।

কুরআন সুন্নাহর নির্ভর জিওসেন্ট্রিক এনক্লোজড কস্মোলজিতে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান এলিয়েনদের দ্বারা যা বোঝায় সে ধারনাটি সম্পূর্ন বাতিল[৩৪]। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই দুর্ভেদ্য আসমান ভেদ করতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় যদি রোনাল্ড রিগ্যানের আশংকা সত্য করে সত্যিই ফেইক এলিয়েন ইনভ্যাশনের অবস্থা তৈরি করতে হয়, তবে শয়তান জ্বীন এবং হলোগ্র্যাফিক প্রজেকশন, ইএলএফ সাউন্ড

ব্যবহারের বিকল্প নেই। ইসলামে পৃথিবীর বাহিরে প্রানীর অস্তিত্বের ব্যপারে নিশ্চিত দলিল আছে কিন্তু এর দ্বারা কখনোই লাগামহীন যত্রতত্র বিচরন করে বেড়ানো এলিয়েন আর তাদের স্পেসশিপদের বোঝায় না যা আজকে দাজ্জালের অনুপ্রেরণায় সর্বত্র শেখানো হচ্ছে। এরা মূলত শয়তানের দিকে মানুষকে আহব্বান করছে।

সূরা তালাক্কের শেষ আয়াত, সাত জমিনসংক্রান্ত হাদিস, আসমান সংক্রান্ত হাদিস গুলো পৃথিবীর বাহিরের অজস্র প্রানীর অস্তিত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সেসব আদৌ গ্রেএলিয়েন নয়। সেসব প্রানী বা মাখলুক কুরসির ভেতরে থাকা যার যার জন্য নির্ধারিত জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আদৌ এন্যাক্সিম্যান্ডারের প্লুরালিজম, ইনফিনিট ভ্যাকুয়াম স্পেসে ফ্লোটিং স্ফেরিক্যাল প্ল্যানেট এর মত কিছুতে নয়। রিগ্যান-কাকুদের কথার মত তারা কখনো আমাদের এ জগতে আসবে না। সেটা সাধ্যেরও অতীত। অন্যদিকে এদেরকে ক্রোওলি,জ্যাক পার্সন, হাব্বার্ডের শয়তানি রিচুয়াল দ্বারা ডাকলে শুধু শয়তান জ্বীনেরাই সাড়া দেবে, অন্য কেউ নয়। এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক শব্দে পুরোনো জাতি শয়তানকে উপস্থাপন করছে। এরা আজ শেখাচ্ছে মানব জাতির ডিএনএ/আরএনএ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বটে তবে তা আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং সৃষ্টি ওইসব এলিয়েনদের। অর্থাৎ বলতে চাইছে শয়তানই আমাদের স্রষ্টা। মানব সৃষ্টির শুরু ব্যাখ্যায় বিখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ডকিন্সকে একবার প্রশ্ন করা হলো,**"কে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন?"** উত্তরে

তিনি রেগে গিয়ে বলেন,**"আপনি এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন যে, 'কে করেছে'!? না, আপনি প্রশ্নটিই করেছেন 'কে' শব্দটি দিয়ে।"** প্রশ্নকর্তা নিজেকে সামলে বলেন,**"আচ্ছা ঠিক আছে,সৃষ্টির শুরুটা কিভাবে হলো?"** উত্তরে বলেন,**"একটা ধীর প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি শুরু হয়,আমরা জানি না সেটা কিভাবে হয়েছিল, কিন্তু জানি কোন ধরনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল।এটা ছিল প্রথম স্বয়ংক্রিয় আত্ম পুনরাবৃত্তিকারী মলিকিউল দ্বারা।....হতে পারে যে এই মহাবিশ্বের একদম শুরুর দিকে কোন একটা সভ্যতা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের অনুসারে বিবর্তিত হয়ে খুবই উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতায় পৌছায়, এবং হয়ত এই পৃথিবীতে এক ধরনের প্রাণের ডিজাইন করে যার মাঝে তাদের বীজ বপন করে। এটা(মানব সৃষ্টির ইতিহাসের) একটা ইনট্রিগিং সম্ভাবনা, এবং আমি মনে করি এটা সত্যিই সম্ভাব্য ঘটনা কারন আপনি এর সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাবেন যদি আপনি বায়ো-ক্যামিস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজিতে গভীরভাবে দেখেন, আপনি এক রকমের ডিজাইনারের সিগ্নেচার পাবেন। এবং এই ডিজাইনাররা হতে পারে মহাবিশ্বের অন্যকোন জগতের হায়ার ইন্টেলিজেন্স। এই উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রানীরা নিজেদের প্রকাশের একটি প্রক্রিয়া বজায় রাখে।এটা স্বতস্ফুর্তভাবে দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে না।"**

ফিল্মগুলোর মাধ্যমে দেখাচ্ছে এলিয়েন তথা শয়তানই মানুষের ইলাহ।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই মানব জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যে শয়তানকে ইলাহরূপে উপাসনা করেনি। পূজা করত অচল মূর্তির। কখনোই সৃষ্টিকর্তা বা মা'বুদ বলে শয়তান স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু আজকের কথিত বিজ্ঞানের

কল্যানে সেটাই হতে যাচ্ছে। মানুষ যে উন্নত বুদ্ধিমত্তার সত্তা দ্বারা সৃষ্টি; সেটা মানতে বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের কোন আপত্তি নেই, ওই সত্তার স্থানে আল্লাহকে বসানোয় যত তার আপত্তি। এজন্য 'কে' শব্দটি দ্বারা আল্লাহকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করায় রেগে যান।

আল্লাহর স্থানে তিনি শয়তানদেরকে বসিয়েছেন। শয়তানদেরকে ইলাহ ভাবতে ভালবাসেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এরা আপাতত পদার্থবিজ্ঞানী,ফিল্মগুলোর মাধ্যমে দেখাচ্ছে এলিয়েন তথা শয়তানই মানুষের ইলাহ। মানুষের ডিজাইনার। ট্রান্সফরমার, প্রমিথিউজ ইত্যাদি ফিল্মের মূল বক্তব্য এটাই। এটাই science!! আধুনিক মহাকাশবিদ্যাটির সূচনা হয়েছিল শয়তানের বন্ধু যাদুকরদের হাতে,এর পরে সেই একই ব্যক্তিদের হাত ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসার অধিকাংশ কর্মচারী,নভোচারীরাই মাসূনী। এই শয়তানি মহাকাশতত্ত্বকে সত্যায়নে দেওয়া প্রযুক্তিগত সাপোর্টও আসে জ্যাক পার্সন্সের মত যাদুকর এবং শয়তানের পূজারীদের থেকে। অত:পর অবশেষে তাদের থেকে আসা সমস্ত গায়েবের জগতের ব্যাপারে আসা তত্ত্বগুলোও শয়তানের নতুন নাম তথা এলিয়েনদেরকে মা'বুদের স্বীকৃতির দিকে নিয়ে গেছে। এবার বলুন এই কথিত বিদ্যা ও তত্ত্বগুলো কি আদৌ বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান!? এই মহাকাশবিদ্যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতটা ইসলামসম্মত যেমনটা আধুনিক দায়ীরা বলে থাকেন!?

লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!!

টিকাঃ

১)https://m.youtube.com/watch?v=omWRxonewL4

https://m.youtube.com/watch?v=eXIDFx74aSY
https://m.youtube.com/watch?v=beofFQ
২)https://en.m.wikipedia.org/wiki/হেলিওস

৩)https://www.express.co.uk/news/science/960740/ancient-egypt-great-pyramid-giza-speed-of-light
৪)https://m.youtube.com/watch?v=zFuIEjX1oeM

৫)http://www.mediafire.com/file/rwc2xi5wn3uhbno/Islamer_dristite_sristitatta_2nd_Edition.pdf/file
৬)https://m.youtube.com/watch?v=S9i97_K9Sx8

৭)https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM

https://m.youtube.com/watch?v=ss7QT6uCZdU
৮)https://m.youtube.com/watch?v=379sQbvUg5kk

৯)https://m.youtube.com/watch?v=9jnseSHhEWQ

https://m.youtube.com/watch?v=3LxND8m9lDU
১০)https://m.youtube.com/watch?v=QM7ebcR3-xE

১১)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=465081517282379&substory_index=0&id=282165055574027
১২)https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=ss7QT6uCZdU
১৩)https://www.express.co.uk/news/science/777627/alien-dna-message-human
https://www.gaia.com/article/are-humans-actually-aliens-on-earth
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/our-ancestors-may-have-mated-more-once-mysterious-ancient-humans
১৪)http://www.boudillion.com/lam/lam.htm

https://www.vice.com/amp/en_us/article/mvpvyn/magickal-stories-lam
https://m.youtube.com/watch?v=yUs0KF2QTaU
১৫)https://m.youtube.com/watch?v=iQxzWpy7PKg
https://m.youtube.com/watch?v=nYi5h5Gvdz8

১৬)https://m.youtube.com/watch?v=peUkPNx9
DSU
https://m.youtube.com/watch?v=k-Gr7-RQ4-U
১৭)https://m.youtube.com/watch?v=-NOZWlmG
rsY
১৮)https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXe
pHM
১৯)https://m.youtube.com/watch?v=16MMZJlp
_0Y
২০)https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Interdimensional_hypothesis
২১)https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Interdimensional_hypothesis
২২)http://www.evolveandascend.com/2017/
02/21/are-magic-mushrooms-a-gateway-to-a-different-world-elves-spirits-and-extrate
rrestrials/
২৩)https://m.youtube.com/watch?v=ljy3TH1T0jk
২৪)https://m.youtube.com/watch?v=jjFYo-mLn08
২৫)https://m.youtube.com/watch?v=K3MM3vu9
hOc
২৬)https://m.youtube.com/watch?v=slYRx3vk
6OM
২৭)https://m.youtube.com/watch?v=pL1QI0_3HiI
২৮)https://m.youtube.com/watch?v=uMPyI08J
WvQ
২৯)https://m.youtube.com/watch?v=WFRwvXEX
Oxo
৩০)https://m.youtube.com/watch?v=aM8P6f-m
3Xg
৩১)https/en.m.wikipedia.org/wiki/UFO_religion
৩২)https://m.youtube.com/watch?v=q1Y3pVy8
HME
৩৩)https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_20.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_73.html
৩৪)https://m.youtube.com/watch?v=aFFM3YJA

Crop Circle

বিগত বছর গুলোতে রহস্যময় ফেনোমেনা গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রপ সার্কেল। যাদের মাথায় এর ব্যাপারে একদমই কোন ইনফরমেশনই নাই, তাদের জন্য বলি, ক্রপ সার্কেল দ্বারা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেতে চক্রাকার অথবা র্যানডম আকৃতির ও ডিজাইনের অসম্ভব কমপ্লেক্স জিওম্যাট্রিক্যাল মিস্টিক্যাল প্যাটার্ন বা সিম্বল কে বোঝায় যা সাধারন মানুষের দ্বারা বাহ্যত বর্তমানের available technology এর সহায়তায় তৈরি করা কঠিন আর সময়সাপেক্ষ।

দেখুনঃ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crop_circle

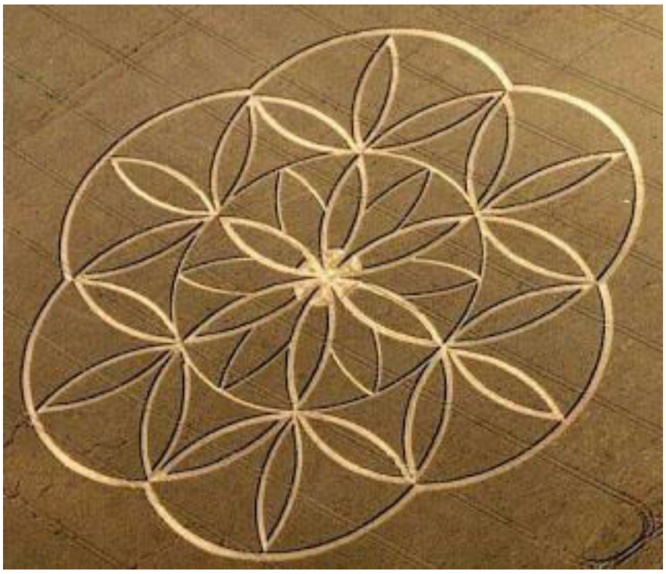

ইংল্যান্ড,আমেরিকা,মেক্সিকোতে,কানাডায় সবচেয়ে বেশি আনাগোনা। কৃষকরা সন্ধ্যায় নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরলেও চিন্তা আর আর শঙ্কা উদয় হয়,সকালে সুবিশাল জ্যামিতিক জটিল আঁকিবুঁকি দেখে। স্বভাবতই ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো

জিওম্যাট্রিক্যাল শেপ বোঝা যায় না। কিন্তু উঁচু স্থান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।দেখুনঃ
http://stonehengetours.com/weird-wiltshire-stonehenge-crop-circle-tour.htm

এ নিয়ে বিগত অর্ধশত বছরে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছে ব্যাখ্যা নিয়ে। কেউ বলে বাতাসের জন্য, কেউ বলে ম্যাগনেটিজম,মানুষঘটিত,ফসলের পরিবর্তন,জন্তু জানোয়ারের কাজ, কেউ বলে ইউএফও/এলিয়েনদের কাজ, কেউ বলে শয়তানের কাজ। যেহেতু সিম্বলিক প্যাটার্ন গুলো অত্যন্ত কমপ্লেক্স, তাই ইন্টেলিজেন্ট বিং এর দ্বারা হবে,এই ধারনা এলিয়েনদের দিকে সবার দৃষ্টি যায়। অনেকে এসব তৈরির প্রাক্কালে ক্ষেতের মাঝে আলোর বলয়ের ঘোরাঘুরি দেখেছে বলে প্রমান আছে। এজন্য এলিয়েনদের কাজ বলে হাইপোথেসিসটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। মানুষের হাতে বাহ্যিক এরূপ প্রযুক্তি নেই যা এত জটিল সুক্ষ্ম ডিজাইন রাতারাতি এত বড় পরিসরে করে ফেলবে। এজন্য সবাই ইউএফও এর উপর দায় চাপায়। বেশ কিছু ভাইরাল ভিডিও অনলাইনে রয়েছে যা এর সাক্ষ্যপ্রমাণকে জোরদার করে।

দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=XOgn9JZm6qI

যদিও সেগুলোকে এলিয়েন ক্রাফট বলে পশ্চিমারা, তবে সেগুলো দেখতে সলিড নয়। Orb বিশেষ। কথিত এলিয়েনদের সম্পৃকতা আরো জোরদার হয় এরূপ

এলিয়েনেটিক অবয়বের ক্রপ সার্কেলের মাধ্যমে।

দেখুনঃ http://www.collective-evolution.com/2016/07/20/a-stunning-new-crop-circle-has-shown-up-its-very-mysterious-pictures/

অকাল্টিস্টদের বিভিন্ন সিম্বলিক ম্যাসেজ এসব রহস্যময় প্যাটার্নে এনকোড করা আছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করে। তবে মেইমস্ট্রিমে যে এলিয়েনের অবয়ব প্রকাশ করে, সেটা প্রকাশ্যে সার্কেলে এনে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা মিডিয়া ম্যানিপুলেশনের বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।
অর্থাৎ এলিয়েন এর অস্তিত্ব ও তাদের উপস্থিতি বিশ্বাস জোরালো করতেই এ কাজ।।

মেইনস্ট্রিম মহাকাশবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী এলিয়েনের অস্তিত্ব প্রমানে খুব ব্যস্ত। মিচিও কাকু সাহেব তো এলিয়েন ইনভ্যাশনেরও সম্ভাব্যতা জানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ইহুদীদের নয়া কিতাব তালমুদে ওদের গ্যালাকটিক ফেডারেশনের ব্যপারে উল্লেখের দ্বারা এলিয়েনসংক্রান্ত বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে।।মজার বিষয় হচ্ছে এজেন্ডা ২১ এর

একজন উচ্চপদস্থ পর্যায়ের ব্যক্তি যিনি কিনা ইহুদী, নিজেদের অভিশপ্ত জাতিকে এলিয়েন রেস বলে এক সংলাপে সরাসরি প্রকাশ করেছে!

প্রকৃতপক্ষে এলিয়েন জাতিয় কিছুর অস্তিত্ব নাই, যেটা আমাদের হেলিওসেন্ট্রিক পোস্ট কোপার্নিকান ভ্রান্ত এস্ট্রোনমি শেখায়। বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে একসাথে অনেক গুলো কন্সেপ্টকে ডিজাইন করেছে ওরা। বাস্তবতাবিরুদ্ধ হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজিক্যাল মডেল যেসব উদ্দেশ্যে দাড় করানো হয়েছে তাদের একটি, এই এলিয়েনতত্ত্ব কে দাড় করানো। এজন্য এখন সকল এক্সট্রা ডাইমেনশনাল বিংদেরকে এলিয়েনের কাতারে ফেলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে। কথিত এলিয়েন গুলো জ্বীনদেরই একটি জাতি। ওদের এয়ারক্রাফটকে ইউএফও/ইউএসও(আনআইডেন্টিফাইড সাবমার্জড অবজেক্ট) লেবেল দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ ক্রাফট গুলো মানুষ এবং শয়তান জ্বীনদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে Project Bluebeam কে টার্গেট করে।

ব্লু বিম- https://m.youtube.com/watch?v=IkayRqxfkiY

প্রজেক্ট ব্লুবিম ওয়ানওয়ার্ল্ড গভার্মেন্ট গঠনের প্রাক্কালে যুদ্ধ বন্ধকরনের ত্রাণকর্তা হিসেবে এলিয়েনদের আগমনের দ্বারা ওদের প্রধান নেতা ভন্ড মসীহকে প্রকাশ্যে আনতে চায়। এজন্য ফেইক এলিয়েন ইনভ্যাশনের নাটক দরকার।এজন্য এত বছর ধরে প্রোগ্রামিং চলছে।সবচেয়ে ভাল কাজ করেছে হলিউড মুভি প্লট। তাছাড়া

বিবর্তনবাদ আর হেলিওসেন্ট্রিক গডলেস নোশনকে স্ট্যান্ড করাতেও এলিয়েন তত্ত্ব প্রমান জরুরী। নাহলে কসমিক এক্সিডেন্টটে অসম্পূর্নতা থেকেই যায়।আমাদের পৃথিবী স্তরীভূত সাতটি ধাপের প্রথমটি।এটা একটা এনক্লোজড ইউনিক লিভ্যাবল টেরা ফার্মা। এ পৃথিবীর উপরে সীমানা আছে, যা দুঃলঙ্ঘনীয়। অর্থাৎ পুরো এস্ট্রোনমিটাই ভিন্ন।অতএব, extraterrestrial দিয়ে মেইনস্ট্রিম যা বোঝায় তার অস্তিত্ব নেই। চলুন, সাইন্স গাই উইলিয়াম স্যানফোর্ড বিল নি পৃথিবীকে নিয়ে কি প্যারাডক্সিক্যাল কথা বলছে দেখি!

লিংক-
https://m.youtube.com/watch?v=VRhgdVrj6kY

একটি অসাধারণ ডকুমেন্টারি সম্ভাব্য এলিয়েন প্রবঞ্চনাকর নাটকের বিভিন্ন বিভিন্ন তথ্য নিয়ে-
https://m.youtube.com/watch?v=aFFM3YJAs4Q

অসংখ্য তথ্যপ্রমান আছে যা প্রমান করে এলিয়েনেরা মূলত জ্বীন। অপর দিকে ক্রপসার্কেলে উপরে দেওয়া ভিডিও টাতে যে অর্ব গুলোর যে গতি, মুভমেন্ট ম্যানুভার আছে, সেটা প্রমান করে, জ্বীন। এই জ্বীনরা মানুষের সাথেও একত্রিত হয়ে দাজ্জালেরই বিশাল আকাশযান নির্মান করছে। তাই এ ব্যপারে সন্দেহহীন

হওয়া আবশ্যক যে যারা ক্রপ সার্কেলগুলো বানাচ্ছে এরা এলিয়েন নয় বরং শয়তান জ্বীন। এলিয়েন এক্সিস্টই করেনাহ ।।

অধ্যায়-৩: (কালো জাদু এবং কাব্বালাহ)

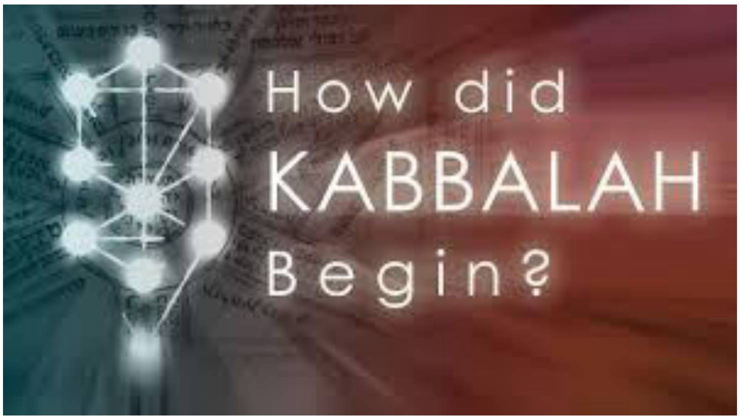

ব্ল্যাক ম্যাজিকের ইতিহাসঃ

যাদুবিদ্যা আর যাদুকর এই দুইয়ের প্রতিই মানুষের আগ্রহ সীমহীন সেই মানব সভ্যতার শুরু থেকেই। পৃথিবীর মানুষের লোকসংস্কারের এটা বড় অংশই হলো যাদুবিদ্যা। জাদুবিদ্যা মূলত অতিন্দ্রিয় আর প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করার বিদ্যা! ইংরেজি ম্যাজিক শব্দের উদ্ভব হয়েছে **#ফার্সি** ‘**#মাজি**’ থেকে! মাজিরা যে সব

ক্রিয়া-কর্ম পালন করতো, গ্রীকরা তাকেই ম্যাজিক বলে অভিহিত করতেন! আর ম্যাজিকের সঙ্গে আত্মা বা ভূতের বিষয়টি চলে আসে অনিবার্যভাবে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ভূত হলো এমন এক জিনিস, যা মৃত ব্যক্তির আত্মা। আর তা জীবিত ব্যক্তির সামনে দৃশ্য আকার ধারণ বা অন্য কোনো উপায়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম। ভৌতিক অভিজ্ঞতায় ভূতকে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তাদের আমরা যে নামেই ডাকিনা কেন তাদের আসল পরিচয় জ্বীন রূপেই। এরা কখনো অদৃশ্য বা অস্বচ্ছ বায়বীয় আবার কখনোবা মানুষ বা জীবের আকারে। এসব জ্বীনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভবিষ্যৎবানী (যা তারা ১ম আসমান থেকে প্রাপ্ত হয়) বা কোনো কাজ করার বিদ্যাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক , **#নেক্রোম্যান্সি** বা **#কালো_জাদু** বলে। ভৌতিক অভিজ্ঞতার গল্প কম-বেশি সবারই জানা। এসব গল্পে ভূতকে বা জ্বীনকে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ব্ল্যাক ম্যাজিক এর উৎপত্তিঃ

জ্বীন সংক্রান্ত ধারণা থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক এর উদ্ভব। পৃথিবীতে ধর্মের আবির্ভাবের আগেও মানুষের মধ্যে আত্মিক চর্চা ছিল। আবার ধর্মের আবির্ভাবের পরও এই চর্চা অব্যাহত ছিল। বহুকাল আগে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গোত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের চর্চা ছিল। এরা একেকটি গোত্র বিভিন্ন কাল্পনিক ভূত-প্রেত বা অশুভ আত্মার আরাধনা করত। আর নিজেদের প্রয়োজনে এই আত্মা/জ্বীনকে ব্যবহার করত। এই বিশ্বাসের চর্চা মূলত ছিল **#আফ্রিকানদের** মধ্যে। তাই বিশ্বজুড়ে এটি আফ্রিকান ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু নামে পরিচিত। এমনকি এখনো এ বিদ্যার গোপন অনুসারীরা তাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনেরও আগের কথা। বহুকাল আগে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রচলন ছিল না। তবে তাদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের চর্চা ছিল। এমনকি এখনো এ বিদ্যার গোপন অনুসারীরা তাদের এ বিদ্যা দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে আসছে। এ বিদ্যায় পারদর্শীদের **#ডাকি** বা **#ওঝা** বলে আর আফ্রিকান ভাষায় এদের বলে **#কিনডকি**।

যাদুবিদ্যা ও ডাইনীতন্ত্রঃ

যুগে যুগে, দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিদ আর নৃত্বাত্তিকগণ সমাজে প্রচলিত যাদু বিধান গুলো পর্যালোচনা করে এদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন:#স্যার_জেমস_জর্জ_ফ্রেজারের মতে যাদুবিদ্যার বিধাব গুলো প্রধানত দুই রকমেরঃ

১) Homeopathic Magic: (হমিওপ্যাথিক)

এই যাদু বিধান সর্বকালে সব দেশে শত্রুর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শত্রুর প্রতিমূর্তি (মোম, মাটি, কাঠ, কাপড়) বা ছবি ইত্যাদি তৈরি করার করে

পুড়িয়ে, বা ছুড়ি দিয়ে কেটে ধ্বংস করা হয়! ধারণা এই যে, মূর্তিটা যে যন্ত্রনা পাচ্ছে শত্রুও তেমন যন্ত্রনা বা আঘাত পাচ্ছে। এটাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বলে! তবে এই যাদু আবার অনেক সময় মানুষে উপকার বা ভালর জন্যেও ব্যাবহার করা হয়। যেমন:- ইন্দোনেশিয়ার **#সুমাত্রা** দ্বীপে এমন একটা যাদু বিধান আছেঃ

কোন নারীর সন্তান হচ্ছে না, তখন করা হয় কি একটা কাঠের ছোট শিশু বানিয়ে নি:সন্তান রমনীটি কোলে বসিয়ে আদর করে! এর ফলে তার সন্তান হবে এমনটি ভাবা হয়! আবার কখনো কখনো রোগের চিৎকসার জন্যও এই ধরণের যাদুর প্রয়োগ দেখা যায়! যেমনঃ-

প্রাচীন হিন্দু সমাজে **#জন্ডিস (#পান্ডুর)** রোগের চিকিৎসার জন্য মন্ত্র পাঠ করে রোগীর চোখের হলুদ অংশ সূর্যের কাছে পাঠানো হত! (এসকল ইসলামে হারাম, এগুলো যুক্তি ছাড়া কাজ, এগুলোর কাজ না করার সম্ভাবনাই বেশী। যুগ যুগ ধরে এই মিথের প্রচার চলে আসছে।)

২) Contagious Magic: (কন্টেজিয়াস)

এই ধরনের যাদু বিদ্বার মাধ্যমে বিশ্বাস করা হয় মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ যেমনঃ- চুল, নখ, থুথু বা পরিধেয় বস্ত্রের মাধ্যমে যাদু করে মানুষের ক্ষতি বা উপকার দুটাই করা সম্ভব:-**#মালয়ে** এমন এক ধরনের যাদু বিধানের প্রচলন দেখা যায়ঃ-

শত্রুর আঙ্গুলের **নখ, চুল, ভ্রূ, থুথু** ইত্যাদি সংগ্রহ করে মোমের সাহায্যে শত্রুর একটা অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করে তা ছয় দিন ধরে মোমের আলোয় ঝলসাতে

হবে এবং সাত দিনের দিন মূর্তিটি পুড়িয়ে ফেললে শত্রুর মৃত্যু হবে! (সম্পূর্ন রিচ্যুয়াল দিলাম না মানুষের ক্ষতি হতে পারে তাই)

যাদুবিদ্যার ধরন আর প্রাকরভেদ নিয়ে অনেকে অনেক মত দিয়েছেন, তাদের সকল মতবাদ সমূহ একসাথে করেলে বলা যায় যাদুবিদ্যা প্রধাণত তিন ধরণেরঃ

১। **সৃজনধর্মী যাদু বা হোয়াইট ম্যাজিক:** ফসলের ভাল উৎপাদন, বৃষ্টি আনা, গাছে ভাল ফল হওয়া, প্রেম বিয়ে হবার ইত্যাদির উদ্দেশ্য ব্যবহৃত যাদু। এটাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যাজিক।

২। **প্রতিরোধক যাদু বা গ্রে-ম্যাজিক:** এই যাদুও হোয়াইট ম্যাজিকের মধ্যেই পরে। এটা বিদপ আপদ এড়ানো, রোগব্যাধির দূর করা আর কালো যাদুর প্রভাব এড়াবার কাছে ব্যবহার করা হয়!

৩। **ধ্বংসাত্মক যাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক:** রোগব্যাধি সৃষ্ট, সম্পত্তি ধ্বংস, জীবন নাশের কাজ ব্যাবহার করা হয়, **#ডাইনি** বিদ্যায় এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়! এটাই হলো ব্ল্যাক ম্যাজিক।

সেই প্রাগঐতিহাসিক কাল থেকে আজও পর্যন্ত এর প্রভাব দেখা যায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর!

#অরিগেনেসিয়ার নামক গুহায় বেশ কিছু মুখোশ পরা মানুষ আর জন্তু জানোয়ারের ছবি দেখা যায়, যেখানে মানুষগুলোর হাতের আঙ্গুলের প্রথম গিট পর্যন্ত কাটা! যদিও **#নৃত্বাত্তিকেরা** এদের **#কুষ্ঠরোগ** আক্রান্ত মানুষ বলে বর্ননা করেছেন, তবে যাদুবিদ্যা বিশারদদের মতে মৃত্যুকে জয় করার জন্যই হাতের আঙ্গুল কেটে তা নিবেদন করার রীতি সে আমলে প্রচলিত ছিল। দেহের অংশ বিশেষ দিয়ে **#গুন** (ব্লাক ম্যাজিক) করার রীতি বাংলাদেশেও দেখা যায়!

প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ গুলোতেও নানা আঙ্গিকের যাদুবিদ্যা চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক ধর্মগুরু আর জনগনের মাঝে!

পারস্যের **#জোরেয়াস্তার** (আনুমানিক ১০০০ খ্রি:পূঃ) **#মাজিয়ান** ধর্মের প্রচলন করেছিলেন যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ভাল ও মন্দের মধ্যের ভালোর জয় লাভ। কিন্তু পরে এ ধর্মমতের মধ্যে যাদুবিদ্যার উদ্ভব হয়!

মাজিয়ান ধর্মের ধর্মীর আচার অনুষ্টান গুলো পালনের নেতৃত্ব দিত যারা তাদের বলা হয় মাজি! এই মাজিরা মূলত: **#জ্যোতিষী, #গনকার(**রাশি নিয়ে গবেষক) হিসাবে পরিচিত ছিল এরা সূর্য, চন্দ্র, মাটি, পানি বাতাস প্রভৃতির উদ্দ্যেশে শিশু ও পশু বলি দিয়ে নিজ দেহ শুদ্ধ করত!

ইহুদিদের **#বাইবেল (#ওল্ড_টেস্টেমেন্ট)** যাদুবিশ্বাসের উল্লেখ আছেঃ-

“#মোশি” যখন সদাপ্রভুর অস্বিত্ব নিয়ে জনগণের সন্দেহের কথা বলছিলেন তখন সদাপ্রভু তাকে বললেন "তোমার হস্তে ওখানি কি? মোশি কহিলেন ষষ্টি, তখন তিনি কহিলেন, উহা ভুমিতে ফেল। পরে তিনি তা ভুমিতে ফেললেন, ষষ্টি সর্প হইলো। তখন সদাপ্রভু বলিলেন উহার লেজ ধর...মোশি সাপের লেজ ধরা মাত্রই তা আবার লাঠি হয়ে গেল!" (এ ঘটনা সত্য যা হাদীসেও পাওয়া যায়।) তবে এটা যাদু নয়, একে যাদু বললে মারাত্বক গুনাহ হবে। প্রায় সকল নবী ও রাসূলকে আল্লাহ বিশেষ কিছু অলৌকিক শক্তি দিয়েছেন যাকে মোজেজা বলা হয়। মোজেজা আর যাদুবিদ্যা এক নয়। যাদু শয়তানের দ্বারা করা হয় আর মোজেজা বা কারিশমা আল্লাহ প্রদত্ব তার বিশেষ বান্দারাই করতে পারে। এ ব্যাপারে বিষদ জানতে কোনো আলেমের নিকট জান। আমি বিস্তারিত লিখলাম না তাতে লিখা বড় হয়ে যাবে।

#আল_কুরআনের সুরা বাকারা (৩৫ রুকু, ২৬৯ আয়াত) একটি অংশের কথাও উল্লেখ করা যায় :

"আরও স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, ইব্রাহীম যখন বলিয়াছিল: হে আমার প্রভু, মৃতকে তুমি জিন্দা করিবে কিভাবে, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও। আল্লাহ বলিলেন: তবে তুমি ইহা বিশ্বাস কর নাই, ইব্রাহীন উত্তরে বলিল হাঁ (বিশ্বাস করি) তবে আমার অন্ত:করণ স্বস্তিলাভ করুক এই জন্য (প্রার্থনা); আল্লাহ বলিলেন: তাহলে তুমি চারটা পাখি গ্রহণ কর এবং সেগুলোকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়ে লও, তাহার পরে সেগুলো আলাদা আলাদা চারটি পর্বতের উপর রাখিয়া তাহার পর ডাক দাও সেগুলোকে-দেখিবে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে তোমার কাছে।" এটাও **#মোজেজা** ব্ল্যাক ম্যাজিক না। শুধু এর অস্তিত্ব বর্ননায় উল্লেখ করলাম। শুধু তাইই নয়, (সূরা ফালাক আর নাস শুধুমাত্র নাজিল হয়েছে এই কালো জাদু থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে তার জন্যে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেও যে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা আর তাই উল্লেখিত সূরা দুটি নাজিল হয়।

তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে যাদুবিদ্যার নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

মূলত: হযরত মুহাম্মদ স এর নবুয়ত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত **#সেমেটিক** জাতি গুলোর মধ্যে ব্যাপক ভাবে যাদুবিদ্যা চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়!

#মেসোপটেমিয় (2400 BC) সভ্যতা গুলো থেকে যাদুবিদ্যার প্রচুর ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে, যেখানে দুই শ্রেনীর পুরোহিতের কথা বলা হয়েছেঃ-

১) বারুঃ এরা ছিল যাদুকর ও গুনিক৷ এরা মৃত প্রানীর যকৃৎ, নাড়ি ভুড়ি দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করতো৷

২) অসিপুঃ অসিপু নামের আরেক শ্রেনীর পুরোহিত ছিল ওঝা, এরা ভুত প্রেত তাড়াত!

তবে যাদুবিদ্যায় যারা সবচাইতে বেশি ভূমিকা রেখেছে তারা হলো প্রাচীন **#মিশরীয়রা**৷ চতুর্থ রাজবংশ প্রতিস্ঠা হাবার আগে থেকেই মিশরে ব্যাপক হারে যাদুবিদ্যার চর্চা শুরু হয়!

ভুত প্রেতের আছর থেকে শুরু করে রোগব্যাধীর নিরাময় এমন কি সাপে কাটলেও তার প্রতিকারের জন্য আলাদা আলাদা যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিত এরা, আর এইসব কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা ওঝা ছিল!

এরা নিগ্রো আর এশিয়ার মৃত নারীর আত্মা সম্পর্কে খুব ভয় পেত, আর ভয় করতো নিজের আত্না হারানোর! তারা মনে করতো যাদুকরেরা ইচ্ছা করলে যাদুর সাহায্যের অন্যের আত্মাও চুরি করতে পারে! আর তাই জন্ম হয় সেই বিখ্যাত **পিরামিড** ও **স্প্রিন্স** গলোর।

তৃতীয় **#রামেসেসের** সময়ে হুই নামের এক যাদুকর সম্রাট রামেসেস ও তার পরিবারের সকল সদস্যদের মূর্তি বানিয়ে এর মাধ্যেম রামেসেসের বংশ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রও করেছিল একবার।

ইহুদির মিশরে বন্দী অবস্থায় অবস্থানের সময়েই মিশরীয় যাদুবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল! অবশ্য তাদের নিজেদেরও আলাদা বৈশিষ্ট্যময় যাদুতে বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস মতে স্বর্গভ্রষ্ট আদম পৃথিবীতে যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত একটা বিশেষ বই এনেছিলেন, যার নাম **#দ্যা_বুক_অব_রাজিয়েল!** আবার কারো কারো মতো স্বর্গভ্রষ্ট ফেরেশতা **#উজ্জা** ও **#আজাইল** (যাদের হারুত ও মারুত বলা হয়) একজন নারীকে যাদুবিদ্যার গান শিখিয়েছিলেন। (সূরা বাক্বারাহ ১০২ নাম্বার আয়াত পড়লে আর এর তাফসির পড়লে আরো ভালো বুঝবেন, এর জন্যে বিজ্ঞ আলেমের কাছে যান। বা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে একদম শেষের দিকে **http:// www. islamibd. com/2012/10/2012-10-17-04-34-01.html)**

ইহুদি যাদুকরেরা **বাস্প/রক্তস্নানের** মাধ্যমে পশু বা নরবলি আর তা শয়তানকে উপহার দিয়ে অতিপ্রকৃত শক্তিকে বশ করার চেষ্টা করতো! এদের যাদু চর্চায় স্হূল যৌনাচার হত এছাড়া অল্পবয়স্ক বালকদের ব্যাবহার করতো অতিন্দ্রীয় শক্তির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে। তারা মনে করতো যাদুবিদ্যার সবার পক্ষে আয়ত্বকর সম্ভব না, শুধু মাত্র বিশেষ দক্ষ ব্যাক্তিদের পক্ষেই এটা সম্ভব আর এই বিশেষ দক্ষ ব্যাক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো **#কিং_সলোমন!** তার '**#কি_অফ_সলোমান**' বইটা পরবর্তীকালে যাদুবিদ্যার সর্বশ্রেস্ট বই হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ গুলোতেও যাদুবিদ্যা আর ধর্মের একটা জটিল সংমিশ্রন দেখা যায়! **#স্বপ্নব্যাখ্যাও** প্রাচীন যাদুবিদ্যার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে নানান মত আছে ইসলামে, তবে আমার মতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা না জানাই ভালো, আবার জানাও ভালো কারন হতে পারে আল্লাহ তাকে আগেই সব জানিয়ে দিতে চান। সবাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেনা, এর জন্যে প্রয়োজন শরীয়তের বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ও প্রচন্ড জ্ঞানী ও সৃজনশীল মানুষের।

যেমন **#কৌশিক** সূত্রে অনিষ্টকারী ভুত প্রেতাত্মাকে তারানোর জন্য সেই অশুভ শক্তির উদ্দ্যেশ্যে পাখি যে ডালে বাসা বাধে সেই ডালের লাকড়ি দিয়ে রান্না করে খাবার উৎসর্গের কথা বলা আছে। কিছু **#বৈদিক** ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বলি দেয়া পশুর নাড়ি ভুড়ি ও অন্যান্য অংশ রাক্ষস আর সাপকে উৎসর্গ করা হতো! এখনকার সমাজেও এমন অনেক বৈদিক যাদুবিদ্যাগত প্রক্রিয়া এখনও চালু আছে।

#হরপ্পা #মহেঞ্জোদারতে উৎখননে প্রাপ্ত **#রিং_স্টোন** গুলো যাদুবিদ্যায় ব্যাবহার করা হতো বলে জন **#মার্শাল** ধারণা করেন। বলা হয় কেউ যদি এর পাশ দিয়ে যায় তাহলে তার পাপ খন্ডন হব! যেমন **#আফজাল** খানকে হত্যার পরে পাপ খন্ডন করার জন্য শিবাজী এই পাথরের তলা দিয়ে পার হয়েছিলেন! হরপ্পান রিং স্টোন, ধারণা করা হয় এগুলো যাদুবিদ্যায় ব্যবহার করা হতো!

জাপানের প্রাচীন **#শিন্টো** ধর্মের মধ্যে যাদুবিদ্যার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। জাপানিরা বিশ্বাস করে চালের মধ্যে ব্লাক ম্যাজিক প্রতিহত করার বিশেষ শক্তি আছে, এছাড়া রাস্তার সংগমস্থলও তাদের কাছে বিশেষ ভাবে পবিত্র। এসব স্থানে তারা এখনও **#জননেন্দ্রীয়ের** প্রতিক চিন্থ স্থাপন করে, বিশ্বাস করে এই প্রতিক অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখবে!

জাপানিদের মতো চীনাদের ভুত প্রেত সম্পর্কে বেশ ভালই ভয় ভীতি ছিল। মজার ব্যাপার হলো, চীনের ঘরবাড়ি ও পুল নির্মানে একটা বিশেষ দেবতা চীনদের প্রভাবিত করেছে, এই দেবতার নাম হলো দেবতা '**#শা**'।

'**শা**' হলো একটা অপদেবতা, আর চীনারা বিশ্বাস করে এই অপদেবতা সব সময়ে সোজা রেখা বরাবর চলে, তাই এটাকে প্রতিহত করার জন্য চীনা স্থাপত্যশিল্পে ছাদে এত বক্রতা আর কোণ! (অপদেবতা মানেই শয়তান)

পরবর্তি কালে **#তাওবাদ** যেমন চীনা লোকসংস্কারকে প্রভাবিত করে, তেমন করেছিল **#কনফুসিয়াস**। কনফুসিয়াসের '**#আই_চিং**' প্রধানত ভবিষ্যৎ গননার জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো।

যাদুবিদ্যা চর্চায় প্রাচীন গ্রীক আর **#রোমানরাও** কম ছিলেন না।যাদুবিদ্যার দেবী '**#হেকেটি**'।

যাদু বিধান প্রয়োগের জন্য বিশেষ স্থানে নির্বাচিত করা হতো, যেমন **#গোরস্তান** বা রাস্তার **#সংগমস্হল!** গ্রীকরা যাদুবিদ্যার জন্য বিশেষ বর্নমালার সৃষ্টি পর্যন্ত করেছিল, এগুলো লেখা হতো পবিত্র কালি দিয়ে আর লেখার সময় বার বার পাঠ করা হতো, কারণ ধারণা করা হতো এভাবেই যাদুকর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারি হতে পারবে! **#ওয়ার_উলফের** (নেকড়ে মানবের) ধারণটাও এদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল! এছাড়া এরা ফেব্রুয়ারি শেষ বা মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিন দিন ধরে প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্য একটা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতো, এখনও করে।

রোমান জনসাধারণ '**বদ নজর**' **(Evil Eye)** কে বিশ্বাস করতো! তারা মনে করতো কুনজর লাগিয়ে মানুষ থেকে শুরু করে শস্য গবাদি সব কিছুরই ক্ষতি করা সম্ভব! এই ধারণটা আমাদের দেশেও এখনও দেখা যায়! ছোট ছোট শিশুদের কপালে বা পায়ের নিচে কাজলের টিপ লাগিয়ে **#কুনজর** দূরে রাখার রিতী এখনও প্রচলিত আমাদের দেশে!

অন্যান্য জাতিদের মতোই রোমানারও ভবিষ্যত জানবার সকল উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছিল। রোমান যাদুকরেরা স্বপ্ন বিচার, কোষ্ঠি বিচার থেকে শুরু করে নারী বশিকরন করার জন্য নানারকম প্রসাধনীও ওঝারা বিক্রী করত!

এখানে একটা কথা না বললেই নয়, বর্তমানের রূপচর্চার বহুল ব্যাবহৃত প্রসাধন দ্রব্য শুরুতে শুধু যাদুবিদ্যার কাজেই লাগানো হত!

এভাবে প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সভ্যতায় মানুষের জীবন ও কল্পনায় যাদুবিদ্যা প্রভাব বিস্তার করতে থাকলেও মধ্যযুগে এসে এটা দানবীয় রূপ ধারণ করে। আর যাদুবিদ্যার পরিবর্তীত রূপে শয়তানবাদের চর্চা বেশির ভাগ দেশেই পূর্নতা পায়! এই সময়ে যাদুবিদ্যার যে নিরংকুশ চর্চা হয়, তা ছিল নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, লালসায় ভরপুর!

এই সময়ে প্রতিটা যাদুকরকে শয়তানের কাছে বিশেষ প্রক্রিয়ায় চুক্তি বদ্ধ হতো। সকলেই দাবী করতো যে সে কোন দেব-দেবীর নৈবর্ক্তিক শক্তিকে আয়ত্ব করে রেখেছে।

সাপ, ব্যাঙ, বিড়াল ও পেঁচা মধ্যযুগীয় যাদুবিদ্যায় অবশ্যকীয় পশু-পাখি হিসাবে গণ্য করা হত। লোকের ধরণা ছিল আংটি, শিশি, বোতল ও বাক্সে ভুত প্রেত, দৈত্য দানব ও জ্বীনকে বন্দী করে রাখা সম্ভব! এখন এসব শুনতে হাস্যকর লাগলো, সে সময়ে এটাই ছিল বাস্তব! এমনকি এখনো এটা করা হয়।

শয়তানের প্রতিক হলো **#শিং**। ব্লাক ম্যাজিক চর্চায় শিং অপরিহার্য!

এই সময়ের একজন বিখ্যাত যাদুকর ছিলেন **#যোহান_রোসা**। তার একটা মন্ত্রপুত অংটি ছিল, যেটায় একটা প্রেত্মাত্মাকে তিনি আটকে রেখেছিলেন আর এটাকে দিয়ে সব কাজ করাতেন! তার মৃত্যুর পরে প্রকাশ্য জন সভায় আংটিটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেংগে ফেলা হয়ছিল্!

গর্ভবতী নারীদের প্রসব বন্ধ করা থেকে শুরু করে যৌনাকাঙ্খা চরিতার্থ করার মত বিভৎস সব যাদু বিধানের চর্চা হতো তখন। এসময়ে বিশ্বাস করা হতো বশিকরণের

মাধ্যমে মানুষকে দাস বানিয়ে রাখা যায়। যে কোন বিপদজনক কাজে যাবার আগে 'প্রয়োজনীয় মন্ত্রপুত জামা' পরে যাবার রিতী ছিল, কুমারী মেয়ের বড়দিনের এক সপ্তাহ ধরে এই ধরনের জামা ঘরে বুনত। '**#বান**' ছোড়ার কথা বাংলাদেশে অপরিচিত নয়, মধ্যযুগের এই **(Magical Arrow)** ধারণাটার ব্যাপক প্রচার ছিল। বিশ্বাস করা হতো এভাবে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব!

মধ্যযুগে **#রেনেসাঁর** আলো যতই ছড়াক না কেন, জ্যোতিষীদের হাত থেকে কেউই রক্ষা পায়নি! অর্থনৈতিক, সামাজিক আর রাজনৈতিক অস্তিরতা প্রভৃতি কারণে জনমানসে তখনও ভবিষ্যত জানার প্রবল স্পৃহাই এর কারণ ছিল। পরবর্তি কালে হাজার হাজার **#ঐন্দ্রজালিক**, ডাইনি হত্যা করা হয়েছিল।

অদ্ভুদ ব্ল্যাক ম্যাজিক বা #ডাকিনীবিদ্যা:

মূলত প্রাক-শিক্ষিত সংস্কৃতির সর্বপ্রাণবাদ ও পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যে ভূত বা আত্মাসংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগে কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রথা, অন্ত্যেষ্টি সংস্কার, ভূত তাড়ানো অনুষ্ঠান ও জাদু অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো।

আর এসব আয়োজনের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল মৃত আত্মার সন্তুষ্টি আনয়ন। মূলত আত্মাসংক্রান্ত সেই ধ্যান-ধারণাথেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদুর বিবর্তন। আদিম সমাজে **#উইচ_ডক্টর** বা **#রোজা** বা **#শামানরা** (আমার লিখা ভূডূ তে এদের নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছি) এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক জানতেন। অতিন্দ্রীয় শক্তির বলে প্রেতাত্মাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। আর প্রেতাত্মাদের দিয়ে সম্ভব-অসম্ভব যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারতেন খুব সহজেই। সে কারণে ওই সময় রোজারা একাধারে চিকিৎসক, জাদুকর এবং পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতেন। বর্তমান কালেও আদিম-সামাজিক ব্যবস্থায় বসবাসকারীদের মধ্যে উইচ-ডক্টর বা রোজাদের প্রভাব দেখা যায়। আদিম জাতিদের মধ্যে রোজাদের খুব

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো। রোজারা তাদের ডাকিনীবিদ্যা খাটিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারত (জ্বীনরা যা ১ম আসমান থেকে প্রাপ্ত হয়)।

চোর বা হত্যাকারী ধরা ও শাস্তি প্রদানে রোজাদের অপরিহার্য ভূমিকা ছিল। এছাড়াও তারা জাদু বিদ্যার সাহায্যে রোগ নির্ণয় এবং এর প্রতিকার করতেন। তারা তাদের শিশুদের রোগা ক্রান্ত করতে পারতেন এবং মানুষের মৃত্যুও ঘটাতে পারতেন। মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্য তারা নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।মূলত আত্মাসংক্রান্ত সেই ধ্যান-ধারণাথেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদুর বিবর্তন।

সোর্সঃ **(Όλοι Δικαίωμα διατηρούνται Με ΜΔ.Ισμαήλ Hοσσαιν)**

<u>ভুডু (Voodoo):</u>

ভুডু হচ্ছে এক ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ডাকিনীবিদ্যা। শোনা যায়, ভুডুবিদ্যার সাহায্যে নাকি কবরের লাশ জ্যান্ত করে তাকে গোলামের মতো খাটানো যায়। শামানের কাজও মৃত মানুষের আত্মা নিয়ে।

ভুডু এক ধরনের অপবিদ্যা। যারা ভুডুবিদ্যা জানে, তারা নাকি ইচ্ছা করলেই যাকে খুশি তার ক্ষতি করতে পারে। তাই এ বিদ্যায় পারদর্শীদের অনেকেই এড়িয়ে চলেন। (ভূডূ নিয়ে আমার ২ টা আর্টিকেল গুলো পড়লে বিশদ ধারনা পাবেন, তাও সংক্ষেপে বললাম)

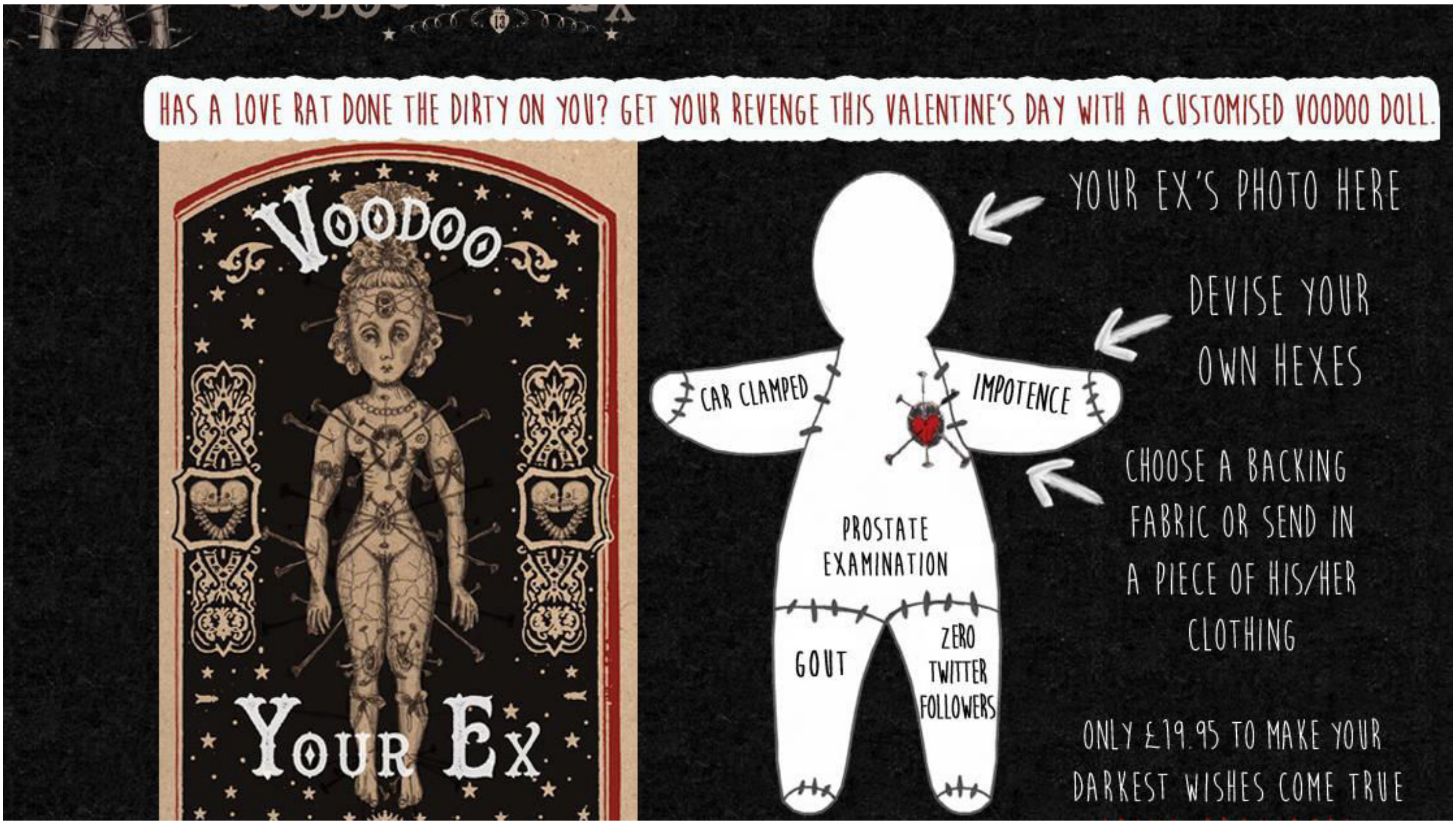

‘ভূডূ’ কথার অর্থও **‘#আত্মা’**। এই শব্দটির উৎপত্তি **#ফন** জাতির কাছ থেকে। এরা **#ইউয়ি** সম্প্রদায়ের আত্মীয়। ভূডূ চর্চার উৎপত্তি **#হাইতিতে**। তবে আফ্রিকায় এর চর্চা ব্যাপক। **#ব্রাজিল, #জ্যামাইকাতেও** কিন্তু কম ভূডূ চর্চা হয় না। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম। যেমন, হাইতিতে বলা হয় ভূডূ, ব্রাজিলে **#ক্যানডোমবল,** জ্যামাইকাতে **#ওবিয়াহ** ইত্যাদি।

পশ্চিম অফ্রিকার মানুষ সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে ভূডূতে সেখানকার কমপক্ষে পঁচিশ লাখ মানুষ এ বিদ্যার অনুরাগী। এ চর্চা সবচেয়ে বেশি হয় আফ্রিকার **#ঘানায়**। ঘানার **#ককুজানের** অধিবাসীরা এ বিদ্যাটির সাংঘাতিক অনুরাগী। এরা অসুখ-বিসুখে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে যাওয়ার চেয়ে ভূডূ চিকিৎসকদের ওপর অনেক বেশি ভরসা করে।

১) রোজা

আদিম সমাজে ওইভাবে ধর্মের চর্চা না থাকলেও যেসব লোক আধ্যাতিক চর্চা করতেন তাদের আলাদা দাপট ছিল। সাধারণ মানুষ এদের প্রচণ্ড ভয়ের চোখে দেখতেন। আদিম সমাজের এমনই এক ধরনের মানুষ ছিল যাদের উইচ-ডক্টর বা রোজা নামে ডাকা হতো। এরা এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক জানতেন। অতিন্দ্রীয় শক্তির বলে জ্বীনদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। আর জ্বীনদের দিয়ে সম্ভব-অসম্ভব যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারতেন খুব সহজেই। চোর বা হত্যাকারী ধরা ও শাস্তি প্রদানে রোজাদের অপরিহার্য ভূমিকা ছিল তখন।

এ ছাড়াও তারা জাদুবিদ্যার সাহায্যে রোগ নির্ণয় এবং এর প্রতিকার করতেন। তারা তাদের শিশুদের রোগাক্রানত্ত করতে পারতেন এবং মানুষের মৃত্যুও ঘটাতে পারতেন।

মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্য তারা নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কখনো মানুষের একটি ছোট্ট আকৃতির পুতুল তৈরি করে তাতে পিনবিদ্ধ করতেন। আবার কখনো কোনো লোকের চুল বা নখের টুকরো সংগ্রহ করে তা মাটিতে পুঁতে রাখতেন। এগুলো যখন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেত মানুষটিও ক্রমেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

রোজারা প্রায়ই রোগের চিকিৎসার জন্য গাছ-গাছড়া, লতাপাতা ব্যবহার এবং রোগের সংক্রমণ দূর করার জন্য পানি ব্যবহার করত। কখনো তারা জাদুকরী পাথরসহ পানি ছিটিয়ে দিতেন। তারা জাদুকরী গান, প্রার্থনা এবং আশ্চর্য ভঙ্গিমায় নৃত্য (ভূড়ূ নৃত্য) করত। এর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মনকে প্রভাবিত করা ও আত্মাকে বলিষ্ঠ করা।

রোজারা সব সময় রঙিন পোশাক পরত মুখোশ ধারণ এবং মুখমণ্ডল চিত্রিত করত। কেউ কেউ পশুর চামড়াও পরিধান করত। বস্তুত মানুষকে সম্মোহিত করত। আর লোকজন বিশ্বাস করতে বাধ্য হতো যে, তাদের সৌভাগ্যের জন্য

২) শামান :

শামান সব সময় ন্যায়ের পক্ষে কাজ করে। শামানকে কেউ বলে জাদুকর, কেউ কবিরাজ। শামান কথাটি এসেছে **#সাইবেরিয়ার #তুঙ্গুস** ভাষী মেষ পালকদের কাছ থেকে। অস্টাদশ শতাব্দীর ভ্রমণকারীরা প্রথম শামানদের ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন।

জানা যায়,শামানরা এমন ধরনের মানুষ যাদের রয়েছে অবিশ্বাস্য শক্তি। মৃত ব্যক্তির আত্মার কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে তারা। ইচ্ছা করলেই নাকি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্বর্গ বা নরকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে। শামানদের প্রধান বাসস্থান এক সময় সাইবেরিয়া হলেও **#সোভিয়েতদের** অত্যাচারে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। তারা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা জায়গায়। এমনকি এশিয়া মহাদেশ ও আমাদের পাশের দেশ ভারতেও চলে আসে শামানরা।

শামান বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের শহরা-অঞ্চলেও। শামানরা তাদের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শনের জন্য ভ্রমণ করছে **#চিলির #সান্তিয়াগো** থেকে শুরু করে **#কোরিয়ারসিউল** পর্যন্ত।

যদিও অনেক দেশের সরকার শামানিক চর্চাকে অবৈধ এবং বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রোমান্টিক মানুষের কাছে শামান হলো ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভের গাইডলাইন। আর জাতীয়তাবাদীরা শামানকে মনে করে প্রাচীন সাংস্কৃতিক জ্ঞানের বাহক। শামানদের মতে, আমাদের চারপাশে যত উপাদান রয়েছে সব কিছুর মাঝে আছে আত্মার অস্তিত্ব (অনেকটা প্যারালাল ইউনিভার্সে বিশ্বাসী তারা)।

শয়তানের প্রতীকঃ

ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতীক ও সংকেতচিহ্নের ব্যবহার। অনিষ্টকারী শয়তানের প্রতীককে ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানরা কাজে লাগিয়ে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। শয়তানের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষের বিশ্বাস ছিল সেটি হচ্ছেঃ- শিং। ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চায় শিং তাই অপরিহার্য বস্তু।

<u>সাম্প্রতিক ব্ল্যাক ম্যাজিকঃ</u>

প্রাচীনকালে কালো জাদুর বহু ব্যবহারের কথা শোনা গেলেও এখন ততটা বড় আকারে জাদুচর্চা করার কথা শোনা যায় না। তবে একেবারেই থেমে নেই কালো জাদু। সাম্প্রতিককালের এমন দুটি ঘটনা মিডিয়ায় আলোড়ন তুলেছে। ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার হয় সরাসরি হাসপাতালে ভর্তি হয় মাত্র দুবছর বয়সী এক শিশু। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে দ্রুত চিকিৎসা দিতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। কারণ এক্স-রে রিপোর্টে শিশুটির শরীরের ভেতর বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেল ৫০টির মতো সুই। সুইগুলো দেখেই ব্ল্যাক ম্যাজিকের কথা মনে পড়ে গেল। ৫০টি সুইয়ের মধ্যে ১৭টি ছিল বাচ্চা ছেলেটির পরিপাকতন্ত্রের ভেতর। এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ ডাকা হলো। পুলিশও প্রাথমিক মন্তব্য করলঃ কেউ একজন ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদুর অংশ হিসেবে ছেলেটির দেহে সুই ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রথম সুইটি পাওয়া গেল শিশুটির বাম ফুসফুসের ভেতর। এক্স-রে করার পর দেখা গেল শিশুটির পেট, গলা, ঘাড় ও পায়ে মোট ৫০টির মতো সুই ঢুকানো হয়েছে। এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে না, শিশুটি ভয়াবহ ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার হয়েছে। শিশুটিকে তার এক আত্নীয় হাসপাতালে নিয়ে আসে কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করেনি বিখ্যাত। (শিশুটি ছিলো ভূডূ বিদ্যার নির্মম সাক্ষী)

সোর্সঃ ডেইলি মেইল।

ছেলেটির মায়ের নাম **#মারমা_সুজা_স্যান্তস**। তিনি পুলিশকে জানান, যখন তিনি কর্মস্থলে যেতেন তখন শিশুটিকে দেখাশোনা করতেন শিশুটির দাদি। কিন্তু কেউ নিশ্চিত নন শিশুটির দেহে কে সুই ঢুকিয়েছেন। ধারণা করা হয়, তার সৎ বাবা কাজটি করে থাকতে পারেন। কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ব্ল্যাক ম্যাজিক অনুশীলন করতেন। অভিযুক্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেও এ নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। বর্তমান যুগের ব্ল্যাক ম্যাজিককে যেহেতু বিশ্বাস করা হয়না তাই আসামীকে ছেড়ে দেয়া হয় পরবর্তীতে।

বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগে এসে এসবকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হলেও প্রায় সকল দেশের গ্রাম্য শহরে গোপনে নিভৃতে চলছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা। শুধু তাই নয় মাঝে মাঝেই শোনা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব এমনকি অলিম্পিক, আইসিসি, আইপিএল এবং সবচেয়ে বেশী ফুটবল খেলায় ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা অনেক বেশী হয়। খোদ ব্রাজিলিয়রাই তা স্বীকার করেছেন।

আপনি আমি আমরা অতি বিজ্ঞান প্রিয়রা এসবে বিশ্বাস করিনা, আর করবোও না। তাতে কি? যে বা যারা এসব করছে তারা কি শেষ হয়ে যাবে? না হবেনা।

তারা আমাদের অনিস্ট করেই ছাড়বে। আর যখন আপনি আমি আমাদের পরিবার আক্রান্ত হবো ঠিক তখনই এটিকে বিশ্বাস করবো এর আগে না।

মাছের ভিতরে তাবিজ:

ছবিগুলো এক ভাইয়ের টাইম লাইন থেকে নিলাম। কালো জাদুর চর্চা কত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, নাউযুবিল্লাহ। মাছের ভিতরে তাবিজ করেছে। আর তাছাড়া এখন সবজায়গায় তান্ত্রিকদের পোস্টার দেখা যাচ্ছে। এক ইহুদি রাবাই বলেছিলো মাসায়া (দাজ্জাল) আসার আগে সারা বিশ্বে জাদুর চর্চা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমাদেরকেও আমল বাড়িয়ে দিতে হবে। ৩ কুল (সূরা এখলাস, ফালাক, নাস) দিয়ে শরীরকে সবসময় বন্ধ করে রাখতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য যেসব আমল আছে, তা প্রতিনিয়ত করতে হবে।

কালো জাদুর মাধ্যমে মৃত ব্যাক্তির কারিন জিনকে ডেকে আনা যায়ঃ

জাদুবিদ্যা চর্চাকারী, কুফর ও শিরক এর মাধ্যমে কাফির জীনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যাকে তারা প্রায়ই অভিহিত করে ‘অতিপ্রাকৃত শক্তি’ হিসেবে। অকাল্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ধরণের প্রক্রিয়া অশরীরী আনয়ন (spirit contact) এবং মানবদেহে অশরীরী ভর করার(mediumship) সাথে সংশ্লিষ্ট। যে/যারা ভবিষ্যতবাণী করে দেয় তার ওপর তথাকথিত ‘অতিপ্রাকৃত শক্তি’ ভর করে যা প্ল্যানচেট নামে পরিচিত। এগুলো শয়তান জীন ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ মানবদেহে অশরীরী ভর করা বা চলতি কথায় ‘জীনে ধরা’ (demonic possession) যে কোন মিথ্যা কথা নয় এটি আবু আমিনা বিলাল ফিলিপ্স তাঁর পিএইচডি **গবেষণায়** দেখিয়েছেন।

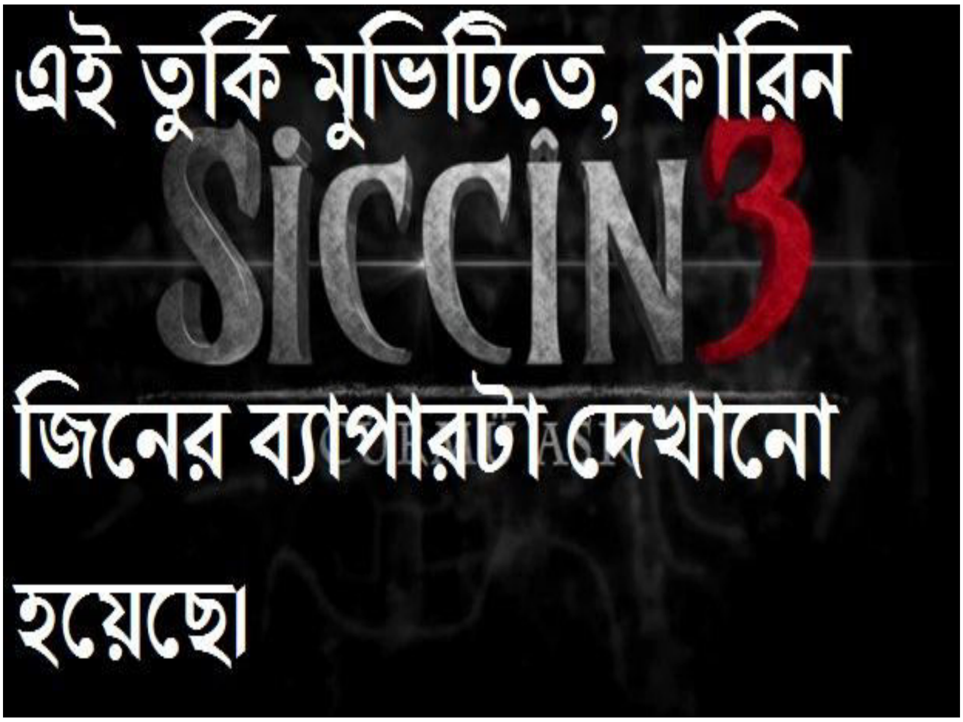

জাদুবিদ্যা বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞ ইসলামিক আলেম বলেছেন, জাদুবিদ্যার মাধ্যমে আনীত শয়তান জীনেরা মানুষের কারীন থেকে তার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে যা তারা জ্যোতিষীদের কানে কানে বলে দেয়। ইএসপি (ESP) মাধ্যমে যে সব প্যারাসাইকোলোজিস্ট, সুডোসাইন্টিস্ট, গুরু, গণক অথবা

জাদুকরেরা মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের দাবী করেন, তারাও জীনদের মাধ্যমে কারীনের কাছ তথ্য নেন বলে ধারণা করা হয়।

অনুরূপভাবে মৃত মানুষের কারীন থেকে শয়তান জীনেরা তারা অতীতের তথ্যও সংগ্রহ করে এবং এই জীনেরা ভর করে অন্য মানুষের শরীরে এবং তা প্রত্যক্ষকারীরা ধরে নেয় ঐ মানুষের পুনর্জন্ম হয়েছে যেহেতু সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতীতের বর্ণনা দেয়। জাদুবিদ্যার মাধ্যমে ডেকে আনা অন্য ব্যক্তির আত্মা আসলে শয়তান জীন অথবা কারীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহু আলম|

কাব্বালাহ : "ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদের আদ্যোপান্ত"

কাব্বালাহ শব্দটি হিব্রু 'কাবাল' থেকে উৎসারিত। যার অর্থ গ্রহণ করা। ত্রয়োদশ শতকের দিকে ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদের প্রধান পরিভাষা ছিলো এই কাব্বালাহ। মূখ্যত তাদের আলোচনা কয়েকটা বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমত, পৃথিবীর সৃষ্টি ও ঈশ্বরের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা, পরম সত্যের রূপক উত্থাপন, ধর্মীয় জীবনের অলৌকিকতা অনুসন্ধান এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন আলোচিত হয়েছে বিশেষভাবে। দ্বিতীয়ত, স্বর্গীয় নামগুলোর মধ্য দিয়ে কীভাবে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, পূরণ করা যায় জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য- বাতলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার উপায়। তারপরেও ঢালাওভাবে গোটা ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদকে কাব্বালাহ বলে আখ্যা দেয়া হয়। সে যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে সকল সংস্কৃতি ও ধর্মের ভেতর যে অতীন্দ্রিয় দিক রয়েছে, কাব্বালাহ তার ইহুদি রূপ। ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং নৈকট্য লাভের চর্চা, সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানে যা সম্ভব না।

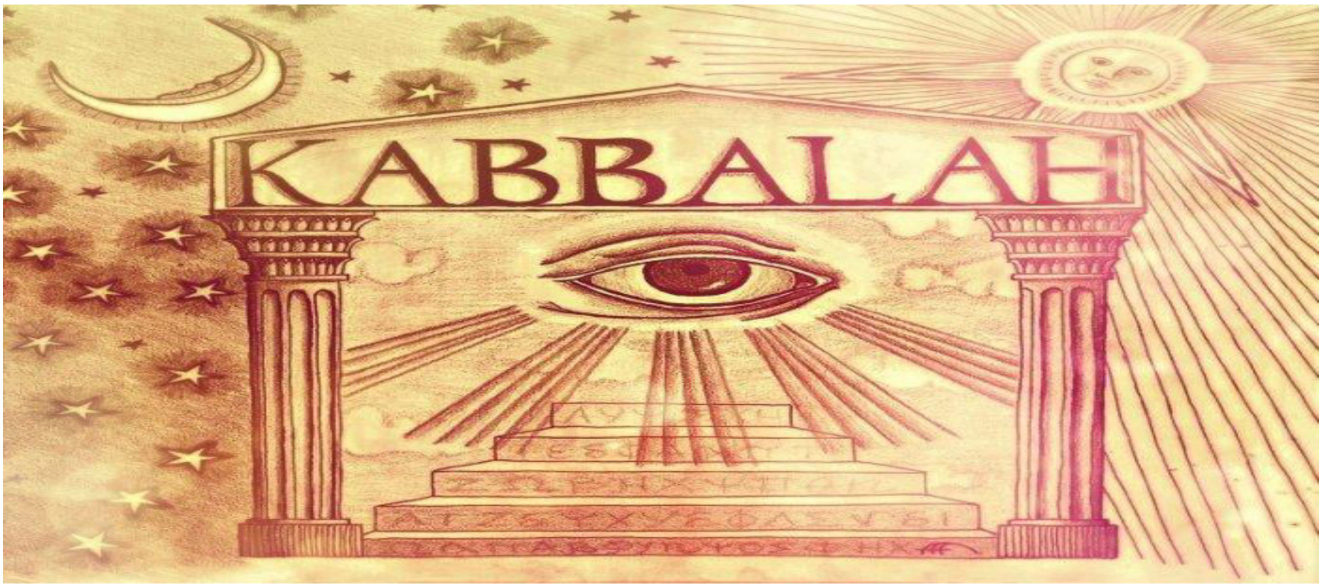

গুপ্ত সংস্কৃতি হলেও কাব্বালাহ আধুনিক যুগ পর্যন্ত বেশ জনপ্রিয় হিসাবে পরিগণিত। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইহুদি ধর্মকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে কাব্বালাহ। ফেলে যাচ্ছে এখন অব্দি। এমনকি অইহুদিদের উপরও এর প্রভাব ছিলো উল্লেখযোগ্য।

<u>বাইবেলিয় উৎস</u>

হিব্রু বাইবেলে স্পষ্ট করে অতীন্দ্রিয়বাদকে উল্লেখ করা হয়নি। তথাপি অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য বিদ্যমান। মোজেসের (হযরত মুসা (আ)) হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, ইয়াকুবের (আ) দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্তিসহ পুরো বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ঐতিহ্য অতীন্দ্রিয়বাদকে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে প্রতীয়মান হয়েছে এজেকিয়েলের ঈশ্বরের সিংহাসন-রথ দর্শন।

বিষয়টা পরাবাস্তব এবং ঈশ্বরের মানবীকরণের মতো বিপজ্জনক দিকে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তথাপি প্রথমদিকের দুটি ঐতিহ্যের জন্মলাভে এর ভূমিকা ছিল। প্রথমটি 'মাসেহ হা-মেরকাবাহ' বা রথের কাজ এবং দ্বিতীয়টি 'মাসেহ বেরেশিত' বা সৃষ্টির শুরুর কাজ।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কাব্বালাহর প্রথম লিখিত সূত্র পাওয়া যায় ফ্রান্সের প্রোভ্যান্সে। লেখাগুলো দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের। একদল হালাখি লেখকের দ্বারা যাত্রা শুরু। আব্রাহাম বেন ডেভিড, জ্যাকব দ্য নাজিরাইটের মতো সুপরিচিত ব্যক্তিরা। পরবর্তীতে যুক্ত হয় মোজেস নাহমানাইডস এবং তার প্রধান ছাত্র শেলোমাহ বেন আব্রাহামের নাম। যদিও কাব্বালাহর অজস্র লেখার ভিড়ে তাদের অংশ ক্ষুদ্রই। ছোট্ট পরিসরে অভিজাতদের মধ্যে গোপনে চর্চা হতো প্রথমদিকে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে গোপনীয়তা দূর হতে থাকে। এই সময়ের পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন ইতশাক সাগি নাহর, আব্রাহাম বেন ডেভিড, আশের বেন ডেভিড প্রমূখ। তাদের লেখার প্রচেষ্টা ও বিষয়বস্তু লক্ষণীয়। 'সেফের ইয়েতজিরাহ' নামে সৃষ্টিতত্ত্ব, 'মাসেহ বেরেশিত' বা সৃষ্টি নিয়ে বাইবেলের মত এবং টেন কমান্ডমেন্টের ব্যাখ্যা তাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে স্পেনে কাব্বালিস্টদের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব আসে বলতে গেলে। এদের পথিকৃৎ ছিলেন আজরিয়েল এবং ইয়াকুব বেন শেশেত। আস্তে আস্তে কাতালোনিয়া থেকে ক্যাস্টাইলের দিকে প্রভাব ভারী হতে শুরু করে। ক্যাস্টাইলে অজ্ঞাত কাব্বালিস্টদের লেখা পাওয়া যায় 'ইয়যুন' নামে। এটি আসলে মেরকাভাহ সাহিত্যকে নব্য প্লেটোবাদী অতীন্দ্রিয় ধারণার সাথে সমন্বয় আনার প্রচেষ্টা। অন্য অংশ অশুভের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আগ্রহী ছিল। অশুভ জগৎ নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে গেছেন ইয়াকুব, ইতশাক, মোশেহ, তদ্রোস আবুল আফিয়া প্রমূখেরা। স্পেনীয় এই ঘরনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে যোহার-তে। এটি মূলত ক্যাস্টালিয়ান কাব্বালিস্টদের লেখার সংকলন, যা ১২৮০ সালের দিকে শুরু হয়েছিলো। ১২৮৫ থেকে ১৩৩৫ সালের মধ্যে যত অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং প্রতিলিপি তৈরি করেছে, তাতে যোহারকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবেই নেয়া হয়েছে।

স্পেনে ইহুদিদের স্বর্ণযুগ ছিল মূলত মুসলিম শাসকদের আমলে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা স্পেনের অধিকার হারাতে থাকে। নতুন ক্যালিক শাসক সবার আগে

ইহুদিদের উপর খড়গহস্ত হন। হয় ধর্মান্তর, নাহলে দেশত্যাগ। ১৪৯২ এবং ১৪৯৭ সালে স্পেন এবং পর্তুগাল থেকে সমূলে বের হয়ে যায় ইহুদিরা। ফলে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে সরে গিয়ে উত্তর আফ্রিকা, ইতালি ও লেভ্যান্টের দিকে চলে আসে কাব্বালিস্টদের চর্চা। শিকর গজাতে শুরু করে নতুন অঞ্চলে। বিকাশমান কাব্বালাহ সমাজে পনের শতকের স্পেনের কাব্বালাহ চর্চা বিশেষ করে যোহার দারুণ প্রভাবক হিসাবে গৃহীত হয়। ষোল শতকের দিকে এদের প্রথম প্রজন্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালিতে ইয়াহুদাহ হায়্যাতের 'মিনহাত ইয়েহুদাহ' এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যে মেইর ইবন গাব্বাইয়ের 'আভোদাত হাকো-দেশ' । স্পষ্টভাবে দেখা যায় স্পেনিয় লেখা সংকলনের প্রবণতা। চেষ্টা করা হয়েছে দর্শন, জাদু এবং কাব্বালাহকে মেলানোরও।

নির্বাসনের পরে ফিলিস্তিনেও বাড়তে থাকে তারা। ষোল শতকের গোড়ার দিকে জেরুজালেম ছিলো কাব্বালাহ শেখার উর্বর ভূমি। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইয়াহুদাহ আল বতিনি, ইয়োসেফ ইবনে সাইয়াহ, এবং আব্রাহাম বেন এলিয়েজের। ১৫৪০ এর দশকের শুরুর দিকে গ্যালিলিয়ান গ্রাম সাফাদ হঠাৎ আধিপত্য শুরু করে। অর্ধশতক ধরে সাফাদ ছিলো কাব্বালাহ চর্চায় অগ্রগতির পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাছাকাছি সময়ে তুরস্কে দুজন প্রধান চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। ইয়োসেফ কারো এবং শেলোমাহ হা-লেভি আলকাবেতস। তারা অতীন্দ্রিয়বাদী একটা সংঘ চালনা শুরু

করলেন, যা মূলত কাব্বালিস্টদের কর্মাদি পালন করতো। ইয়োসেফ কারোর অতীন্দ্রিয় দিনপঞ্জি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

সে যা-ই হোক, ফিলিস্তিনে সবচেয়ে প্রভাবশালী কাব্বালিস্ট ছিলেন মোশেহ কর্ডোভারো (১৫২২-১৫৭০)। ১৫৪৮ সালে তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ লেখা 'পারদেস রিমোনিম' সামনে আনেন। পূর্বের সকল প্রকার কাব্বালাহ মতবাদকে পরিষ্কার ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য তার প্রচেষ্টা গোটা শতককে অনুরিত করেছে। কর্ডোবারোর প্রধান শিষ্য ছিলেন হায়্যিম ভিতাল, এলিয়্যাহু দি ভিদাস এবং এলাযার আযিকরি। কর্ডোবারোর মৃত্যুর পর তার সাবেক শিষ্য আইজ্যাক লুরিয়া হঠাৎ করে সাফাদের কাব্বালাহ সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তার ব্যক্তিত্ব, দরবেশি আচরণ এবং ধর্মের ব্যাখ্যা নতুন সৃষ্টি করে। লুরিয়া সাধারণত মুখে ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তার মতবাদের প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী। কর্ডোবারোর শিষ্যরা ব্যাপকভাবে তার ধর্মতত্ত্বকে মেনে নিলো। এই মতবাদ স্বীকৃত হলো সবার সেরা হিসাবে।

১৫৭২ সালে মৃত্যুবরণ করলেন লুরিয়া। শিষ্য হায়্যিম ভিতাল তার মতবাদ লেখার জন্য এগিয়ে এলেন। তার বিখ্যাত রচনা 'এতস হায়্যিম' বা ট্রিজ অব লাইফ।

লুরিয়ার মতবাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন মত ১৫৯০ এর দিকে ইতালিতে প্রচারিত হয়েছে। প্রচারক ইসরায়েল সারুগ নিজেকে লুরিয়ার শিষ্য বলে দাবি করতেন। মতবাদের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকার মেনাহেম আজরাইয়া। অপর শিষ্য আব্রাহাম হেরেরা তার লেখা গ্রন্থ 'শা'আর হা-শামায়িন' এবং 'বেইত এলোহিম' তে নব্য প্লেটোবাদী দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নব্য প্লেটোবাদী এবং পরমাণুবাদী ধারণা একসাথে এসেছে ইয়োসেফ শেলোমাহ ডেলমেডিগো এবং সারুগের অন্যান্য শিষ্যের লেখায়। সপ্তদশ শতকের দিকে ভিতাল এবং সারুগের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কাব্বালিস্টদের মধ্যে ভিতালের মতবাদ টিকে থাকে শেমুয়েল ভিতাল, মেইর পপার এবং ইয়াকুব সেমাহের সংকলনে। পরের শতকগুলোতে কর্ডোবারিয়ান এবং লুরিয়ানিক মতবাদের মিশেল ঘটে।

অষ্টাদশ শতকের ধর্মতত্ত্বে পোলিশ হাসিদিজমে কর্ডোবারো মতবাদের কিছুটা পুনর্জাগরণ ঘটে। বিশেষ করে উপাসনা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি, যেগুলোতে লুরিয়ানিক কাব্বালিস্টরা যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রধান কাব্বালিস্টদের মধ্যে এলিজাহ বেন শেলোমোন জালমান অন্যতম। তিনি পরিচিত গায়োন অব ভিলনা (১৭২০-১৭৯৭) নামে। লুরিয়ানিক ঐতিহ্যকে সামনে নিতে ইয়াকুব এমদেন (১৬৯৭-১৭৭৬)- এর ভূমিকাও ব্যাপক।

উনিশ শতকের দিকে এই ধারার অন্যতম উত্তরসূরী ইতশাক এইজিক হাভের এবং শেলোমোহ এলায়শার। আধুনিক সময়ে কাব্বালিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে আধিপত্য

বিস্তারকারী ধারা লুরিয়ানিক ধারা। এটি পাঠ করা হয় মোশেহ হায়্যিম লুয্যাত্তো, এলিয়্যাহু বেন শেলোমোহ জালমান, হাবাদ প্রমূখের প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে। তার সাথে আছে জেরুজালেমের বেইত এল একাডেমির সেফারদিক কাব্বালিস্টরা।

আব্রাহাম ইতশাক কুক (১৮৬৫-১৯৩৫) একটা অতীন্দ্রিয় ও সর্বেশ্বরবাদী ধারণার অবতারণা করেন আধুনিক অনেক ইহুদিদের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। তার মতবাদের প্রভাব ছিলো দারুণ। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার পর এবং বিশেষভাবে ১৯৬৭ এর পর প্রবল হয় তার পুত্র ইয়াহুদাহ কুকের মাধ্যমে। ডেভিড হা কোহেন এই অভিযাত্রায় অন্যতম প্রধান পুরুষ। তিনি তার 'কুল হা-নেভুয়াহ' -তে অন্যরকম অতীন্দ্রিয়দের উন্মেষ ঘটান, যা ইহুদি ঐতিহ্যের মৌখিক দিককে প্রভাবিত করে। হাসিদিক সার্কেলে আবুল আফিয়ার গূঢ় কাব্বালাহ সাম্প্রতিক সময়ে উদঘাটিত হচ্ছে।

বর্তমানে কাব্বালাহ অন্যতম জনপ্রিয় চর্চা হিসাবে ইহুদি, এমনকি অইহুদিদের মধ্যেও টিকে আছে।

<u>কাব্বালাহ ধর্মতত্ত্ব:</u>

তালমুদ এবং মিদরাশ দুই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা বলে। প্রথমত ক্ষমা বা মিদ্দাত হা রাহামিম এবং দ্বিতীয়ত কঠোর বিচার বা মিদ্দাত হা দিন। গুণগুলো স্বর্গীয়। পৃথিবীর জন্ম এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। অন্যান্য পুস্তকে দশটি সৃজনশীল শব্দের (মা-আমারুত) কথা বলা হয় এই প্রেক্ষাপটে। সেফের ইতসিরাহতে দশটা সেফাইরত প্রসঙ্গ এসেছে। মেরকাবাহ সাহিত্যে আছে প্লেটোবাদী ধ্যানধারণার চিহ্ন। প্রথমদিকে তেমন কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কাব্বালিস্টদের থেকে পাওয়া যায়নি। বেশিরভাগই স্বর্গীয় সত্তাকে দুটি স্তরবিশিষ্ট বলে ধারণা করতো। প্রথমত, পরম দেবতা বা এইন সফ, এবং দ্বিতীয়ত, নিঃসৃত জগৎ যা পরম সত্তা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে নিঃসৃত হচ্ছে। এমন দশটি দশা পরিচিত সেফাইরত নামে। যুহর এবং প্রধান কাব্বালিস্টদের অভিমত অনুসারে, সেফাইরত পরম সত্তার মূলের প্রকাশ। আবার কারো মতে, স্বর্গীয় সক্ষমতা ধারণের জন্য সেফাইরত পাত্রের কাজ করে।

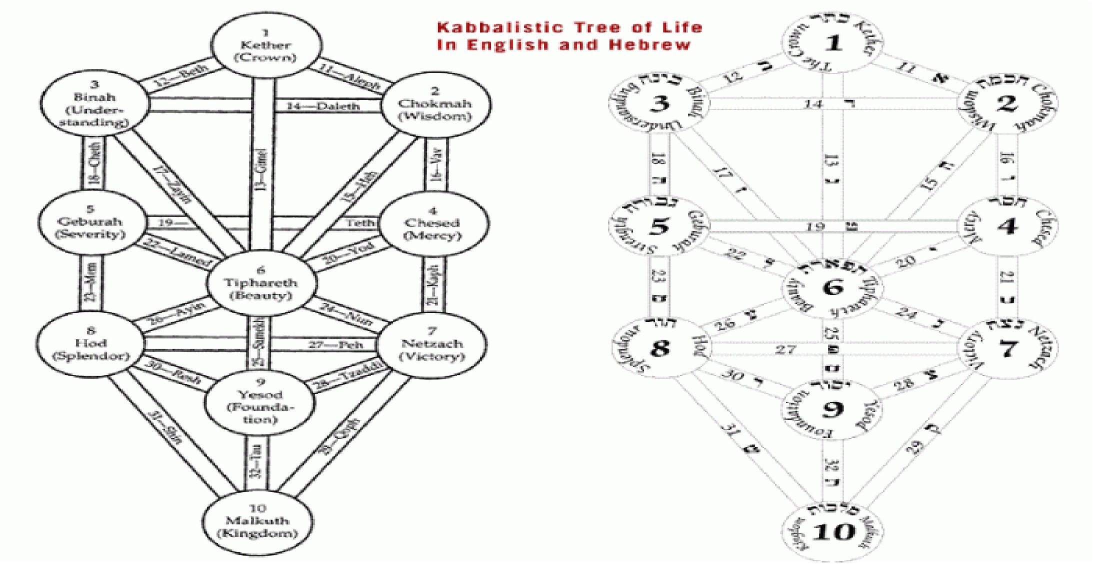

<u>মানুষের অলৌকিকতা:</u>

কাব্বালিস্টদের মতে, মানুষ তার সঠিক চর্চার মধ্য দিয়ে পরম সত্তার অন্তঃস্থলকে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ইহুদি চিন্তায় সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমদিককার তালমুদ ও মিদরাশে দেখা যায় ঈশ্বর প্রায়ই মোজেসের কাছে অনুরোধ করেন। লুরিয়ানিক কাব্বালাহতে এই জোরারোপ পরিবর্তিত হয়েছে স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ নামে। সে যা-ই হোক, জাদু আর কাব্বালিস্টদের অলৌকিকতার ধারণায় বিস্তর ফারাক আছে। মানুষকে শক্তিশালী এবং স্বাধীন সত্তা হিসাবে উপস্থাপনের পরও স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান থাকে। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে কাব্বালিস্টদের unio mystica বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গীয় মিলনের ধারণা।

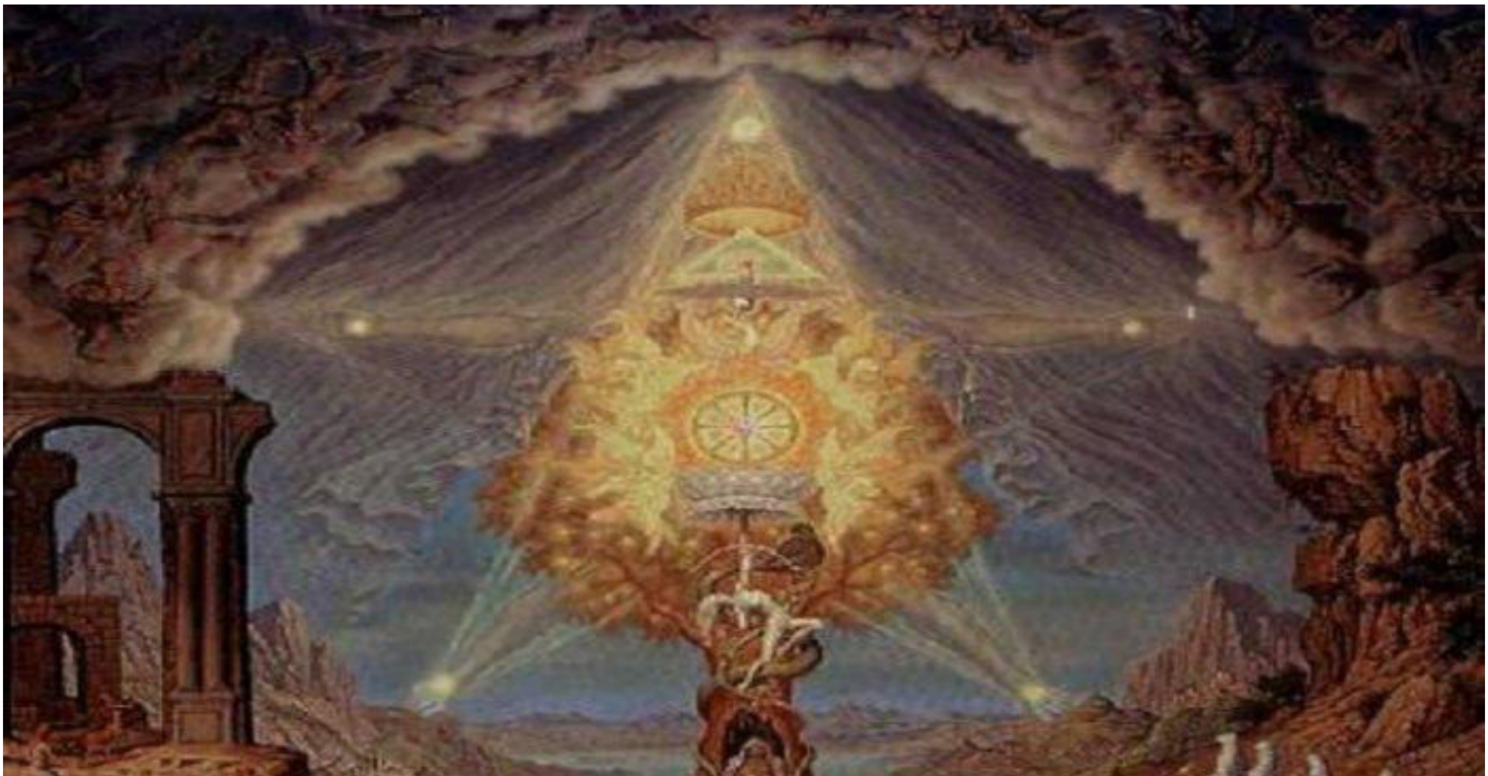

অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি:

ত্রয়োদশ শতকের দিকেই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাব্বালিস্টদের বেশ কিছু লেখা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল আব্রাহাম আবুল আফিয়া (১২৪০-১২৯১)। স্বর্গীয় নাম স্মরণের মধ্য দিয়ে তিনি চিন্তাকে একত্রিত করার কথা বলেন। পরবর্তীতে তার পদ্ধতি কিছুটা বিবর্তন ঘটিয়ে গ্রহণ করেন আশকেনাজিক হাসিদিক গুরুরা। খুব সম্ভবত আবুল আফিয়া সুফীবাদ এবং ভারতীয় যোগ-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার লেখাগুলো ল্যাটিনে অনুদিত হয়, যা পরবর্তীতে খ্রিষ্টান কাব্বালাহ গঠনেে প্রভাব ফেলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তার চর্চা বিনা শর্তে গ্রহণ করেন ইতশাক বেন শেমুয়েল এবং ইয়েহুদাহ আলবোতিনি। বিশেষ করে ফিলিস্তিনে আবুল আফিয়ার মতো মুসলিম সুফি ইবনুল আরাবির চিন্তার সাথে মিলিয়ে গ্রহণ করা হয়। ইউরোপ এভাবেই কাব্বালাহর সাথে পরিচিত হয়।

কাব্বালাহ ব্যাখ্যার ধরন:

এই গ্রন্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি চালু হয় তাদের মাঝে। রূপক এবং গাণিতিক। অলৌকিকতাবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী কাব্বালিস্টদের মধ্যে রূপক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার অবস্থান ছিলো সবার উপর। ধর্মগ্রন্থ যেখানে গণ্য হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের ঘটনার আলোকে। এভাবে সীমাবদ্ধ বর্ণের সমাহার পরিণত হয়েছে অসীম অর্থের আধার হিসাবে। আশকেনাজিক হাসিদিজমের প্রভাবে ত্রয়োদশ শতকে কাব্বালিস্টরা গাণিতিক ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। গিমাতরিয়া বা বর্ণসমূহের

গাণিতিক মান বের করা, নোতারিকোন বা বর্ণকে পুরো শব্দের সংক্ষেপ হিসাবে ব্যবহার করা এবং তেমুরাহ বা বর্ণের পারস্পারিক পরিবর্তন। আবুল আফিয়া সাত ধরনের গাণিতিক পদ্ধতির অগ্রগতি সাধন করেন, যা পরবর্তিতে নতুন পথ উন্মোচন করে।

UNITS.			TENS.			HUNDREDS.		
Aleph	א	1	Yod	י	10	Koph	ק	100
Beth	ב	2	Caph	כ	20	Resh	ר	200
Gimel	ג	3	Lamed	ל	30	Shin	ש	300
Daleth	ד	4	Mem	מ	40	Tau	ת	400
He	ה	5	Nun	נ	50	Final Caph	ך	500
Vau	ו	6	Samech	ס	60	Final Mem	ם	600
Zain	ז	7	Ain	ע	70	Final Nun	ן	700
Cheth	ח	8	Pe	פ	80	Final Pe	ף	800
Teth	ט	9	Tsaddi	צ	90	Final Tsaddi	ץ	900

লেখালেখি:

ইহুদিদের অন্য অংশের মতো কাব্বালিস্টরাও ধর্মীয় গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। সাধারণ সেফরুতের উপর কাব্বালিস্টদের দেড়শোরও বেশি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে দশটা স্বর্গীয় সম্ভাব্যতা রূপকসহ আলোচিত হয়েছে। নবীশদের জন্য এগুলো পাঠ্য হিসাবে ব্যবহার করা হতো। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে এই ধারা বিকাশ লাভ করে। শুরু থেকেই তাদের ভেতর টেন কমান্ডমেন্ট

ব্যাখ্যা এক অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছে। সেফের ইতজিরাহ, যোহার এবং নৈতিক অন্যান্য প্রধান গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যাও জন্ম লাভ করতে থাকে, যার স্রোত এখন পর্যন্ত বিদ্যমান।

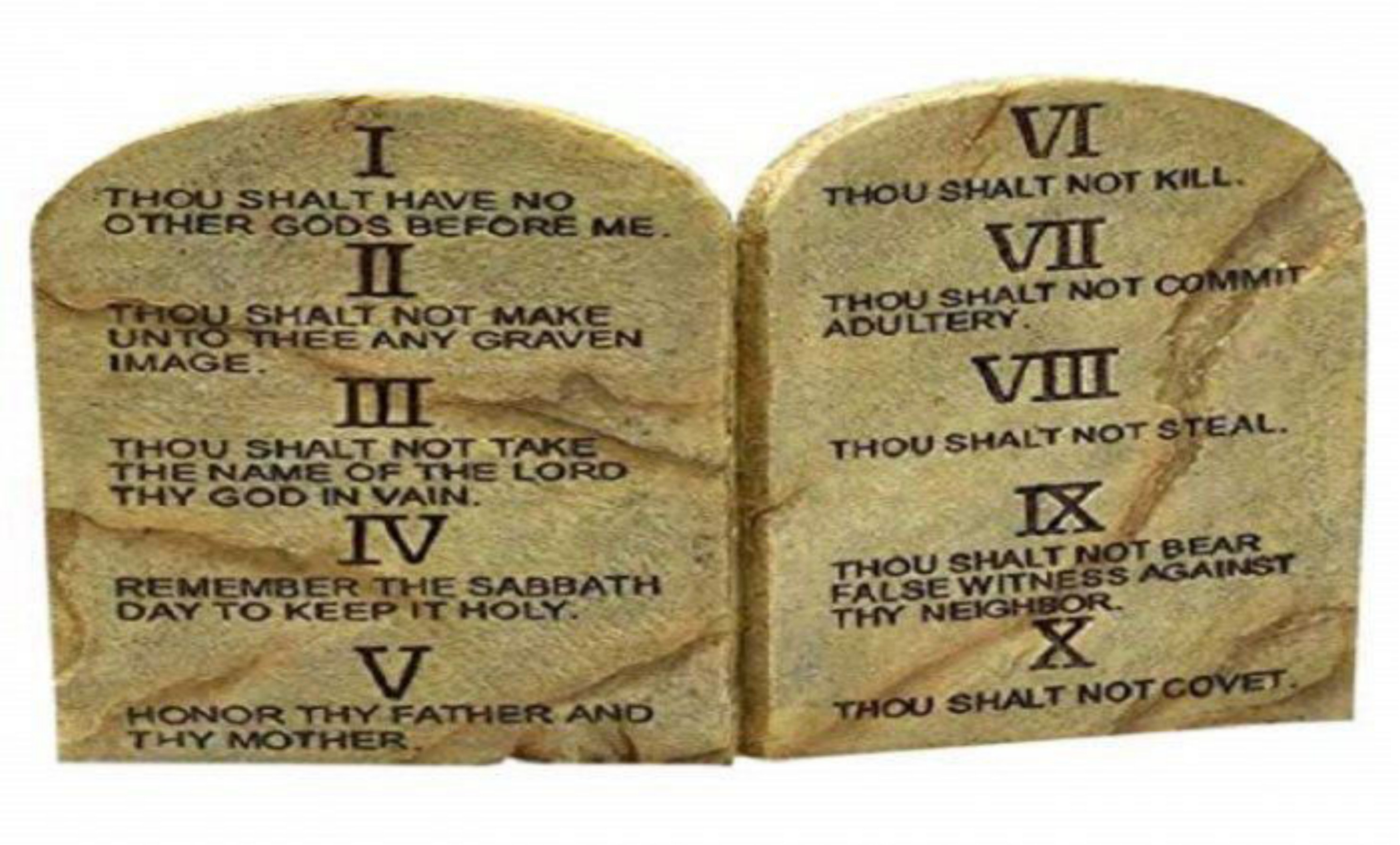

সবিশেষ:

নাহমান ক্রোচমালের মতলতো আধুনিক পন্ডিতের কেউ কেউ দাবি করেন, কাব্বালাহর উপর নস্টিক ধ্যানধারণার প্রভাব ছিল। যদিও শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি তার পেছনে। তবে প্রথমদিককার কাব্বালাহ মুসলিম এবং খ্রিষ্টান নব্য প্লেটোবাদীদের দ্বারা সত্যিই প্রভাবিত। অশুভ সম্পর্কে কাব্বালিস্টদের ধারণা পারসিক বিশেষ করে যুরভানিজমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রেনেসাঁর প্রভাব দার্শনিক ব্যাখ্যায়

আসে সপ্তদশ শতকের দিকে। বাইরের বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন চিন্তা গ্রহণ করার ব্যাপারে কাব্বালিস্টরা যথেষ্ট উদার থাকলেও বাইরের উপাদান কখনো মূখ্য হয়ে ওঠেনি। বরং তারা তাকে নিজেদের চিন্তা ও মতাদর্শের আলোকে অভিযোজিত করে নিয়েছে। খাপ খাইয়ে নিয়েছে পুরাতনের সাথে নতুনের সংযোজনে।

ট্যারট কার্ড রিডিং:

পিউর প্যাগান অকাল্ট প্রাকটিস ট্যারট পড়ার ব্যপারটি রিডারগন এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে প্রতিটি কার্ডই স্বতন্ত্র জীবন্ত স্বত্তা। তাদেরকে(কার্ডগুলোকে) প্রশ্ন করলে রিডারের মনে টেলিপ্যাথিক কমিউনিকেশনে কার্ড গুলো থেকেই উত্তর পায়। কার্ড রিডিংএ একেক অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হতে পারে তবে, এ বিষয়ে প্রায় সবাই এক। পূর্বের একটি পোস্টে ট্যারটের ব্যপারে অল্প বিস্তর আলোচনা করেছি। ট্যারট রিডিং এর বিষয়টা জ্বীনকেন্দ্রিক। অকাল্টিস্টরা মুখে এনার্জি, হায়ার কনসাসনেস ইত্যাদি গার্বেজ আওড়ে একটু কমপ্লিকেটেড করে। আর ট্যারট পাঠককেও স্পিরিচুয়াললি ইভলভব হতে হবে। গড়পড়তা মানুষ হলে চলবে না। এজন্য মেডিটেশন যোগ সাধনার আশ্রয় নিতে হয়। কিছুটা স্পিরিচুয়াললি এনলাইটেন্ড হতে হবে, কথিত থার্ড আই ইনেবল্ড থাকলে সহজ হয়।

একেক স্পিরিচুয়ালিস্ট একেক শব্দ দিয়ে আর ব্যাখ্যা তৈরি করে বিষয়টাকে কঠিন আর রহস্যময় করে দেয়। কেউ কেউ বলে এখানে কোন ডিমনিক বিং বা জ্বীনদের হাত নেই , এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত অর্জিত আধ্যাত্মিক শক্তি।সত্য হচ্ছে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের ডেভোটেড হওয়ার ট্রেডিশনাল যে রকম নিয়মের পরিচিতি আছে এসবের বাইরে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় জ্বীনদের রেল্মের সাথে আমাদের ত্রিমাত্রিক ডাইমেনশনের গেটওয়ে আনলক করবার মাধ্যমে এধরনের কথিত সাইকিক এবেলিটি অর্জিত হয়। পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ চর্চা কারীই জানতেই পারেনা তাদের এ পাওয়ার সোর্স জ্বীনঘটিত। আর সাহায্যকারী জ্বীনরাও সেভাবে প্রকাশ করেনা। যাতে ফিতনার প্রসার ঘটে। প্রচার করা হয় মনের শক্তি। পাওয়ার অব মাইন্ড বা মনের গোপন শক্তি।

প্রতিটি মানুষের সাথেই একটি করে ক্বারীন জ্বীন বসবাস করে।এমনকি নবী (সা) এর সাথেও ছিল, তিনি তাকে দাওতাত দিয়েছিলেন যা সে কবুল করে। এর কাজ

হচ্ছে মানুষকে সবসময় কুমন্ত্রণাদান আর কুকর্মের জন্য ইনভোক করা। ক্বারিনের ব্যপারে বিস্তারিত জানুনঃ

অদৃশ্য সহচর ক্বারীন জ্বীনকেই নিউএজার, থিওসফিস্ট অন্যন্য স্পিরিচুয়ালিস্টরা 'inner energy 'inner spirit' 'goddess' 'highher consciousness' 'inner adviser' 'higher self' 'angelic being' 'chii' সহ আরো বিভিন্ন নাম দিয়েছে।আর ক্বারিন জ্বীনদের মধ্যে শক্ত নেটওয়ার্ক আছে । আমি ওদের পরস্পরের সম্পর্কএর জালকে কোন নেটওয়ার্ক হটস্পটের সাথে তুলনা করি। প্রত্যেকেই একেকটি রাউটার- এক্সেসপয়েন্ট বা এক্সটেন্ডারের মত কাজ করে।এরা পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানে সাহায্য করে। কারীনের ব্যাপারে জানুনঃ

শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম-

https://m.youtube.com/watch?v=64IPPmpPMuM

https://m.youtube.com/watch?v=pPuE0OCPfpQ

ধ্যান বা অন্য রিচুয়ালের দ্বারা যখন কোন ব্যক্তি এই কারীনকে শরীরে পজেশনের জন্য ওপেন এক্সেস দিয়ে দেয় সেই সাথে দেহের ড্রাইভিং ফোর্সের আসনে বসায় তখন আমরা বাহ্যিকভাবে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পাই ওই ব্যক্তির দ্বারা। যেমন লেভিটেশন(ধ্যানে শূন্যে ভাসা),টেলিকেনেসিস বা টেলিপোর্টেশন(হাতের ইশারায় দূরবর্তী জিনিস নিয়ন্ত্রন), টেলিপ্যাথিক কমিউনিকেশন,টেলিপোর্টিং(হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে দূরে এপেয়ারেন্স বা হাইপার জাম্প),ক্ল্যায়ারভয়েন্স(অন্য কোন ব্যক্তির

অতীত, আর বর্তমানের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানা),অসম্ভব শক্তি অর্জন, হাতের দ্বারা ইএমপির জাতীয় ভিন্ন মাত্রার স্পিরিচুয়াল এনার্জি বিকিরণ যা টার্গেটেড বস্তুতে শক বা আগুন ধরিয়ে দিতে পারে(যদিও সে শক্তির প্রকৃতি বা মাত্রা কোন যন্ত্র ডিটেক্ট করতে পারেনা)।

বিষয়গুলি বাহ্যত দেখতে মনে হবে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব সাইকিক এবিলিটি। কিন্তু আসলে সেটা জ্বীনঘটিত। ওই অবস্থায় সহচর জ্বীন চর্চাকারীর একরকমের অঙ্গের ন্যায় কাজ করে।এটাই শয়তানের প্রতি আনুগত্যের ফসল। পাশ্চাত্যের নিউএজার বা অন্য মানহাজের স্পিরিচুয়ালিস্টদের অনেকেই স্পেসিফিকভাবে জ্বীনদের ব্যপারে জানেনা,অথবা ভিন্নভাবে তাদের বিষয়ে ধারনা করে। এদের অনেকেই প্যারানরমাল বিষয়গুলোর বিচিত্র ব্যাখ্যা দেয়। ইতোপূর্বে মাস দুয়েক আগে শয়তান সৃষ্ট ওদের ফলস মেমরি- ম্যান্ডেলা ইফেকক্ট রিফিউট করে লিখেছিলাম। ওদের কাছে প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা ভিন্ন। শয়তান জ্বীনের দ্বারা অলৌকিক অসাধ্য সাধনকে ওরা মনের শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করে।তাছাড়া কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সাথে নিকোলা টেসলার কিছু চিন্তাকে কম্বাইন করে নিজেদের ন্যাচারালিস্টিক ট্রোলথট মিলিয়ে স্পিরিট সাইন্সের প্রচার করছে। যাহোক এবার ট্যারটে ফিরে আসি।ট্যারট রিডিং এর জন্যও আপনাকে নূন্যতম স্পিরিটিজমে ঢুকতে হবে।। অর্থাৎ কুফরি করতেই হবে।

তাছাড়া আব্রাহামিক ট্রেডিশনে ডিভিনেশন(ভবিষৎ বলা) শয়তানী কাজ। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি মিছেমিছি জ্বীনদের সাহায্য ছাড়াও কারো ভবিষ্যৎ বলে গনকদের বেশে, তবে সেও আল্লাহর সাথে গায়েবের জ্ঞানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে কুফরি করল। আর ট্যারট কার্ডগুলো একদমই খাটি অকাল্ট এসোটেরিক সিম্বলে ভরা।

আর অকাল্ট প্রাকটিস মানেই শয়তানী চর্চা আর কুফরি করা।

দেখুনঃ http://www.allabouttheoccult.org/tarot-cards.htm

ওয়েবসাইটটির এতটুকুন বেশ স্টানিং

"The use of tarot cards does not seem to be a religion in the sense that it does not involve the worship of deities. However, in another sense, it is very much a religion (or some would say obsession) when it becomes a practice or activity that someone is completely devoted to. At some point, it can take on cultish or occultish aspects. In fact, there are many people who place tarot cards in the same category as other occult fortune-telling techniques such as the ouija board, astrology, crystal balls, palmistry, and tea leaves. Of course, some maintain that tarot cards are just harmless fun. Tarot cards fit in well with the #New_Age_movement that is so prevalent these days. New Agers use certain

practices or methods to "get in touch with their inner spirits," and tarot cards can be a perfect way for them to channel their thoughts and connect with the "Oneness of the Universe.""

যাদের সন্দেহ হয় এ কাজ স্যাটানিক কিনা তারা দেখুন:

https://m.youtube.com/watch?v=99f-h1MmWKw

https://m.youtube.com/watch?v=43_RpvfaaM4

https://m.youtube.com/watch?v=knB7pb7aF5I

অকাল্ট প্রাকটিসঃ

https://m.youtube.com/watch?v=u9HvJPwUO78

https://m.youtube.com/watch?v=bdj83PWWH0M

থিওসফিস্টদের এঞ্জেলিক ট্যারট গাইডেন্স(ওদের কাছে শয়তানই হচ্ছে এঞ্জেল):

http://www.angelpaths.com

শয়তানের পূজারীদের অফিসিয়াল ট্যারট রিডিং শিক্ষাকেন্দ্র (এঞ্জেলফায়ার ডোমেইনগুলো অফিশিয়ালি ওদের)

http://www.angelfire.com/ct2/CelestialRealm/toth/tarot.html

এখানে শয়তানের পূজারিদের স্যাক্রিড কিতাব তোথের সাথে ট্যারটের সম্পর্ক

জানবেন।

http://www.angelsfire.net/tarot-readings.html

নর্স প্যাগানিজমঃ

https://m.youtube.com/watch?v=QbxNWGy1BCg

খ্রিষ্টানরাও এর অরিজিনের ব্যপারে

সচেতনঃhttps://m.youtube.com/watch?v=kcl8pa7jTlg

https://m.youtube.com/watch?v=PPjanH3U7uo

কোথা থেকে কিনবেন ট্যারটকার্ডঃ

https://luciferianapotheca.com/collections/tarot-1?view=all

জ্বি লুসিফেরিয়ান এপোথিকা। কিনবেন নাহ(?)! আরে একটু আধটু কুফরের পথে হাটলে কি প্রব্লেম, ম্যান! চিরকাল জাহান্নামেই না হয় যেতে হবে।যেতেই বা দোষ কি, অনেক মানুষই তো যাবে,মিয়া ডেমোক্রেটিক হন! তাই দুনিয়ার পপুলারিটির জন্য এটুকুন না পারলে কেমনে হল! ওরাই তো আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলছে জাহান্নামীদের বাহিনীতে

যোগদিন। http://web.archive.org/web/20160214142145/http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Hells_Ar

my_666.html

অতঃপর তাদেরকে বলব যারা আল্লাহকে ভয় করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

দেখুন ফরচুন টেলার ও ডিভিনেশনের ব্যাপারেঃ

https://islamqa.info/en/40924

ট্যারট কার্ডঃ

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?158429-Tarot-cards

আগের লেখা:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=778353272334671&id=100004800152023&refid=8&_ft_=top_level_post_id.778353272334671%3Atl_objid.778353272334671%3Athid.100004800152023%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1496300399%3A6946252083500112716

(বিঃদ্রঃ আমি আমাদের দেশে চলমান ডর-ট্যারট নামের প্রোগ্রামটির শ্রোতা নই।যার দরুন সে প্রোগ্রামটির মটো সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত নই।যতদূর শুনেছি তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। তাদেরকে সাবধান করলে আমাকে তাদের পেজ থেকে ব্লক করে দেয় যদিও পূর্বে কিবরিয়া সরকার নামের জনৈক আর্জে বলেছিল

আমাকে ব্যান্ড করা হবেনা। যাহোক, উপরের তথ্য গুলো একদম নিরপেক্ষ ও সত্য। চাইলে রিসার্চ করতে পারেন। তবে রিফিউটেশন এর চেষ্টা করে বিতর্কে জড়াতে চাইলে অকাল্টিজম ও মিস্টিসিজমের সুবিশাল চ্যাপ্টারের উপর সুবিশাল জ্ঞান ও তাওহীদ তথা গোটা দ্বীনের উপর পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ইলম নিয়ে আসুন।)

যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত সুবিশাল ভ্রান্তি এবং নিওমু'তাযিলা চিন্তাধারাঃ

যাদুবিদ্যা সম্পর্কে একটা সুবিশাল ভ্রান্তি মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে প্রচলিত আছে। আমি মনে করি এই ভুল ধারনা একদিক থেকে অনেক ভাল যা মানুষ এ অপবিদ্যার থেকে দূরে রাখে।কিন্তু খারাপ দিকটিও অত্যন্ত ব্যাপক। দুঃখের বিষয় যে এই জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা আলিমগনের মধ্যেও বিরাজমান। এটা এই যে, যাদু শয়তান এর দ্বারা হয়ে থাকে বা শয়তান সংঘটিত করে বা শয়তান জ্বীন এ কাজের জন্য দায়ী। যাদুবিদ্যার সমস্ত দায়ভার এভাবে শয়তানের উপর দেওয়ার পরে অন্য সবকিছুকে আর নিষিদ্‌ধ আর্টের আওতায় ফেলা হয় না। এজন্য আগের যুগের আলিমগনকে আলকেমিক্যাল প্রাকটিসকে যাদুবিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে দেখলেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে কিছুতেই যাদুশাস্ত্রের আওতায় ফেলতে দেখবেন না। সেটা পবিত্র বিজ্ঞান!

আপনি যদি কোন আলিমকে প্রশ্ন করেন কেন যাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ ও কুফরি(?), তারা একরকমের মুখস্ত বলে দিবেন, যাদুকররা শয়তানের পূজা করে,শিরক করতে বাধ্য করে, আল্লাহ ও তার কালামকে অবমাননা করতে বলে যেন তারা তাদের বিভিন্ন দুঃসাধ্য কাজ গুলো তারা করে দেয়। এর বেশি তারা বলেন না।
দেখে আসতে পারেনঃ https://islamqa.info/en/4010

তারা এমনকি স্পেলকেও 'শুধুমাত্র' শয়তান জ্বীনদের ইনভোকেশনের উপায় বলছে।
এরকম demoniac হস্তক্ষেপের সাথে যাদুকে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করার জন্য যখন অধিকাংশ ভিন্ন মাজহাবের যাদুকে দেখা যায় তখন সাধারন মানুষ একে magick বলেই শনাক্ত করতে পারেনা।
অনেকে দেখি যাদুবিদ্যার দিকেই পা বাড়ায়, অথচ জানেই না যে এই আর্ট সর্সারি বৈ আর কিছু নয়।

.

তারা আরেকটা কথা বলেন যে, যাদু হচ্ছে শুধুই ধারনাগত পরিবর্তন ঘটায়, চোখকে সম্মোহিত করে,যেমনটা মূসা(আ) এর সামনে যাদুকররা করেছিল। তারা বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটানোকে অস্বীকার করতে চান। মনে রাখবেন মুতাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। বস্তুত,যাদু বাহ্যিকভাবেও পরিবর্তন ঘটায়। একারনেই ইহুদীরা আল্লাহর রাসূলকে(স) যাদু করে অসুস্থ করে ফেলেছিল। আজকের এক শ্রেনীর আলিমদের যাদুর সজ্ঞায়ন অনুযায়ী ইহুদীরা আল্লাহর

রাসূল(সাঃ) কে শয়তান জ্বীন ব্যবহার করে বিরক্ত করে বা শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়ে অসুস্থ করবার কথা। কিছু দুর্বল হাদিসে যাদুর দ্বারা বস্তুর আকৃতির ফিজিক্যাল পরিবর্তন/ট্রান্সফর্মেশনও সম্ভব বলে পাওয়া যায়। বাবেল শহরে হারুত ও মারুত বিশেষ গুপ্ত নিষিদ্ধ বিদ্যা শেখাতো। তারা তো শয়তান জ্বীন ছিল না।

যাদুবিদ্যার অনেক শাখা বিদ্যমান এর মধ্যে একটা মাইনর ব্রাঞ্চ হচ্ছে জ্বীনের সাহায্যে অতিপ্রাকৃত বিষয় করে দেখানো(ডায়নামো)। একে বাহ্যিকভাবে যাদুর শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মূল যাদু নয় যেমনটা হাতের চালাকি দ্বারাও ম্যাজিশিয়ানরা যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকে। মূল যাদুবিদ্যা স্বতন্ত্র বিষয়। আর এতে শয়তানের তুলনায় মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। কিছু যাদু(i.e:chaos magick) আছে যাতে জ্বীনদেরও সাহায্য লাগে না। যাদু সংঘটন কাজটি করে যাদুকরের ইন্টেনশন,অভিপ্রায়। শয়তান জ্বীনরা যাদুকরদের বাহ্যিক নিরাপত্তা, দিকনির্দেশনার কাজটি সামান্যভাবে করে থাকে। এজন্য পাশ্চাত্যে যাদুকররা শয়তান জ্বীনদেরকে বলে স্পিরিট গাইড, দেবী,দেবতা, হায়ার বিং প্রভৃতি। যাদুবিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিচিত্র শিরকি কাজের হুকুম উইজার্ডদের পালন করতে হয়। এমনকি বিকৃত যৌনাচার পর্যন্ত।

এ সকল রিচুয়াল কোন ম্যাজিক্যাল শক্তি জেনারেট করে না, শুধুই শয়তানের সাথে সখ্যতার জন্য করা হয়। কিন্তু আজকে আমাদেরকে শেখানো হয় যাদুর উৎস ওটাই!! আজকের প্যাগানিজমের নবজাগরনে উইচ/মিস্টিকরা সবচেয়ে বেশি যে ধরনের হেক্স/যাদু করে থাকে তার অধিকাংশই curse ভিত্তিক। সেখানে শয়তানের ভূমিকা গৌন। এক্ষেত্রে এসকল সম্মানিত আলিমগন কি বলবেন জানতে আগ্রহী। ইন্টেনশন এর শক্তিকে যাদুবিদ্যায় ব্যবহারের বিষয়টি ঠিক ওইরকম যেমনটা মানুষের ঈর্ষান্বিত চোখের নজর(evil eye) লাগে। মানুষের কথার(স্পেল/ইনক্যান্টেশনের) যে প্রভাব রয়েছে সেটা নজর ও অভিশাপের বিষয়টি দ্বারা বোঝা যায়। হয়ত জানেন যে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা সুবিশাল গাছ কর্তন এর বিকল্প হিসেবে কার্স ব্যবহার করে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ نُبْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ

نَرْقِي كُنَّا قَالَ ،يِّالأَشْجَعِ مَالِكٍ بْنِ عَوْفِ عَنْ ،أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ ،الرَّحْمَنِ عَلَىَّ اعْرِضُوا " فَقَالَ ذَلِكَ فِي تَرَى كَيْفَ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقُلْنَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي شِرْكٌ فِيهِ يَكُنْ لَمْ مَا بِالرُّقَى بَأْسَ لاَ رُقَاكُمْ " .

‘আওফ ইবনু মালিক আশজা’ঈ (রাঃ)

তিনি বলেন, আমরা জাহিলী (মূর্খতার) যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। এজন্যে আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আবেদন করলাম- হে আল্লাহর রসূল! এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই-যদি তাতে কোন শিরক (জাতীয় কথা) না থাকে।

(ই.ফা. ৫৫৪৪, ই.সে. ৫৫৬৯)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬২৫

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Source: ihadis.com

.

مَوْلَى ،عُمَيْرٍ عَنْ ،زَيْدٍ نِبْ حَمَّدِمُ عَنْ ،الْمُفَضَّلِ بْنُ بِشْرُ حَدَّثَنَا ،قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ا لله صـ لى اللَّهِ ولَرَسُ فِيَّ فَكَلَّمُوا سَادَتِي مَعَ خَيْبَرَ شَهِدْتُ قَالَ اللَّحْمِ آبِي أَنَا فَإِذَا سَيَّفَالَ فَقُلِّدْتُ بِي فَأَمَرَ قَالَ . مَمْلُوكٌ أَنِّي وَأَعْلَمُوهُ و سـ لم عـ لـ يه بِهَا أَرْقِي كُنْتُ رُقْيَةً هِعَلَيْ وَعَرَضْتُ الْمَتَاعِ خُرْثِيِّ مِنْ بِشَيْءٍ لِي رَفَأَمَ أَجُرُّهُ ابْنِ عَنِ الْبَابِ وَفِي . بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا بِطَرْحِ فَأَمَرَنِي الْمَجَانِينَ الْعِلْمِ أَهْلِ عْضِبَ عِنْدَ اهَذَ عَلَى وَالْعَمَلُ . صَحِيحٌ حَسَنٌ حَدِيثٌ وَهَذَا . عَبَّاسٍ

الثَّوْرِيِّ لُقَوْ وَهُوَ . بِشَيْءٍ لَهُ يُرْضَخُ وَلَكِنْ لِلْمَمْلُوكِ يُسْهَمَ لاَ أَنْ
وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ .

আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রাঃ)

তিনি বলেন, আমি খাইবারের যুদ্ধে আমার মনিবদের সাথে অংশগ্রহন করি। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বললেন। তারা তাঁকে আরো জানান যে, আমি ক্রীতদাস। বর্ণনাকারী উমাইর (রাঃ) বলেন, আমার ব্যাপারে তাঁর হুকুম মোতাবিক আমার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে দেয়া হল। তরবারিটিকে আমি মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে হাটছিলাম। তিনি গনিমতের মধ্য হতে কিছু তৈজসপত্র আমাকে দিতে বললেন। আমি তাঁকে কয়েকটি মন্ত্র শুনালাম, যেগুলো দিয়ে আমি পাগলদের ঝাড়ফুঁক করতাম। তিনি এর কিছু বাদ দেয়ার এবং কিছু রাখার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাঊদ (২৪৪০)

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৫৫৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com
.
بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ،إِدْرِيسَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا ،شَيْبَةَ أَبِي بْنُ بَكْرِ أَبُو حَدَّثَنَا

،السَّاعِدِيَّة حَزْمٍ يِنِبَ أُمَّ أَنَسٍ بِنْتَ خَالِدَةَ أَنَّ ،مُحَمَّدٍ بْنِ بَكْرٍ أَبِي عَنْ ،عُمَارَةَ
لرُّقَىا عَلَيْهِ فَعَرَضَتْ ـ و سلم ع ل يه ا الله صلى ـ النَّبِيِّ إِلَى جَاءَتْ
بِهَا فَأَمَرَهَا .

আনাস এর কন্যা উম্মু বানী হাযম খালিদাহ আস-সাইদিয়্যাহ (রাঃ)

তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার মন্ত্র পেশ করেন। তিনি তাকে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেন। [৩৫১৪]

তাহকীক আলবানীঃ দুর্বল।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫১৪

হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

Source: ihadis.com

যাদুকরদের ইন্টেন্ট(অভিপ্রায়) কার্যক্ষম করাও সহজ বিষয় নয়। এর জন্য তাদের

অনেক চর্চা করতে হয়। সৃষ্টিকর্তার থেকে সম্পূর্ন বিমুখ হয়ে সৃষ্টির কাছে নিজেকে বিলীন করতে হয়। অর্থাৎ কুফর করতেই হয়। সর্সারারদের আরেকটি হাতিয়ার হচ্ছে স্পেল বা মন্ত্র। মন্ত্রে শিরকি কথা থাকতেও পারে আবার শিরক বিহীনও হতে পারে। শিরক বিহীন স্পেল হলেও উহা নিষিদ্ধ। কথা কিভাবে বাহ্যিক পরিবেশে প্রভাব ফেলে সেটা বুঝাতে হলে 'occult physics' এর দিকে যেতে হবে, যেদিকে নিকোলা টেসলা হেটেছেন। এ জন্য প্রাচীন কাল থেকে প্রত্যেক যাদুকরই ছিল উচ্চস্তরের ন্যাচারাল ফিলসফার। আর এই ন্যাচারাল ফিলসফি থেকেই ফিজিক্স/ফিজিসিস্টদের উত্থান। কোয়ান্টাম ফিজিক্স সবচেয়ে এডভান্স থিওরেটিকাল মেকানিক্স।এজন্য আজকের শেষ যুগে পাশ্চাত্যের সর্সারারগন সবাই সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম ফিজিক্স স্টাডি করেন।এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহব্বান করে। যারা বলতে চায় 'কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম' দুঃখিত পার্টিকেল ফিজিক্স একদম পবিত্র নিষ্কলুষ তাদেরকে প্রশ্ন করি কেন আল্লাহর রাসূল(সা) এস্ট্রলজিক্যাল সাইন্সকে যাদুর শাখাভুক্ত বলেছেন?

শায়খ বিন বাজ বলেন, যাদুর বিপরীতে রয়েছে তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ যাদুকররা কখনো আল্লাহর উপর ভরসা করে না, তেমনটা চিন্তাও করে না। বরং তারা গুপ্ত Natural law গুলোকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে চায়। যখন তারা অন্তর দ্বারা এবং মন্ত্র দ্বারা ক্ষতিসাধন/লাভবান হবার অভিপ্রায় করে তখন সংশ্লিষ্ট বস্তু তার

স্রষ্টার কাছে ঘটবার অনুমতি প্রার্থনা করে। এজন্যই সমস্ত যাদু-ই নিস্ফল যদি আল্লাহর অনুমতি না প্রদান করেন। এজন্য আল্লাহ বলেন, " وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ " [٢:١٠٢]

মধ্যযুগে মিস্টিকরা এটা বিশ্বাস করত যে সমস্ত যাদুর ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কিন্তু আজকে একেও অস্বীকার করে সর্সারাররা। কাফির যাদুকররা যেমনি নিজে থেকে স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা করে, তেমনি আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দু'আ/প্রার্থনা/সাহায্য চাওয়াকে(ডিপেন্ডেন্সি) পছন্দ করেন। ব্যপারটি এরূপ যে দুই ব্যক্তির একজন অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে খায়, অপরজন বৈধ পন্থায় উপার্জন করে খায়। আর আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে সেটা না দিলেও তার মাঝে কল্যাণ নিহিত থাকে,যদিও আমরা তা বুঝি না।

আল্লাহ পছন্দ করেন তার উপর তাওয়াক্কুলকারীদেরকে এজন্য দেখা যায়ঃ ইমরান (রাঃ) বর্ননা করেছেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " . فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتَ مِنْهُمْ " . قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কারা, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? তিনি বললেনঃ যারা ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে লাগায় না এবং (জাহিলী যুগের ন্যায়) ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা কামনা করে না বরং তারা আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে। এ সময় ‘উক্কাশাহ্ (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নাবী! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘উক্কাশাহ্ তোমার আগেই সে দলভুক্ত হয়ে গেছে। (ই.ফা. ৪১৭; ই.সে. ৪৩১)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪১২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেসমস্ত কথামালা, যা আল্লাহর রাসূল(সা) শিখিয়েছেন এবং যে সমস্ত বানী দুনিয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন।

জগতের নীতিগুলো ম্যানিপুলেট করার জন্য মানুষ ও শয়তানের বানানো বুলি বা মন্ত্রের তুলনায় জগৎসমূহের মালিকের শেখানো কথাগুলো অধিকতর এবং সর্বাধিক শক্তিশালী। এবং বিজয়ী।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ
فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ . فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ
مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ
بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كُلْ
فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ " .

খারিজাহ ইবনুস সাল্‌ত (রহঃ) হতে তার চাচার সূত্র

তিনি একটি জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানকার কিছু লোক তার কাছে এসে বললো, আপনি এই ব্যক্তির [রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। কাজেই আমাদের এই ব্যক্তিকে একটু ঝাড়ফুঁক করে দিন। এ বলে তারা একটি পাগলকে বাঁধা অবস্থায় তার কাছে আনলো। তিনি তিন দিন সকাল-বিকাল সূরাহ ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলেন। তিনি যখনই পাঠ শেষ করতেন তখন থুথু জমা করে তার শরীরে নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর লোকটি যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। তারা তাকে কিছু বিনিময় দিলো। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে ঘটনাটি

জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যা পেয়েছো তা খাও। আমার জীবনের শপথ! কিছু লোক তো বাতিল মন্ত্র দ্বারা উপার্জন করে খায়। আর তুমি উপার্জন করেছো সত্য মন্ত্র দ্বারা।

সহীহঃ সহীহাহ্ (২০২৭)

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪২০

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Source: ihadis.com

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللهُ: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: اَللهم رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً .
رواه البخاري

আনাস (রাঃ)

তিনি সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না?’ সাবেত বললেন,

‘অবশ্যই।’ আনাস (রাঃ) এই দো‘আ পড়লেন, ‘‘আল্লাহুম্মা রাববান্না-স, মুযহিবাল বা’স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত্, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।’’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য

দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়।

রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ৯০৮

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Source: ihadis.com

কাফির যাদুকরদের মধ্যে সাইকিক হিলাররা(physic healers) যেসব স্পেল ব্যবহার করে তার অধিকাংশই অথর্ব এবং শয়তানের আনুগত্যের একটা মাধ্যম মাত্র।

بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا ،مَانَسُلَيْ بْنُ مُعَمَّرُ حَدَّثَنَا ،الرَّقِّيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا
ابْنِ عَنِ ،ارِالْجَزَّ بْنِ يَحْيَى عَنْ ،مُرَّةَ بْنِ عَمْرِو عَنْ ،الأَعْمَشِ عَنِ ،بِشْرٍ
تَرْقِي عَلَيْنَا تَدْخُلُ زٌعَجُو كَانَتْ قَالَتْ ،زَيْنَبَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ امْرَأَةِ زَيْنَبَ ،أُخْتِ
تَنَحْنَحَ دَخَلَ إِذَا هِاللَّ عَبْدُ وَكَانَ الْقَوَائِمِ طَوِيلُ سَرِيرٌ لَنَا وَكَانَ الْحُمْرَةِ مِنَ
جَانِبِي إِلَى فَجَلَسَ جَاءَفَ مِنْهُ احْتَجَبَتْ صَوْتَهُ سَمِعَتْ فَلَمَّا يَوْمًا فَدَخَلَ وَصَوَّتَ
فَجَذَبَهُ الْحُمْرَةِ مِنَ يهِفِ لِي رُقًى فَقُلْتُ هَذَا مَا فَقَالَ خَيْطٍ مَسَّ فَوَجَدَ فَمَسَّنِي
سَمِعْتُ الشِّرْكِ عَنِ أَغْنِيَاءَ اللَّهِ عَبْدِ آلُ أَصْبَحَ لَقَدْ وَقَالَ بِهِ فَرَمَى وَقَطَعَهُ
مَائِمَوَالتَّ الرُّقَى إِنَّ " يَقُولُ ـ و سلم عليه ا لله صلى ـ اللَّهِ رَسُولَ
الَّتِي عَيْنِي فَدَمَعَتْ لاَنٌفُ فَأَبْصَرَنِي يَوْمًا خَرَجْتُ فَإِنِّي قُلْتُ . " شِرْكٌ وَالتِّوَلَةَ
إِذَا الشَّيْطَانُ ذَاكِ قَالَ . دَمَعَتْ تَرَكْتُهَا وَإِذَا دَمْعَتُهَا سَكَنَتْ رَقَيْتُهَا فَإِذَا تَلِيهِ
فَعَلَ كَمَا فَعَلْتِ لَوْ وَلَكِنْ كِعَيْنِ فِي بِإِصْبَعِهِ طَعَنَ عَصَيْتِيهِ ذَاوَإِ تَرَكَكِ أَطَعْتِيهِ
تَشْفِينَ أَنْ وَأَجْدَرَ لَكِ خَيْرًا كَانَ ـ و سلم عليه ا لله صلى ـ اللَّهِ رَسُولُ

أَنْتَ فَـاِشْدُ النَّاسْ رَبَّ الْبَاسْ أَذْهِبِ " وَتَقُولِينَ الْمَاءَ عَيْنِكِ فِي تَنْضَحِينَ سَقَمًا يُغَادِرُ لاَ شِفَاءَ شِفَاؤُكَ إِلاَّ شِفَاءَ لاَ الشَّافِي " .

যায়নাব (রাঃ) বর্ননা করেন,

এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়ফুঁক করতো। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সূতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ “মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত”। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না

করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি নিম্নোক্ত দুআ’ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাওঃ “আযহিবিল বা’স রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান” (হে মানুষের প্রভু! কষ্ট দুর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায় না, এমনভাবে আরোগ্য দান করো যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫৩০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

যাদুবিদ্যাকে ইমাম রাযি(রঃ) এর আটভাগ অনেকটাই শুদ্ধ। তবে তার অনেক কথা বিতর্কিত। এসকল বিষয় ইমাম ইবনে কাসির(র) এবং ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির তাবারি(রহ.) এর তাফসীর দেখতে পারেন।

পরবর্তী পোস্টে 'অকাল্ট ফিজিক্স এবং ননডুয়ালিজমের' উপর কিছু লিখবার ইচ্ছা

আছে।

ইনশাআল্লাহ

যাদুবিদ্যা চর্চায় শয়তান জ্বীনের ভূমিকা

আমাদের মধ্যে একটা ধারনাকে ঢোকানো হয়েছে যে, যাদুচর্চা বা সর্সারি মানেই হচ্ছে শয়তান জ্বীনের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতি করা। এটাকেই যদি যাদুর একমাত্র সংজ্ঞা হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে কাব্বালিস্টিক, হার্মেটিক টিচিং গুলো কি? সায়েন্স?! এখান থেকেই নিও মু'তাযিলা চিন্তাধারার সূত্রপাত। যার জন্য অজস্র ম্যাজিক্যাল অকাল্ট ডক্ট্রিনগুলোকে ইসলামাইজ করতে দেখা যায়। এরজন্য আইনস্টাইনিয়ান ঈশ্বরের ব্যাখ্যাকে ইব্রাহীম আলাইহিসালামের রব বানিয়ে দেওয়া হয়, মা'আযাল্লাহ! এসব আমরা ফেসবুকের সেলিব্রেটি পর্যায়ের নামিদামি ইসলামিক চিন্তাবিদকেও করতে দেখি।

এজন্য আজ আমরা বিদ্যা-অপবিদ্যার সীমারেখা সম্পর্কেও জানি না। কোন একটা জিনিস নিজের মতের সাথে মিললে, সেটাকে গ্লোরিফাই করার জন্য যেখান থেকে হোক তথ্য নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট লেখা প্রকাশ করছি, যা লিখছি বা সেসব তথ্যগুলোর অরিজিনের ব্যপারে ওয়াকিবহাল হবার প্রয়োজনীয়তা একদমই মনে করছি না।

পশ্চিমা বিশ্বের উইক্কানরা শয়তান জ্বীনদেরকে gods,goddess শব্দ দ্বারা

পরিচয় দেয়। প্রত্যেক যাদুকর একজন না একজন gods/goddess এর পূজা করে। অনেক যাদুকর এদেরকে স্পিরিট গাইড, এ্যাঞ্জেলসহ আরো অনেক নামে ডাকে। আমাদের দেশের মূর্খ যাদুকর/কবিরাজ/জ্যোতিষী বা গনকরা এদেরকে গুরু,অন্তর্গুরু, মুর্শিদ ইত্যাদি নামে ডাকে। অনেক শিষ্য এ শয়তানদেরকে মৃত উস্তাদের সিদ্ধ আত্মা মনে করে। তবে মুসলিম দেশগুলোতে থাকা যাদুকরদের অধিকাংশই এদের ব্যপারে জানে। অর্থাৎ এরা সচেতন যে এরা শয়তান জ্বীনের থেকে সাহায্য নেয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পীর-ফকির-বাবা এই শয়তান জ্বীনের সাহায্য নিয়ে অলৌকিক কোন কিছু দেখিয়ে ব্যবসা অব্যাহত রাখে। পরিচিত এক গ্রামে এরকম শুনেছি, অমুক পীরবাবার জ্বীন তার অবাধ্য হয়ে বের হয়ে গেছে, যার জন্য গ্রামবাসীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে কেউ যেন সন্ধ্যার পর না বের হয়।

এক সেল্টিক উইক্কান কে তার যাদুচর্চায় জ্বীনের(স্পিরিট গাইড) সাহায্যের ব্যপারে প্রশ্ন করলে সে জানায়, যাদুচর্চায় এদের ভূমিকা অনেক। শয়তান জ্বীন না থাকলেও যাদু চর্চায় কোন বিঘ্ন ঘটে না, যেহেতু সেটা শুধুই ইন্টেন্টকেন্দ্রিক। সে জানায়, জ্বীনের সহযোগীতা প্রয়োজন হয় কোন হারানো কিছু খুজে পেতে, স্পেল ক্যাস্ট সফল কিনা জানাতে, আরো নিখুঁতভাবে করার প্রক্রিয়া/পদ্ধতি এবং স্পেল শেখাতে প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সর্সারারদের চিকিৎসায়, গাছগাছড়ার গুনাগুন

সংক্রান্ত তথ্য এবং বিচিত্র মেটাফিজিক্যাল দর্শন কেন্দ্রিক তথ্য দেওয়ার কাজ করে। জ্বীন যাদুকরদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং কবচ মাদুলি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার কাজটিও করে। এজন্য শয়তান জ্বীনের ভূমিকা যাদুকরদের কাছে অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলে জ্বীনের possession কেই যাদু বলা ভুল। আমাদের দেশে এটাই একমাত্র যাদুগ্রস্ততা। এজন্য মূল ম্যাজিক্যাল টেক্সট উৎসারিত ন্যাচারাল ফিলসফিকে সায়েন্স বলতে কষ্ট হয় না। আপনি কি জানেন, আজকের এই ফিজিক্স আমাদেরকে বলছে, ইন্টেন্ট রিয়ালিটিকে ম্যানিপুলেট করে! হয়ত, একারনে স্বপ্নের মনগড়া ব্যাখ্যাদান নিষিদ্ধ। সেটা ঝুলন্ত পায়ের মত। যে ইন্টেন্টকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা হবে, সেটাই ঘটবে। একই কারনেই ঈর্ষান্বিত লোকের নেতিবাচক অভিপ্রায়(ইন্টেন্ট) অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে,যাকে আমরা বদনযর বলি। এ বিষয়টিকে ধরেই এদেশের মর্ডান অকাল্ট প্রিচার কোয়ান্টাম ম্যাথড প্রত্যাশিত কিছু পেতে 'মনছবি' নামের কিছুর চর্চার পরামর্শ দেয় নিয়মিত, সেই সাথে মনোবাসনাকে শানিত করতে যোগসাধনা শেখায়।

যাদুকররা কজ এ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ইলাহ বানিয়ে নেয়। সেই সাথে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের অনধিকার চর্চা করে। এবং শয়তানের শেখানো সিঙ্গুলারিটির মেটাফিজিক্সে বিশ্বাস করতে শেখায়, এজন্য ওরা নিকৃষ্ট কাফির।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

তখন হয়ত ২য় শ্রেণীতে পড়ি, ইসলাম শিক্ষার ক্লাসটা হবেনা, ক্লাস ছুটিও দেয়নি। সবাইকে হিন্দুধর্মের ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসতে বলা হলো। বিভা ম্যাডাম হিন্দুধর্মের ক্লাস নিচ্ছিলেন। ওদের কারও মাঝে বর্তমান সময়টার মত উগ্র হিন্দুত্ববাদী চেতনা ছিল না। কিছুটা অসাম্প্রদায়িক। ম্যাডাম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বইয়ে উল্লিখিত কোন একটা মন্ত্র শেখাচ্ছিলেন, "ঔঁ ক্রিং গ্রিং.... স্বাহা" এরকম কিছু। এর দ্বারা কি কি হয় সেসবও কিছু বলছিলেন।

দুচারদিন আগে একটা ব্লগে প্রবেশ করলাম, সেখানে কোন যাদুকর কালো যাদু, স্পেল-ইনক্যান্টেশন প্রভৃতি জিনিস শেখায়। অবাক হলাম সেই হিন্দুধর্মের স্পেলটা এই ব্ল্যাকম্যাজিয়ানও ব্যবহার করা শেখাচ্ছে দেখে। এর জন্যই বলি, হিন্দু-বৌদ্ধ-

বৈষ্ণব-নাথ-বিশেষিকা ইত্যাদি সবই পূর্বাঞ্চলীয় যাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক স্যাটানিক দর্শন ছাড়া কিছু না। এজন্যই sect of horned god এর স্যাটানিস্ট Thomas LeRoy হিন্দুধর্মকে বামপথের আদর্শ রাস্তা বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিটা বিষয়ই এস্ট্রলজিকে ঘিরে। ওদের মুনী ঋষিদের কাছে প্রতিমাগুলোর ব্যাখ্যা ভিন্ন। সেসব ন্যাচারাল ফোর্স ও 'ল এবং কুফরি মেটাফিজিক্সেরই(Origin of existence) পার্সোনিফিকেশন। একদমই প্যান্থেইস্টিক। এজন্য মূর্খ নমঃশুদ্ররা ম্যাটেরিয়াল মূর্তি পূজা করলেও জ্ঞানীরা কাল্পনিক রিবার্থ এড়িয়ে মুক্তির জন্য ধ্যান তপস্ব্যায় শয়তানের সাথে নিজেদের যোগ করে। এসব আকিদা হলিউড ফাউন্টেইন, আই অরিজিন ইত্যাদি ফিল্ম দিয়ে বহুবার প্রমোট করেছে।

তো ওই ব্লগের কালোযাদুর উস্তাদের অন্যান্য মন্ত্রগুলোর কন্টেন্ট শুনলে অবাক হবেন। সরাসরি ইবলিসের পুরাতন নাম 'আযাযিলের' দোহাই দিয়ে এটা ওটা করে দেওয়ার জন্য আকুল আর্তি। সেই সাথে পাশাপাশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে অকথ্য ভাষায় গালি,অসম্মানজনক কিছু বলে বিদ্রোহ। অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুফর। আবার কিছু স্পেলে শয়তানি কন্ডিশনাল বাক্য। যেমন কবিতার ছন্দে লেখা, যদি এই স্পেল না কাজ করে,তাহলে আল্লাহ অমুকের তুল্য [নাউজুবিল্লাহ]। অর্থাৎ যাদুকররা খুব ভাল করেই জানে, সব ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। ওরা ভাল করেই জানে আল্লাহর আদেশ ছাড়া কারওই অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ বলেনঃ**"..তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না..।[২:১০২]"**

ওরা শুধুই দুনিয়ার তুচ্ছ কিছু লাভের জন্য পরকালকে বিক্রি করে দেয়। কুফরি কথা বলে, বা এমন কন্ডিশনাল বাক্য বলে যাতে আল্লাহ ওদেরকে

পরকালের(ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি করে ঈমান ত্যাগের জন্য) বিনিময়ে নগদে ফলাফল দিয়ে দেন। কিন্তু ওরা এর বিনিময়ে পরকালের সব হারায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

" তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।"

পাশ্চাত্যেও উইক্কানরা বিচিত্র দেবতা,দেবীর(শয়তান) নামে মন্ত্র পড়ে রিচুয়াল গুলো করে। এগুলো যাদুর একটা বিশেষ শাখা যেখানে, শয়তানকে ইনভোক করা হয়, আর আল্লাহর নামে কুফরি কিছু বলা হয়, কার্যসিদ্ধির জন্য। শয়তানের নিজের ঐ ক্ষমতা নেই যে তার হুকুমে বস্তুর পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহই সব পরিবর্তন ঘটান।

ওই তান্ত্রিকের ব্লগের কতক স্পেলে আল্লাহর কাছেই আকুল ভাবে এটা সেটা চাওয়া, কোন শিরকি শব্দ নেই।
কিছু স্পেল আবার সরাসরি ম্যাটারকে অমুক তমুক হয়ে যাবার জন্য কমান্ড করা। কিছু স্পেল একদমই অর্থহীন ননসেন্স রাইম। এগুলো সবই যাদুর ভিন্ন ভিন্ন মাজহাব। পাশ্চাত্যে Sigil,Sympathetic,Chaos, Elemental,Knot,ভুডো ইত্যাদি সবই বিচিত্র পথ ও প্রক্রিয়া। এক কব্বালিস্ট র্যাবাই বলেন, কাব্বালা ন্যাচারের নীতি গুলোকে ডিফাইন করে, সেগুলোকে কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায় সেসব সেখায়। তাদের কাছে এটা একটা বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এলিস্টার ক্রোওলির কাছেও এটা আর্ট এ্যণ্ড সায়েন্স। রকেট উদ্ভাবক- যাদুকর জ্যাক পার্সন সবসময় কোয়ান্টাম মেকানিকস দিয়ে যাদুবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন। যাদুকর নিউটন এ্যাকশ্যন এ্যাট ডিস্ট্যান্স এর কারন

খুজতে গিয়ে এর ব্যাখ্যায় ইথারের রিপ্লেসে গ্রাভিটি বসিয়ে অনেক দিন চুপচাপ থাকেন, এই ভয়ে লোকে আরেকটা যাদুর দিক বের করায় নিন্দা করবে। ক্রোওলি এ্যকশন এ্যট ডিস্টেন্স ডেমোন্সট্রেট করতে গিয়ে বন্ধুকে নিয়ে বাহিরে হাটার সময় দূরের লোককে নযর ও ইচ্ছার(ইন্টেন্ট) দ্বারা মাটিতে পর্যন্ত ফেলে দিয়েছিলেন।

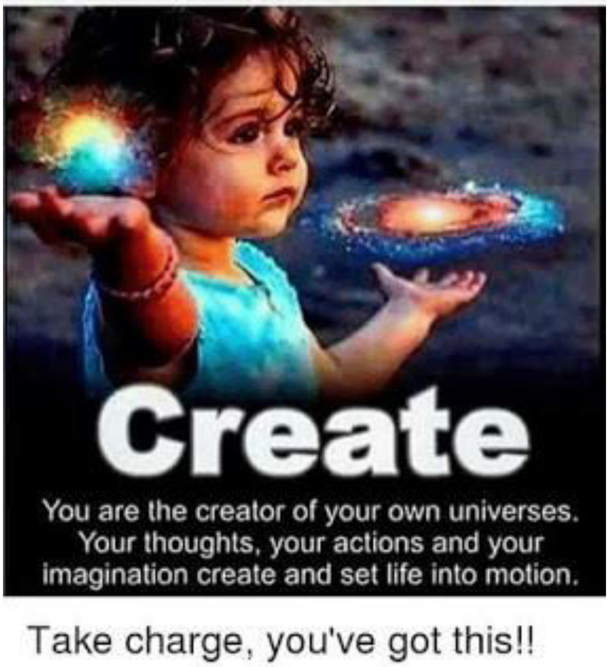

আজকের আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্সে ব্যবিলনিয়ান মিস্ট্রি স্কুলের আকিদাগুলো ১০০% প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শয়তানি সমস্ত বিদ্যাকে গ্রীন সিগ্নাল দেওয়া হয়েছে। এসব বিদ্যাকে নতুন মোড়কে প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই যাদুবিদ্যাভিত্তিক হিন্দু ধর্মের বেদ ফিজিসিস্টদের কাছে অগাধ জ্ঞানের সিন্ধু। বৌদ্ধ ধর্মই সবচেয়ে সায়েন্টিফিক দ্বীন আইনস্টাইনের চোখে।

শয়তান একটা বিরাট কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। সেটা হচ্ছে ওদের যাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক দর্শনগুলো থেকে সৃষ্টিকর্তার নিষ্প্রোয়জনীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা বৈজ্ঞানিক রিডাকশনিজম থেকেই শুরু। অথচ মধ্যযুগীয় যাদুকররাও আল্লাহর হুকুমকে তাদের কারসাজির অনুমতিদাতা হিসেবে বিশ্বাস করত।আজ এরাই নিজেদেরকে রব মনে করে। প্রথমত এরা কোন কিছুর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে সবর করে না, সরাসরি ফলাফল চায় এর উপর নিজেদেরকেই রব হিসেবে কল্পনা করে। আজকের কথিত (ব্যবিলনিয়ান) ফিজিক্স এই ইতিহাসের সর্বোনিকৃষ্টতম আকিদা ও কুফরের দিকেই উৎসাহিত করে। ওই দর্শন কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থাকেই সায়েন্টিফিক বলে। এজন্যই আজকে কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমের বিপ্লব চলছে। মানুষ দলে দলে কোয়ান্টাম ম্যাথডে যোগ দিচ্ছে। কারন এটাই আজকে সায়েন্স অব লিভিং! এখনো বিষয় গুলো বোঝেন না?! প্রাচীন অকেজো বস্তুবাদী বিজ্ঞান থেকে বের হয়ে আসতে হবে, আপনাকে জানতে হবে কেন সার্নের ফিজিসিস্টরা নিজেদের এথিস্ট না বলে মহাঋষি মহাযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যান। কেন, সার্ন ল্যাবের সামনেই নটরাজ শিবের মূর্তি! এগুলোই তো ছাইন্স!

অধ্যায়-৪: (শয়তান ও দাজ্জাল পূজারী)

জ্বীন-শয়তানদের উপাসক (Devil-Worshippers):

পৃথিবীতে একটাই সত্য ধর্ম ছিল তা হল এক স্রষ্টার ইবাদাত করা। তাহলে এখন পৃথিবীতে এত ভিন্ন ধর্মমত কেন? আল্লাহ জ্বীন ও মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানদের কেয়ামতের আগ পর্যন্ত কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এই শয়তানরাই পৃথিবীবাসী জ্বীন ও মানবজাতিকে ক্ষমতা দেখিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করার সরল পথ থেকে সরিয়ে তাদের ও তাদের বংশধরদের "দেবদেবী" হিসেবে পূজা করিয়ে পথভ্রষ্ট করেছে। ইদানীং কিছু আধুনিক পন্ডিত পাগান-পৌওলিকদের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য খুঁজেননি বরং তাদের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য বুঝলেই ধর্মকে আরো ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। বর্তমানের

মানুষের ধর্মমত অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়- ১) মুসলমান- যারা প্রকৃত স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী; ২) নাস্তিক - যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়, এবং ৩) বাকি সবাই অবাধ্য জ্বীন-শয়তানদের উপাসক যাদের দেবদেবী হল আল্লাহর অবাধ্য জ্বীন-শয়তানরা।

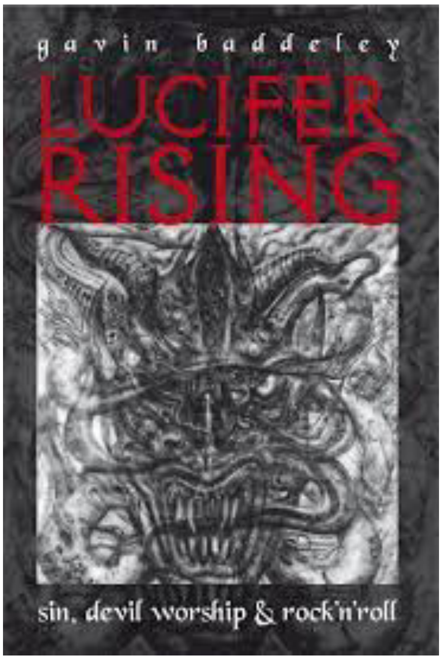

পাগান ও পৌওোলিক হল যারা আল্লাহর বদলে জ্বীন-শয়তানদের দেবদেবী ও মূর্তি হিসেবে পূজা করে। হিন্দুধর্ম, চীনা ঐতিহ্যগত ধর্ম, জাপানী শিন্টো ইত্যাদি পৌওোলিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর পাগান ধর্ম হল প্রাচীন গ্রীক ধর্ম Hellenism, Wicca, প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম Kemetism, প্রাচীন আরবের পাগান ধর্ম, প্রাচীন ইনকার ধর্ম, প্রাচীন মায়ান সভ্যতার ধর্ম ইত্যাদি। এছাড়াও আছে জৈন, শিক ও বৌদ্ধ ধর্ম যারা জ্বীন-শয়তানদের থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত। এখন আলোচনা করছি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্বীন-শয়তানদের উপাসক পাগান ও পৌওোলিকদের ধর্মমত সম্পর্কেঃ

বহু অবাধ্য সম্প্রদায়ে আল্লাহ সর্তককারী হিসেবে নবী পাঠিয়েছিলেন যেন তারা বিপথগামী হয়ে জ্বীন-শয়তানদের উপাসনায় নিয়োজিত না হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সেসব জ্বীন উপাসকরা নবী আর সর্তককারীদের অনেক অত্যাচার কিংবা হত্যা

করেছিল। ইদানীং কিছু আধুনিক পন্ডিতরা বলে হিন্দুদের রাম বা গৌতম বুদ্ধ নাকি মুসলমানদের নবী ছিল যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পৃথিবীতে সমস্ত নবী একটাই ধর্ম (ইসলাম=শান্তি) এবং একই তাওহীদ (প্রকৃত স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত) প্রচার করতে এসেছিলেন; যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ "তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত।"(সূরা আল আন-আম) "আল্লাহ তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আছ-ছফ, আয়াতঃ ৯] "তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?" (Luqman: 21) যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (Al-Maaida: 60) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (Maryam: 68)

সব ধর্মই যদি আগে এক ছিল তাহলে ইসলাম ধর্মে শয়তানের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু পৌওোলিকদের শাস্ত্রে নেই কেন?

পাগান-পৌওলিকরা ও জাদুকররা জ্বীন-শয়তানদের নানা নামের দেবদেবী হিসেবে অভিহিত করে। কিছু জ্বীন সাপের (বিশেষত Cobra, viper) বেশ ধারন করতে

পারে। উদাহরণস্বরূপ, জ্বীনদেরকে প্রাচীন মিশরীয়রা Apep, প্রাচীন সুমেরীয়রা Ningizzida, হিন্দুরা Pāli সাপদেবী হিসেবে পূজা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসছে” (সূরা নাজমঃ ২৩)। মূর্তিপূজারী জ্বীন উপাসক সম্পর্কে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর ইরশাদঃ "তারা যাদেরকে (জ্বীনদেরকে) আহবান করে তারাই (জ্বীনরা) তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদা একদল জ্বীন মুসলমান হলো। তাদের পূজা করা হতো। কিন্তু পূজাকারী এ লোকগুলো তাদের পূজাই আকড়ে থাকলো। অথচ জ্বীনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করেছে। [সহীহ মুসলিম , হাদিস নাম্বার: ৭২৭৩]

হিন্দুধর্মে তাদের দেবতা Shivs আর কালী হল আল্লাহর অবাধ্য জ্বীন-শয়তান যারা পৃথিবীতে এসেছিল অন্য জগত থেকে বিশেষ ধরনের যান (UFO) ব্যবহার করে। জ্বীন-শয়তানের UFO যান হিন্দুদের সংস্কৃত মহাকাব্যে “flying vimanas” (flying wheeled chariots) হিসেবে উল্লেখিত আছে। জ্বীন-শয়তানরা যে

তাদের যাতায়তকারী যান (mechanical birds) দিয়ে তাদের সম্প্রদায়ে এসেছিল তা হিন্দুদের মহাভারতেও উল্লেখ করা আছেঃ 1.164.47-48:47. “kṛṣṇáṃ niyânaṃ hárayaḥ suparṇâ / apó vásānā dívam út patantitá âvavṛtran sádanād ṛtásyâd / íd ghṛténa pṛthivî vy ùdyate48. dvâdaśa pradháyaś cakrám ékaṃ / trîṇi nábhyāni ká u tác ciketatásmin sākáṃ triśatâ ná śaṅkávo / 'rpitâḥ ṣaṣṭír ná calācalâsaḥ” -এর মানে (Swami Dayananda Saraswati অনুবাদ)"jumping into space speedily with a craft using fire and water ... containing twelve stamghas (pillars), one wheel, three machines, 300 pivots, and 60 instruments”. হিন্দু সম্প্রদায়ে আসা জ্বীন-শয়তানের যান Vimana (Winged flying machine) থেকে বর্তমানের “বিমান” শব্দের উৎপত্তি আর সেই Vimana (Winged flying machine) এর নকশার আকৃতিতে নির্মাণ করা হয় তাদের অনেক মন্দির।

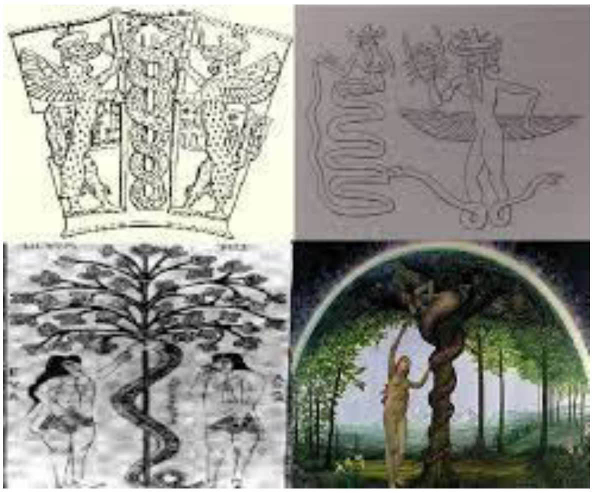

মহাভারত ও হিন্দুদের নানা গ্রন্থে এই জ্বীন-শয়তানের যানকে (chariots) নানা ভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেমনঃ “They roar like off into the sky until they appear like comets”... “powered by winged

lighting…it was a ship that soared into the air, flying to both the solar and stellar regions.” হিন্দুরা জ্বীনদের জগতকে “স্বর্গ” বলে বিবেচনা করে যেই স্বর্গ থেকে তাদের জ্বীন দেবতারা পৃথিবীতে আসাযাওয়া করে। Tantyua ও Kantyua এর তিব্বতীয় গ্রন্থেও এমন জ্বীনদের যানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে “pearls in the sky” হিসেবে।প্রাচীন মিশরীয় Tulli Papyrus এ লেখা আছে একটি অদ্ভুত Fiery Disk এসেছিল জ্বীনউপাসক Thutmose III সময়ে। এছাড়াও প্রাচীন ইউরোপীয়দের গুহায় অঙ্কন করা হয়েছিল বহু জ্বীনদের যান।এর একটি উদাহরণ হল অস্ট্রেলিয়ার Kimberley এর native Aborigines প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে এঁকেছিল তাদের দেবতা Wandijina (sky beings) যারা ছিল জ্বীন-শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃস্টি করেছেন।” (সূরা আল আন-আম)

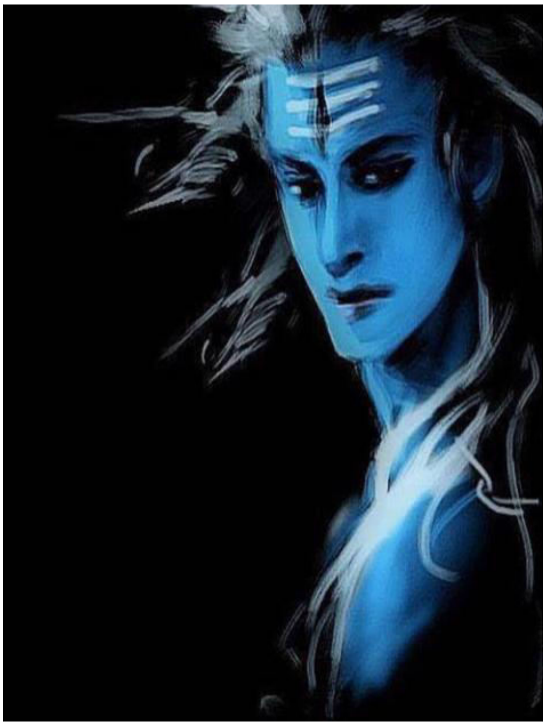

জ্বীনদের গায়ের রং একেকজনের একেক রকম। যেমনঃ কালো, নীলচে, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। হিন্দু দেবতা কৃষ্ণকে কালো এবং যখন শিবকে সাদা হিসেবে বিবেচনা করা

হয়। হিন্দুদের মূর্তি আর ছবিতে তাদের দেবতা কৃষ্ণ, রাম শিবকে বেশির ভাগ সময় নীলচে ত্বক দেখানো হয়। এর আরেকটি অন্যতম কারন হতে পারে বেশিরভাগ সময় যখন জ্বীনদের চলাচলকারী যানগুলো থেকে তাদের দেবতারা যখন নামত তখন electromagnetic energy বিকিরনের কারনে তাদের দেবতাদের শরীরে নীল ও বিভিন্ন রংয়ের আভা দেখা যেত। আমরা জানি জ্বীনরা ধোয়াহীন শিখা থেকে তৈরি এবং জ্বীন এর শরীরের বর্ণালী এর ইনফ্রারেড অংশ থেকে শক্তি বিকিরণ করে। আর এই নীল আভা বিকিরণকারী জ্বীনরা হিন্দুদের দেবতা। হিন্দুদের দেবতারা মাথায় kiritas পড়ত যা বর্তমানের হেলমেটের (head gear) মত কারন আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রিত বজ্রপাত, বৃষ্টি ও সূর্যের অতিরিক্ত তাপবিকরণ থেকে বাচারঁ জন্য জ্বীন-শয়তানরা alien হেলমেটের ন্যায় kiritas ব্যবহার করত।

<u>কেন হিন্দু দেবদেবী (জ্বীন-শয়তান) বহু মস্তক কিংবা বহু হাত-পা বিশিষ্ট?</u>

কারন তাদের বহু মস্তক দিয়ে বুঝানো হয় তাদের বুদ্ধিমত্তা ছিল সাধারন মানুষের চেয়ে বহু গুণ। আর বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে বুঝানো হয় সাধারন মানুষের চেয়ে তারা বহু গুণ শক্তিশালী। তাদের দেবদেবীরা (জ্বীন-শয়তানরা) সৃজনশীল ছিল যেমনঃ তাদের দেবতা কৃষ্ণ বাশিঁ বাঁজাত মানবজাতিকে আল্লাহর স্মরণের বদলে গানবাজনায় ব্যস্ত রাখার জন্য। তাদের দেবতাদের (জ্বীন-শয়তান) ছিল আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পদাতিক বাহিনী আর ফেরেশতাদের সাথে যুদ্ধের জন্য আধুনিক nuclear weapons ও atomic bomb এর মত অস্ত্র। পুরাতত্ত্ববিদরা ভারতের রাজস্থানে (পশ্চিম যোধপুর) খুঁজে পেয়েছে radioactive ash যা প্রমাণ দেয় কয়েক হাজার বছর আগে সেখানকার প্রাচীন সভ্যতা ফেরেশতাদের সাথে যুদ্ধে atomic blast এর কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাও ধ্বংস হয়েছিল এমন nuclear explosion এর কারণে। “কতক মানুষ

অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে।"(সূরা হাজ্জ্ব)

হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের ৮ জন স্ত্রী ছিল। আট স্ত্রী ছাড়াও তাদের দেবতা বিষ্ণুর অবতার এবং Dwarka রাজা হিসেবে প্রায় ১৬০০০ এর চেয়েও বেশি নামহীন স্ত্রীর কথা উল্লেখ আছে তাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে তাদের কিছু দেবতা (ফেরেশতা) ভালো আর কিছু দেবতা মন্দ (জ্বীন-শয়তান)। তারা তাদের একদল দেবতাকে (জ্বীন-শয়তানকে) মন্দরূপে অভিহিত করায় আল্লাহ বলেছেনঃ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে"। (সূরা আল আ'রাফ)

অনেকেই "yoga" কে শুধুমাত্র শরীরচর্চা বলেই মনে করে।

কিন্তু yoga শুধুমাত্র শরীরচর্চাই নয় বরং এটি গভীর ধ্যানের সাথে জড়িত। আর বৌদ্ধ ও হিন্দুদের গভীর ধ্যান, প্রাচীন চীনের qigong অনুশীলন, মুদ্রা, মন্ত্র ইত্যাদি পাগান-পৌওলিকদের তাদের দেবতাদের (জ্বীন-শয়তানের) সাথে জ্বীনদের জগতে যোগাযোগ করার মাধ্যম। এই ধরনের চর্চা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের চক্র সাধনা অনেকটা ouija board এর মত যা জ্বীনের জগতে নিজের আত্মাকে নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠার মত। যখন সালাতে "সূরা ফাতিহা"য় মুসলিমরা এক আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে তখন হিন্দু আর পাগানরা পূজা ও তাদের উপাসনার সময় শয়তানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। হিন্দু মন্ত্রের একটি হল "Om namah shivaya ("I bow to Shiva"—Shiva being

the inner Self, or true reality)” যার মানে তারা শিব (ক্বারিন জ্বীনের) কাছে মাথা নত করতে চায়। আল্লাহ বলেছেনঃ “অনেক মানুষ অনেক জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বীনদের আত্নম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।” [সূরা আল জিন, আয়াতঃ ৬] “সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা।সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু (জ্বীন-শয়তান) এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।” (সূরা হাজ্জ্ব) মুসলমানরা সালাতে “সূরা ফাতিহা”য় বলে “সকল প্রশংসা এক আল্লাহর” অন্যদিকে “ওম” একটি হিন্দু সংস্কৃত মন্ত্র যা শয়তানকে প্রশংসা করার মন্ত্র। আল্লাহ বলেছেনঃ “বল, তোমরা আল্লাহর ব্যতিত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি?” “তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।” (সূরা হাজ্জ্ব)

মানুষের সাথে নিয়োজিত ক্বারিন জ্বীনের সাথে যোগাযোগ করাকে হিন্দুরা তাদের রীতিনীতির অংশ হিসেবে চর্চা করে। তারা বিশ্বাস করে “পরমাত্মা”(ক্বারিন জ্বীনের সত্ত্বা) হল তাদের ভগবানের এক বিশেষ রূপ। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মা (ক্বারিন জ্বীনের সত্ত্বা) উভয়ই বতর্মান। হিন্দু ধর্মের Decimal System, hind numerals, গণিত, ভারতনট্টম আর শিবার ধ্বংসযজ্ঞের নাচের মুদ্রা ইত্যাদি আসলে জ্বীন-শয়তানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। বর্তমানে এলিয়েনবিশেষজ্ঞরা এ ধরনের চিহ্ন, ভঙ্গি, প্রতীক আর সংখ্যা ব্যবহার করে জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ করে। নৃত্য শুধুমাত্র নৃত্য নয় তা বহন করে গুপ্ত ম্যাসেজ তাই নৃত্য

মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ যদিও না জেনে বর্তমানে কিছু মুসলিমরা তাদের স্কুলে নাচগান শেখে। অনেক ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করে নাচগানের মাধ্যমে তাদের স্রষ্টার কাছাকাছি আত্মাকে নিয়ে যাওয়া যায়। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা করছে যার সাথে আল্লাহর কোন সংযোগ নেই। "তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল"।(সূরা হাজ্জ্ব) হিন্দুদের ভারতনট্টম নাচ শরীরের কেন্দ্রের অক্ষ থেকে জ্যামিতিক কোণীয় সম্পর্ক বর্ণনা করে যে অঙ্গভঙ্গিতে তারা দেবতাদের (জ্বীন-শয়তানের) সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে (geometric angular relationships from the axis of the body's center) তাই নৃত্য চলাকালে সেখানে ফেরেশতারা আসতে পারে না।

<u>**প্রাচীন হিন্দু ধর্মালম্বীরা গণিতে দক্ষ ছিল**</u>:

কারন সংখ্যা ছিল তাদের দেবতা জ্বীন-শয়তানদের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম যা mātrāmeru নামে পরিচিত ছিল। Chandahśāstra গ্রন্থে হিন্দুদের পন্ডিত Pingala binary number system এর কথা উল্লেখ করেছিল। Chakravala ছিল তাদের ব্যবহৃত algorithm।

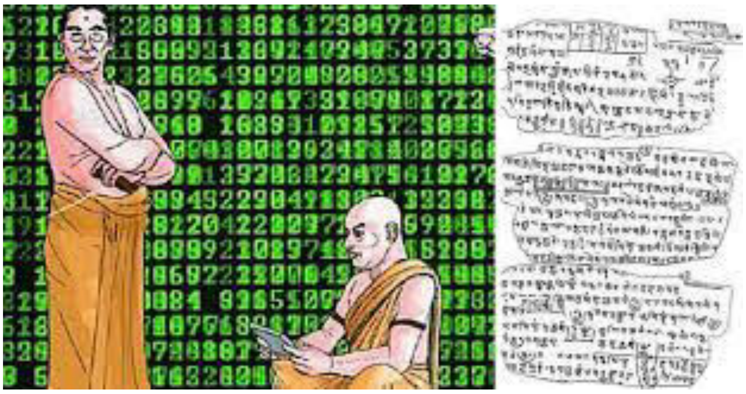

Aryabhatiya বইয়ে প্রাচীন হিন্দুদের জ্যোর্তিবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রমাণ দেয় যে সেসময় তাদের দেবতারা (জ্বীন-শয়তান) মানুষের জগত ছাড়াও অন্য জগতে (জ্বীন জগতে) আসা-যাওয়া করত। জ্বীন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রাচীন হিন্দুদের

চিকিৎসাবিদ্যা Ayurveda, *agada-veda*, *sasya-veda* (কৃষিবিদ্যা), *sarpa-veda*, vaimanika shastra (বিমান সম্বন্ধীয় জ্ঞান) হিসাবে পরিচিত ছিল। জ্বীন-শয়তান থেকে তারা পেয়েছিল nanotechnology এর মত নানান প্রযুক্তি।

কেন হিন্দুরা গরুকে পূজা করে?

কারন গরু হল "ক্লোনিং" প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীতে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার সূত্র যা ছিল জ্বীন-শয়তান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। বিতাড়িত শয়তান আল্লাহকে বললঃ "তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।" [সূরা আন নিসা, আয়াতঃ ১১৯] প্রাচীনকাল থেকে জ্বীন-শয়তানরা গরু অপহরণ করে তাদের যাতায়াতকারী যানে নিয়ে যেত। এমনকি ১৯৭০ সালের বিদেশী পত্রিকাগুলোতেও এমন গরুর নিখোঁজ সংবাদগুলো প্রকাশিত হত। কারন মানব এবং গরুর ভ্রূণ কোষকে সংমিশ্রিত করে হাইব্রিড কোষ তৈরি করতে পারে। হাইব্রিড কোষটি থেকে নতুন ক্লোন জ্বীন-মানবের সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের মা যেমন পৃথিবীতে নতুন মানুষ নিয়ে আসে তেমনি গরু মাতাকে ব্যবহার করে নতুন জীবন পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব ক্লোনিং এর মাধ্যমে আর হয়তো এ কারনেই বোধহয় হিন্দুরা গরুকে মা ডাকে।

যা কিছু হারাম, অপবিত্র, কৃত্রিম এবং যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তাতেই জ্বীন-শয়তানরা শরীক হয়। যখন জ্বীন উপাসক (মূর্তিপূজারী ও দেবদেবীপূজারীরা) নানা ধরনের খাদ্য তাদের দেবদেবীর মূর্তিকে প্রদান করে তখন জ্বীন-শয়তানেরা মূর্তিতে প্রবেশ করে প্রসাদ ও উৎসর্গ করা খাদ্য যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। তাদের দেবতারা জ্বীন-শয়তানরা হল মুসলমানদের শত্রু। আল্লাহ বলেছেনঃ “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ কর।' (সুরা ফাতির : ৬) কাফের-মুশরিকরা (জ্বীনসাধক, জাদুকর, মূর্তিপূজারী, দেবদেবী/ পাগান-পৌওোলিক) মুসলমানদের শত্রু কারন তারা মানবজাতির শত্রু জ্বীন-শয়তানদের বেচেঁ থাকতে ও শক্তিশালী হতে সহায়তা করে। আল্লাহ বলেছেনঃ “তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য (জ্বীন-শয়তানদের) গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে ধৃত হয়ে আসবে।' (সূরা ইয়াসীন)

তেমনি ইবলিসের সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানরাও কাফের, জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তানদের আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে সহযোগীতা করে। আল্লাহ বলেছেনঃ “হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রুদের এবং আপনার শত্রুদের (কাফের/ জাদুচর্চা ও মুশরিকদের/দেবদেবী পূজারী/মূর্তি পূজারী/ জ্বীন-শয়তান উপাসক) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না এবং তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করো না "[আল মুমতাহানাহ, ৬০: ১] আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। (Al-A'raaf: 27) আল্লাহ তাআলা নানা নিয়ামত দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন আর মুশরিকরা তা ভোগ করে ইবাদাত করে আর ধন্যবাদ দেয় জ্বীন-শয়তানদের।আল্লাহ তাই বলেছেনঃ “মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।”(সুরা বনি ইসরাইল : ৬৭) “যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে

কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।"(সূরা আল আন-আম)

"ধর্ম যার যার, উৎসব সবার "- এমন অমুসলিমদের মতবাদ ইসলামে গ্রহণযোগ্য না।

হিন্দুরা কি মুসলমানদের কুরবানী ঈদের উৎসব পালন করে? তাহলে মুসলমানরা কেন তাদের দেবতা (জ্বীন-শয়তানদের) নামে অনুষ্ঠিত উৎসব পালন করবে? ইসলামে পাগানদের মূর্তিপূজায ও তাদের অন্যান্য উৎসবে অংশগ্রহণ বা উৎযাপন করা কিংবা তাদের রীতিনীতিতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ সব পাপ তওবা করলে ক্ষমা করেন কিন্তু তার সাথে কাউকে শরীক করলে তা মাফ করেন না।হিন্দুদের প্রসাদ তাদের শয়তানের উদ্দেশ্যে দেয়া তাই মুসলমানদের জন্য তা নিষিদ্ধ।আল্লাহ বলেছেনঃ "আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" (সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১৬৫) মুসলিমদের জন্য মুশরিকের উৎসব এবং পূজাতে অংশগ্রহণ করা এবং তাদের ধর্মীয় উৎসবকে সহায়তা করা বা সহানুভূতি দেখানো বড় গুনাহের কাজ কারন এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যকে গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করা হয় যা শিরক। আবদুল্লাহ ইবনে আল আসস বলেনঃ "যে ব্যক্তি মুশরিকের জমিতে বসবাস করে এবং তার নওরোজ (নববর্ষ) এবং তাদের উৎসব উদযাপন করে, এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের অনুকরণ করে, কেয়ামতের দিনে

তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” যদিও ইসলাম জোরপূর্বক অমুসলিমকে ধর্ম পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করে না তবে মুসলিমদের অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন মানুষ তার বন্ধুর ধর্মই পালন করে। আজকের ধর্মহীন স্কুল কলেজগুলোতে পাগান আর মুসলিমরা একসাথে পড়াশোনা করে তাই তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্তক করেছিলেন যে কেয়ামতের আগে মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কিত সত্যিকারের জ্ঞান কমে যাবে আর মূর্তিপূজারীদের সাথে মুসলিমরা শিরক শুরু করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর উম্মতের একটি দল বুঝবে না মূর্তিপূজারীদের সাথে তাদের পার্থক্য!

এলিয়েনবিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করে অজন্তা আর ইলোরা গুহার উপাসনালয়গুলো জ্বীন-শয়তানদের (aliens) তৈরি।

হিন্দুদের মন্দিরগুলোতে মাঝে মাঝে নানা রহস্যময় ঘটনা ঘটে কারন সেখানে থাকে জ্বীন-শয়তানদের বিচরণ। কিছু জাদুকর জ্বীন-শয়তান মৃত মানুষের হাড় আর রক্তপান করে। এই জ্বীন-শয়তানকে উপাসনা করে হিন্দুরা তাই তারা তাদের দেবী কালীকে খুশি করার জন্য মাংস আর রক্ত দেয়। ভারতবর্ষে Barha নামক গ্রামটিতে এখনও হিন্দুরা তাদের সন্তানদের উৎসর্গ করে। ২০১৪ সালে The National Crime Records Bureau (NCRB) রিপোর্ট করেছে যে ভারতে মূর্তিপূজারীরা বহুসংখ্যক শিশু ও মানুষ বলি দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ “এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।” [সূরা আল আন-আম, আয়াত ১৩৭] প্রকৃত স্রষ্টার খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না বরং

আল্লাহ পবিত্র ফল ও পশুপাখিকে মানবজাতির খাদ্য করেছেন যেন তার দ্বারা আহার করে মানুষ বেঁচে থাকে। আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীল হিসাবে সব প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) এর সময় আল্লাহর অবাধ্য শাসক নিমরুদ রাজ্যে প্রতিমা পূজা এবং মানুষ বলিদানের প্রথা চালু করেছিল। ইব্রাহীম বললেন, "পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল আনকাবুত)

আর তাই পাগান আর মূর্তিপূজারীদের সাথে আমাদের ধর্মের পার্থক্য বুঝানোর জন্য নবী ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) এর পুত্রকে কুরবানীর বদলে পশু বলি দেয়ার ঘটনাটি ছিল মুসলমানদের জন্য শিক্ষামূলক। ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) একবার স্বপ্ন দেখে স্রষ্টাকে খুশি করার জন্য তাঁর নিজ পুত্রকে কুরবানী দিতে হবে। এই ঘটনাটি ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) এর জন্য ছিল একটি পরীক্ষা। আল্লাহরকে খুশি করার জন্য "আল্লাহর নামে" তিনি নিজ পুত্রকে কুরবানী দেয়ার সময় আল্লাহ তার পুত্রের স্থানে একটি পশু পাঠালেন যেন মুসলমানরা বুঝতে পারে "আল্লাহর নামে" (বিসমিল্লাহ) পশু জবেহ করে আহার করলে তাতে জ্বীন-শয়তানরা শরীক হয় না। আর মুসলমানদের জন্য মানুষ বলি দেয়া নিষিদ্ধ। কুরবানীর মাংস যেন তাঁর ধনী ও দরিদ্র বান্দারা খেয়ে আল্লাহর শোকর গোজার করে একারনেই কুরবানী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ।

জ্বীন-শয়তানের সাধনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে শয়তানের সাধকরা মানুষের রক্তপান করে, মানুষকে বলি দেয় কিংবা মানুষের মাংস খায় যা ইসলামে হারাম। যেমনঃ হিন্দুদের cannibalistic sect aghori মানুষখেকো। ২০ শতাব্দির দিকে

ইউরোপের পাগানদের মাঝেও medicinal cannibalism এর প্রচলন দেখা যায় যেখানে চিকিৎসকরা মানুষের রক্ত খেতে প্রেসক্রাইভ করত ওষুধ হিসেবে! আল্লাহ বলছেন: "মুশরিকরা অপবিত্র"। এছাড়াও মুশরিকরা আল্লাহর নামে খাদ্য গ্রহণ করে না তাই তাদের দেহকে রোগজীবাণু বেশি আক্রমন করে ঈমানদারদের চেয়ে।

হিন্দুদের মত অন্যান্য পাগান-পৌওলিকদের ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নানা মত আছে। অনেক পৌওোলিকরা বিশ্বাস করে তাদের স্রষ্টা নিরাকার। কিন্তু মুসলমানদের "আল্লাহ" কি নিরাকার? না! আল্লাহর আকার আছে তবে তা মানুষের বা কোন পরিচিত কিছুর আকারে নয়। আল্লাহ তাঁর সাক্ষাত কেবলমাত্র তাঁর প্রিয় বান্দাদের দেবেন।কিছু হিন্দু আবার গাছ আর আগুনকে পূজা করে।যারা আল্লাহর পরিবর্তে জ্বীন-শয়তান, মানুষ বা আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে ইবাদাত করে বা আল্লাহর সাথে তাদের সমকক্ষ নির্ধারণ করে শির্কে লিপ্ত হয় তারা "মুশরিক" বলে বিবেচিত। মুশরিকের কেউ কেউ বেহেশত ও দোজোখে বিশ্বাসী। আর তাদের মধ্যে একদল আছে যারা জাদুচর্চাকারী "কাফের"।

কাফের ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য আছে। গভীর সাধনার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী কাফেররা তাদের মস্তিষ্কে অবস্থিত "তৃতীয় চক্ষু" (pineal gland) সক্রিয় করে আধ্যাত্মিক জগতে ক্বারিন জ্বীন-শয়তানের সাথে যোগাযোগ করে জাদুবিদ্যা শেখে ও মানুষকে শেখায়, কাফেররা পরকাল ও বিচারদিবসে বিশ্বাস করে না; তারা পুনর্জন্ম ধারনায় বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে সব কিছুই স্রষ্টা, এমনকি তারা নিজেরাও স্রষ্টা! তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হল জ্বীন-শয়তানদের সাথে যোগাযোগ করে ক্ষমতা ও জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে নিজেদের "আলোকিত" করা আর জ্বীন-শয়তানদের কথা অনুযায়ী মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে পথভ্রষ্ট করা। কারন ইবলিস তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার আদেশ মেনে চললে তারা পৃথিবীতে লাভ করবে অমরত্ব। প্রাচীন

ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার আল্লাহর অবাধ্য সব শাসকরাই তৃতীয় চক্ষু ধারনায় বিশ্বাসী কাফের ছিল যেমন: প্রাচীন মিশরের ফেরাউন, প্রাচীন ব্যাবিলনের নিমরুদ।অন্যান্য অনেক জ্বীন উপাসকদের মত হিন্দুরা কপালে তীলক বা টিপ দেয় "তৃতীয় চক্ষু" ধারণা থেকে। বৌদ্ধ আর হিন্দুধর্ম হল ম্যাজিকের minor ভার্সন যা আফ্রিকান-আমেরিকান hoodoo folk ম্যাজিককে প্রভাবিত করেছিল।

এছাড়াও কাফেরদের তালিকাভুক্ত গৌতম বুদ্ধ যে গভীর সাধনার মাধ্যমে ক্বারিন জ্বীনের সাথে যোগাযোগের পথ শেখায় বৌদ্ধদের। হিন্দুদের ব্রাক্ষণ, ইহুদিদের rabbi যারা জাদুচর্চা করে তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্ম, জৈন ও বৌদ্ধধর্মে কোন বিচার দিবস নেই। প্রাচীন গ্রীকের পাগান ধর্মাবলম্বী, প্রাচীন রোমের পাগান ধর্মাবলম্বী, *Tibetan Buddhism,* জৈন ধর্ম, চীনা ধর্ম Taoism, খ্রিস্টানদের mystic ইত্যাদি এবং যারা নিজেরদের "Aryans" বলে দাবী করে, তারাও "কাফের" হিসেবে বিবেচিত। কাফের মানুষরা হল "মানুষ-শয়তান" যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচান করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ত্রবং ইবলিসের আদেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।মুসলমানরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সালাত কায়েম করে । আর কাফেররা নিজেদের দেহকেই মন্দির বানিয়ে গভীর সাধনা করে জ্বীন-শয়তানের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ বলেছেনঃ 'যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি এইসব কাফিরের আবাস নয়? [সূরা আনকাবুত, ৬৮] মুসলমান যারা ত্রক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর জ্বীন-শয়তানের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে জাদুচর্চা করে তারা কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেনঃ "এটা এজন্যে যে, তারা

ঈমান আনবার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না"। [সূরা মুনাফিকুন, ০৩]

প্রাচীনকাল থেকেই পাগান ও পৌত্তোলিকদের মধ্যে ধারণা ছিল যখন স্রষ্টা মানুষের চেতনার (consciousness) মধ্যে বিরাজ করে তখন তাদের ঈশ্বর তিনটি সত্ত্বার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে (মানুষের সত্ত্বা+ ক্বারিন জ্বীনের সত্ত্বা + ফেরেশতার সত্ত্বা = trinity)। প্রাচীন আরবের পাগানরা বিশ্বাস করত এই তিন সত্ত্বা মিলে তাদের ঈশ্বরের মাতা দেবী আল-লাত। এই trinity ধারনা বর্তমানের খ্রিস্টানদের মধ্যেও আছে। আল্লাহ বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই।" মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুয়ত লাভের আগে আরবে চন্দ্র দেবতা "আল-ইলাহ" তিনটি কন্যা (আল-লাত, আল উজ্জা ও মানত) রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হত।

আল্লাহ বলেছেনঃ "এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কি পুত্র-সন্তান। না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আস-সাফফাত, 149-152] প্রাচীন আরবের পাতালের দেবী "আল-লাত" এর প্রতীক ছিল সূর্য; ভাগ্যের দেবী মানাতের প্রতীক অর্ধচন্দ্র বা ক্রিসেন্ট মুন। আর তাদের দেবতা আল উজ্জার প্রতীক ভেনাস। জ্বীন ও মানব জগতের ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য ও তারকাগুলো জাদুচর্চার সাথে জড়িত। আল্লাহ বলেছেনঃ"..... তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা

সৎপথ পায় না।" (An-Naml: 24) "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।"(সূরা হা-মীম সেজদাহ)

Old testament এর Asherah বা allat pole প্রতিফলন করে প্রাচীন pyramidion কে যা পাগানদের দেবদেবীর একটি প্রতীক। তাদের মতে আল-লাত উদ্ভব হয়েছে পদ্মফুল থেকে যে ফুলকে "সৃষ্টির ফুল" নামে অভিহিত করে। হিন্দু দেবদেবীর সাথেও পদ্মফুলের প্রতীক থাকতে দেখা যায়। কাফেরদের ধারনা পৃথিবী হঠাৎ করে নিজেই accidentally সৃষ্টি হয়েছিল যা বর্তমানের ধর্মহীন বিজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করে। এছাড়া পাগান ও পৌত্তোলিকরা সাবার রাণী জ্বীনকন্যা বিলকিসকে বিভিন্ন নামে পূজা করত। যেমনঃ আলিলাত। তারা বিশ্বাস করত সাবার রাণী বিলকিস ড্রাগন, সাপ ইত্যাদি জ্বীনদের রাজ্যে ও প্রাচীন Aethiopia (বর্তমানের ভারত, আটলান্টিক সাগরের কিছু অংশ, সাহারা মরুভূমির কিছু অংশ, নীলনদের উপরিভাগে) এর রাণী ছিল।

আল্লাহ বলেছেন:"তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন"। (88) "নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।"(সূরা মারইয়াম, 88-95) এই সাবার রাণী বিলকিস পরে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যায় এবং নবী

সুলাইমান (আলাইহি-আস-সালাম)কে বিয়ে করে। একটি হাদিসে উল্লেখ ছিল “ঐ সময়ের কুরাইশ কাফেররা বলত, ফেরেশতা আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মা জ্বীননেতাদের কন্যা।” (৩৪১২, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৪৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৪৪১) আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? তারা রহমান আল্লাহর জন্যে যে, কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম।তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।তারা বলে, রহমান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে”।(সূরা যুখরুফ)

আবার কিছু পৌত্তলিকরা আবার বিশ্বাস করে যে তাদের দেবতাদের (ফেরেশতা এবং জ্বীনদের) সুপারিশ অথবা সাহায্যে স্রষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হত্তয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন:“আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ”। [সূরা ইউনুস, 18] “জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের

পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (সূরা আল-যুমার)

আল্লাহ আরও বলেছেন:"…. আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে। বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে গোনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করবেন না।" (সূরা আল মু’মিনূন, 84-94)

পাগানদের দেবতারা(বিতাড়িত শয়তানরা) হল মুসলমানদের শত্রু।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও বিতাড়িত শয়তানকে তাদের বন্ধু “ফেরেশতা” (fallen angels) হিসেবে ভাবে। অথচ আল্লাহ বলেছেন: “শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” আর এ কারনেই নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা‘বা শরীফের চারপাশে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেনঃ “সত্য (ধর্ম) এসেছে এবং মিথ্যা (ধর্ম) বিলুপ্ত হয়েছে...”- (বনী ইসরাঈল/ইসরা : ৮১)। -- সহিহ বুখারী: 2478

প্রাচীন আরব পাগানদের মত ভাগ্য নির্ধারনকারী তীরযুক্ত হিন্দুদের দেবী Lakshmi। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষনাৎ বাইতুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কেননা সে সময় বাইতুল্লাহর ভিতরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। প্রতিমাগুলো বের করে ফেলা হল।

তখন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল (আলাইহি-আস-সালাম)-এর মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা অবশ্যই জানত যে, ইব্রাহিম (আলাইহি-আস-সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহি-আস-সালাম) কক্ষনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করেননি। এরপর তিনি বাইতুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে সলাত আদায় করেননি। মা'মার (রহঃ) আইয়ুব (রহঃ) সূত্রে এবং ওয়াহায়ব (রহঃ) আইয়ুব (রহঃ)-এর মাধ্যমে 'ইকরামাহ (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [সহিহ বুখারী: হাদিস ৪২৮৮] ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) নিজেই ধ্বংস করেছিলেন মূর্তি।

জারীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “তুমি কি যুল-খালাসাহকে ধ্বংস করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটা ছিল এক মূর্তি। লোকেরা এর পূজা করতো। সেটাকে বলা হতো ইয়ামানী কা'বা। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমাকে বুকে জোরে একটা থাবা মারলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। তখন আমি আমারই গোত্র আহমাসের পঞ্চাশ জন যোদ্ধাসহ বের হলাম। সুফ্‌ইয়ান (রহঃ) বলেন, তিনি কোন কোন সময় বলেছেনঃ আমি তোমার গোত্রের একদল যোদ্ধার মধ্যে গেলাম। তারপর আমি সেই মূর্তিটার কাছে গিয়ে সেটা জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে এসে বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমি যুল-খালাসাহ্‌কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত

উটের মত করে আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দু'আ করলেন"।[সহিহ বুখারী: ৬৩৩৩]

যখন 'Uzza নামক মূর্তিটি ধ্বংস করা হয়েছিল, তখন মূর্তির ভেতর থেকে একটি জ্বীন এক কালো মহিলার আকারে বেরিয়ে এসেছিল। খালিদ তার তলোয়ার দিয়ে দুই ভাগে তাকে ভাগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তারা এই জ্বীনকে Uzza হিসেবে এবাদত করত। এখন আর তারা জ্বীনকে পূজা করবে না। " (Qadi Iyad, ash-Shifa, 1:362; Khafaji, Sharhu'sh-Shifa, 3:287; Ali al-Qari, Sharhu'sh-Shifa, 1:738; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'n-Nihaya, 4:316; al-Haythami, Majmau'z-Zawaid, 6:176.)

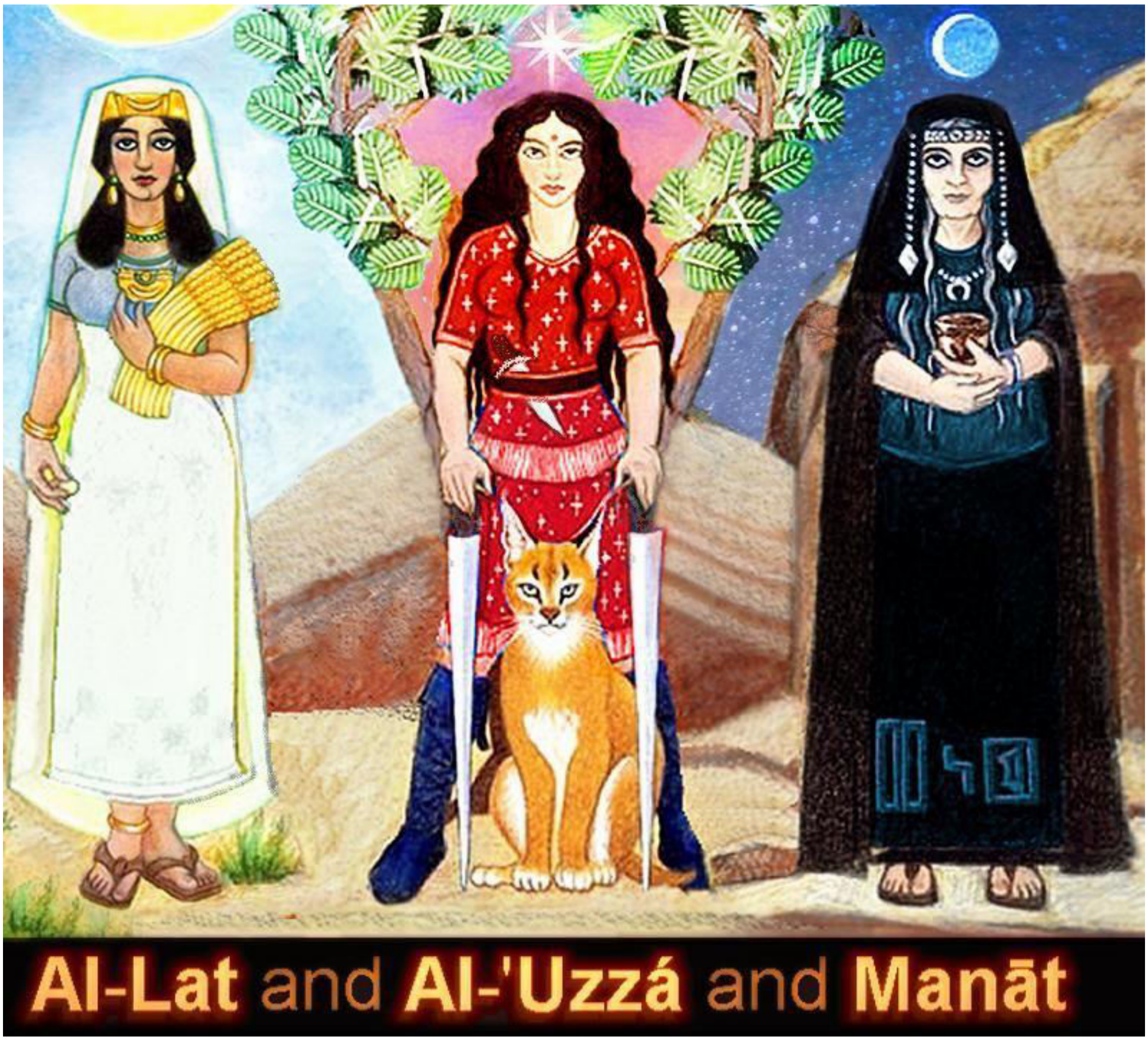

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-"বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" (মুসলিম, ইফাবা/৫০)

আল্লাহ আরত্ত বলেছেনঃ “আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।”[সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ৩]

ইসলামে কোন ধরনের প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

জ্বীনউপাসক মুশরিক ও জাদুচর্চাকারী কাফেররা তাদের কর্মস্থলে, প্রতিষ্ঠানে, রাজ্যের সবস্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক, প্রতিমা, আকৃতি ও সংখ্যা ব্যবহার করে জ্বীনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।যেমনঃ বাঘ, ঈগল, সিংহ, হাতি, চাঁদ, তারা, সূর্য, সাপ, পদ্মফুল, শাপলা, ড্রাগন, এক চোখ, ত্রিভুজ, ক্রস, বৃত্তাকার, ধানের শীষের ন্যায়, ইত্যাদি। প্রত্যেক নবী প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন। যে স্থানে এ ধরনের প্রতীক বা পশু পাখি সম্বলিত লোগো থাকে সেখানে ফেরেশতা আসতে পারে না।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মুসলমানরা প্রতীকবিহীন কালো পতাকা ব্যবহার করত আর পাগান-পৌওলিক জ্বীনউপাসকরা পতাকার উপর নানা পাখি, প্রাণী বা প্রতীক ব্যবহার করত।প্রত্যেক নবী প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিআল্লাহুতা’লা আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী (সল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে কোনো (প্রাণীর) ছবি থাকত। (বুখারী শরীফ, ৯ম খন্ড, হাদীছ নং

৫৫২৮)কেয়ামতের আগে ঈসা আলাইহিস সালাম এসে খ্রিস্টানদের ব্যবহৃত ক্রুস ভাঙ্গবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "কিয়ামতের দিন মানুষ একটি স্বচ্ছ চেপটা রুটির মত সাদাপ্রান্তরে একত্রিত হবে। সেখানে কারো কোন প্রতীক বা চিহ্ন থাকবে না"। (বুখারী ও মুসলিম।) সুতরাং তা হয়ে যাবে প্রতীকহীন একটি প্রান্তর।

<u>পৌওোলিকদের ধর্মশাস্ত্রগুলো আল্লাহর প্রেরিত কোন কিতাব নয়;</u>

বরং তাদের শাস্ত্রগুলো তাদের পন্ডিতদের লেখা যা তাদের শেখায় কিভাবে জ্বীন-শয়তানের উপাসনা করা যায়। তাদের ধর্ম শাস্ত্রে অল্প কিছু ভালো কথাও পাওয়া যায় কারন শয়তান সত্যের সাথে মিথ্যা মিলিয়ে বিভ্রান্ত করে।আল্লাহ বলেছেনঃ "এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে।" (Al-Hajj: 53)"তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক"। (Saba: 21) অন্যদিকে, আল্লাহ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেছেনঃ "এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।" (At-Takwir: 25) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (Ash-Shu'araa: 210) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (As-Saaffaat: 7)

"বুদ্ধ" মানে আলোকিত বা জাগ্রত (enlightened)। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোন ঈশ্বরের ধারণা নেই। হিন্দুদের মত বৌদ্ধরাও তৃতীয় চোখ সক্রিয় করার মাধ্যমে ক্বারিন জ্বীনের সাথে যোগাযোগ করে ঈশ্বরের মত শক্তি লাভ করার উপায়কে বলে

“বুদ্ধের আলোকিত পথ”। যদিও গণমাধ্যম অনেক সময় বৌদ্ধধর্মকে অহিংস ধর্ম বলে আজকে জানবো সেই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ

গৌতম বুদ্ধ নেপালে জন্মগ্রহণ করে আর বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে জন্মের সাথে সাথে বুদ্ধ সাত পা হাটে আর তারপর সেই সাত স্থানে পদ্মফুল ফোটে। বুদ্ধের কিছু সুপারপাওয়ারের কথা উল্লেখ করে বৌদ্ধরা যেমনঃ বুদ্ধ পানির উপর হাটতে পারত, বুদ্ধ পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাতায়াত করত, বুদ্ধ বিশাল বড় কিংবা পিপড়ার্ঁ মত ছোট আকার ধারন করতে পারত যা ইঙ্গিত দেয় যে, বুদ্ধ ছিল মানুষের বেশে জ্বীন-শয়তান বা তাদের বংশধর। Mahasihanada সূত্র অনুযায়ী মানুষের চেয়ে বেশি শ্রবণক্ষমতা, টেলিপ্যাথি, psychic power ইত্যাদি। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হল Saddharma Pundarika বা the Lotus of the True Law। গৌতম বুদ্ধ নিজে 563 খ্রিস্টপূর্বাব্দের জন্ম নেয়, সুতরাং লোটাস ধর্মশাস্ত্র বা সূত্রটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় আট শতাব্দী পরে ৩00 খ্রিস্টাব্দে লেখে।

বৌদ্ধধর্মে অন্যান্য জগতের (জ্বীনজগত) অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক প্রজন্মের জগতে তার নিজের একটি বুদ্ধ (ক্বারিন জ্বীন) আছে বলা হয়। একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে পৃথিবীতে মৌখিক ভাষা প্রচলন থাকলেও অন্যান্য জগতে (জ্বীনজগতে) আলো বা অন্যান্য অ-মৌখিক(ভাষাহীন) পদ্ধতিতে দ্বারা যোগাযোগ করা যায়। Capers Jones এর তথ্য অনুযায়ী হিন্দুধর্মের মত আধুনিক বৌদ্ধধর্মেও আছে যে মহাবিশ্ব অনেক লক্ষ বছর ধরে বিদ্যমান আছে আর বিশ্বের সময়কাল "kalpas" দিয়ে পরিমাপ করা হয়। বৌদ্ধধর্মের লেখা সৃষ্টিতত্ত্ব আর জ্বীন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধ নাকি মানব ও deva (মানুষ নয় এমন আধ্যাত্মিক সত্ত্বা - ক্বারিন জ্বীন) এর মধ্যে তার ধর্মমত প্রচার করেছিল, deva এর জীবনবৃত্তান্ত মানুষের মতো, ইসলামিক

ধারণা অনুযায়ী তাদের deva হল ক্বারিন জ্বীন, যারা মানুষের সাথে অবস্থান করে। ২৩ অধ্যায়ে আছে যখন বুদ্ধ একটি ধর্মোপদেশ প্রদান করত, তখন তার দুই ভ্রু এর মধ্যবর্তী একটি বৃত্ত থেকে আলোর রশ্মি দেখা যেত যা তার শিষ্য দেখেছিল। বৌদ্ধধর্মের লোটস সূত্রের ২৩ অধ্যায়ে Gadgadasvara ছিল স্পেসশীপে আসা এলিয়েন (জ্বীন-শয়তান)।

গভীর ধ্যানের মাধ্যমে (space-travel meditation technique) Gadgadasvara বুদ্ধ এবং তার শিষ্যদের সামনে psychically উপস্থিত হয়। Manjusri সেসময় বুদ্ধের কাছে সেই জ্বীন-শয়তান সম্পর্কে জানতে চাইলে বুদ্ধ বলে সেই জ্বীন-শয়তান এসেছে অন্য জগত থেকে। বুদ্ধ তখন বলেছিল ভিন্ন জগতের বাসিন্দা (জ্বীন-শয়তান) ভিন্ন রূপে ভিন্ন বেশে আসতে পারে। শিষ্যকে গৌতম বুদ্ধ বলে “On coming to earth you must not

conceive a low opinion of it. The earthly Buddha Lord Sakyamuni will seem small compared to you, as are his disciples. He looks different from us and he and his followers will seem to be ugly, so do not behave rudely. The earth itself has parts that are ugly like sewers, so do not form a low opinion of it." এর অর্থ সহজভাবে বললে, Gadgadasvara নামের জ্বীন-শয়তানটি ছিল খাটো প্রকৃতির ও কদাচিৎ চেহারার। Gadgadasvara এর ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে সে interplanetary travel এর মাধ্যমে জ্বীন জগত থেকে আসা শয়তান যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের শাস্ত্রের লেখায়: "he again mounted the tower and with the noise of hundreds of thousands of musical instruments he returned to his own world." তাদের শাস্ত্রে এই শয়তান জ্বীনের চেহারার বর্ণনা করা হয় "His face showed eyes resembling blue lotuses, his body was gold colored...and sparkled with a luster."

সেই শয়তানের ছিল নীলপদ্ম এর মত নীলবর্ণের চোখ, তার শরীরের রঙ ছিল স্বর্ণাভ ... এবং একটি শরীরে এক প্রকার দ্যুতি ছিল। সে যখন এসেছিল তখন অনেক বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সাথে large tower দিয়ে এসেছিল আর এই large tower ইঙ্গিত করে শয়তানের চলাচলকারী যানকে (UFO)। তারপর শয়তান জ্বীন বুদ্ধের উপদেশ প্রদান শেষে চলে যায় তার জগতেঃ "he again mounted the tower and with the noise of hundreds of thousands of musical instruments he returned to his own world."

বৌদ্ধধর্মে জ্বীন জগতের যোগাযোগের কথা ইঙ্গিত করে যেমনঃ পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত ভিন্ন জগতের বাসিন্দারা আছে; সেই ভিন্ন জগতের বাসিন্দারা মানুষের বেশে আসতে পারে, তারা বিশ্বাস করে উভয় জগতের মধ্যে সাধনার মাধ্যমে মানসিক এবং শারীরিকভাবে ভ্রমণ সম্ভব; যোগাযোগের জন্য শব্দ ছাড়া অন্য যোগাযোগের মাধ্যম (ভঙ্গি বা চিহ্ন) ব্যবহার করা যায় জ্বীন জগতের যোগাযোগের জন্য, তাদের শাস্ত্রে অধ্যায় ২৩ আছে -এ শয়তান জ্বীনের কাছে বুদ্ধ মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে খারাপ ধারনা দেয়। বৌদ্ধধর্মের লোটস সূত্রের ২৩ অধ্যায়ে (Chapter XXIV – Bodhisattva Gadgadasvara) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এবং অ-মানবীয় জ্বীন-শয়তানের মধ্যে বিনয়ী আলোচনার কথা। আরো উল্লেখ আছে অন্য জগত থেকে আসা জ্বীন-শয়তানেরা পৃথিবীতে আসে এবং বিশেষ আলোকিত ব্যক্তির সাথে তারা instantaneous mental communication এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে। তাদের ভাষায় এই "বিশেষ আলোকিত" ব্যক্তি হল জ্বীন-শয়তানের উপাসক। তাদের এই "entanglement" এর ধারণাটি আধুনিক physics-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। কাফের জাদুকর ও জ্বীনসাধকদের ডাকে সাড়া দিতে জ্বীন-শয়তানরা তাদের কাছে আসে -তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি

আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে?” (Ash-Shu'araa: 221) “আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে” (Maryam: 83) “কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।” (Al-Hajj: 3)”শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে।” (Al-Hajj: 4)

প্রাচীন বুদ্ধের মূর্তির গায়ে পরানো পোশাকটি ছিল কিছুটা মহাকাশযাত্রীদের স্পেসস্যুট এর মতন। উত্তর ভারতের ধর্মশালায় হার্ভার্ড সাইকিয়াট্রিস্ট জন ই ম্যাক যখন দালাই লামার সঙ্গে এলিয়েন(জ্বীন-শয়তান) সম্পর্কে একটি কথোপকথন করেছিল তখন দালাই লামাও পৃথিবীতে এলিয়েন থাকার কথা স্বীকার করেছিল। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, লন্ডনের Aetherius সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 1955 সালে ডগার জর্জ কিং এলিয়েনের সাথে যোগাযোগ করার পর জানিয়েছে বুদ্ধ ছিল অন্য জগত থেকে আসা “এলিয়েন,” (জ্বীন-শয়তান) যে মানবজাতিকে এক আল্লাহর ইবাদাতের বদলে পথভ্রষ্ট করতে এসেছিল।

“জীব হত্যা মহাপাপ”- কথাটা গৌতম বুদ্ধের তাই বলে ভাবার দরকার নাই পৌওেলিকরা খুব উদার প্রকৃতির। জীবকে যদি এতই ভালোবাসে তাহলে গাছেরও তো জীবন আছে। গাছ কেটে আসবাবপত্র আর বাড়ি করার কি দরকার! নিরামিষভোজীদের গাছকে হত্যা করার প্রয়োজন কি হয় না? আল্লাহ প্রকৃতিতে সুশৃঙ্খলভাবে তৈরি করেছেন যেখানে এক প্রাণী আরেক প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। জীবকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন তাদের জন্য যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস; জীবনানন্দ দাশের মত যারা স্বপ্ন দেখে “আবার আসিব ফিরে ... হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শংখচিল শালিখের বেশে,হয়তো ভোরের কাক হয়ে...” জীবদের মেরে ফেললে

জীবের দেহের কোষ দিয়ে ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় আবার মৃতকে কিভাবে জীবিত করবে! মুসলমানরা গরু কুরবানী দিলে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায় পৌওোলিকরা আর বাঘ যখন গরু মেরে খায় তখন পৌওলিকরা বাঘকে করে পূজা!

আল্লাহ বলেছেনঃ "…. আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্ম সমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সেই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (An-Nahl: 63) "আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আর তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান।" (সূরা আল আ'রাফ)

সকল শিশুই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু বড় হয়ে পরিবার আর পরিবেশ তাকে আল্লাহর বদলে অন্যের উপাসনায় নিয়োজিত করে। সে যে পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব প্রকৃত স্রষ্টা কে তা খুঁজে বের করা ত্রবং সেই স্রষ্টার কাছে নিজের সকল ইচ্ছাকে আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা। নবী ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) ত্রর পিতা ছিলেন মূর্তিপূজারী কিন্তু ইব্রাহীম (আলাইহি-আস-সালাম) ছিলেন আল্লাহর বন্ধু। ইব্রাহীম আলাইহি-আস-সালাম তার মুশরিক পিতাকে বলেছিলেনঃ "হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য"। (Maryam: 44) মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই বেহেশতে যাবে ত্রমন ধারণা ঠিক নয়। কারন অনেক মানুষ মুসলিমে জন্মগ্রহণ করার পরে সালাত কায়েম করে না কিংবা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না। তবে যদি কেউ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ত্রবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে তবে সেই হবে

পার্থিব জীবনে সফলকাম।আল্লাহ্ সুবহান আল্লাহু তায়ালা বলেন, যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। (Az-Zumar: 17) "যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? "[সূরা আল-'ইমরান, ১৩৫]. "নিশ্চয় তিনি আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমাপরায়ণ"। (সূরা: হজ্ব, আয়াত: ৬০)

"আপনি বলে দিনঃ আমাকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের খুশীমত চলবো না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না।"(সূরা আল আন-আম)

ক্যানিবালিজম (নর মাংস খেকো) এর ইতিহাস: তখন এবং এখন।

৭ম শতকে মুসলিম-কোরাইশদের যুদ্ধের সময় এ ধরনের ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ৬২৫ সালে উহুদের যুদ্ধের সময় হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব নিহত হলে তার কলিজা ভক্ষণের চেষ্টা করেন কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হার্বের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ। হাঙ্গেরীর মানুষরা মানুষের মাংস খেত মূর্তিপূজা করার জন্য। মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে

বতুতা বলেন যে তাকে এক আফ্রিকান রাজা সতর্ক করে বলেছিলেন যে সেখানে নরখাদক জংলী আছে।

জেমস ডব্লিউ ডেভিডসন ১৯০৩ সালে তার লেখা বই দ্যা আইল্যান্ড অব ফরমোসা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে কিভাবে তাইওয়ানের চীনা অভিবাসীরা তাইওয়ানের আদিবাসীদের মাংস খেয়েছিল ও বিক্রি করেছিল। ১৮০৯ সালে নিউজিল্যান্ডের মাওরি উপজাতিরা নর্থল্যান্ডে দ্যা বয়েড নামের একটি জাহাজের প্রায় ৬৬ জন যাত্রী ও ক্রুকে খুন করে ও তাদের মাংস খায়।

মাওরিরা যুদ্ধের সময় তাদের প্রতিপক্ষের মাংসও খায় বেশ স্বাভাবিকভাবে। অনেক সময়ে সাগর যাত্রীরা ও দূর্যোগে আক্রান্ত অভিযাত্রীরাও টিকে থাকার জন্য অন্য সহযাত্রীদের মাংস খেয়েছে। ১৮১৬ সালে ডুবে যাওয়া ফেঞ্চ জাহাজ মেডুসার বেঁচে যাওয়া যাত্রীরা টানা চার দিন সাগরে ভেলায় ভেসে থাকার পর মৃত যাত্রীদের মাংস খেয়ে বেঁচে যায়।

১৯৪৩ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর প্রায় ১,০০,০০০ যুদ্ধবন্দি সেনাকে রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে পাঠানোর সময় তারা ক্যানিবালিজমের আশ্রয় নেয়।

একদিকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের পরিমাণ ছিল খুবই কম, অপরদিকে নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যরা মারা পড়ছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৫,০০০ জন বন্দি স্ট্যালিনগ্রাডে পৌছতে সক্ষম হয়।

ল্যান্স নায়েক হাতেম আলী নামে একজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিউ গিনি তে জাপানী সেনাদের মানুষের মাংস খাওয়ার কথা বলেন। তারা জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে মাংস কেটে নিত ও এরপর ঐ ব্যক্তিকে নালায় ফেলে মেরে ফেলত। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাপানী সেনারা চিচিজিমাতে পাঁচজন আমেরিকান বিমান সেনাকে হত্যা করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে।

বিশ শতকের দিকে নরমাংস ভোজন করা হত সাধারণত ধর্মীয় কারণে, খরা, দূর্ভিক্ষে ও যুদ্ধবন্ধীদের উপর নির্যাতনের অংশ হিসেবে, যদিও এ ধরনের রীতিকে আইনের লঙ্ঘন হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে সবসময়। আঘোরী নামে উত্তর ভারতের একটি ক্ষুদ্র উপজাতিরা মানুষের মাংস খায় তাদের ধর্মীয় উপাসনার অংশ হিসেবে ও অমরত্ত্ব অর্জনের জন্য। তারা মনে করে এভাবে তারা

অতিপ্রাকৃতিক শক্তিও লাভ করবে। তারপর তারা সেই মানুষের মাথার খুলিতে রেখে খাবার খায় বয়স বেড়ে যাওয়া রোধ করতে ও ধর্মীয় পূণ্য অর্জন করতে।

ক্যানিবালিজম এ অভ্যস্ত কিছু জাতির কথা তুলে ধরা হল-

মাওরিসঃ আফ্রিকার দেশ পাপুয়া নিউগিনির দক্ষিণে ফোর এলাকার লোকেরা পঞ্চশের দশকেও মানুষের মগজ খেতো। অস্ট্রেলিয়ার সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণার আগ পর্যন্ত ওরা ওদের মৃত আত্মীয়দের মগজ খেতো। অনেক সময় আশপাশের গোষ্ঠির সাথে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যারা মারা যেত বা বন্দি হতো তাদের খাওয়ার প্রথা ছিল।

২০১১ সালে পাপুয়া নিউগিনি পুলিশ ২৯ জন মানুষ খেকো আটক করে যারা সাত জন ডাক্তার হত্যা ও ভক্ষণের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। তারা আদালতে

স্বীকার করে যে এই হত্যার জন্য তারা কোনভাবে অনুতপ্ত নয় কারণ এই ডাক্তাররা কালোজাদু করতো। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাবার ও মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। আর তারা বিশ্বাস করতো কুমারী মেয়েদের কালো বিদ্যা উপাসনায় কাজে লাগালে ভয়ংকর বিপদ নেমে আসে। তাই তারা সেই ডাক্তারদের হত্যা করে তাদের মগজ ভক্ষণ করেছে ও পুরুষাঙ্গের স্যুপ করে খেয়েছে। তারা বিশ্বাস করে এর ফলে ডাক্তারদের কালো বিদ্যা তাদের মাঝে চলে এসেছে এবং এমন এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার লাভ করেছে যে তাদেরকে আর কোন রোগ স্পর্শ করতে পারবে না। এমনকি এদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজ সন্তান হত্যা করে খাওয়ার ঘটনাও রয়েছে।

অঘোরি সন্ন্যাসীর দলঃ ভারতের বারাণসীতে এখনও একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। আঘোরি সাধু নামে বিশেষ এক সন্নাসী সম্প্রদায় রয়েছে যারা মৃত মানুষের মাংস খেয়ে থাকে। যদিও প্রচলিত আছে এই

সম্প্রদায় বিশেষ মার্গ সাধনার পদ্ধতি হিসেবে মানুষের মাংস খেয়ে থাকে।

কঙ্গো: আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলীয় দেশটির আদিবাসীদের মাঝে এখনও মানুষ খাওয়ার প্রবনতা মিলিয়ে যায়নি। প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে তাদের। ২০০3 সালের গোড়ার দিকে কঙ্গোর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মানুষ খাওয়ার অভিযোগ তোলে খোদ জাতিসংঘ। দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধের পর সরকারের এক প্রতিনিধি তাদের কর্মীদের জীবন্ত ছিড়ে খাওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত তোলেন।

জার্মানি: সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, জার্মানিতে মানুষের মাংস খাওয়া কোনো অপরাধ নয়। আর সেজন্যই ২০০১ সালের মার্চে আর্মিন মাইভাস নামের এক জার্মান নাগরিক রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষ খেলেও তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা ছাড়া কোনো অভিযোগ আনেনি পুলিশ। মানুষ খাওয়ার উদ্দেশে ‘দি ক্যানিবাল ক্যাফে’ নামের একটি ওয়েবসাইটে সুঠামদেহী, জবাইযোগ্য এবং আহার হতে চাওয়া মানুষের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন আর্মিন।

রাশিয়া: রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের ক্রাসনোদার শহরে এক মানুষখেকো দম্পতি প্রায় ৩০ জনকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করেছে । ৩৫ বছর বয়সী দিমিত্রি বাকশেভ এবং তাঁর স্ত্রী নাতালিয়া যে জায়গায় বসবাস করেন সে সামরিক ঘাঁটিতে কাঁটা-ছেড়া ও অঙ্গহীন একটি লাশ পাওয়া গেলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। রাশিয়ার গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের বাড়ির ভেতরে ও মোবাইল ফোনে পাওয়া ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে এসব হত্যাকাণ্ড প্রায় বিশ বছর আগের। এদের মধ্যে একটি ছবি ১৯৯৯ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এ তোলা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বড় থালায় বিভিন্ন রকমের ফলের সাথে মানুষের একটি রক্তাক্ত কাটা মাথা পরিবেশন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলার একটি বক্স নিউজ পড়ে শিউরে ওঠে গোটা বাংলাদেশ। ছবিতে দেখা যায় এক যুবক মরা একটি লাশের চেরা বুক থেকে কলিজা খাচ্ছে! সে মরা মানুষের কলজে মাংস খায়!’ শিরোনামে খবরটি ছাপা হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের টনক

নড়তে দু`দিন লেগে যায়। জানা যায়, প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর সে মানুষের কলিজা খেত।

Source: ডেইলি বাংলাদেশ/টিআরএইচ

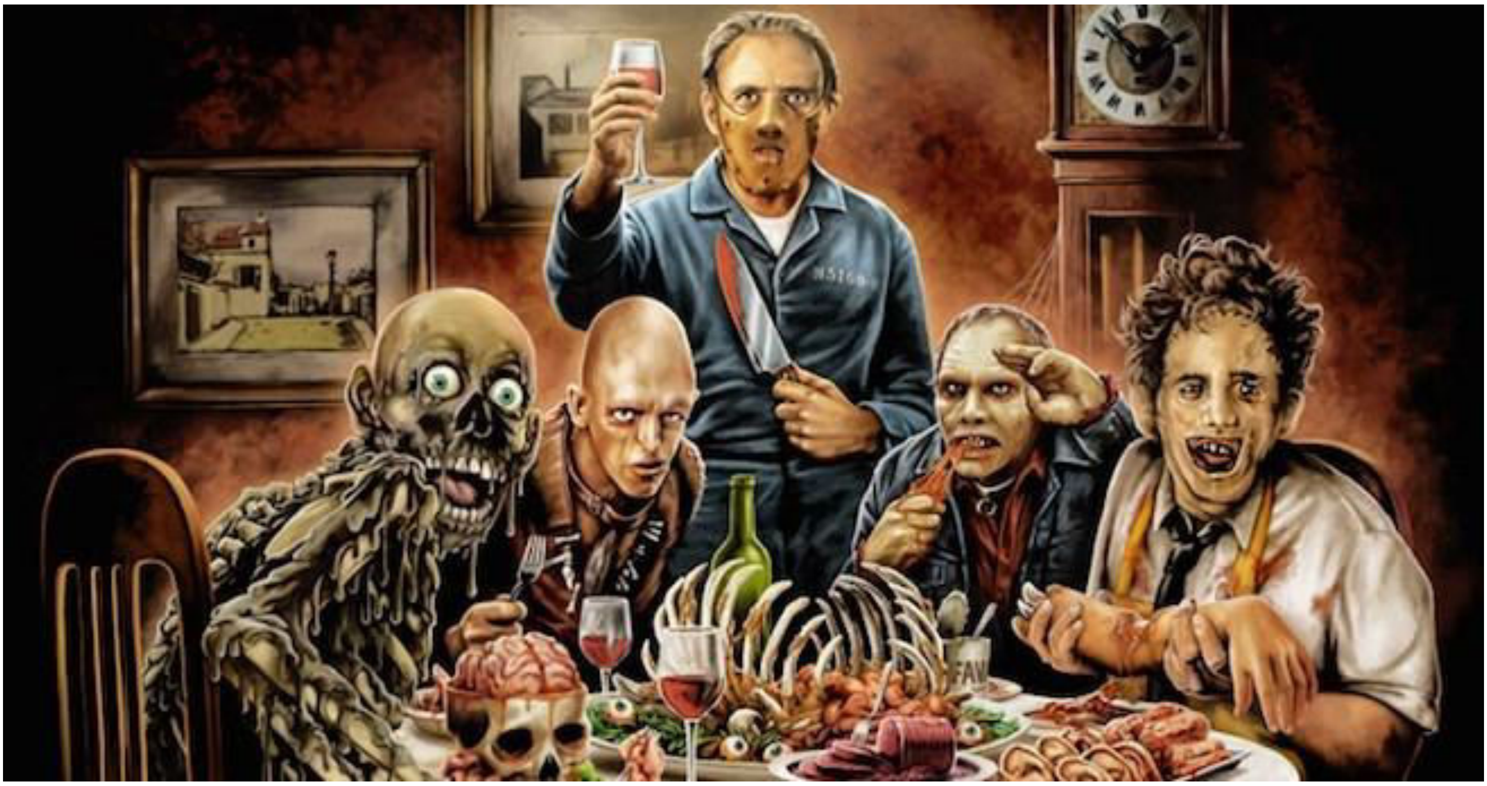

সংযোজন: বর্তমানে এই ক্যানিবালজম কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এটাকে এখন ফ্যাশন ও ট্রেন্ড হিসেবে নেয়া হয়েছে। গর্ভপাতের দ্বারা নষ্ট হওয়া শিশুগুলোকে শুকিয়ে পাউডার করে ক্যাপসুল বানিয়ে সরাসরিও খাওয়া হয়, আবার অন্য কোনো খাবারের সাথে মিশিয়েও খাওয়া হয়। এতে ওই খাবারের স্বাদ আরো বেড়ে যায়। এমন কিছু

খাবার হলো কোকাকোলা, পেপসি, মাউন্টেইন ডিউ, লেইস চিপস, ইত্যাদি।

এগুলো খাওয়া মানে মানুষের গোশত খাওয়া। ধীরে ধীরে এগুলো আপনাকে আসল মানুষখেকো বানিয়ে দিবে।

বুঝতে পারছেন কিছু? আমাদেরকে কিভাবে মাংসখেকো (ইয়াজুজ মাজুজ) বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। আর টিকা তো আছেই।

এই ভিডিও টি দেখলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

https://www.youtube.com/watch?v=OPTtkoRDrdw

আধুনিক মূর্তি (খোদা / কালচার) খেকো:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক আযাব প্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্ত্ততকারীগণ।[1]

ব্যাখ্যাঃ হাদীছে تَصَاوِيْرُ، تَمَاثِيْلُ، تَصَالِيْبُ তিনটি বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলির একবচনের অর্থ হ’লঃ যথাক্রমে ছবি, মূর্তি ও ক্রুশযুক্ত ছবি। তবে ‘ছবি’ বলতে সবগুলিকেই বুঝায়। ‘মূর্তি’ বলতে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে

তৈরী মূর্তি, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র ও কাপড়ে বুনা চিত্র কিংবা নকশাকে বুঝায়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাধারণ ছবির চাইতে ক্রুশযুক্ত ছবি অধিকতর নিষিদ্ধ। কেননা ক্রুশ ঐসকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যাকে পূজা করা হয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে। পক্ষান্তরে সকল ছবি পূজা করা হয় না।[2]

তিনি বলেন, যেসব বস্তু পূজিত হয়, সে সবের ছবি প্রস্তুতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব প্রাপ্ত হবে। এগুলি ব্যতীত অন্যগুলির ছবি প্রস্তুতকারীও গোনাহগার হবে। তবে তাদের শাস্তি তুলনামূলকভাবে কম হবে।

কুরতুবী বলেন, জাহেলী আরবের লোকেরা সবকিছুর মূর্তি তৈরী করত। এমনকি তাদের কেউ কেউ মূল্যবান ‘আজওয়া’ খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো। তারপর ক্ষুধার্ত হ’লে তা খেয়ে নিত’।[3] এ যুগে যারা বিভিন্ন প্রাণী ও ফল-ফুলের আকারে কেক বা মিষ্টান্ন তৈরী করে ভক্ষণ করেন, তারা উক্ত জাহেলী রীতির বিষয়টি অনুধাবন করুন।

অমনিভাবে যারা খৃষ্টানদের পূজ্য ক্রুশ-এর অনুকরণে গলায় টাই ঝুলাতে ভালবাসেন, আশূরার দিন হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে তাকে বরকত মনে করে ভক্ষণ করেন কিংবা খৃষ্টানদের অনুকরণে কেক কেটে নিজেদের জন্মদিন ও বিভিন্ন শুভ কাজের উদ্বোধন করেন, তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

[1]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৯৭ 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ হা/৪২৯৮ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ ১৯৯৫) ৮/২৫৬ পৃঃ।
[2]. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫২-এর ভাষ্য, ১০/৩৯৮-৯৯ ও ৪০১ পৃঃ।

দাজ্জালকে আসলে কারা আনতে চায় এবং কেন?

যুক্তরাষ্ট্রের এক ডলার বিলে একটা সিল আছে যাকে ওরা বলে 'The Great Seal' ; ঠিক তার উল্টো পিঠে আরেকটি সিল আছে যেটা পিরামিড। যদি ভাল করে খেয়াল করেন তবে দেখবেন যে পিরামিডটি অসম্পূর্ণ, উপরের অংশ ভাসমান অবস্থায় আছে এবং একটা চোখ যেটাকে তারা বলে 'The All Seeing Eye' সেটা দিয়ে আলো বের হচ্ছে, আরো ভালভাবে বলতে গেলে সেটা দিয়ে আলোক রশ্মি [Ray; যেটা Sun God এর নাম! বিভিন্ন কালচারে বিভিন্ন নামে পরিচিত!!] বের হচ্ছে।

এই চোখটি দ্বারা আসলে বোঝানো হয়েছে 'Mithraic God' (আমরা মুসলিমরা অবশ্য একে অন্য নামে জানি সেটা পোস্টটির শেষে পাবেন!) 'Sun God'-কে, যার নাম 'Ray'। এই 'Sun God'-এর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন নাম আছে। প্রাচীন মিসরীয়রা একে 'Horus' নামে জানে। এই 'Mithraic' ধর্ম যেটা আর্যদের [Aryan] ধর্ম- সেটা ইউরোপ, সেখান থেকে ইরান এবং সেখান থেকে ইন্ডিয়াতে আসে। সেই কারণে দেখবেন এদের 'God'-দের অংঙ্গভঙ্গি একই রকম, একই ভাবে এরা 'Checkered Floor'-এ আছে ও অন্যান্য অংগভঙ্গি করছে যেগুলো আশ্চার্যজনকভাবে একই রকম!! এই উপরে একটা পোস্ট ইন-শা-আল্লাহ দেব, তাহলে দেখবেন যে হিন্দু/বৈষ্ণব ধর্ম, বর্তমান ***খৃষ্টান ধর্ম ও শয়তানদের যারা পূজা করে [ফ্রিমেইসন, স্কাল ও বোন সিক্রেট সোসাইটি ও অন্যান্য] তাদের দেবতাদের অঙ্গভঙ্গিগুলো একই রকম!! একই রকমের প্রতিকৃতি!!

***[নাইছিয়া (Nicaea) [বর্তমান ইস্তাম্বুল]-তে রোমান সম্রাট কন্সট্যানটিনোপল যখন ৩২৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্ম ও রোমানদের পৌত্তলিক (Paganism) ধর্ম একত্রিত করলো তখন একটা চুক্তি সাক্ষরিত হয় খৃষ্টানদের যাজক ও

পৌত্তলিকদের যাজকদের মধ্যে। পৌত্তলিকরা ইসাকে (আ) খোদা মানতে রাজি হয় যদি খৃষ্টানরা রোমানদের পৌত্তলিক ধর্মে রীতিনীতিগুলো গ্রহণ করে নেয়!! যাজকরা রাজি হয়, ফলে ২৫ শে ডিসেম্বর হয় ক্রিসমান, যেটা আসলে ছিল রোমান পৌত্তলিকদের 'Sun God'-কে পূজা করার দিন, নতুনভাবে বরণ করার দিন!

কারণ দীর্ঘ শীতের পর বসন্তে সূর্যে পূর্ণভাবে উদিত হত এই দিনে। ওরা মনে করতো শীতের সময় সূর্য মারা যায় (বা দূর্বল হয়ে পড়ে) ও পরে ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে সূর্য পূর্বদিক থেকে উঠে এবং তার পুনঃরুত্থান বা পূনর্জন্ম হয়!! এটাকে তারা বলতো 'Saturnalia'। এই একই জিনিষ খৃষ্টান ধর্মে চলে এসেছে।

খৃষ্টানরা আসলে নিজের অজান্তেই ক্রিসমাসের দিন 'Sun God'-কে পূজা করে!! সেই রোমান পৌত্তলিকদের সপ্তাহের প্রতিদিন একেকটি দেবতা/দেবীর জন্য বরাদ্দ ছিল। শনি বারে তারা পূজা করতো শনি গ্রহের, রবিবারে করতো সূর্যের!! সেই কারণে [প্রাচীন চুক্তি] দেখবেন খৃষ্টানরা চার্চে যায় কবে?? রবিবারে!! কাকতালীয়? না। এটা ৩২৫ খৃষ্টাব্দের 'Nicaea' চুক্তির ফল!! এরকম সান্তাক্লজ, ইস্টার বানি, ইস্টার সানডে প্রভৃতিও রোমান পৌত্তলিকদের পালনকৃত অনুষ্ঠান থেকেই এসেছে!!]

যাইহোক, আজকের মূল আলোচনা এইটি নয় বরং যুক্তরাষ্ট্রের এক ডলার বিলে যে

পিরামিড আছে সেটি। আপনি যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন যে এই পিরামিডটিতে ১৩ টি ধাপ আছে [পশ্চিমা 'কুসংস্কার' অনুযায়ী তের সংখ্যাটা অশুভ, তাই তাদের স্কাই স্ক্রাপার বা আকাশচুম্বী ভবনগুলোতে লিফটে/এলিভেটরগুলোতে ১৩ তম ফ্লোর লেখা থাকে না, এর পরিবর্তে ১২-A বা M (ইংরেজি তের তম বর্ণ) বা ১৪ নং লেখা বাটন থাকে!! 'অতিশ এলিভেটর'-এর দীলীপ রাংগনেকার একটা জরিপ করেছেন যেখানে দেখা যায় ৮৫% বিল্ডিং এ ১৩ নং ফ্লোর বলে কোন নাম নেই!!]।

পিরামিডের এই ১৩ টি ধাপের নীচে রয়েছে রোমান সংখ্যা **MDCCLXXVI** [১০০০+৫০০+১০০+১০০+৫০+১০+১০+৬=১৭৭৬] এইটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার বছরের জন্য দেয়া হয়নি এটা একটা Puzzle। এই Puzzle–টা সমাধান করলে পাওয়া যাবে ৬৬৬-যেটা বাইবেল বলা আছে দাজ্জাল বা Antichrist-এর সংখ্যা বা সাংখ্যিক প্রকাশ!! এই পিরামিডটি অসম্পূর্ণ, দেখবেন পিরামিডটির চূড়া এখনো নির্মিত হয়নি!! তার উপরে রয়েছে 'The All Seeing Eye'। তারা [শয়তানের পূজারীরা-ফ্রিমেইসন, স্কাল এন্ড বোন সোসাইটি, জায়োনিস্টস] মনে করে যে তাদের কাজ এখনো পূর্ণ হয়নি, যখন পূর্ণ হবে তখন তাদের 'God'-আসবে এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করবে। তাদের 'God' বাইরে থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে!! সব কিছু দেখছে!! তাইতো তারা নাম দিয়েছে 'The All Seeing Eye!!' আসলে, কি সেই কাজ বা প্রজেক্ট যেটা পূর্ণ করতে হবে? সেটা এই পিরামিড সিলেই লেখা আছে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা আছে, 'Novus Ordo

Seclorum’ আর উপরে আছে ‘Annuit Coeptis’। ‘Novus’-মানে New বা নতুন; ‘Ordo’-মানে Order বা ধারা আর ‘Seclorum’-মানে Secular বা ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক সমাজ। সুতরাং তারা চায় ‘New Secular Order’। আর ‘Annuit’-অর্থ Announcing বা ঘোষণা করছি এবং ‘Coeptis’ –অর্থ Conception বা শুরু; তার অর্থ তারা সেটা শুরুর ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে!!!

আসলে তারা এমন একটা সমাজ চায় যেখানে কোন ধর্ম থাকবে না, কেউ কোন ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না। কারণ কিছু যদি গড়তে হয় তবে অবশ্যই ভাঙতে হবে। তারা পৃথিবীবাসীকে ধর্ম বিশ্বাস থেকে বের করে পরে তাদের ধর্ম [শয়তানী ধর্ম অর্থাৎ দাজ্জালকে খোদা বলে মেনে নেওয়ানো। কারণ আমরা জানি রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন দাজ্জালের অসম্ভব রকমের ক্ষমতা থাকবে। সেই ক্ষমতার বলে নাস্তিক লোকজন, খৃস্টান, ইহুদি ও হিন্দু, বৌদ্ধ ও ঈমানহীন ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা দাজ্জালকে প্রথমে ইসা ইবন্ মারইয়াম (আ) বলে ও পরে খোদা বলে মেনে নেবে!!] বিশ্বাসে বিশ্বাসী করাবে যার প্রধান হবে স্বয়ং দাজ্জাল-The Antichrist!! সেই হবে তাদের খোদা, সেই আড়াল থেকে সবকিছু দেখছে!!! তার চোখই ‘The All Seeing Eye।’

দাজ্জালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে:

ইসরায়েলের শীর্ষ পর্যায়ের রাব্বি বা ধর্মযাজকরা এ মুহূর্তে দেশ ছেড়ে অন্যকোথাও যেতে চাচ্ছেন না, কারণ তাতে তারা তাদের প্রতিশ্রুত মসীহর (দাজ্জাল) আগমনকে স্বাগত জানাতে পারবেন না। ইসরায়েলি রেডিওতে দেয়া এক সাক্ষাতকারে এমনটিই জানালেন দেশটির একজন রাব্বি। তিনি জানান, মসীহ খুব শীঘ্রই আত্নপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

রাব্বি ইয়াকুব জিশলজ ধর্মভিত্তিক রেডিও ২০০০ কে দেয়া তিন ঘন্টার ওই সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমাদের শীর্ষ রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কি আমাকে বলেছেন ইতিমধ্যে মসীহর সঙ্গে তার সরাসরি সাক্ষাতও হয়েছে। এরপরই আমরা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি।' ইসরায়েলের আল্ট্রা- অর্থোডক্স ইহুদি কমিউনিটিতে রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কিকে শীর্ষ দুই- তিনজনের একজন মনেকরা হয়।

ইয়াকুব জিশলজ বলেন, 'রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কিসহ আধ্যাত্মিক কারণে গোপন থাকা রাব্বিরা এখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন মসীহর আসন্ন আগমনের বিষয়টি জনগণের কাছে প্রচার করার জন্য।' একটি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে ইয়াকুব জিশলজ বলেন, 'শীঘ্রই পরিত্রান প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং সেটি খুব দ্রুতগতিতে চলবে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচেছ জনগণকে শান্ত এবং দৃঢ় থাকতে হবে, যাতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা যায়। প্রত্যেক প্রজন্মেই একজন সম্ভাব্য মসীহ থাকেন

ওই প্রজন্মের সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে। আমাদের প্রজন্মের সেই মসীহ আসছেন এটিই সত্য।'

তিনি বলেন, 'প্রতি মুহুর্তে আমাদের জন্ম-মৃত্যু যেভাবে হচ্ছে মসীহ এখন তার চেয়েও বেশি কাছে। আপনি কি গগ এবং মাগগের (ইয়াজুজ-মাজুজ) কথা শুনতে পাননি? সেটাও চলে আসবে। ঠিক এ মুহুর্তে পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখ, আপনি যতোটুকু চিন্তা করতে পারছেন তার চেয়েও বেশি। প্রত্যেকেরই এখন জানা উচিত সে কি এ জন্য প্রস্তুত থাকবে? না বিষয়টিকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের রাব্বিরা মসীহ আত্নপ্রকাশের অনেক নিদর্শনও ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন, যা তারা লিখে রেখেছেন। ফলে মসীহ আত্নপ্রকাশের প্রমাণগুলো পেয়ে তারা বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। রাব্বি ডভ কুকের ধর্মীয় জ্ঞান ও নীতিবোধ সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। তিনি আমাদের প্রজন্মের সর্বোত্তম মানুষগুলোর একজন। দশবছর আগে ইসরায়েলে যখন মারাত্নক খরা চলছিলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো গ্যালিলি সমুদ্র আবার কবে অথই পানিতে ভরে যাবে। রাব্বি কুক বলেছিলেন, যখন মসীহ আসবেন তখন এ সমুদ্র কানায় কানায় পূর্ণ হবে। সেই গ্যালিলি সমুদ্র কয়েক সপ্তাহ আগে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।'

তিনি বলেন, 'রাব্বি ডভ কুক এও বলেছিলেন যে, ইরাইলের বর্তমান সরকার পরিবর্তন হবে না। তিনটি নির্বাচন হলেও তার কথাই ফলেছে। এ

ব্যাপারে আরেকজন রাব্বি বলেছিলেন, ঐশ্বরিক পরিস্থিতি বলছে এটি নির্বাচনের সময় নয় বরং একটি যুদ্ধের সময়। যদি নির্বাচন হয়ও তবে নেতানিয়াহু থেকে কেউ ক্ষমতা নিতে পারবে না।'

রাব্বি ইয়াকুব জিশলজ আরো বলেন, 'কয়েক দশক আগে আধুনিক ইসরায়েলের সর্বশ্রদ্ধেয় ও মহাপ্রাজ্ঞ রাব্বি ইয়েজাক কাদুরি এবং রাব্বি মেনাসেম সেনিরসন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হবেন মসীহ আসার পূর্বে ইসরায়েলের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী। ইসরায়েলের বেশিরভাগ আল্ট্রা- অর্থোডক্স ইহুদি এটিকেই সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে।'

ইহুদি জাতির কাছে এ মসীহ হচ্ছেন দাজ্জাল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর হাদীস অনুযায়ী কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে দু' জন মসীহ আসবেন। একজন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) বা ঈসা মসীহ, যিনি হবেন সত্যের ধারক। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং কিয়ামতের আগে আবার আসবেন। আর অন্যজন মসীহ দাজ্জাল, যে হবে মিথ্যুক এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী।

অন্যদিকে ইহুদিরা মনেকরে, ঈসা (আ.) আর আসার সুযোগ নেই। তাদের হিব্রু বাইবেলে আসা প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণ এখনো ঘটেনি। সে আসবে এবং বিশ্বের সব ইহুদিদের একস্থানে এনে সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। ফলে ইহুদিরা তাদের সেই মসীহর আগমণের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করছে।

মুহাম্মদ (স.) একইভাবে বলে গেছেন মিথ্যুক দাজ্জাল হবে ইহুদিদের নেতা এবং তাদের নিয়েই সে সারাবিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে৷ যাকে হত্যা করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন ঈসা (আ.)।

সূত্র: ইসরায়েল টুডে

https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2020/04/25/903431

দাজ্জালের অনুসারীরা আপনার পাশেই অপেক্ষা করছেঃ

আমরা দাজ্জাল শব্দটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে হালকা করে ফেলেছি।সেই সাথে প্রকৃত মিথ্যামসীহের অনুসারীদের ভাবলেই আমাদের মনে প্রথমে আসছে ইহুদীদের কথা। যেন আর কেউ ইহুদীদের মত খাটি অনুসারী নেই। অথচ শুনলে অবাক হবেন তারা আপনার পাশেই আছে। ধর্মচক্রের(হিন্দু-বৈষ্ণব-জৈন-বৌদ্ধধর্ম) অনুসারীরা। ইহুদীরা বিশ্বাসগত দিক থেকে বৌদ্ধধর্মমতের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এটা সকলে জানে না। ওরা জিউইশ মিস্টিসিজম তথা কাব্বালায় বিশ্বাস করে। তাওরাতকে বিকৃত করেছে।এখন আর সেটার অনুসরনও করেনা বরং নিজেদের র‌্যাবাবাইরা নিজেরাই হাতে তালমুদ নামের গ্রন্থ বানিয়ে নিয়েছে। আর কাব্বালা একদমই তা যা বৌদ্ধধর্মে আছে। সুতরাং ইস্টার্ন মিস্টিক্যাল বিলিফ থেকে তারা খুব দূরের নয়। তাই এখন ওরা শুধু নামেই আহলে কিতাবি।

আপনি ইহুদীদের কোথাও স্পষ্টভাবে দাজ্জালের অনুসরন এবং ইব্রাহীম আলাইহিসালাম এর দ্বীনের প্রতি শত্রুতার কিছুই পাবেন না। কিন্তু আপনার খুব পাশেই আছে তারা, যাদের ধর্মগ্রন্থ এ ব্যপারে স্পষ্ট তথ্য দেয়। বৌদ্ধধর্মের কালচক্রতন্ত্রে স্পষ্টভাবেই আছে ২৫ তম কল্কি রুদ্রচক্রির কথা। ১২০০ বাক্যের পুরো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনুচ্ছেদের খুব অল্পই টিকে আছে। তাতে যা বর্ননা আছে তা জানলে বুঝতে পারবেন, কেন আরাকানে বৌদ্ধরা কেন মুসলিমদের উপর এরূপ চড়াও। কেন তাদের হত্যার দৃশ্য হলিউডের হরর ফিল্মকেও হার মানায়!

রুদ্রচক্রি বা ২৫তম শেষ কল্কি বা শেষ অবতার হচ্ছেন যোদ্ধাবাহিনীর রাজা। তিনি কলিযুগ শেষে আসবেন এবং ম্লেচ্ছদেশীয় অধর্মের অনুসারীদের দমন করবেন।
We learn of the barbarians that they are called Mleccha,which means the “inhabitants of Mecca” (Petri, 1966, p. 107) ম্লেচ্ছ বর্বর জাতিদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন কল্কি অবতার তথা রুদ্রচক্রী। কল্কির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মচক্রের শিক্ষা(ইত্তেহাদ-সর্বেশ্বরবাদ) বিরোধী 'অধর্মকে'(একত্ববাদ-তাওহীদ) ধবংস করা। অধর্ম হচ্ছে আদম,ইব্রাহীম,ইদ্রিস, মূসা,ঈসা, মুহাম্মদ(স) দের শিক্ষা। কালচক্রে নবীগনের নাম তিব্বতীয় ভাষায় রয়েছে।

In the Kalachakra text we read: "Adam, Noah,

Abraham, and five others - Moses, Jesus, the White-Clad One, Muhammad, and Mahdi - with tamas , are in the asura - naga caste .
The eighth will be the blinded one.
The seventh will manifestly come to the city of Baghdad in the land of Mecca , (the place) in this world where a portion of the asura (caste) will have the form of the powerful, merciless
mlecchas ." -(Verse I.154 from The Abridged Kalachakra)

The “lalo” being referred to in these prophecies are described in Tibetan Buddhist texts as a group of “barbarians ” that Rudra Chakrin will destroy, along with their “false doctrines ”. “Lalo” is a Tibetan equivalent of the Sanskrit term “mleccha ”, and is used to refer to all
people of non- Dharmic faiths . It is used, more specifically, in the Kalachakra Tantra to refer to the followers of “Adam, Noah, Abraham, and five others – Moses, Jesus , the White-Clad One, Muhammad, and Mahdi [...]” (Verse I.154, The Abridged Kalachakra Tantra). They are said to have been the propagators of the false
dharma (path , religion) of the mlecchas . The message they brought is referred to as “tamas ”

(literally “darkness”, but it is used more specifically in Buddhism to refer to teachings which are utter falsehood).

দাজ্জাল অথবা কল্কি তার অনুসারিদের মতে এখন সাম্বালা অথবা আগার্থা নামের সাবটেরানিয়ান জগতে আছেন। সেটা তাদের স্বর্গস্বরূপ। এক লামার বলেন তিনি সাম্বালা থেকে যখন এডভান্স টেকনোলজি এবং জাদু ও মিস্টিক্যাল জ্ঞান নিয়ে যখন জমিনে আসবেন তখন তার আদেশে সবকিছুই হবে, মানুষকে আরোগ্যদান করবেন, ফলফসল ফলবে এমনকি মৃতকেও জীবিত করতে পারবেন! তিনি তার অনুসারীদেরকে তার সাম্বালা বা আগার্থায় নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখান।।যেখানে দীর্ঘ জীবন ও যৌবন! সেখানেও তিনি শেষ রাজা।

তিনি দুনিয়া থেকে আদম-মুহম্মদ(স) এর অনুসারীদের উৎপাটন করে যে যুগের সূচনা করবেন সেটা সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগ। বৌদ্ধদের গণনানুসারে ২৩২৭ সালে মাহদী এবং রুদ্রচক্রির মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাদের।গননায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে ২৩২৭ নয় ২০২৭ ই অধিকতর শুদ্ধ!! অথবা এরও পূর্বে...? আল্লাহ ভাল জানেন।

হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মে খুব বেশি তফাৎ নেই, বরং উভয়ই একই জিনিসের ভিন্ন ফ্লেভার। বৌদ্ধধর্মতে আধ্যাত্মিকতা চর্চা একটু বেশি। হিন্দুরা মূর্তি পূজিয়েই কূল

পায়না, তাই সাধনায় সবাই আত্মনিয়োগ করতে পারে না। এই গোটা ধর্মচক্র মূলত কোন ধর্ম নয় বরং প্যাগানিজম-পৌত্তলিকতা এবং জাদুসাধনার উৎকৃষ্টতম বাম পথ। ওয়েস্টার্ন মিস্টিসিজমও ইস্টার্নের সামনে মাথানত করে, এতটাই সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যাবাদ/গুপ্তবাদ। এরকম কোন হাদিস কি মনে পড়ে যেখানে বলা হয়েছে কুফরের জন্ম পূর্বদিকে? জ্বি, এজন্য দাজ্জালের খাটি গোলামরাও এদিকেই।

নিচের লিংকগুলোতে বিস্তারিত দেখুনঃ

http://www.trimondi.de/SDLE/Part-1-10.htm

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Rudra_Chakrin:_King_of_the_World,_Tantric_Apocolyptic_Redeemer,_and_Dajjal

কোয়ান্টাম ম্যাথড এবং দাজ্জালের স্বঘোষিত অনুসারীরা:

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান অপবিজ্ঞানীগন পুরোপুরিভাবেই হিন্দুবৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে এনেছিলেন।এর মূল অরিজিন ইরাকের বাবেল শহর। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলে এটা সত্য যে ধ্যানও যাদুবিদ্যারই অংশ। HP Blavatsky,Alice bailey দের

প্রচেষ্টায় প্রাচীন ব্যবিলনিয়ান মনিস্টিক(সর্বেশ্বরবাদী) রহস্যবাদকে সারা বিশ্বে দাজ্জাল আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে ছড়ানো হয়। সকল ধর্মগুলোর মৌলবাদীতা বাদ দিয়ে মানবতার ঐক্যের জন্য বাহ্যত 'শান্তিপ্রতিষ্ঠা' এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কাজ করছে। তাদের উপরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় বড় এসোটেরিক মুভমেন্ট গুলো আছে। সেসব অধিকাংশই আমেরিকা, ইজরাইল ও ভারতকেন্দ্রিক। আন্তর্জাতিক অনেক বড় বড় যোগসাধনার ইন্সটিটিউটগুলোকে জাতিসংঘ আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার মূল ভূমিকাতেই আছে জাতিসংঘ। আধ্যাত্মবাদী সকল দলগুলোর আকিদা দর্শন অভিন্ন। ইবলিসের উপাসক Alister Crowley'র Thelma ধর্ম, witchcraft এর জন্য wicca ধর্মগুলোর আকিদা যা, ঠিক তা-ই কোয়ান্টাম স্পিরিচুয়ালিস্টিক যোগসাধনার দল-সংগঠন/ধর্মগুলো লালন করে থাকে। সিক্রেট সোসাইটিঃফ্রিম্যাসনের আকিদা-দর্শন যা এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, সিলভা ম্যাথড, রেইকি, ব্রাহ্মণকুমারী,আনন্দমর্গ,ইস্কন,নিউ থট,নিউএজ প্রভৃতি সংগঠন গুলোর প্রচারিত মৌলিক আকিদাও তাই। সুফিবাদের আকিদাগত মূল শিক্ষাও সেটাই। যাদুকর পিথাগোরাস এই আকিদারই প্রচার করতেন হাজার বছর আগে। এটা কাব্বালারই মূল ওয়ার্ল্ডভিউ।

ওরা শেখায়,যে কেউই যেকোন ধর্মে অবস্থান করে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক করা যায়।

সৃষ্টি স্রষ্টার অস্তিত্বে পার্থক্য নেই। মানুষকে সাধনার দ্বারা এনলাইটমেন্ট(সিদ্ধি) archive করতে হবে, তাহলেই মানুষ স্রষ্টার সমমানে পৌছায়। স্রষ্টার সাথে মিশে যায়। এজন্য অনেকে 'আনাল হক্ক' শব্দদ্বয় উচ্চারণ করে।এমতাবস্থায় মানুষ সৃষ্টিস্রষ্টার একক অস্তিত্ব অনুভব করতে সমর্থ হয়। এ কারনেই বৈষ্ণব ধর্মের জয়গানকারী শ্রী চৈতন্যের ভক্ত চণ্ডিদাস বলেন,'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'! একজন এনলাইটেন্ড ব্যক্তি অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতাও লাভ করেন(বস্তুত, তা জ্বীন শয়তানও যাদুবিদ্যার সাহায্যে)।বাংলাদেশের কোয়ান্টাম ম্যাথড তো প্রকাশ্যেই যাদুশাস্ত্রের(occult) শিক্ষা দেয় জানিয়ে শুরু করে।
পড়ুনঃ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=441588562965008&substory_index=0&id=282165055574027

কুফরি এই আকিদার(monism) জন্ম ব্যবিলনীয়ান এস্ট্রলজি দিয়ে। অর্থাৎ এসব ঠিক তা-ই যা সুলাইমান(আ) এর রাজত্বকালে শয়তান আবৃত্তি করত। ওরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।

যাদুকরদের মধ্যে ধ্যানকারীরা যাদুবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। ধ্যানের মাধ্যমে মূলত চর্চাকারীরা নিজের উপর যাদু করে। এ কথা ওরা নিজেরাই স্বীকার করে। একে ওরা সেল্ফ হিপনোসিসও বলে। কোন লক্ষ্যবস্তুকে

ওরা অবচেতন মনে ছাপ পড়িয়ে দিতে বার বার নিজের প্রতি সেটার তাগিদ দানের দ্বারা করে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে ওরা মনছবি/অটোসাজেশন ইত্যাদি অনেক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। অর্থাৎ নিজেকেই সম্মোহিত করে লক্ষ্যে পৌছানোর প্রক্রিয়া।

https://m.youtube.com/watch?v=R73YdBgn3Ao
https://m.youtube.com/watch?v=EEHYVDRIHTk

এটা আবু আব্দিল্লাহ রাযি(রঃ) এর যাদুর ৮টি শ্রেনীবিভাগের ২য় এবং ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ে। কাফেররা একে altered state of consciousness শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করে। বার বার ধ্যানের চর্চার দ্বারা চেতনার ওই স্তরে শয়তান জ্বীনদের সাথেও সম্পর্ক তৈরি হয়, যার ফলে শয়তান জ্বীনদের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখার ক্ষমতা (clairvoyance) এবং দূরের জিনিস শ্রবনের (clairaudience) ক্ষমতাও লাভ করে। শ্যামানিস্টরা(shaman) বিভিন্ন গাছগাছড়া দিয়ে সাইকাডেলিক ড্রাগ বানিয়ে গ্রহন করে। এ ধরনের ড্রাগ কিনতেও পাওয়া যায়, যেমনঃ LSD, DMT ইত্যাদি। এসব গ্রহনে ধ্যান না করলেও ঐ মেন্টাল স্টেটে পৌছতে পারে। অধিকাংশ কথিত বিজ্ঞানীগনই ধ্যানের দ্বারা altered state of consciousness এ পৌছতেন। এবং অনেক কুফরি থিওরি ইক্যুয়েশন লাভ করতেন।

উঁচু স্তরের ধ্যানকারীরা ধ্যানে সৃষ্টি-স্রষ্টার অস্তিত্ব একাকার(গড রিয়েলাইজেশন)

হবার ব্যপারটি কল্পনা করে(নাউজুবিল্লাহ)।

এদেশে কর্মরত এই প্রাচীন esoteric agenda(কোয়ান্টাম ম্যাথড) খুব বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন সামাজিক ভাল কাজ করে প্রচারনা করছে। সব কথাবার্তায় পজেটিভিটি বজায় রাখে। ইসলামিক বোঝাতে সারাক্ষন ইসলামিক টার্ম ব্যবহার করতে দেখা যায়, বাহ্যিকভাবে তাওয়াক্কুল করবার মত কথাও শোনা যায়! সাধারণ সরল,স্বল্পজ্ঞানী মুসলিমদেরকে এভাবে ফাঁদে ফেলছে। ওরা যে প্যাগান থিওলজির প্রচার করছে তা সেটার উপরেই ইসলামিক মোড়ক, কিন্তু ভেতরে স্বতন্ত্র দ্বীন। এরা একত্ববাদে(তাওহীদে) বিশ্বাসী নয়,এরা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয় বরং পুনঃজন্মবাদে(transmigration of soul/metempsychosis/reincarnation) বিশ্বাসী।

এ এমনই কুফরি আকিদা যা নমরুদ, ফিরআউন, হামানরাও করে নি।

কোয়ান্টাম ম্যাথডের 'গুরুজী'গন কেউই ইসলামিক মৌলিক আকিদা মান্যকারী মুসলিম নয়,এদের অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী। এই অকাল্ট ফিলোসফি প্রচারকারী সংগঠনের উদাহরণ হচ্ছেঃ কিছু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মগুলোর শিক্ষা ও শাস্ত্রগুলোকে ইসলামিক বই নামে চালাচ্ছে। বিভিন্ন শব্দগুলোকে এমনভাবে আরবি শব্দের ছায়ায় উপস্থাপন করেছে, যেন সে কিতাব ইসলামেরই গভীর তাৎপর্যপূর্ন কিতাব। জ্ঞানহীন মানুষও গনহারে সেসব কিনছে এবং মানছে। ওই লোকেরা বই পাব্লিশের সাথে সাথে সভা সেমিনার করে একটা অলাভজনক সংগঠনও করেছে,হাজারো মানুষ জোয়ারের ন্যায় আসছে। কেউ চিন্তাও করছে না সেটা স্বতন্ত্র ধর্ম।

সুফিবাদের কুফরি আকিদাগুলোর ক্ষেত্রেও এ উদাহরণ প্রযোজ্য।

এ অবস্থাটাই এদেশে বর্তমানে বিরাজ করছে।এখন হাজার হাজার মানুষ একত্রে ধ্যানও করছে, আমেরিকায় রজনীশের প্রচারণা ফলাফলের ন্যায়।
দেখুনঃ http://www.m.mzamin.com/article.php?mzamin=122275

আমেরিকায় যখন এই pantheistic astro-theological global religion এর বিস্ফোরণ ঘটে, কাফের খ্রিষ্টানদের চরম পাপাচারী একটা অংশ তাতে গনহারে যোগ দিতে থাকে,এখনো অব্যাহত আছে। এটা দেখে মৌলবাদী ক্ষমতাহীন খ্রিষ্টানদের একটা দল অনেক প্রচারণা চালানো শুরু করে। ওরা এই পিউর প্যাগানিজমের বিরুদ্ধে এমনকি হিপহপও তৈরি করে!! এরা নিজেদের শিরকি আকিদা ছাড়া, এই হিন্দুয়ানী সর্বেশ্বরবাদী ধর্মের বিরুদ্ধে যা বলে, তাতে ভুল নেই।
https://m.youtube.com/watch?v=SzzuQX3JUg8
https://m.youtube.com/watch?v=NOCaYEV3jDc
https://m.youtube.com/watch?v=NbbBe9EKyPY

এদের বানানো কিছু ডকুমেন্টারিতে অনেক অনেক তথ্য পাবেন। আফসোসের বিষয়, যার নিকৃষ্টতার ব্যপারটি কাফির খ্রিষ্টানরাও সচেতন, তাতেই মুসলিমরা গনহারে যোগ দিচ্ছে। কিছু ভাল আলিম এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শিরক কুফর পর্যন্ত

বলেই শেষ করেন। কিন্তু তথ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য বলেন না, এটা ছদ্মবেশী স্বতন্ত্র দ্বীন!

যারা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে যোগ দিচ্ছে,এবং যেসব কুফরি আকিদা ধীরে ধীরে ইঞ্জেক্ট করছে তা সজ্ঞানে বিশ্বাস করছে, তারা ঈমানের চাদর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এখন এমন অবস্থাও দেখেছি, এই মুসলিমদের কেউ কেউ মুতাযিলা মার্কা যুক্তি

দিয়ে হালাল বানানোর চেষ্টা করছে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। একটা ভয়ংকর বিষয় লক্ষ্য করেছি, এই অর্গানাইজেশনে যারাই সজ্ঞানে আন্তরিক আকিদাগত স্বীকৃতি দিয়ে যুক্ত হচ্ছে তারা physiognomically evil traits বহন করে। যারা এর গুরুজী তারা তো একদমই cursed!

নিচে কিছু ডকুমেন্টারি লিংক দিলাম, যাতে কোয়ান্টাম ম্যাথড, এদের পূর্বসূরি এবং সমমনা বিদেশী অর্গানাইজেশন এবং সুবিশাল পরিকল্পনার ব্যপারে সামান্য হলেও জানতে পারবেন। খ্রিষ্টীয় শিরকি ডগমা স্কিপ করুন। এগুলো তাদের জন্য যারা অতিরিক্ত জানতে আগ্রহীঃ

https://m.youtube.com/watch?v=wjmFm8PIz8M
https://m.youtube.com/watch?v=gfRzUI8hkwo
https://m.youtube.com/watch?v=5i6PBui-bN8
https://m.youtube.com/watch?v=UjAlp1AFKv8

.

বাবেল থেকে কুফরি আকিদা বহন করে আনা পিথাগোরিয়ানদের থেকে শুরু করে যারাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই গ্লোবাল ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নে প্রতিষ্ঠার মিশনে

গুরুজীর আসনে ছিল(i.e:Alice Bailey,Benjamin creme,Blavatsky etc) এরা সকলে আশা করত মানব জাতিকে এক ধর্মের নিচে এনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মহাশাসক/গুরু/বিশ্ব-শিক্ষক/lord খুব শীঘ্রই আসছেন। বিগত দু তিনশত বছরে এই বাতেনী(esoteric) সম্প্রদায় তাকে মৈত্রেয় বুদ্ধ নামে ডাকা শুরু করে। এটা অপেক্ষমান বৌদ্ধদের অবতার।। আপনারা কি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে কালচক্র তন্ত্রের কথা গুলো মনে করতে পারছেন?

পড়ুনঃ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385768245213707&substory_index=0&id=282165055574027

https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.1073741828.282165055574027/393103321146866/

অতএব মৈত্রেয়(ইংঃমাইত্রেয়া) কে তাতে সন্দেহ নেই।। উইকিপিডিয়াতেই উল্লিখিত ছিল ওই প্যাগানদের গুরুদের কেউ কেউ ২০২৫ সালের আগে আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছেন। কেউ বা ২০২৫ সালের দু চার বছর সামান্য পরে। এরা দাবি করে যে, তারা টেলিপ্যাথিক (বস্তুত,শয়তান জ্বীনদের সাথে) যোগাযোগ দ্বারা এই মিসায়াহর আবির্ভাব সংক্রান্ত নানান তথ্য লাভ করত।

বেঞ্জামিন ক্রিম বিভিন্ন ইন্টার্ভিউ ও বক্তৃতায় বলেন,' তাকে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রজন্ম প্রত্যাশা করেছেন, খ্রিষ্টানরা তাকে যিশুখ্রিস্ট বলে, ইহুদীরা তারই অপেক্ষায় আছে মসীহ বলে,হিন্দুরা কৃষ্ণের অপেক্ষা করছে, মুসলিমরা ইমাম মাহদী বা মসীহ; যদিও নামগুলো ভিন্ন ভিন্ন, অনেকে বিশ্বাস করে তারা সকলেই একজনকেই উদ্দেশ্য করে বলেঃ যিনি, বিশ্ব শিক্ষক(ওয়ার্ল্ড টিচার)।

তিনি যেদিন নিজেকে প্রকাশ করবেন সেটা হবে ডে অব ডেকলারেশন। সারা পৃথিবীর সমগ্র টিভি চ্যানেল গুলো এক হয়ে যাবে, সমগ্র মানব জাতি তাকে দেখবে। তিনি মুখ দিয়ে কোন কথা বলবেন না,
সারা মানবজাতি তাদের কানের ভেতর টেলিপ্যাথিক্যালি তার কথা শুনতে পাবে, তার অভিপ্রায় শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রোগাক্রান্ত মানুষ সুস্থতা লাভ করবে। তিনি সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন।তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তিত মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন প্রভু। তার আবির্ভাবকালের পূর্বে আকাশে ফুটবল মাঠের সমান কিছু স্পেস ক্রাফট ঘুরতে দেখা যাবে। আমার সাথে স্পিরিচুয়াল মাস্টারদের(শয়তান) সম্পর্ক রয়েছে তাদের দ্বারা মৈত্রেয় বুদ্ধ আমার সাথে যোগাযোগ করে। স্পিরিচুয়াল এই শিক্ষকগন দূরবর্তী পাহাড়,মরুভূমি অঞ্চলে বাস করেন, তারা অত্যন্ত উন্নত। তাদের কেউ হয়ত আমাদের(মানবজাতিকে) কে বিবর্তন এর ধারাবাহিকতায় উলঙ্গ অবস্থায় দেখে

থাকবেন। প্রভু মৈত্রেয় বুদ্ধ হচ্ছেন সকল সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-শিক্ষক।

মানুষ সাধারনত যিশু খ্রিষ্টকে আকাশে ঈশ্বরের কাছে আছে মনে করে, বস্তুত সেরকম মোটেই না। এ মহান স্পিরিচুয়াল হায়ার বিংদের গ্রুপ থেকেই যুগে যুগে বিভিন্ন শিক্ষকরা আসতেন; যার প্রধান এবং নেতা হচ্ছেন প্রভু মৈত্রেয়। ক্রাইস্ট কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা হচ্ছে সেসব মহা শিক্ষকদের যারা শক্তিশালীভাবে বিবর্তিত হয়েছেন। আমি বিবর্তনবাদ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে বিবর্তিত মাস্টারদের সাথে একবার কথা বলেছিলাম যারা হিমালয়ে ছিল, তারা কিছুদিন পরে বললো, "আমাদের মহান শিক্ষক, সকল শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবার আছে...."!, তাকে এক সাক্ষাতকার প্রশ্ন করা হয়, মৈত্রেয় বুদ্ধ এমন কোন নাম না যাকে খ্রিষ্টানরা ক্রাইস্ট এর সাথে সংযোগ করবে। তার সাথে জিশুখ্রিস্ট এর সম্পর্ক কি? এটা শুনে ক্রিম বলেন, "মৈত্রেয় মূলত যিশুর মধ্যে দিয়ে কাজ করেছেন, ২০০০ বছর আগে তারই পূর্বাভাস ফিলিস্তিনে দিয়েছিলেন। তারই চেতনা যিশুর মধ্যে প্রবেশ করেছিল,বিভিন্ন অবতারে এভাবেই মৈত্রেয় প্রকাশ পেয়েছিল, গৌতমবুদ্ধাও তারই ম্যানিফ্যাস্টেশন। আর এই বার এই প্রভু মৈত্রেয় বুদ্ধ স্বয়ং নিজেই এই পৃথিবীতে আসছেন। যারা যার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের কাছে সেইরূপেই আবির্ভূত হবেন। খ্রিষ্টানরা যিশুর অপেক্ষা করছে, তারা তাকে যিশু হিসেবে দেখবে। হিন্দুরা কৃষ্ণের অপেক্ষা করছে, তারা তাকে কৃষ্ণরূপে পাবে। বৌদ্ধরা তেমনি মৈত্রেয় বুদ্ধের অপেক্ষার করছে, তারা সেই

রূপেই দেখবে। এটা শুনে প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন করে, তাহলে তিনি একজন ইউনিভারসাল টিচার, universal God? বেঞ্জামিন ক্রিম বলেন, তিনি ওয়ার্ল্ড টিচার। ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অধর্মীয় গোষ্ঠী, সকলের। এখনই আমেরিকার টেনেসির ব্যাপ্টিস্ট চার্চে দীর্ঘ অলৌকিক আলোর ক্রুশ দেখা যাচ্ছে।.......

He has been expected for generations by all of the major religions. Christians know him as the Christ, and expect his imminent return. Jews await him as the Messiah; Hindus lookfor the coming of Krishna; Buddhists expect him as Maitreya Buddha; and Muslims anticipate the Imam Mahdi or Messiah.Although the names are different, many believe that they all refer to the same individual: the World Teacher।

If people believe, rightly or wrongly, that Maitreya is the Christ, the Imam Mahdi, Maitreya Buddha, the Messiah orKalkiAvatar, and accept His advice because of that, it does not mean that they are in themselves ready to make the changes which must ensue to preserve the world and humanity with it. We have to recognize Maitreya, not because we think He is Maitreya, or the Christ or the Messiah, or whoever, but because we agree with what He is

saying, that we want for the world what He says is necessary for the world: justice and sharing and freedom for all people, rather than because we think He is the World Teacher or some great spiritual being....."

http://www.black-banners.com/forum/viewtopic.php?t=7887

দেখুন ক্রিমের কিছু বক্তব্যঃ

https://m.youtube.com/watch?v=D3kB0yiX8MA

https://m.youtube.com/watch?v=V1WoPahfN4g

ক্রিম যে শয়তানের পজেশনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

https://m.youtube.com/watch?v=afKiAVW6mAc

তার কথাগুলো আমেরিকার টেলিভিশনেও প্রচার করা হত। বিভিন্ন দেশে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। জাপানে ২০০০ লোক তার ভাষন শুনতে একত্রিত হয়েছিল। হেলেনা ব্লাভাস্তস্কিরও শয়তান জ্বীনদের সাথে সম্পর্ক ছিল। এল মোরিয়া ও খুতুমি নামের দুই পাগড়িধারী শয়তান তার কাছে বিভিন্ন জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে হাজির হত। তিনিও এসেন্ডেড মাস্টার/ওয়ার্ল্ড টিচারের কথা বলেছিলেন। এই অকাল্ট

অর্গানাইজেশন গুলোর বাংলাদেশী ভার্সন হচ্ছে কোয়ান্টাম ম্যাথড।

আকিদাদর্শনগত কোন পার্থক্য নেই। যারা সেখানে যাচ্ছে, সেচ্ছায় কার অনুসারী হয়ে যাচ্ছে!??

ভারতীয় উপমহদেশে একটা মিথ্যাচার প্রচলিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল(সা) নাকি হেরা গুহায় ধ্যান করতেন।এটা উপমহাদেশীয় সুফিদের ছড়ানো মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূল(স) ইবাদত করতেন। তবে তা কিরূপ সেটা স্পষ্ট নয়।

Ibn Hajar
বলেনঃ “There was nothing explicitly reported about the nature of his worship but ‘Ubayd ibn ‘Umayr narrated from Ibn Is-haaq that he would feed the poor that came to him, and some scholars reported that he would worship by engaging in thought, and it is probable that ‘Aa’ishah mentioned seclusion by itself being a form of worship because seclusion from people, especially from those following falsehood, is considered worship. ”

Ibn Taymiyyah কেও একই রকম প্রশ্ন করা হয়, যে তিনি (সাঃ) কিরূপ ইবাদত করতেন হেরা গুহায়। He was asked: What is the

statement of Imaams of Islam about the worship of the Prophet (in Hiraa')? What did it consist of, and how was it before he was sent as a Prophet? He answered: “This issue is something that is not needed in our religion. We have to obey the Prophet in what he commanded us to do and emulate him after he was sent to us as a Prophet. As regards what was before that, such as his seclusion in the Cave of Hiraa' and the like, this is not a Sunnah of the Ummah; it is for this reason that no Companion after Islam went to the Cave of Hiraa' and they did not seek to do so, because after Islam was revealed, it is not prescribed for us to purposefully go to the caves of mountains or to seclude ourselves in them; rather, it is a Sunnah for us to stay in mosques (for I‘tikaaf) as a confirmed Sunnah for us. ” [End of quote]

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=281164

islamweb দলিলই দিয়েছে যে রাসূল(স) এর ইবাদতের ধরন পাওয়া যায় না। অথচ পরক্ষনে ধ্যানকে পজেটিভলি প্রকাশ করছে!!

ধ্যান করা বৈধ কিনা জানুন, শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) এর ওয়েবে। পড়ুনঃ

https://islamqa.info/en/101591

অথচ কথিত হানাফিদের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখুন,কি অবস্থা!!
http://islamqa.org/hanafi/askimam/80399

মেডিটেশন হচ্ছে তাদের হালালায়িত মোরাকাবা!! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। ওয়াহদাতুল উজুদি,হুলুল ইত্তেহাদীদের কাছে থেকে এর চেয়ে উত্তম আর কি বা আশা করা যায়!??জেনে রাখুন, ইবনে আরাবি যা বলত, তা গ্রীক দার্শনিক যাদুকরগন বাবেল শহর ঘুরে নিয়ে আসতেন হাজার বছর আগে। তারা ওই শাস্ত্রকে মহাজ্ঞানের শাস্ত্র হিসেবে নিত যা শয়তানরা আবৃত্তি করত সুলাইমান(আ) এর রাজত্বকালে। আজ এসব সাইন্স নামেও প্রতিষ্ঠিত।

ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার তৈরির ডান হাত ইউনাইটেড ন্যাশন অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাকআপ দিচ্ছে এই প্রাচীন প্যাগান সর্বেশ্বরবাদী প্রকৃতি পূজারী ধর্মটিকে আবারো সর্বত্র প্রমোশনের জন্য। তারা ব্রহ্মকুমারীদের সাথে অনেক আগেই কাজ করত। দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=thnl5pOxa2A

আপনার কি মনে হয়, এডলফ হিটলার কেন নিজেদেরকে সুপেরিয়র রেস দাবি

করেছিল? তিনি তো হেলেনার থিওসফি দ্বারা দারুন প্রভাবিত ছিলেন। সেখান থেকেই নিজেদের আর্য মাস্টার রেস ভাবনা শুরু। হিটলার নিজেই আলাদা ধর্মের ন্যায় একটা মতবাদ চালু করেছিল।

কাব্বালিস্টরাও মোরাকাবা বা ধ্যান করত। এখন ইয়োগাও করতে দেখা যায়ঃ
https://m.youtube.com/watch?v=O_2fC0a2OkI

পৃথিবীর সকল দেশ আজ প্রকৃতিপূজা/দেহপূজা/পৃথিবী পূজার/সর্বেশ্বরবাদী ইউনিভারসাল ধর্ম প্রচার প্রসারের পেছনে কাজ করছে। এটা নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী মুদ্রার অপর পিঠ। আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। এদেশে সুফি মারেফতি পীর ফকিরদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। আর বাউলদের??? এদের প্রোমোটিং এর পেছনে আছে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক, হিন্দুয়ানি/ সেকুলার সাংস্কৃতিক ও মিডিয়ার শক্তি। কখনো মনের মানুষ, কখনো কস্মিক/ডিভাইন সেক্স(চলচ্চিত্র)। এদের সকলের ঘুরে ফিরে একই স্লোগান
'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'। শায়খ আহমদ উল্লাহর মুখেই শুনুন বাউলদের প্রভাবের কথা। এ বিষয়ে তার আরো কিছু লেকচার আছে। সেগুলোও শুনবেন।

https://m.youtube.com/watch?v=zw5or5y4kUE

আজকে তাওহীদের কথকরা জঙ্গী। আর সারাবিশ্বে মুসলিমদের অবস্থা ভাল করেই জানেন। তাদেরকে একে উৎখাত করতেই হবে। কারন 'অধিকাংশ কাফেরদের মাঝে' কমন একটি মতবাদ বা দর্শনকে ইউনিভারসাল ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সবাই কাজ করছে। সকলেই অলৌকিক মহাক্ষমতাসম্পন্ন মহান ব্যক্তির অপেক্ষায়। কেউ বলে কল্কি,কেউ বলে বুদ্ধা,কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে দাজ্জাল, কেউ বলে মিথ্যা মসীহ।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সুরা বাকারা ২:২০৮]

ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে যাও। এমন করো না যে, যে নির্দেশগুলো তোমাদের স্বার্থ ও মনপসন্দ হবে, সেগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো ত্যাগ করবে। অনুরূপ যে দ্বীন তোমরা ছেড়ে এসেছ, তার কথাও ইসলামে প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা করো না; বরং কেবল ইসলামকেই পূর্ণরূপে বরণ করে নাও। এ আয়াতে দ্বীনের নামে বিদআতেরও খন্ডন করা হয়েছে এবং বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খন্ডন করা হয়েছে, যারা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং দ্বীনকে কেবল (ব্যক্তিগত) ইবাদত অর্থাৎ, মসজিদে সীমাবদ্ধ রেখে রাজনীতি এবং দেশের সংসদ থেকে তাকে নির্বাসন দিতে চায়। এইভাবে জনসাধারণকেও বুঝানো হচ্ছে, যারা প্রচলিত প্রথা ও লোকাচার এবং আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পছন্দ করে, কোন মতেই তারা এগুলোকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়; যেমন মৃত্যু ও বিবাহ-শাদীতে ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক এবং বিজাতীয় রীতিনীতি ইত্যাদির অনুকরণ করে থাকে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যে ইসলাম পরিপন্থী কথা ও কর্মকে লোভনীয় ও শোভনীয় ভঙ্গীতে তোমাদের সামনে পেশ করে, যে মন্দের উপর খুব ভালোর লেবেল চড়ায় এবং বিদআতকেও নেকীর কাজ বলে বুঝায়, যাতে সর্বদা তোমরা তার পাতা জালে ফেঁসে থাকো।

ভারতের (মুসলিম নির্যাতন) অবস্থা দেখে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। আল্লাহর নির্বাচিত কোনো জাতি (বর্তমানে মুসলিম) যখন অতিরিক্ত অবাধ্য হয়ে যায়, তখন আল্লাহ সেই জাতির উপর বিজাতি শত্রু বা জালেম শাসক কে চাপিয়ে দেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার আজাব। এ আজাব থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। বিজাতীয় সমস্ত সংস্কৃতিকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে এবং প্রস্তুত হতে হবে এক মহা

....

উপসংহার:

উপসংহার: আলহামদুলিল্লাহ ১ম খন্ড এখানে শেষ হলো। আসলে একটাই বানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় দুই খন্ড করতে হলো। এই খন্ডে দাজ্জালের পরিচয়, কর্মকান্ড, দাজ্জালের অনুসারী, জীন শয়তান, এলিয়েন ও এদের উপাসক এবং কালো জাদু ও কাব্বালাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় খন্ডে,

সিক্রেট এজেন্ডা, সিক্রেট প্রজেক্ট ও সিক্রেট সোসাইটি এবং কোয়ান্টাম মেথড ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে সাজানো হবে, ইনশাআল্লাহ।

আর যেহেতু পুরো কিতাবটি সংকলিত (আমার নিজেরও কিছু লিখা আছে)। তাই কাজের ব্যাস্ততার জন্য খুব বেশি প্রুফ রিড করতে পারিনি। সুতরাং বরাবরের মতোই সকল ভুল ত্রুটি গুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহববান করছি। জাজাকুমুল্লাহু খাইর।

-THE END-